সত্যের ভিত্তিমূল

Cornerstones of Truth - Bengali
CS 3131

সত্যের ভিত্তিমূল

Cornerstones of TRUTH

বাইবেলের মতবাদ শিক্ষা

নিজে পড়ে শেখার উপযোগী একখানি পাঠ্য পুস্তক

লেখক ঃ ফ্লয়েড সি, উডওয়ার্থ, জুনিয়র
এবং
ডেভিড ডি, ডানকান

অনুবাদ ঃ স্টিফেন পি, ঢালী

সম্পাদনায় ঃ সাইলাস এম, নাথ

আই, সি, আই, এর প্রধান কার্যালয়ের সহকর্মীদের সহযোগিতায় প্রস্তুত ঃ
বিশেষ পরামর্শদাতা ঃ টেরি ডি, ইয়ংকার

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ
ইন্টারন্যাশনাল করস্‌পণ্ডেস ইন্‌স্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ছাপা ১০০০ কপি
১৯৮৭ ইং

CORNERSTONES OF TRUTH
1987
All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

Printed by Permission of I C I 1986.
Printed at 401/1 New Eskaton, Dhaka, Bangladesh.

মুদ্রণে ঃ এ্যাসেম্বলী প্রেস
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-২, বাংলাদেশ।

CS 3131-BN

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা : ৫

প্রথম খণ্ড : সার্বভৌম ঈশ্বর

পাঠ :

১ম পাঠ : ঈশ্বর : তাঁর স্বভাব এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি ১৬

২য় পাঠ : ঈশ্বর : তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কার্যাবলী ৫৪

৩য় পাঠ : খ্রীষ্ট : অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রকাশ ৯০

৪র্থ পাঠ : পবিত্র আত্মা : একজন বিচক্ষণ প্রশাসক ১২৬

দ্বিতীয় খণ্ড : ঈশ্বরের প্রজাবর্গ

৫ম পাঠ : স্বর্গদূতগণ : অন্ধকারের সৈন্যদল এবং আলোর সৈন্যদল ১৬২

৬ষ্ঠ পাঠ : মানব জাতি : স্রষ্টার মানব প্রজাকুল ... ১৯৬

৭ম পাঠ : পাপ এবং পরিত্রাণ : সমস্যা এবং সমাধান ..২২৬

তৃতীয় খণ্ড : ঈশ্বরের ব্যবস্থা

৮ম পাঠ : পবিত্র শাস্ত্র : ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশ ... ২৫৮

৯ম পাঠ : মণ্ডলী : ঈশ্বরের লোকদের সমাজ ২৯০

১০ম পাঠ : ভবিষ্যৎ : আত্ম প্রকাশ, পুরস্কার এবং বিশ্রাম ৩২২

গ্রন্থপঞ্জী : ৩৬১

পরিভাষা : ৩৬২

উত্তর মালা : ৩৬৮

ইণ্টারন্যাশনাল করস্‌পণ্ডেন্স ইন্‌স্টিটিউট

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রম ঃ

এই পাঠ্য বিষয়টি ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউটের খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের ১৮টি পাঠ্য বিষয়ের একটি। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এর প্রতি ভাগে ছ'টি করে বিষয় আছে। "সত্যের ভিত্তিমূল" হচ্ছে প্রথম ভাগের তিন নম্বর বই। আপনি শুধুমাত্র এই বইটি পড়তে পারেন, অথবা একটি একটি করে পাঠ্যক্রমের সব বইগুলি পড়তে পারেন।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা সিরিজের বইগুলি এমন ভাবে লেখা হয়েছে যাতে খ্রীষ্টিয়ান কার্যকারীরা নিজেরাই সেগুলি পড়ে শিখতে পারেন। এই পাঠ্য বিষয়টি পড়ে শেষ করলে একজন ছাত্র যেমন বাইবেলের জ্ঞান লাভ করবেন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনে ও খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কাজে দক্ষ হয়ে উঠবেন। আপনি সার্টিফিকেট লাভের জন্য কিম্বা ব্যক্তিগত আত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য এই বিষয়টি পড়তে পারেন।

লক্ষ্য করুন ঃ

পাঠ্য বইয়ে দেওয়া প্রাথমিক নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়ুন। নির্দেশগুলি মেনে চললে আপনি সহজেই পাঠ্য বিষয়ের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন। আর তাহলে ছাত্র রিপোর্ট লিখতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না।

কোর্স সম্পর্কে সকল চিঠিপত্র নীচের ঠিকানায় পাঠান ঃ

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-২,
বাংলাদেশ।

ভূমিকা

মতবাদ অধ্যয়ন কি?

আধুনিক ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী কোন্ বিষয়গুলিকে বিংশ শতাব্দির অমঙ্গল বলে মনে করতেন? বেনিতো জুয়ারেজ মেক্সিকোর মণ্ডলীকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন?

এই বিষয়গুলি এবং অন্যান্য মহান লোকদের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে পড়াশুনা করা আবশ্যক। গান্ধীর ক্ষেত্রে এজন্য আমাদের ৮০টি বই পাঠ করতে হবে। আমরা যদি একটি মাত্র বইয়ে তার সমস্ত শিক্ষা বিষয় অনুসারে সাজান পেতাম তাহলে কত না সহজ হত চিন্তা করে দেখুন।

বাইবেলে আলোচিত বহু বিভিন্ন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে গিয়েও আমরা একই সমস্যার সম্মুখীন হই। আপনি সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন যে, পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাগুলি বিষয় অনুসারে সাজান হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ আদি পুস্তকে কিম্বা বাইবেলের অপর কোন বইতেই আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাই না।

এইজন্য, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত শিক্ষা লাভ করবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হোল সমগ্র বাইবেল অধ্যয়ন করা। এ থেকে আমরা সহজেই সমগ্র ধারণাটি দেখতে পাই এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে যুক্তি সংগত পথে সাজাতে পারি। এটি হচ্ছে আমাদের জীবন ও চিন্তাধারাকে বাইবেলের নীতিমালার সাথে একই সূত্রে গ্রথিত করবার একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি।

এই প্রকার বাইবেল অধ্যায়নের বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে সুসম্বদ্ধ বা নিয়মানুগ (ধারাবাহিক) ধর্মতত্ত্ব। এই মহাবিশ্ব, এর

শাসনকর্তা, প্রজাবর্গ, এবং তাদের বিকাশের জন্য ঈশ্বরের মনোনীত কাঠাম সম্পর্কে শাস্ত্র কি শিক্ষা দেয়, তা অনুসন্ধানের কাজে আমরা এই পাঠে এই ধরণেরই একটি পরিকল্পনা অনুসরণ করব। তাছাড়া বাইবেল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি বলে তাও আমরা আবিষ্কার করব।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে শাস্ত্রীয় শিক্ষা অনুসন্ধান করবার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কি প্রত্যাশা করতে পারি এবং তিনি আমাদের কাছ থেকে কি কি আশা করেন, তা আমরা জানতে পারব। এর ফলে আমরা আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠব।

পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ ঃ

সত্যের ভিত্তিমূল ঃ বাইবেলের মতবাদ শিক্ষা নামক পাঠ্য বিষয়টি হচ্ছে বাইবেলের মৌলিক মতবাদ বা শিক্ষা সম্পর্কে একখানি প্রাথমিক স্তরের ধারাবাহিক অধ্যয়ন। এর মধ্যে আলোচিত প্রধান বিষয়গুলি হোল ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের কার্য, স্বর্গদূতগণের কার্যাবলী এবং তাদের সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টি, মানুষের পতন, ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা, শাস্ত্র কিভাবে লেখা হয়েছিল, মণ্ডলী, এবং মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের চূড়ান্ত পরিকল্পনা। এই পাঠ্য বিষয়টি হচ্ছে বাইবেলের শিক্ষা এবং বিশ্বাসীর জীবনে এর প্রয়োগ সম্পর্কে একখানি ব্যবহারিক মৌলিক অধ্যয়ন। বাইবেলের মহান প্রসঙ্গগুলি পুংখানু-পুংখরূপে অনুসন্ধান ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে বহু শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠ্য বিষয়ের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ্য বিষয়টি পড়ে শেষ করলে পর আপনি—

১। ঈশ্বরের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের ঐশ্বরিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্টগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

২। মানব-সৃষ্টি, মানুষের পতন, এবং তাঁর সাথে মানুষের সহভাগিতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরের প্রদত্ত সমাধান বর্ণনা করতে পারবেন।

৩। ভাল ও মন্দ দূতগণ এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি-তা উল্লেখ করতে পারবেন।

৪। মণ্ডলীর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী এবং এর অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫। বাইবেলের সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও আচরণের একটি মানদণ্ডের দ্বারা আপনার জীবনের সকল ক্ষেত্রগুলিকে পরিচালনা করবার সংকল্প নিতে পারবেন।

পাঠ্য পুস্তক ঃ

এই কোর্সের জন্য আপনি ফ্লয়েড সি, উড ওয়ার্থ, জুনিয়র এবং ডেভিড ডি, ডানকান কর্তৃক লিখিত "সত্যের ভিত্তিমূল" নামক বইখানি মূল পাঠ্য পুস্তক এবং সাহায্যকারী বই এই উভয় পথে ব্যবহার করতে পারবেন। এর সাথে পড়বার জন্য আপনার দরকার হবে একখানি বাইবেল।

পড়বার সময় ঃ

প্রত্যেকটি পাঠের জন্য ঠিক কত সময় আপনার লাগবে, তা কিছুটা নির্ভর করে পড়া আরম্ভ করবার আগে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও পড়ার দক্ষতার উপরে। তাছাড়া, নিজে নিজে পড়ে শিখবার নীতিগুলি কতটুকু মেনে চলেছেন এবং এর ব্যবহারে আপনি কতটুকু দক্ষ তার উপরও সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে। এমনভাবে পড়ার সময় ঠিক করে নেবেন, যেন লেখকের দেওয়া লক্ষ্যগুলিতে এবং আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছাবার জন্য যথেষ্ট সময় পান।

পাঠ কিভাবে সাজান হয়েছে এবং কিভাবে পড়তে হবে ঃ

প্রতিটি পাঠের মধ্যে আছে—(১) পাঠের নাম, (২) ভূমিকা, (৩) পাঠের খসড়া, (৪) পাঠের লক্ষ্যগুলি, (৫) শিক্ষামূলক কার্যাবলী, (৬) মূল বা কঠিন শব্দাবলী, (৭) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ও শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলী (৮) পাঠের শেষে পরীক্ষা এবং (৯) বইয়ের শেষভাগে পরীক্ষার উত্তরমালা।

পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি আপনাকে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেবে। পড়বার সময় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর এগুলি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং কি শিখতে হবে, তা আপনাকে বলে দেবে।

শিক্ষা মূলক প্রশ্নগুলির অধিকাংশের উত্তর এই বইতেই লিখতে পারবেন। কিন্তু বড় বড় উত্তর লিখবার জন্য একটি আলাদা নোট খাতা প্রয়োজন হবে। নোট খাতায় উত্তর লিখবার সময় পাঠের নম্বর ও পাঠের নাম লিখতে ভুলবেন না। তাহলে ছাত্র-রিপোর্ট তৈরীর সময় আপনার সুবিধা হবে।

বইয়ের উত্তর আগে দেখবেন না। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন, তারপর বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। এই-ভাবে মনে রাখতে পারবেন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে পরে সেটি সংশোধন করে লিখুন। বইয়ের উত্তরগুলি সংখ্যানুযায়ী পর পর দেওয়া হয়নি, যেন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার আগেই ভুল করে আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেখে না ফেলেন।

প্রশ্নগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলি আপনাকে প্রতিটি পাঠের প্রধান বিষয়গুলি (বা শিক্ষাগুলি) মনে রাখতে এবং প্রাপ্ত শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে।

কিভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবেন ঃ

এই বইয়ে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলক প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। নীচে এদের কয়েকটি উদাহরণ এবং কিভাবে তাদের উত্তর দিতে হবে তা দেখান হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ধরণের প্রশ্নের জন্য সাহায্যকারী নির্দেশ থাকবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নগুলিতে আপনাকে কোন উক্তি পূর্ণ করে লিখতে বা ছোট একটি উত্তর লিখতে বলা হয়। এই প্রশ্নগুলিতে উত্তর লিখবার জন্য খালি জায়গায় দেওয়া হয়।

উদাহরণ ঃ

১। গালাতীয়দের কাছে লেখা পত্রখানি কে লিখেছেন ?

...... · .... প্রেরিত পৌল।.. ......

এখানে যেমন দেখান হয়েছে সেইভাবে আপনার বইয়ে খালি জায়গায় উত্তরটি লিখুন।

বাছাই প্রশ্নে আপনাকে প্রদত্ত বিভিন্ন উত্তরগুলির মধ্য থেকে নির্ভুল উত্তরটি বেছে বের করতে হবে।

উদাহরণ ঃ

১। পুরাতন নিয়মে মোট—

ক) ৬৬টি বই আছে।

খ) ৩৯টি বই আছে।

গ) ২৭টি বই আছে।

এখানে নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) ৩৯টি বই আছে। এখানে যেমন দেখান হয়েছে সেইভাবে আপনার বইয়ে (খ) এর পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১। পুরাতন নিয়মে মোট—

ক) ৬৬টি বই আছে।

✓খ) ৩৯টি বই আছে।

গ) ২৭টি বই আছে।

কোন কোন সময় এই ধরনের প্রশ্নে একটিরও বেশী নির্ভুল উত্তর থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিটি নির্ভুল উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নে আপনাকে বিভিন্ন উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তা দেখতে হবে।

উদাহরণ ঃ

২। নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টি সত্য ?

ক) বাইবেলে মোট ১২০টি বই আছে।

√খ) বাইবেলে বর্তমান কালের বিশ্বাসীদের জন্য বার্তা আছে।

গ) বাইবেলের সব লেখকরাই হিব্রু ভাষায় তাদের বিবরণ লিখেছিলেন।

√ঘ) পবিত্র আত্মা বাইবেলের লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

উক্তিগুলির মধ্যে (খ) ও (ঘ) সত্য, তাই উপরের মত আপনাকে (খ) ও (ঘ) এ টিক চিহ্ন দিতে হবে।

মিল দেখানোর প্রশ্নে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের মধ্যে মিল আছে তা আপনাকে দেখাতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তির নামের সাথে তার বর্ণনার, অথবা বাইবেলের বইগুলির সাথে তাদের লেখকদের, ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ

৩। ডান পাশে ব্যক্তিদের নাম এবং বাম পাশে তাদের কয়েকটি কাজ বর্ণনা করা হয়েছে, কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ কাজ করেছিলেন তা দেখান। (এখানে ব্যক্তির নামের সংখ্যাটি নিয়ে সঠিক বর্ণনার পাশের খালি জায়গায় বসাতে হবে।)

…১…ক) সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের দেওয়া আইন-কানুন বা ব্যবস্থা পেয়েছিলেন। — ১। মোশি

…২…খ) ইস্রায়েলকে নিয়ে যর্দন পার হয়েছিলেন। — ২। যিহোশূয়

…২…গ) যিরিহোর চারপাশে ঘুরেছিলেন।

…১…ঘ) ফরৌণের রাজ প্রাসাদে বাস করেছিলেন।

(ক) ও (ঘ) এর বর্ণনা মোশির সম্পর্কে এবং (খ) ও (গ) এই বর্ণনা যিহোশূয়ের সম্পর্কে। তাই উপরের মত আপনাকে (ক) ও (ঘ) এর পাশে ১ এবং (খ) ও (গ) এর পাশে ২ লিখতে হবে।

এই কোর্স অধ্যয়নের বিভিন্ন উপায় ঃ

আপনি যদি আই, সি, আই-র এই পাঠ্য বিষয়টি নিজে নিজে অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে ডাক যোগে আপনার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। পাঠ্য বিষয়টি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যেন নিজেই তা পড়ে শিখতে পারেন। তবুও ক্লাশে যোগ দিয়ে বা অনেকে মিলে দলগত ভাবেও তা অধ্যয়ন করতে পারেন। যদি এই ভাবে পড়েন তবে আপনার শিক্ষক এই বইয়ের শিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কিছু কিছু বিষয় শিক্ষা দিতে পারবেন, যেগুলিও আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

আপনি পারিবারিক বাইবেল পাঠের দলে, মণ্ডলীর বাইবেল ক্লাশে, অথবা কোন বাইবেল স্কুলে এই পাঠ্য বিষয়টি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। পাঠের বিষয়বস্তু এবং পাঠের নিয়ম-কানুন এদের যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে লেখা হয়েছে।

ছাত্র-রিপোর্ট ঃ

আপনি নিজে নিজে, দলীয় ভাবে, কিম্বা ক্লাশে যোগ দিয়ে যেভাবে পড়েন না কেন, এই পাঠ্য বিষয়টির সাথে ছাত্র-রিপোর্টের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পাবেন। পাঠ্য বই ও ছাত্র-রিপোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে এগুলি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি ছাত্র-রিপোর্ট পূরণ করে সংশোধন ও মতামতের জন্য আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রত্যায়নপত্র (সার্টিফিকেট) ঃ

সাফল্যের সাথে এই কোর্সটি শেষ করবার পর শিক্ষক কর্তৃক আপনার ছাত্র-রিপোর্টগুলির উপযুক্ত মান নির্ণয়ের ভিত্তিতে আপনাকে একখানি প্রত্যায়নপত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

এই বইয়ের লেখকগণ ঃ

ফ্লয়েড সি, উডওয়ার্থ, জুনিয়র ১৯৫১ সাল থেকে একজন অভিষিক্ত পরিচারক হিসেবে কাজ করে আসছেন। বর্তমানে তিনি খ্রীষ্টিয়ান

ট্রেইনিং নেট-ওয়ার্ক এর শিক্ষা-সামগ্রীর সম্পাদক এবং ল্যাটিন আমেরিকান এ্যাডভান্সড স্কুল অব থিওলজীর অধ্যাপক। মিস্টার উডওয়ার্থ ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কিউবাতে কাজ করেছেন। ১৯৬৪ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার কলাম্বিয়াতে অবস্থিত সেন্ট্রাল বাইবেল স্কুলের পরিচালক হন। ১৯৭৩ সালে তাকে মেক্সিকোতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তিনি উন্নত খ্রীষ্টিয় শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে খ্রীষ্টিয় শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত হন, বর্তমানে যেটি খ্রীষ্টিয়ান ট্রেনিং নেট-ওয়ার্ক নামে পরিচিত।

মিস্টার উডওয়ার্থ মিসৌরীর সেন্ট্রাল বাইবেল কলেজ এবং ওকলাহোমার বেথেনী পেনীয়েল কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি সেখান থেকে এ, বি, বা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি লস এঞ্জেলস্ এর ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্পেনীশ-আমেরিকান সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। বাইবেল স্কুলের শিক্ষক, পালক এবং সুখবর প্রচারক হিসেবে এক সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বইখানি লিখেছেন। বিভিন্ন সংস্কৃতির লব্ধ শিক্ষা তার লেখাকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে।

ডেভিড ডানকান ১৭ বছর যাবৎ মিশনারী হিসেবে কাজ করে আসছেন এবং বর্তমানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্‌স্টিটিউট এর শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুত কার্যে নিয়োজিত আছেন। আই-সি-আই এ আসবার আগে তিনি আট বছর কাল মার্শাল আইল্যাণ্ড কালভেরী বাইবেল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে বি, এ, ও এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেছেন। এছাড়াও ক্যালিফোর্নিয়া গ্রাজুয়েট স্কুল অব থিওলজীতে তিনি পরিচর্যা কার্যে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য আবশ্যকীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করেছেন। তিনি ও তার স্ত্রী সান্ড্রা বেলজিয়ামের রোড-সেন্ট-জিনিসিতে বাস করেন। তাদের চারজন বিবাহিত সন্তান আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে বাস করেন।

আপনার আই, সি, আই, শিক্ষক ঃ

আপনার শিক্ষক সম্ভাব্য সব রকম ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হবেন। পাঠ্য বিষয়, কিম্বা ছাত্র-রিপোর্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

যদি কয়েক জন মিলে এক সঙ্গে এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে চান তাহলে তাকে অনুরোধ করুন যেন দলগত ভাবে অধ্যয়নের বিশেষ বন্দোবস্ত করে দেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। এই পাঠ্য বিষয়টি যেন আপনার খ্রীষ্টিয় জীবন ও পরিচর্যাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং খ্রীষ্ট দেহে (মণ্ডলীতে) আরও উপযুক্ত ভাবে কাজ করতে সাহায্য করে, এই প্রার্থনা করি।

প্রথম খণ্ড

সার্বভৌম ঈশ্বর

১ম পাঠ

ঈশ্বর: তাঁর স্বভাব এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি

"তুমি কি অনুসন্ধান দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে পার? সর্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পাইতে পার?" এই সুপ্রাচীন প্রশ্নটির উত্তরে আমরা বলতে পারি: "না!" আমরা ঈশ্বরকে জানবার বা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে গিয়ে যে বড় সমস্যাটির সম্মুখীন হই তা হোল সীমাবদ্ধ মানুষ অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না।

ঈশ্বরের স্বভাব ও তাঁর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে যা প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া ঈশ্বরের **সত্তা** জানবার অন্য কোন পথ আমাদের জন্য খোলা নেই। তিনি তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করলে তবেই আমরা তাঁর ঐশ্বরিক সত্তা সম্বন্ধে **কিছুটা** জ্ঞান লাভ করতে পারি। এইরূপে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছেন তা নির্ভুল হলেও **আংশিক** প্রকাশ মাত্র।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও আমরা তাঁকে জানতে পারি। আমরা তাঁর স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করবার দ্বারা তাঁর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কারণ এইগুলি তাঁর সত্তার বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। ঈশ্বরের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে হলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা অধ্যয়নের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। প্রকৃতি জগতের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ দেখে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করলেও তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে হবে।

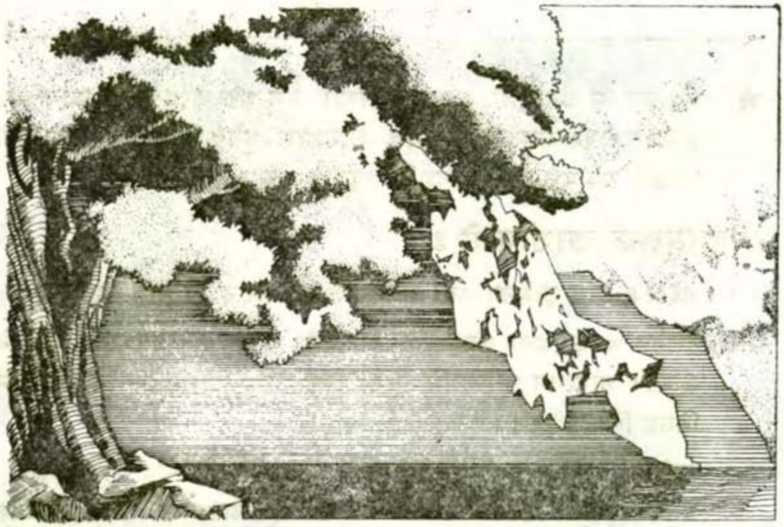

আমাদের সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আপনি হয়ত আরও পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আপনার জন্য তাঁর চিন্তা ও যত্ন হেতুই তিনি যুগ যুগ ধরে ক্রমাগত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে যখন শেষকালে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন (ইব্রীয় ১ ঃ ২)।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের স্বভাব।

ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলির সংজ্ঞা দিতে ও সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে, জ্ঞান কিভাবে ঈশ্বরের উপরে কোন ব্যক্তির বিশেষ বৃদ্ধি করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের যে গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহের ফলে তিনি আমাদের জানতে এবং আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হন, সেগুলি যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই কোর্সের ভূমিকা এবং লক্ষ্যগুলি যত্ন সহকারে পাঠ করুন।

২। পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি অধ্যয়ন করুন। এ থেকে আপনি জানতে পারবেন পাঠখানি অধ্যয়নের সময় আপনাকে কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে হবে।

৩। পাঠখানি পড়ুন এবং পাঠের মধ্যে প্রদত্ত অনুশীলনীর কাজ করুন। পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। পাঠের মধ্যে প্রদত্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪। এই পাঠে এমন অনেক পদ্ধতি আছে যেগুলি আপনার কাছে হয়ত নতুন। **মূল-শব্দাবলী** শিরোণামার আওতায় এদের কতগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। কোন মূল শব্দের অর্থ না জানা থাকলে এই বইয়ের শেষভাগে পরিভাষা থেকে সেগুলির অর্থ জেনে নিন। অবশ্য এই পাঠের মধ্যেই আপনি কোন কোন শব্দের অর্থ পাবেন।

৫। এই পাঠ শেষ করে পরীক্ষা দিন এবং বইয়ের শেষভাগে দেওয়া উত্তর মালার সাথে আপনার লেখা উত্তরগুলি যত্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। কোন উত্তর ভুল হলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

বৈশিষ্ট্য	সত্ব	সমপর্যায়ের	অমরত্ব
জৈবতন্ত্র	অশরীরী	যৌগিক	অভিন্ন
সত্তা	অদ্বিতীয়ত্ব	স্বয়ম্ভর	রহস্য
নৈর্ব্যক্তিক	অবিভাজ্যতা	অনাদি	ধর্মতত্ত্ববিদ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

রক্তের গঠন অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে তা বিভিন্ন বস্তু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত, জীবন রক্ষার কাজে যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি শক্তিশালী যন্ত্রের (হৃদপিণ্ড) সাহায্যে জালের ন্যায় বিস্তৃত নালিকা গুচ্ছের মাধ্যমে এই জটিল তরল পদার্থ সারা দিন সারা রাত ধরে সমস্ত দেহে সরবরাহ করা হয়। হৃদপিণ্ড প্রতিবার স্পন্দনের পরেই বিশ্রাম নেয়। রক্ত হচ্ছে দেহের জীবন প্রবাহ, যা দেহের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন ও খাদ্য বয়ে নিয়ে যায়। তা দেহে কোন জীবানু প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দূষিত আবর্জনা থেকে মুক্ত হতে দেহকে সাহায্য করে। এই কাজগুলি সম্পাদনের জন্য হৃদপিণ্ড ছাড়াও ফুসফুস, বৃক্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

এটি হোল জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বহু সু-সংগঠিত জৈবতন্ত্রের একটি মাত্র উদাহরণ। বাস্তবিকই এই কাজ সম্পাদনের জন্য এমন এক সত্তার প্রয়োজন যিনি মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। এই সত্তা সম্পর্কে আমরা কি জানি? আসুন আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা জানি তাদের কয়েকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।

ঈশ্বর একজন ব্যক্তি সত্তা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ এমন একটি উক্তি মনোনীত করতে পারা যা ঈশ্বরের মধ্যে দৃষ্ট ব্যক্তিত্বের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারা।

একজন ব্যক্তির অপরিহার্য অংশগুলি কি কি এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? হাত? কণ্ঠস্বর? চোখ? কোন ব্যক্তি যদি এদের কোন একটি জিনিষ হারায় তবুও সে একজন ব্যক্তিই থাকে। আমরা সকলেই সম্ভবতঃ এ বিষয়ে একমত হব যে **ব্যক্তি** একটি **দেহ** থেকে ভিন্ন বিষয়। একজন ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি চিন্তা করবার, অনুভব

করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বরের কোন দেহ নেই, কিন্তু তিনি বাস্তবিকই বুদ্ধি মত্তার অধিকারী, তাঁর চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং যুক্তি-বিচারের ক্ষমতা আছে। বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি লোকদের সঙ্গে **যোগাযোগ** করেন (গীতসংহিতা ২৫ ঃ ১৪), এবং তারা তাঁর প্রতি কিরূপ সাড়া দেয় তার দ্বারা **প্রভাবিত হন** (দুঃখিত বা আনন্দিত হন) (যিশাইয় ১ ঃ ১৪)। তিনি চিন্তা করেন (যিশাইয় ৫৫ ঃ ৮) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (আদি ২ ঃ ১৮)। এগুলির সবই একজন ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ঈশ্বর একজন ব্যক্তি সত্তা।

মানুষকে যেহেতু ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই মানুষের ব্যক্তিত্ব আলোচনা করে আমরা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারি। অবশ্য এই পথের কিছুটা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আমরা অবশ্যই মানুষের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করব না। কারণ ব্যক্তিত্বের আদি এবং মূল আদর্শ বা মডেল হচ্ছেন ঈশ্বর, মানুষ নয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব আসলে সেই মূল ব্যক্তিত্বেরই অনুকরণে গড়া। মানুষের ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের সাথে অভিন্ন নয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে সামান্য মিল রয়েছে মাত্র। এইরূপে, মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যা ত্রুটিপূর্ণ, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে তা নিখুঁত ভাবে বর্তমান।

আপনার পরিচিত এমন কোন লোক যদি থাকে যিনি কখনও আপনাকে তার অনুভূতি জানতে দেন নি, আপনাকে তার চিন্তা-ধারার কথা কখনও বলেন নি এবং আপনার ব্যাপারে কোন প্রকার আগ্রহ দেখান নি, তার সম্বন্ধে আপনি বলতে পারেন যে, তিনি **ব্যক্তিত্ব-বিহীন** বা **নৈর্ব্যক্তিক**। এর অর্থ তিনি আপনার কাছে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করেন না। কিন্তু ঈশ্বর এরূপ নন। তিনি আপনার সম্বন্ধে আগ্রহী। লোকদের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি আছে এবং তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদুপরি তিনি তাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অনেকের বিশ্বাস, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বময় সত্তা, বা ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন এবং পূর্ব-পুরুষদের কিম্বা জগতের আত্মাগণ লোকদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে অংশ নেয়। এটি অবশ্য একটি ভুল ধারণা। ঈশ্বর মানুষের ব্যাপারে চিন্তা করেন, তিনি আমাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১। আপনার সমাজের লোকেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষন করেন ? ....

....

২। ঈশ্বর যদি একজন ব্যক্তি হন, তাহলে আপনার মতে আপনি কিভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে পারেন ? এই উত্তরটি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩। (নির্ভুল উত্তরটি মনোনীত করুন।) ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে সেগুলি হোল তাঁর—

ক) শারীরিক, সামাজিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্য সমূহ।
খ) চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
গ) কাছে যাবার, তাঁকে দেখবার ও বুঝবার ক্ষমতা।

ঈশ্বর আত্মা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের আত্মিক স্বভাবের সঠিক ব্যাখ্যা দান করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

ঈশ্বর কি রকম, আপনি যখন চোখ বুজে তা কল্পনার চেষ্টা করেন তখন আপনি কি চিন্তা করেন ? আপনার মনে যদি কোন ধরনের মূর্তি বা আকৃতি জাগ্রত হয় তাহলে আপনার চিন্তা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় শিক্ষানুরূপ নয়। ঈশ্বর **আত্মা** বলে তাঁর কোনরূপ আকার-আকৃতি নেই (যোহন ৪ ঃ ২৪), আর আত্মা অদৃশ্য। যোহন ১ ঃ ১৮ পদে আছে, 'ঈশ্বরকে কেউ কখনও চোখে দেখেনি।"

ঈশ্বর আত্মা! এখানে একটি কথার মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনাকারী একটি উক্তি লাভ করি। কিন্তু এই উক্তিটি বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই **আত্মা** বলতে কি বুঝায় তা বিবেচনা করতে হবে। **আত্মার** সাথে কি কি বিষয় জড়িত ? এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। আমরা আগে যেমন বলেছি, বাইবেলে আমরা ঈশ্বরের স্বভাবের আংশিক প্রকাশ পাই মাত্র। তাঁর আত্মিক স্বভাব বর্ণনার জন্য আমরা এমন বিশেষণ ব্যবহার করতে পারি যেগুলি হয়ত আপনার কাছে নতুন। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এই বিশেষণ গুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

১। শাস্ত্র অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বর এমন এক অসাধারণ, বাস্তব সত্তার অধিকারী যা এই জগত থেকে ভিন্ন (ইফিষীয় ৪ঃ৬; কলসীয় ১ঃ১৫-১৭)। **অসাধারণ** হওয়া (বা অদ্বিতীয় হওয়া) মানে এক ও একমাত্র হওয়া। বাস্তব হওয়া মানে **সত্ত্ব-সম্পন্ন হওয়া,** বা **এক অপরিহার্য স্বভাব থাকা,** এক **অপরিহার্য মূল উপাদান থাকা।** ঈশ্বরের সম্বন্ধে **সত্ত্ব** এবং **মূল উপাদান** এই বিশেষণ দু'টি খুবই মিলযুক্ত। তারা তাঁর স্বভাব গঠনকারী সমুদয় গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি ইংগিত করে, আর এগুলিই হচ্ছে তাঁর সমুদয় বাহ্যিক প্রকাশের ভিত্তি স্বরূপ।

২। এই বাস্তব সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর **অদৃশ্য, বস্তু-উপাদান বিহীন,** বা **অশরীরী,** তাঁর **কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই।** আমরা আগে বলেছি ঈশ্বর সত্ত্ব-সম্পন্ন, কিন্তু তাঁর এই সত্ত্ব বস্তু-উপাদান বিহীন, তিনি আমাদের মত শরীরী নন। ঈশ্বর হচ্ছেন **আত্মিক** সত্ত্ব বিশিষ্ট। যীশু বলেছেন, "কারণ আমায় যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই" (লূক ২৪ঃ৩৯)। ঈশ্বর-যেহেতু শব্দটির বিশুদ্ধতম অর্থে একজন আত্মা, তাই একজন মানব সত্তার কথা চিন্তা করলে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতার কথা আমাদের মনে জাগে সেগুলি ঈশ্বরের মধ্যে অবর্তমান। বস্তু-উপাদানের কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে নেই। প্রেরিত পৌল তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন

"যুগ পর্যায়ের রাজা, অক্ষয়, অদৃশ্য" (১ তীমথিয় ১ ঃ ১৭) এবং "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তি নিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না" (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৫-১৬)।

ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই আত্মা এবং অদৃশ্য হন, তাহলে যাত্রা ৩৩ ঃ ১৯-২৩ পদে যেখানে বলা হয়েছে যে মোশি ঈশ্বরকে **দেখেছিলেন** এই ধরনের উদাহরণগুলি আমরা কিরূপে উপলব্ধি করি? এটা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর যে অদৃশ্য এবং বস্তু-উপাদান বিহীন এই সত্যের বিরোধী নয়। এই ধরণের কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ঈশ্বরের মহিমার প্রতিফলন দেখেছিল মাত্র, তারা তাঁর সত্ত্ব বা মূল উপাদান দেখেনি। অন্য কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় যে, আত্মা দৃশ্যমানরূপে প্রকাশিত হতে পারেন। ঈশ্বর শারীরিক আকার ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। জলে বাপ্তাইজ হওয়ার সময় যখন একটি কবুতরের আকারে যীশুর উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন তখন এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল (যোহন ১ ঃ ৩২-৩৪)। এই দৃশ্যমান চিহ্ন দেখে যোহন বাপ্তাইজক এই বিশ্বাসে চালিত হয়েছিলেন যে যীশু বাস্তবিকই ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বরের অদৃশ্য আত্মা একটি কবুতরের আকারে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, যেন যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন, যোহন সেই মহাত্মার (যীশু) পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। যাত্রা ৩৩ অধ্যায় থেকে প্রদত্ত উদাহরণেও ঈশ্বর প্রদত্ত নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে মোশির পক্ষে একটি ঐশ্বরিক নিশ্চয়তার প্রয়োজন হয়েছিল। আর তাই ঈশ্বর তাকে একটি শারীরিক চিহ্ন দিয়েছিলেন।

আপনি হয়ত ভাবছেন, "ঈশ্বর যদি বস্তু উপাদান বিহীন হন, তাহলে বাইবেলে কেন ঈশ্বরের হাত, পা, নাক, কান, মুখ ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে? বাইবেলে এমন অনেক অংশ রয়েছে কেন, যেগুলিতে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের মত কোন কাজ করবার কথা বলা হয়েছে?" উদাহরণ স্বরূপ, গীতসংহিতা ৯৮ অধ্যায়ে ঈশ্বরের "দক্ষিণ হস্ত ও তাঁহার পবিত্র বাহুর" কথা বলা হয়েছে

(১ পদ); গীতসংহিতা ৯৯ : ৫ পদে ঈশ্বরের "পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত" করবার কথা এবং গীতসংহিতা ৯১ অধ্যায়ে তাঁর "পালখ" ও "পাখনার" কথা (৪ পদ) বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের সত্ত্ব উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন বলে আমাদের পরিচিত কোন কোন বস্তু ব্যবহার করে তাদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করতে তিনি শাস্ত্র লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই পথে আমরা যা **পরিচিত,** তার মাধ্যমে **অপরিচিতের** বিষয়ে কিছুটা জ্ঞান লাভ করি। এই ধরণের চিত্র ধর্মী-ভাষা ব্যবহার করা হলে তাকে **আলংকারিক** ভাষা বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ধারণাটিকে **আক্ষরিক** ভাবে বা **প্রকৃত বিষয়** হিসেবে ধরা হয় না, কিন্তু কোন একটি বিশেষ ধারণার জন্য ব্যবহৃত প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। নীচের অনুশীলনীগুলিতে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

৪। গীতসংহিতা ৩৪ : ১৫ পদ পড়ুন এবং নীচের যেটি এই শাস্ত্রাংশের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে সেটিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের চোখ, কান ও মুখ আছে এইরূপ প্রকাশ, যা এই ইংগিত করে যে, তিনি আক্ষরিক ভাবে দেখেন ও শোনেন এবং দৃশ্যমান আকার গ্রহণ করে লোকদের সাথে আচার-ব্যবহার করেন।

খ) ঈশ্বর নির্দোষ লোকদের প্রয়োজনগুলি জানেন এবং সেগুলির বিষয়ে যত্ন নেন, তিনি পাপাচারী লোকদের পাপ জানেন এবং সেগুলি গণ্য করেন। এই বিষয়টি আলংকারিক পথে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি নির্বাচন করুন।) পবিত্র শাস্ত্রে আমরা যথন পাঠ করি যে ঈশ্বর আত্মা যখন আমরা বুঝি যে,—

ক) তাঁর কোন রক্ত-মাংসের দেহ নাই।

খ) ঈশ্বরের দেহ নাই, কিন্তু শারীরিক আকার ধারণ করে নিজেকে প্রকাশ করতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

গ) যে শাস্ত্রাংশগুলিতে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের মত কোন কাজ করবার কথা বলা হয়েছে সেখানে আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ) উপরের ক, খ এবং গ এই সবগুলিই নির্ভুল।

ঙ) শুধুমাত্র ক ও গ নির্ভুল।

ঈশ্বর এক ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ ঈশ্বরের একতা বা একত্ব বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলির সাথে তাদের সংজ্ঞাগুলির মিল দেখাতে পারা।

আমরা যখন বলি যে ঈশ্বর **এক** তখন আমরা তিনটি ধারণার প্রতি ইংগিত করি ; (১) ঈশ্বরের সংখ্যাগত **একত্ব ;** (২) ঈশ্বরের **অসাধারণত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব** এবং (৩) ঈশ্বরের **অবিভাজ্যতা।**

ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্ব ঃ

প্রথমত ঃ আমরা যখন ঈশ্বরের একত্বের কথা বলি তখন আমরা এই ইংগিত করি যে, সংখ্যাগত ভাবে তিনি একটি মাত্র সত্তা। আর যেহেতু একজন মাত্র ঐশ্বরিক সত্তা আছেন, তাই অন্যান্য সত্তাগুলি তার মাধ্যমে, তাঁর থেকে এবং তাঁতে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। ১ করিন্থীয় ৮ ঃ ৬ পদে প্রেরিত পৌল বলেন, "তবুও আমাদের জন্য ঈশ্বর মাত্র এক জনই আছেন। তিনিই পিতা ; তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু এসেছে, আর তাঁরই জন্য আমরা বেঁচে আছি। আর প্রভুও আমাদের মাত্র একজন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। তাঁরই মধ্য দিয়ে সবকিছু এসেছে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে আছি।" এই পদের দ্বিতীয় অংশটিকে ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্বের বিরোধী বলে মনে হতে পারে। **ত্রিত্ব** সম্পর্কে আলোচনায় পরে আমরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করব।

১ রাজাবলী ৮ ঃ ৬০ পদে শলোমন ঈশ্বরের সংখ্যাগত একত্বের প্রতি ইংগিত করেছেন, যেখান তিনি অনুরোধ করেছেন "যেন পৃথিবীর সমস্ত জাতি জানিতে পারে যে, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, আর কেহ নাই।" ইস্রায়েল চার পাশে এমন জাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যারা বহু

বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করত, ফলে ঈশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয় এই ধারণাটিতে স্থির থাকা তাদের পক্ষে অনেক সময় কঠিন হত। নবীদেরকে প্রায়ই বিরাট ব্যক্তিগত ঝুকি নিয়ে লোকদের কাছে ঘোষণা করতে হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু একমাত্র ঈশ্বর (দ্বিঃ বিঃ ৪ ঃ ৩৫, ৩৯)।

আপনার সমাজ কি বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ? এই কল্পিত দেবতাগণ এবং লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক বিষয়ে কোন কোন শিক্ষা কি আপনি জানেন ? আমি লক্ষ্য করেছি যে কোন কোন দেশের লোকেরা বহু দেবতার, কিম্বা তারা যাদের দেবতা মনে করে, তাদের পূজা করে। অনেক সময় তাদের কৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতির জন্য এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদা দেবতার অস্তিত্ব থাকে। ফলে এগুলি বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়। কিন্তু বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বর **অদ্বিতীয়**, অর্থাৎ **একমাত্র ঈশ্বর** আছেন।

ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব

বাইবেলের অন্যান্য পদে, যেমন দ্বিঃ বিঃ ৬ ঃ ৪ পদে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব বা অসাধারণত্বের কথা বলা হয়েছে ঃ "আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু।" এখানে যে হিব্রু শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে **'একই'** সেটির আরও অনুবাদ করা যেতে পারে **'এক ও একমাত্র'**। তাই সদাপ্রভু একাই হচ্ছেন একমাত্র ঈশ্বর, যিনি সদাপ্রভু নামে আখ্যাত হবার যোগ্য। সখরিয় ১৪ ঃ ৯ পদে এই কথাই বলা হয়েছে "সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নাম ও অদ্বিতীয় হইবে।" যাত্রা ১৫ ঃ ১১ পদে ও এই একই ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে, "হে সদাপ্রভু, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য ? কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী ?" এর উত্তর হল কেহই নয়। তিনিই এক এবং এক মাত্র ঈশ্বর।

এই পদগুলি বাস্তবিকই এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, ঈশ্বর বহু দেবতাদের মধ্যে একজন। তিনি এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসন কর্তা, তিনি ভিন্ন অপর কোন দেবতা নেই। সমগ্র পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বার বার তাঁর লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই **একমাত্র ঈশ্বর**।

৬। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বর কি বলেন তা উল্লেখ করুন।

ক) আদি ১৭ ঃ ১ ; "আমি ...."

খ) যাত্রা ২০ ঃ ২-৩ ; "আমি ....
আমার সাক্ষাতে তোমার ....

গ) যাত্রা ২০ ঃ ২২ ; "তোমরা ....
নির্মাণ করিও না।"

ঘ) যিশাইয় ৪৩ ঃ ১০-১১ ; ৪৪ ঃ ৬, ৮ ; ৪৫ ঃ ৫, ২১ পদ। এদের প্রতিটি শাস্ত্রাংশের বার্তা হল এই যে ....
....
....

আমি যখন আমার ছাত্রদেরকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটি মৌলিক সংজ্ঞা গঠন করতে বলি তখন তারা প্রায়ই এই ভাবে আরম্ভ করেন ঃ "ঈশ্বর এক অনন্তজীবী আত্মা যিঁনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।" ঈশ্বরের সংজ্ঞা দেবার জন্য তারা যে বিশেষ্যই ব্যবহার করুন না কেন, তারা এর আগে প্রায় সর্বদাই **এক** কথাটি ব্যবহার করেন। যা সমপর্যায়ের অন্য আরও আত্মা থাকতে পারেন—এরূপ ধারণা প্রদান করে। কিন্তু একজন নির্দিষ্ট ঈশ্বরকে বুঝানোর জন্য বিশেষ্যের আগে **সেই** কথাটি ব্যবহার করলে কেমন হয় দেখুন ঃ "ঈশ্বর সেই অনন্তজীবী আত্মা যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা।" সংজ্ঞাটি এই-ভাবেই হওয়া আবশ্যক, কারণ অপর কোন ব্যক্তি বা শক্তিই এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না। ঈশ্বর হচ্ছেন **একমাত্র ঈশ্বর**।

ঈশ্বরের অবিভাজ্যতা ঃ

ঈশ্বরের একত্ব তাঁর সংখ্যাগত একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব ছাড়াও ঐশ্বরিক সত্তার **ভিতরের** একত্বের প্রতি ও ইংগিত করে। একত্বের এই দিকটিকে সাধারণতঃ **অবিভাজ্যতা** বলে অভিহিত করা হয়। **অবিভাজ্য** মানে যা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। ঈশ্বর আত্মা বলে তাঁকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। অপর পক্ষে মানুষের সত্তা একটি যৌগিক সত্তা ঃ মানুষের গঠনে যেমন বস্তু উপাদান ও (আত্মা) রয়েছে।

ঈশ্বরের সব কিছুই সিদ্ধ বা নিখুঁত। অন্য কথায়, ঈশ্বরের সমুদয় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাঁর **সিদ্ধতা** বা নিখুঁত অবস্থা। ঈশ্বরের অপরাপর কতিপয় সিদ্ধতা থেকে তাঁর অন্তরের সিদ্ধতা বা অবিভাজ্যতার ধারণাটি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর বাইরের কোন কিছুর উপরে নির্ভরশীল নয়। তিনি স্বয়ম্ভর (বা নিজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেন), অর্থাৎ অনন্ত অস্তিত্ব তাঁর স্বভাবেরই অংশ। ফলে, তাঁর স্বয়ম্ভরতা পূর্বে বিদ্যমান কোন কিছু থেকে তাঁর উৎপত্তি হওয়ার ধারণা, মানুষের মত যৌগিক সত্তার ক্ষেত্রে যেরূপ দেখা যায়, তা বাতিল করে দেয়। ঈশ্বরের **অবিভাজ্যতা** কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত করে। একটি হল এই যে, ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি ঐশ্বরিক সত্ত্ব গঠন কারী ভিন্ন ভিন্ন অংশ নয়। এই বিষয়টি ঈশ্বরের সত্ত্ব থেকে তাঁর সিদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করবার কিম্বা তাঁর মূল উপাদানের (সত্ত্ব) সাথে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করবার সম্ভাবনা দূর করে দেয়। ঈশ্বরের সত্ত্ব এবং তার সিদ্ধতা এক এবং একই জিনিষ। এইরূপে, পবিত্র শাস্ত্র ঈশ্বরকে আলো এবং জীবন, ধার্মিকতা (নির্দোষিতা) এবং ভালবাসা, এই উভয় হিসেবে বর্ণনা করে, আর এই পথে তাঁকে তাঁর সিদ্ধতার সঙ্গে একাত্ম বা অভিন্ন করে দেখায়। অন্য কথায়, আমরা বলি না যে ঈশ্বরের **ধার্মিকতা আছে,** কিন্তু বলি যে **ঈশ্বরই ধার্মিকতা। তিনিই সিদ্ধতা** বা নিখুঁত অবস্থা !

৭। ঈশ্বরের একত্ব বর্ণনাকারী ধারণাগুলির প্রতিটির সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেখান।

......ক)	তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ছাড়া অপর কোন ঈশ্বর নেই।	১) সংখ্যাগত একত্ব।
......খ)	একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন, অন্যান্য সমস্ত সত্তা তাঁর মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষা করে।	২) অদ্বিতীয়ত্ব।
......গ)	বহু দেবতার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে নাচক করে দেয়।	৩) অবিভাজ্যতা।
......ঘ)	ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর নিজের, বাইরের কোন কিছুর উপরে নির্ভর করে না।	
......ঙ)	এটি হচ্ছে ঈশ্বরের ভিতরের একত্ব বর্ণনার আর একটি পথ।	
......চ)	মানুষ যৌগিক, অর্থাৎ সে দেহ এবং আত্মা-এই উভয়ই, আপর পক্ষে ঈশ্বর আত্মা।	
......ছ)	ঈশ্বর সেই অনন্তজীবী আত্মা।	

ঈশ্বর একের মধ্যে তিন :

লক্ষ্য ৪ : যে উক্তিগুলি ত্রিত্ব সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে, সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

আমরা দেখেছি ঈশ্বর আত্মা, তিনি ব্যক্তি-সম্পন্ন এবং তিনি এক মাত্র ঈশ্বর। এখন আমরা তাঁর স্বভাবের চতুর্থ একটি দিক আলোচনা করব, তা হল ঈশ্বরের ত্রিত্ব। বিষয়টি আপনার কাছে হতবুদ্ধিকর বলে মনে হতে পারে। ঈশ্বর কিভাবে এক আবার একের মধ্যে তিন হতে পারেন? ত্রিত্ব কথাটি একে তিন এবং তিনে এক এই ধারণা প্রদান করে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের দ্বারাই কেবল এই সত্যটি জানা সম্ভব। ত্রিত্ব সম্পর্কে নীচের প্রশ্নগুলি

অধ্যয়নের ভিত্তি হিসেবে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যের স্মরণাপন্ন হই।

১। **ত্রিত্ব কি?** আমরা দেখেছি যে ঈশ্বরের মধ্যে একটি মাত্র সত্ত্ব বর্তমান। কিন্তু এই ঐশ্বরিক সত্তা তিন ব্যক্তি বিশিষ্ট বা ত্রিত্ব। তাঁর মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-এই তিন ব্যক্তি আছেন। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের এই পার্থক্যগুলির যথার্থ বর্ণনা দেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন। তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন নাম বা বিশেষণ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ত্রিত্বের বর্ণনা দেওয়া কত কঠিন; এই পণ্ডিতগণ তা স্বীকার করেন। আমরা আগেই **ব্যক্তি** কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছি। একজন ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি জানেন, অনুভব করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন।

মানব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যেখানেই একজন ব্যক্তি বর্তমান সেখানেই এক স্বতন্ত্র সত্ত্ব বর্তমান। এইরূপে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক এক জন স্বতন্ত্র এবং আলাদা লোক, যিনি নিজের মধ্যে মানব স্বভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তি তিন জন আলাদা একক নন যারা পাশা পাশি এবং পরস্পর থেকে আলাদাভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেন। বরং ঐশ্বরিক সত্ত্বার মধ্যে যা বিদ্যমান, তাকে আমরা **আত্ম-স্বাতন্ত্র্য** বলতে পারি। পরের অনুচ্ছেদে এই বিশেষণটি ব্যাখ্যা করা হবে।

২। **ব্যক্তিগণ কারা?** আমরা দেখেছি যে ঐশ্বরিক সত্ত্বর মধ্যের পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তি বা সত্ত্বা আছেন। এই ব্যক্তিদের প্রত্যেককে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জানা যায়। যুক্তি-বিচার ও বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের উপযুক্ত নাম, সর্বনাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র (এগুলি **আত্ম-স্বাতন্ত্র্য** দান করে) এবং এগুলি অন্যদের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যক্ত করে। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্ত্বা প্রকাশ করেন।

এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে তিন ব্যক্তি আছেন ঃ পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। তারা একই সত্ব বিশিষ্ট, তাঁরা সকলেই সমান গৌরব, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং অনন্ততা বিশিষ্ট, এবং তারা এক।

৮। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং সঠিক উত্তর বসিয়ে বাক্য-গুলি পূর্ণ করুন।

ক) যোহন ৬ ঃ ২৭ পদে যীশু ঈশ্বরকে .... বলে উল্লেখ করেছেন।

খ) ইব্রীয় ১ ঃ ৮ পদে পিতা ঈশ্বর পুত্রকে ....বলেছেন।

গ) প্রেরিত ৫ ঃ ৩-৪ পদে বলা হয়েছে যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে করা ....এর বিরুদ্ধে পাপ করারই সমান।

ঘ) এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ঈশ্বরের মধ্যে .... আছেন।

৩। ত্রিত্বের পক্ষে কি প্রমান আছে? ত্রিত্ব কথাটি বাইবেলের কোথাও পাওয়া না গেলেও পুরাতন নিয়ম এবং নূতন নিয়ম এই উভয় অংশেই ত্রিত্ববাদের প্রকাশ আছে। আমরা পবিত্র শাস্ত্রে প্রাপ্ত এর কয়েকটি নিদর্শণ দেখব।

পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল। হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের একটি নাম ইলোহিম বহু বচনের আকারে আছে। উদাহরণ স্বরূপ আদি ১ ঃ ২৬ পদে "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি।" এই পদটি এইভাবে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রোর প্রতি, ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের যে শাস্ত্রাংশগুলিতে সদাপ্রভুর দূতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি থেকে ঈশ্বরের ব্যাক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমরা আরও স্পষ্ট ইংগিত পাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সদা-প্রভুর দূত বলতে সদাপ্রভুর বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরিত কোন সৃষ্ট সত্ত্বাকে বুঝাতে পারে আবার অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র (আদি ১৬ ঃ ৭-১৩; ১৮ ঃ ১-২১;

১৯ : ১-২৮ পদ দেখুন)। এই জন্য, এই দূতকে যিহোবা বা সদাপ্রভুর সাথে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়, অপর পক্ষে তাঁকে সদাপ্রভু থেকে আলাদা বলে দেখা হয়।

পুরাতন নিয়মে অনেক সময় একাধিক ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৪৫ : ৬-৭ পদ দেখুন; ইব্রীয় ১ : ৮-৯ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)। অন্য অনেক সময় যেখানে বক্তা স্পষ্টতঃই স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি তার বক্তব্যে মশীহ (পুত্র) এবং পবিত্র আত্মা এই উভয়ের বিষয় উল্লেখ করেছেন (যিশাইয় ৪৮ : ১৬ ; ৬১ : ১ ; ৬৩ : ৮-১০)।

নূতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা পুত্রকে জগতে পাঠানোর সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই (যোহন ৩ : ১৬ ; গালাতীয় ৪ : ৪ ; ১ যোহন ৪ : ৪ ; ১ যোহন ৪ : ৯)। তাছাড়া পিতা ও পুত্র উভয়ের দ্বারা পবিত্র অত্মাকে জগতে পাঠানোর বিষয়টিও এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে (যোহন ১৪ : ২৬ ; ১৫ : ২৬ ; ১৬ : ৭)। নূতন নিয়মে আমরা দেখি যে পিতা পুত্রের কাছে কথা বলেন (মার্ক ১ : ১১ ; লূক ৩ : ২২); পুত্র পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন (মথি ১১ : ২৫-২৬, যোহন ১১ : ৪১ ; ১২ : ২৭-২৮); এবং পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের অন্তর থেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন (রোমীয় ৮ : ২৬-২৭)। অতএব, নূতন নিয়মে ত্রিত্বের স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

কোন কোন শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিরই উল্লেখ করা হয়েছে। পুত্রের বাপ্তিস্মের সময়ে (মথি ৩ : ১৬-১৭) পিতা স্বর্গ থেকে কথা বলেন এবং পবিত্র আত্মা একটি কবুতরের আকারে পুত্রের উপরে নেমে আসেন। যীশু তাঁর মহান পরোয়ানায় (বা আদেশে) (মথি ২৮ : ১৯) তিন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন : "অতএব তোমরা সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" ১ করিন্থীয় ১২ : ৪-৬ ; ২ করিন্থীয় ১৩ : ১৪ এবং ১ পিতর ১ : ২ পদে তিন ব্যক্তির নাম পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের এই উদাহরণগুলি থেকে আমরা ত্রিত্ববাদের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমান পেতে পারি।

৯। বাম পাশের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলির প্রতিটি, ডান পাশের কোন্ সম্পূরকটি নির্দেশ করে তা দেখান।

..... ক)	আদি ১ ঃ ২৬ পদ ইংগিত করে	১) পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন।
..... খ)	যিশাইয় ৬৩ ঃ ৯-১০ পদে 'এদের' সাথে সম্পর্ক বিচারে সদাপ্রভুকে দেখান হয়েছে	২) উদ্ধারকর্তা বা ত্রাণকর্তা হন।
..... গ)	যোহন ৩ ঃ ১৬ দেখায় যে ঈশ্বর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি আমাদের	৩) মশীহ এবং পবিত্র-আত্মা।
		৪) ত্রিত্বের ব্যক্তিগণ।
..... ঘ)	যোহন ১৪ ঃ ২৬ এবং ১৫ ঃ ২৬ পদ এই ইংগিত করে যে পিতা ও পুত্র উভয়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করবার জন্য	৫) ব্যক্তিদের বহুত্বের প্রতি।
..... ঙ)	মথি ৩ ঃ ১৬-১৭ এবং ২৮ ঃ ১৯ পদে 'এঁদের' প্রকাশ ও নাম উল্লেখ করা হয়েছে	

৪। **এই মতবাদের অসুবিধাগুলি কি?** ত্রিত্ববাদ আমাদের পক্ষে বুঝা এত কঠিন কেন? আমাদের মানব অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নাই যার সাথে আমরা ত্রিত্ববাদের **একে তিন** এবং **তিনে এক** এর তুলনা করতে পারি। আমরা জানি যে, কোন তিন জন মানব ব্যক্তিই গাঠনিকভাবে এক ব্যক্তি নন। কোন তিন জন মানব ব্যক্তিরই অন্যদের সম্পর্কে প্রত্যেকে কি করছে বা ভাবছে সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাই। প্রত্যেকে ব্যক্তি নিজেকে গোপণীয়তার বেড়াজালে ঘিরে রাখেন। ঈশ্বরের বিষয়ে যেমন বলা হয়েছে কোন মানব ব্যক্তিরই সেরূপ সুস্পষ্ট ত্রিত্ব নেই। লোকেরা তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও মানব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ত্রিত্ববাদের শিক্ষা বুঝতে পারে না।

৫। **আমরা কিভাবে এই অসুবিধাগুলির সমাধান করি?** ঐশ্বরিক সত্ত্বার সাথে এবং পরস্পরের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিদের

সম্পর্কের মধ্যেই ত্রিত্ববাদ ব্যাখ্যার মৌলিক সমস্যা নিহিত। এটি এমন এক সমস্যা যা মণ্ডলী দূর করতে পারে না। বিশেষণগুলির উপযুক্ত সংজ্ঞাদানের মাধ্যমে তা কেবল সমস্যাটিকে লঘু করবার চেষ্টা করতে পারে। আর মণ্ডলী পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা না করলেও যে ভুল শিক্ষা মাণ্ডলীর জীবনকে পর্যন্ত হুমকি দিয়েছে, তাকে নিরুৎ-সাহিত করবার জন্য তা এই মতবাদের একটি বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছে। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে ত্রিত্ববাদ যতটুকু প্রকাশ করেছেন শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করবার মাধ্যমে আমরা এর সম্বন্ধে ততটুকুই জানতে পারি, যদিও বিষয়টি আমরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হতেও পারি।

আমাদের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বে সীমাহীনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব নয়। করিন্থীয়দের কাছে লেখা তার প্রথম চিঠিতে প্রেরিত পৌল মানুষের এই সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করেছেন ঃ

> আমরা এখন যেন আয়নায় অস্পষ্ট দেখছি, কিন্তু তখন সামনা-সামনি দেখতে পাব। আমি এখন যা জানি তা অসম্পূর্ণ, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যেমন সম্পূর্ণভাবে জানেন তখন আমি তেমনি সম্পূর্ণভাবে জানতে পারব (১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১২)।

১০। পবিত্র ত্রিত্ব এবং আমাদের দ্বারা এর উপলব্ধি সম্পর্কে নীচের যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে (✓) টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেল দেখায় যে, ঐশ্বরিক সত্ত্বর মধ্যে তিন ব্যক্তি আছেন।

খ) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাম, সর্বনাম, গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দ্বারা যেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

গ) পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের মধ্যে বহু ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করা হয়নি—তা কেবল মাত্র ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা বলে।

ঘ) নূতন নিয়মে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিকে পুরাতন নিয়মের চেয়ে অধিকতর পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) নুতন নিয়মে আমরা ত্রিত্ববাদের পক্ষে পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় ভিত্তি (প্রমান) লাভ করি।

চ) ঈশ্বরের ত্রি-ব্যক্তিত্ব বুঝবার পথে আমাদের প্রধান সমস্যা হল আমাদের মানব অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নেই যার সাথে ঐশ্বরিক সত্তার সুস্পষ্ট ত্রিত্বের তুলনা করা চলে।

ছ) এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দান করা সম্ভব নয় জেনে এর বিষয়ে একটি মতবাদ গঠনের চেষ্টা না করাই হচ্ছে ত্রিত্ব সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান।

যত্নের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে আমরা ঈশ্বরের ত্রি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। প্রার্থনা সহকারে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে আমরা আংশিক হলে ও আরও ভালভাবে ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ বুঝতে সক্ষম হব। তাছাড়া তা আমাদেরকে ঈশ্বরের স্বভাব, এবং ভালবাসা, আরাধনা এবং উৎসর্গ চিত্ত সেবার মাধ্যমে তার কাছে আসবার যে উপায়গুলি তিনি আমাদের দিয়েছেন, সেগুলি আরও পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

ঈশ্বর অনন্তজীবী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ <u>যে সত্য উক্তিগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নিত্যতার তাৎপর্য বর্ণনা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।</u>

বহু লোক তাদের পূর্বপুরুষগণ কোথা থেকে এসেছিলেন তা জানবার তাগিদ অনুভব করেন। আমি যদি বলতাম আমার কোন পূর্বপুরুষ নেই, তাহলে আপনি কি বলতেন? তা আপনি সত্য বলে মানতেন না, আর আপনার এই কাজ ন্যায় সঙ্গতই হত। সকলের মত আমার ও পূর্বপুরুষ আছেন।

আমি বলি সকলেরই পূর্বপুরুষ আছেন, কিন্তু আমি ঈশ্বরকে এর মধ্যে ধরতে পারিনা। তাঁর কোন পূর্বপুরুষ নেই। তাহলে তিনি কেমন করে অস্তিত্বে এলেন? এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সোজা। তিনি

অস্তিত্বে আসেন নি। তিনি অনন্তকাল থেকে সব সময়ই ছিলেন। এই কারণে আমি বলতে পারি "ঈশ্বর অনন্তজীবী।

১। **অনন্ত পরকাল কি?** অজ্ঞাত ভবিষ্যতকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু আমাদের মনকে পিছনের দিকে যতদূর যায় প্রসারিত করে আমরা অতীতের কথা চিন্তা করতে পারি এবং এর ভিত্তিতে অনন্ত পরকালের কথা কল্পনার চেষ্টা করতে পারি। আদি পুস্তককে আমরা সবকিছু আরম্ভ হওয়ার বই বলে ধরে থাকি। এই পুস্তকে আমরা সৃষ্টির আরম্ভ, মানুষের আরম্ভ, এবং জাতিগণের আরম্ভ হওয়ার বিষয় অধ্যয়ন করি। কিন্তু সুদূর অতীতের এই আরম্ভ-গুলি প্রকৃত **আরম্ভ** ছিলনা।

আমরা আরও পিছনে স্বর্গ দূতগণের ঈশ্বরের অতুলনীয় স্বর্গীয় পুত্রগণের সৃষ্টির সময়ে যেতে পারি, যারা ইতিহাসের শুরু হবারও আগে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের সময় আনন্দে জয়ধ্বনি করেছিলেন (ইয়োব ৩৮ ঃ ৪-৭)। কিন্তু এটাও প্রকৃত আরম্ভ ছিল না। অনন্তকালকে আমরা সেই অসীম (সীমাহীন) সময়শূন্যতা (বা চিরন্তনতা) বলে কল্পনা করতে পারি, যখন সমস্ত সৃষ্টি কেবল মাত্র ঈশ্বরের চিন্তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু এখানে আমাদের সীমাবদ্ধ মন অসীমতার বা সীমাহীন চিরন্তনতার ধারণা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রকৃত বিষয় হল অনন্ত কাল হচ্ছে সময় বিচারে ঈশ্বরের অসীমতা।

২। **কে অনন্ত পরকালে বাস করেন?** মানুষ ও স্বর্গ দূতগণ সৃষ্ট সত্তা। একমাত্র ঈশ্বরই অনাদি। তাই তিনিই অনন্ত পরকালের একমাত্র বাসিন্দা। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু ঈশ্বর শুধুমাত্র বর্তমানের মধ্যেই বাস করেন। তাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই **এখন**।

দুই পথে ঈশ্বর অনন্তজীবী ১) তাঁর কোন উৎপত্তি নেই, তিনি অনাদিকাল থেকে সর্বদা আছেন (গীতসংহিতা ৯০ ঃ ২)। ২) তাঁর

অস্তিত্ব কখনও শেষ হবেনা (দ্বিঃ বিঃ ৩২ ঃ ৪০ ; গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৭)। অনন্তজীবী বলে ঈশ্বর সময়ের সমস্ত উত্থানপতন থেকে মুক্ত।

৩। **ঈশ্বরের নিত্যতার ধারণাটি আমরা কিভাবে উপলদ্ধি করি?** শাস্ত্র ছাড়াই ধারণাটির যুক্তি থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঈশ্বর সর্বদা ছিলেন। যে কোন লোকই জানে যে, কোন কিছুই শূন্য থেকে হয় না। শূন্যতা কোন জিনিষ উৎপন্ন করতে পারে না। তাই বিশ্ব জগতের আরম্ভে যদি কোন কিছুই না থাকত কেবল শূন্যতাই যদি থাকত, তাহলে এই মহাবিশ্ব ঐরূপ শূন্যই থেকে যেত। কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের চার পাশে এক বিরাট মহাবিশ্ব দেখতে পাই, তাই যুক্তির দ্বারা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে, অতীতে এমন কিছু ছিল যার কোন শুরু নেই—যা সব সময়ই ছিল। এই **কোন কিছুই** হচ্ছেন ঈশ্বর।

পবিত্র শাস্ত্রের সর্বত্রই ঈশ্বরের নিত্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বর বলা হয়েছে (আদি ২১ ঃ ৩৩), গীত রচয়িতা বলেন, "অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর" (গীতসংহিতা ৯০ ঃ ২); এবং "তুমি যে সেই আছ, তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না" (গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৭)। যিশাইয় তার ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্যে ঈশ্বরকে "অনন্তকাল নিবাসী' (যিশাইয় ৫৭ ঃ ১৫) বলে ঘোষণা করেছেন। আবার পৌল তীমথিয়কে বলেন যে একমাত্র ঈশ্বরই অমরত্বের উৎস্য (১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৬)।

১১। **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) আমরা যাঁর উপরে নির্ভর করি তিনি বিলুপ্ত হয়ে যাবেন না এই জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনন্ততা আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করে।

খ) ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—যা সর্বদা অটল থেকেছে, তা চির দিনই অটল থাকবে, এই জ্ঞান দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনন্ততা কষ্টের সময়ে আমাদের উৎসাহ দান করে। আমাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও এই উদ্দেশ্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

গ) সময়ের বিচারে ঈশ্বর অসীম (বা সীমাহীন) এই জ্ঞানের ফলে অমারা বুঝতে পারি যে, আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ সেগুলি সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ আপনার বাস্তব খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তা কি অর্থ বহন করে, তা বলতে পারা।

আমাদের সকলেরই ভুল-ত্রুটি আছে এবং আমাদের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বরের বেলায় তা নয়। তিনি সিদ্ধ বা নিখুঁত। তাঁর চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য সমূহের সম্পূরক হিসেবে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। সব দিক দিয়েই তিনি নিখুঁত।

১২। নীচের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি পাঠ করে বাক্যগুলি পূর্ণ করুন।

ক) গীতসংহিতা ১০২ ঃ ২৫-২৭ পদে সদা পরিবর্তনশীল ………… সাথে অপরিবর্তনীয় ……………… পার্থক্য করা হয়েছে।

খ) যিশাইয় ৪৬ ঃ ৯-১০, গীতসংহিতা ৩৩ ঃ ১১ এবং গীতসংহিতা ১১৯ ঃ ১৬০ পদ দেখায় যে ঈশ্বর তাঁর ………… এবং…… …………অপরিবর্তনীয় (বা অবিচল)।

গ) মালাখি ৩ ঃ ৬ পদ এই ইংগিত করে যে, ঈশ্বর যেহেতু অপরি-বর্তনীয়, তাই তিনি যাকোবের বংশধরগণের প্রতি দয়া করবেন যেন তারা ………… ……… না হয়।

ঘ) গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ১৭ পদ ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় …………… এবং……………… কথা বলে।

যে শাস্ত্রাংশগুলি ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তার কথা বলে সেগুলি আমরা যে ঈশ্বরের সেবা করি তাঁর সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি মূলনীতি শিক্ষা দান করে। থিয়েসেন তার বইয়ে এই মূলনীতিগুলি উপস্থাপন করেছেন (১৯ ৭৯, পৃষ্ঠা ৮৩, আর আপনি যাতে পরিষ্কারভাবে এগুলি দেখতে পান সেজন্য আমরা এগুলি নীচে উল্লেখ করেছি।

১। ঈশ্বর যেহেতু অসীম, স্বয়ম্ভর, এবং স্বাধীন, তাই তিনি পরিবর্তনের সমস্ত হেতু ও সম্ভাবনার উর্দ্ধে।

২। ঈশ্বর বাড়তে বা কমতে পারেন না, আর তাঁর আরও বিকাশ বা বৃদ্ধি ঘটতে পারে না।

৩। ঈশ্বরের ক্ষমতা বাড়তে বা কমতে পারেনা, আর তিনি অধিকতর বিজ্ঞ বা পবিত্র হতে পারেন না।

৪। ঈশ্বর সর্বদা যেমন আছেন ও থাকবেন তার চেয়ে বেশী ধার্মিক, দয়ালু এবং প্রেমিক হতে পারেন না।

৫। লোকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি পরিবর্তিত হতে পারেন না। তিনি এমন চিরস্থায়ী নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করেন দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে যেগুলি পরিবর্তিত হয় না।

ঈশ্বর যেহেতু অপরিবর্তনীয়, তাই তাঁর বাক্যের উপর নির্ভর করে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে সঁপে দিতে পারি। আর সবকিছুতে তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন—এটুকু জেনে আমরা দৃঢ় আস্থার সঙ্গে জীবনের সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি (রোমীয় ৮ ঃ ২৮)।

আপনি হয়তো গণনা ২৩ ঃ ১৯ এবং ১ শমূয়েল ১৫ ঃ ২৯ পদের মত কোন কোন শাস্ত্রাংশ লক্ষ্য করে থাকবেন যেখানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর অনুশোচনা করেন না, আবার অন্য কোন কোন শাস্ত্রাংশও লক্ষ্য করবেন যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তাঁর কোন কাজের জন্য অনুশোচনা করেছেন (১ শমূয়েল ১৫ ঃ ১১; যোনা ৩ ঃ ৯-১০)। ঈশ্বরের এই মনোভাব তাঁর চরিত্র বা উদ্দেশ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তনের ইংগিত করে না। তিনি পাপকে **সর্বদা** ঘৃণা করেন এবং তিনি পাপীকে **সর্বদা** ভালবাসেন। তাঁর এই মনোভাব পাপীর মন পরিবর্তনের আগে যেমন, পরেও তেমনি সত্য। তবে ঈশ্বর লোকদের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আচরণের পরিবর্তন করতে পারেন।

এর উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে ইস্রায়েলের পাপের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি, তিনি ঐ জাতির পাপকে ঘৃণা করেছেন। তাঁর প্রজারা যেহেতু পাপে লিপ্ত থেকেছে তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদেরকে পাপের শাস্তিও পেতে হয়েছে। কিন্তু তারা মন পরিবর্তন করে পাপ থেকে ফিরলে পরে তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণেরও পরিবর্তন হয়েছিল।

কেউ বলেছেন যে সূর্য যখন মোম গলিয়ে ফেলে এবং কাদা মাটিকে শুকিয়ে শক্ত করে তখন তা কোন পক্ষপাতিত্ব বা পরিবর্তন শীলতা দেখায় না, কারণ পরিবর্তন সূর্যের নয় কিন্তু উক্ত বস্তুগুলির। আমরা ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর উদ্দেশ্য ও তাঁর স্বভাবের অপরিবর্তনীয়তার উপরে নির্ভর করতে পারি। সূর্য্য যেমন মোম গলিয়ে ফেলে এবং কাদামাটিকে শক্ত করে, তেমনি যাদের হৃদয় নরম হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুকূল সাড়া দান করে, ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয়তা সর্বদা তাদের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে। অপর পক্ষে যারা তাঁর প্রতি অনুকূল সাড়া দেয় না তারা শক্ত হয় ও শেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৩। এই অংশে আলোচিত ঈশ্বরের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি পুনবীক্ষণের জন্য ডান পাশে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে তাদের বর্ণনাগুলির (বাম পাশে) মিল দেখান।

...ক) তিনি একই উপাদানও সত্ত্ব বিশিষ্ট।	১। ব্যক্তিত্ব
.. খ) তিনি চিরন্তন, অনাদি-অনন্ত।	২। তিনি আত্মা
.. গ) তিনি আকার বস্তু উপাদানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।	৩। একতা
	৪। ত্রিত্ব
.. ঘ) তিনি বহু-ব্যক্তি বিশিষ্ট।	৫। অনন্ততা
...ঙ) তিনি তাঁর বাক্যে, উদ্দেশ্যে এবং চরিত্রে অপরিবর্তনীয়।	৬। অপরিবর্তনীয়তা
...চ) তিনি চিন্তা করতে, অনুভব করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম।	

ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ ঈশ্বরের চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের প্রতিটির সংজ্ঞার মিল দেখাতে পারা।

ঈশ্বরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমরা **ধর্মতত্ত্ববিদ্** বলে থাকি। আপনাকেও আমাকে ধর্মতত্ত্ববিদ্ বলে গণ্য করা না হতেও পারে, কিন্তু আমরা যেন তাঁকে ভালভাবে বুঝতে এবং তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে পারি সেজন্য ঈশ্বরের বিষয়ে মতবাদ বা শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের অধিকার আমাদের আছে। তাঁকে এই ভাল করে জানবার প্রচেষ্টায় আমাদের শুধুমাত্র তাঁর স্বভাবই নয়, অধিকন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের কাছে ঈশ্বরের **বৈশিষ্ট্য** বলতে তাঁর সেই সবগুণাবলী বুঝায়, যেগুলি তাঁর সঙ্গে যুক্ত বা যেগুলি তাঁর বর্ণনা দান করে। ঈশ্বর কেন এক বিশেষ পথে কাজ করেন এই বৈশিষ্ট্যগুলি তা ব্যাখ্যা করে এবং এর ফলে তাঁর কাছ থেকে কি আশা করা উচিৎ আমরা তা জানতে পারি। **সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র-বিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা** এবং **প্রজ্ঞা** এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের **সর্বশক্তিমত্তা** সম্পর্কে আলোচনা করব।

ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ঃ

অব্রাহামের স্ত্রী, সারা তার জীবনে অনেক ভ্রমণ করেছেন। তিনি তার স্বামীর জন্য ও তার জন্য সদাপ্রভুকে অনেক আশ্চর্য কাজ করতে দেখেছেন। কণে হিসেবে তিনি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারতেন, কিন্তু এখন এই বয়স্কা মহিলা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তার চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। তিনি যখন শুনলেন আগন্তুক তার স্বামীকে বলছেন তিনি শীঘ্রই অন্তঃসত্ত্বা হবেন তখন তিনি হাসলেন। অসম্ভব! হাসবার জন্য কি আপনি সারাকে দোষ দেন? কিন্তু সেই স্বর্গীয় আগন্তুক প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য?" (আদি ১৮ ঃ ১-১৫)।

এখানে সদাপ্রভু অব্রাহাম ও সারাকে কোন্ ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন? তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বিষয় অর্থাৎ এই যে, তিনি সর্বশক্তিমান বা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে কোন কিছু করতে পারেন। পবিত্র শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচারে ঈশ্বরের এই চরম ক্ষমতা আমাদের দেখান হয়েছে ঃ

১। সৃষ্টি কাজ (আদি ১ ঃ ১)।
২। তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধারণ (ইব্রীয় ১ ঃ ৩)।
৩। লোকদের উদ্ধার সাধন (লূক ১ ঃ ৩৫, ৩৭)।
৪। আশ্চর্য কাজ (লূক ৯ ঃ ৪৩)।
৫। পাপীদের পরিত্রাণ (১ করিন্থীয় ২ ঃ ৫; ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৭)।
৬। তাঁর রাজ্যের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করণ (১ পিতর ১ ঃ ৫)।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈশ্বর অযৌক্তিক (হাস্যকর বা যুক্তিহীন) কাজ করতে পারেন না যেমন শুক্‌না জল প্রস্তুত করা। কিম্বা তিনি তাঁর নিজ স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন কাজও করেন না।

ঈশ্বরের স্বভাবের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সত্য হোল তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ক্ষমতার কাজকে সীমাবদ্ধ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর ও শয়তানের মধ্যে কোন একজনকে অনুসরণ করবার স্বাধীনতা দেন। ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকেই নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে উদ্ধারের জন্য জোর খাটান না। ঈশ্বর নিজেকে সীমাবদ্ধ করার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেন।

যিরমিয় ৩২ ঃ ১৭ পদে সদাপ্রভুর কাছে ঘোষণা করেছেন, "তুমিই আপন মহা পরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" পরে সদাপ্রভু যিরমিয়কে জিজ্ঞাসা করেছেন, "আমার অসাধ্য কি কিছুই আছে?" (২৭ পদ)। আমরা যখন আমাদের ঈশ্বরের মহা শক্তিমত্তা উপলব্ধি করি তখন আমরা কোন অবস্থাতেই তাঁর সাহায্য চাইতে কখনও দ্বিধা বোধ করব না।

১৪। যাত্রা ৩ ঃ ১১-১২ পদ পাঠ করুন। ঈশ্বর মোশিকে তাঁর সর্বশক্তিমত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য কোন চারটি কথা বলেছেন? ....

....

....

ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা ঃ

একটা ছোট ছেলে একবার বলেছিলেন যে, সে কোন একটা মন্দ কাজ করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর যাতে স্বর্গ থেকে চেয়ে তাকে দেখতে না পান সেজন্য কোন ছাদের নীচে গিয়ে কাজটা করা ভাল। এই শিশুটি কোন্ ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের বিষয় বুঝতে পারেনি। এই সত্যটি সে বুঝতে পারেনি যে ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান—তিনি সব সময় সব জায়গায় আছেন। গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ৭-১০ পদে গীত রচয়িতা এর বিষয় বলেছেন ঃ

> আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পালাইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি, সেখানে তুমি, যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তুমি। যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন করি, যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি, সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে।

ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতার মানে এই নয় যে, সকলের সাথে ঈশ্বরের একইরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর সেবা করে তাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন, তাদের আশীর্বাদ করবেন ও উৎসাহ দান করবেন, কিন্তু যারা তাঁর বিরোধিতা করে তিনি তাদের তিরস্কার করবেন ও শাস্তি দেবেন। তাদের কাছে তিনি ঝড়ের মত আসেন, কিন্তু তাঁর যে দুইজন সন্তান সরল অন্তরে তাঁর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে তাদের কাছে তিনি সেরূপ নন (নহূম ১ ঃ ৩; মথি ১৮ ঃ ২০)।

ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, এই জ্ঞান দুঃখ-কষ্টের সময় আমাদের সাহস দান করে, কারণ আমরা জানি যে, আমাদের শক্তি ও পথনির্দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর আছেন। তাছাড়া তা আমাদের জীবন যাপনে ও অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ আমরা ভাল-মন্দ যা-ই করি না কেন সবই ঈশ্বর দেখেন। ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন বলে সব জায়গায় এবং সব সময় সন্তোষ-জনক পথে তাঁর সেবা করবার দায়িত্ব আমাদেরই।

তাছাড়া আমাদের আরও মনে রাখা উচিৎ যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতির পরিমাপ হিসেবে আমরা আমাদের অনুভূতিকে ব্যবহার করতে পারি না। আমরা যেমন অনুভব করি না কেন ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। মনে করুন রাতের অন্ধকারে একটা ছোট মেয়ে কাঁদছে আর তার মা তাকে আশ্বস্ত করে বলছেন যে তিনি তার সঙ্গে আছেন। মেয়েটি ভাবতে পারে যে, তার মাকে চোখে দেখবার দ্বারাই সে নিশ্চিত হতে পারে যে মা সেখানে আছেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য সে তার মাকে দেখতে পায় বা না-ই পায়, তাতে তার মায়ের উপস্থিতির কোনই পরিবর্তন হবে না। আমাদের বেলায়ও সেইরূপ। আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি **অনুভব** করতে পারি বা না-ই পারি বাইবেল আমাদের বলে যে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। ঐটুকু জানাই আমাদের পক্ষে সর্বদা প্রশংসার ও সাহসের মনোভাব বজায় রাখবার জন্য পর্যাপ্ত।

১৫। ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা আমাদের জীবন-যাপনকে প্রভাবিত করবে কেন, আপনার নোট খাতায় তার দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ঃ

ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতা থেকে তাঁর সর্বজ্ঞতা একটি পদক্ষেপ মাত্র। তিনি সর্বজ্ঞ মানে তিনি সব কিছুই জানেন। মানুষ বিভিন্ন তথ্যাবলী জানবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। জ্ঞানার্জনের জন্য অধ্যয়ন করবার দ্বারা আমরা বিভিন্ন তথ্য আহরণ করি, কিন্তু

অনেক সময় আমরা আমরা যত বেশী জ্ঞানার্জন করি ততই বেশী করে বুঝতে পারি আমরা কত কম জানি।

ঈশ্বরের কিন্তু এইরূপ সমস্যা নেই। তিনি সবকিছুই জানেন। এই মহা বিশ্বের শাসন কর্তা অসীম জ্ঞানের অধিকারী। এই বিষয়টি পূর্ণরূপে বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হলেও ঈশ্বরের সিদ্ধতায় বিশ্বাসের জন্য তা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। যুক্তি সংগত ভাবে, যা কিছু প্রকৃত এবং যা কিছু সম্ভব তিনি অবশ্যই তার সবই জানবেন। অন্যথায়, তিনি আগে যেসব বিষয় জানতেন না সেগুলির বিষয়ে অনবরত অবগত হবেন এবং তাঁকে তাঁর পরিকল্পনাও উদ্দেশ্যকে তদনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

ঈশ্বর সব কিছুই জানেন বলে, ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে সময়ের অনেক আগেই তিনি তা বলতে পারেন। আর এইরূপে, পবিত্র শাস্ত্রে আমরা অনেক ঘটনার পূর্বাভাস দেখতে পাই। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, আমাদের কি ঘটবে অনন্ত ঈশ্বর তা স্থির করেন। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই তিনি জানেন আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব। তিনি যেহেতু আগে থেকে সব দেখতে পান, তাই তিনি **ভবিষ্যদ্বাণী করতে,** অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা তিনি **পূর্ব-নিরূপণ** করে রেখেছেন।

ঈশ্বর সব কিছুই জানেন, কঠিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এই সত্যটি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তুলবে, যেহেতু আমাদের সমস্যা-গুলি সম্বন্ধে তিনি আমাদের চেয়েও বেশী জানেন। তিনি সমস্যাগুলির কারণ এবং আমরা যে সমস্ত সমাধান গ্রহণ করতে পারি সেগুলির ফল কি হবে তাও তিনি জানেন। আমাদের সমস্যাবলীর সঠিক সমাধান নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর পরিচালনা বা পথ-নির্দেশ চাওয়ার দ্বারা এই সত্যটি থেকে আমরা মহা নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি।

১৬। গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১-১৯ পদ পড়ুন তারপর এই উক্তিগুলি পূর্ণ করুন।

ক) ....পদগুলি ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার কথা বলে।

খ) .... পদগুলি ঈশ্বরের সব শক্তিমত্তার কথা বলে।

গ) .... পদগুলি ঈশ্বরের সর্বত্র বিদ্যমানতার কথা বলে।

১৭। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি **সত্য ?**

ক) আমি কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব ঈশ্বর যেহেতু তা জানেন, তাই আমার সমস্ত সিদ্ধান্তই প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সিদ্ধান্ত।

খ) ঈশ্বর সব কিছুই জানেন, এই জ্ঞান আমাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাঁর সাহায্য নিতে চালিত করবে।

গ) ভবিষ্যদ্বাণী করা মানে পূর্ব নিরূপণ করা।

ঘ) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ না হলে তিনি সিদ্ধ বা নিখুঁত হতেন না।

ঙ) সর্বজ্ঞতা মানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সহ যা কিছু জানবার আছে সব কিছুর বিষয়ে পুর্ণ জ্ঞান।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ঃ

বহু বিজ্ঞানী অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এই জগতের সমুদয় জ্ঞান সমাজের সমস্যাবলী সমাধান করেনি যাতে সকলে শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করতে পারে। তাদের জ্ঞানকে তাদের সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করবার মত প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা লোকদের নেই।

প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান এক জিনিষ নয়। তা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করবার জন্য জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করে, তারপরে তা অর্জনের জন্য সবচেয়ে ভাল পথটি ব্যবহার করে। ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, তাই সব কিছুই তিনি সুন্দর ভাবে করেন। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞায় আমাদের তাঁর বাক্য অর্থাৎ বাইবেল দিয়েছেন যেন তা থেকে আমরা আমাদের সমস্ত কাজে পথ নির্দেশ লাভ করতে পারি। তাঁর বাক্যের নির্দেশাবলী অনুসারে জীবন-যাপন করলে আমরা তাঁর প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হব ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করব।

অনেক সময় আমাদের জীবনে কোন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটতে দেওয়ার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখতে ব্যর্থ হই। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আমাদের নিজেদের পছন্দমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেন, আর আমাদের মনোনয়নগুলি যদি তাঁর ইচ্ছানুরূপ না হয়, তাহলে আমরা নিজেদের উপরে সমস্যার বোঝা ডেকে আনতে পারি। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, আমরা এক পাপপূর্ণ জগতে বাস করি, আর ন-খ্রীষ্টিয়ানদের মত খ্রীষ্টিয়ান-দেরও অনেক সময় এই পাপ-দুষ্ট জগতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিম্বা অন্য লোকদের অসৎ কর্মের শিকার হতে হয়। সব কিছু এই পথে ঘটেছে কেন, তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেবার জন্য ঈশ্বর আমাদের কাছে আসতে বাধ্য নন। তিনি এমন সব কারণে বিভিন্ন ঘটনা ঘটাতে পারেন যেগুলির বিষয়ে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ১ যোহন ৪ ঃ ৮ পদ যেমন বলে, "পরিপূর্ণ ভালবাসা সমস্ত ভয়কে দূর করে দেয়," ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় সব কিছুই আমাদের মঙ্গলের এবং তাঁর গৌরবের জন্য সম্পন্ন করবেন, এটা জেনে আমরা সব রকম পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের উপরে পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারি (রোমীয় ৮ ঃ ২৮)।

গীতসংহিতা ১০৪ ঃ ২৪-৩০ এবং যিরমিয় ১০ ঃ ১২ পদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখতে পাই। প্রকৃতি জগতের জটিল নক্শা অংকনের জন্য অতি কুশলী পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল। একটা পাখীর পালক পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। এর প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ হয় উড়বার কাজে, নয় তো প্রাকৃতিক শক্তির হাত থেকে পাখীটিকে রক্ষার কাজে কোন বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য পরিকল্পিত। পাখীর কংকাল পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি দেখতে পাই যে বড় বড় হাড়গুলি ভিতরে ফাঁপা এবং বায়ুপূর্ণ যা ছোট প্রাণীটিকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে। পাখীর বংশধরগণও একই গঠন বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। এটি হোল আমাদের ঈশ্বরের মহা-প্রজ্ঞার একটি ছোট উদাহরণ।

ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদেরও দিয়ে থাকেন এটা ভাবতে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান বোধ হয়। আপনি আজ আগামীকাল, আগামী সপ্তাহে, কিম্বা আগামী মাসে কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হন তাতে কিছুই এসে যায় না। যাকোব ১ঃ৫ পদ আমাদের সন্দেহ না করে ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা চাইতে বলে, কারণ তিনি বিরক্ত না হয়ে উদার ভাবে লোকদের তা দান করেন।

১৮। ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের আলোচনার উপরে ভিত্তি করে নীচের যে উদাহরণ গুলিকে আপনি তাঁর প্রজ্ঞার উত্তম দৃষ্টান্ত মনে করেন সেগুলি মনোনীত করুন।

ক) আমি যদি অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হই এবং ঐগুলি মেটানোর জন্য কিভাবে পরিকল্পনা করা উচিৎ তা না জানি, তাহলে পথ নির্দেশের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি এবং জানতে পারি যে, তিনি আমাকে সমস্যাটির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা দিতে পারেন।

খ) একজন খ্রীষ্টিয়ান তরুণী, যিনি খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ও তাঁর ভালবাসার এক উদাহরণ, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে দুর্ঘটনায় মারা যান। তার মৃত্যু ঐ এলাকার অনেককে প্রভুর চরণে আনয়ন করে। ফলে আমরা জানতে পারি যে প্রভু তাঁর প্রজ্ঞানুসারে এক বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এই মৃত্যু পরিকল্পনা করেছিলেন।

গ) ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল আমার কাছে এমন এক পথ প্রদর্শক যা আমাকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে উত্তম ও ফলবান জীবন-যাপন করতে হবে।

ঘ) ঈশ্বর মণ্ডলীর নেতাদের প্রজ্ঞা দান করেন যেন তারা তাঁর ইচ্ছানুসারে মণ্ডলীর আত্মিক বিষয়গুলি সম্পাদন করতে পারেন।

ঙ) মানব দেহের গঠন ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রকাশ করে।

চ) ঈশ্বরের প্রজ্ঞার ফলে খ্রীষ্টিয়ানেরা বিচারে ভুল করেন না।

১৯। এই অংশের পুনরীক্ষণ করবার জন্য ঈশ্বরের চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের প্রতিটি সংজ্ঞার মিল দেখান।

...ক)	ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন।	১। সর্বশক্তিমত্তা।
...খ)	তাঁর সৃষ্টির জন্য এবং সমগ্র জগতের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম পথে, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর যে পথে কাজ করেন।	২। সর্বজ্ঞতা। ৩। সর্বত্র বিদ্যমানতা। ৪। প্রজ্ঞা।
...গ)	ঈশ্বর সব কিছু জানেন।	
...ঘ)	ঈশ্বর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।	

এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি। আগামী পাঠে আমরা ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও তাঁর বিভিন্ন ক্ষমতার কাজগুলি আলোচনা করব। তা আমাদেরকে পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। আপনি আমাদের ঐশ্বরিক স্রষ্টাকে ও তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক যত ভালভাবে বুঝতে পারবেন, তত ভালভাবে আপনি তাঁর সেবা করতে এবং তাঁর মহান ভালবাসার বিষয়ে অন্যদের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

পরীক্ষা

বাছাই। নীচের প্রতিটি উক্তির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।

১। খ্রীষ্টিয়ানেরা কোন স্থান, আকার আকৃতি, বা অন্য কোন সীমিত বস্তুর উপাসনা করেন না, কারণ ঈশ্বর—

ক) আত্মা।
খ) একটি একতা।
গ) সর্বশক্তিমান।
ঘ) অনন্তজীবী।

২। আমি যদি সত্য সত্যই বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এবং সর্বত্র বিদ্যমান, তাহলে আমি—

ক) তাঁর সন্তোষজনক পথে জীবন যাপন করব এবং আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাঁর উপরে নির্ভর করব।

খ) এটাও বুঝব যে, আমার সমস্ত মনোনয়নগুলি আসলে আমার জন্য তাঁরই মনোনয়ন, আর কোন ভাবে আমার জীবনে পরিবর্তন আনবার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না।

গ) আমার নিজের খুশীমত আমার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনগুলি সমাধান করব, কারণ কেবল মাত্র জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির জন্যই ঈশ্বরকে ডাকা উচিত।

৩। ঈশ্বর তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যগুলির ফলে তিনি যে কেবল মাত্র আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন তা নয়, অধিকন্তু তিনি—

ক) অনেক দূরে বলে সেগুলি সমাধান করতে পারেন না।

খ) এ-ও বুঝতে পারেন যে, আমরা যেহেতু তাঁর মত একই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই, তাই তিনি এক অর্থপূর্ণ পথে আমাদের সাথে প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম নন।

গ) আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করতেও সক্ষম।

৪। আমরা যখন নিঃসন্দেহ হই যে, ঈশ্বর সব কিছুতে আমাদের মঙ্গল ও তাঁর গৌরবের উদ্দেশে কাজ করেন তখন আমরা স্বীকার করি তাঁর—

ক) ব্যক্তিত্ব। গ) প্রজ্ঞা।

খ) অসীমতা। ঘ) সর্বজ্ঞতা।

সত্য-মিথ্যা। সত্য উক্তিগুলির পাশে 'স' এবং মিথ্যা উক্তিগুলির পাশে 'মি' লিখুন।

……৫। ঈশ্বরের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি দেখায় যে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি এবং তিনি আমাদের মানব প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে চিন্তা করেন সেটি হোল একতা।

……৬। খ্রীষ্ট ধর্ম বহু দেবতার আরাধনা থেকে ভিন্ন, কারণ ঈশ্বর আত্মা।

……৭। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ঐশ্বরিক সত্বার মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তি আছেন। এই গুণটিকে আমরা বলি ঈশ্বরের ত্রিত্ব।

......৮। ঈশ্বরের যে গুণগুলি তাঁর অনাদি-অনন্ত অস্তিত্ব এবং তাঁর অপরিবর্তনীয়তা বর্ণনা করে সেগুলি হোল তাঁর অনন্ততা ও অপরিবর্তনীয়তা।

......৯। যে ব্যক্তি তার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দেখতে পান না, তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নন।

......১০। ঈশ্বরের ত্রিত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক মতবাদগত নিদর্শণ পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১১। ক) সত্য। খ) সত্য। গ) মিথ্যা।

১। আপনার উত্তর।

১২। ক) জগতের ; ঈশ্বরের।
খ) উদ্দেশ্য ; কথায় (বা বাক্যে)।
গ) ধ্বংস।
ঘ) ভালবাসা ; ধার্মিকতার।

২। আপনার উত্তর। আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমরা অন্য লোকদের সাথে কথা বলবার, তাদের কথা শোনবার এবং তাদের বিষয়ে অধ্যয়ন করবার দ্বারা তাদের জানতে পারি। ঈশ্বরকে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই এই কাজগুলির জন্য সময় দিতে হবে।

১৩। ক) ১-৬ পদ।
খ) ১৩-১৯ পদ।
গ) ৭-১২ পদ।

৩। খ) চিন্তা করবার, অনুভব করবার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা।

১৪। "আমি তোমার সহবর্তী হইব।"

৪। খ) ঈশ্বর নির্দোষ লোকদের প্রয়োজনগুলি জানেন.......... । এই বিষয়টি আলংকারিক পথে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩। ক ৩) একতা। ঘ ৪) ত্রিত্ব।
খ ৫) অনন্ততা। ঙ ৬) অপরিবর্তনীয়তা।
গ ২) তিনি আত্মা। চ ১) ব্যক্তিত্ব।

৫। ঘ) উপরের ক, খ এবং গ এই সবগুলিই নির্ভুল।

১৫। আমরা জানি যে আমাদের দুঃখ-কষ্টের সময়ে শক্তি ও উৎসাহ দেবার জন্য ঈশ্বর সর্বদা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমরা জানি যে তিনি আমাদের ভাল-মন্দ সব কাজ দেখেন, এবং আমাদের একটি দায়িত্ব হোল সব সময়ে তাঁর সেবা করা।

৬। ক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
খ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; অন্য দেবতা না থাকুক।
গ আমার প্রতিযোগী কোন দেবতা।
ঘ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

৭। অবশ্য এদের সবগুলি ধারণাই সম্পর্কিত, যেহেতু তারা ঈশ্বরের একত্ব বা একতা বর্ণনা করে। আমরা নিম্নলিখিত পথে এদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি।
ক ২) অদ্বিতীয়ত্ব। ঙ ৩) অবিভাজ্যতা।
খ ১) সংখ্যাগত একত্ব। চ ৩) অবিভাজ্যতা।
গ ২) অদ্বিতীয়ত্ব। ছ ১) অথবা ২) সংখ্যাগত একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব।
ঘ ৩) অবিভাজ্যতা।

১৭। ক মিথ্যা। গ মিথ্যা। ঙ সত্য।
খ সত্য। ঘ সত্য।

৮। ক পিতা ঈশ্বর।
খ ঈশ্বর।
গ ঈশ্বর।
ঘ তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি (পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা)।

১৮। ক), গ), ঘ) এবং ঙ) এর উত্তরগুলি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার উত্তম উদাহরণ। খ) এর উত্তরটি উত্তম উদাহরণ নয়, কারণ মেয়েটির দুর্ঘটনা মানুষের ভুল প্রসূত, তা ঈশ্বরের নির্দেশ বা পরিচালনা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঈশ্বর ঘটনাটিকে লোকদের তাঁর নিজের কাছে আনবার উদ্দেশে ব্যবহার করবার দ্বারা মঙ্গলার্থে কাজ করছেন এবং এর মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা দেখা যায়। চ) এর উত্তরটি উত্তম উদাহরণ নয়, কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞানুসারে আমাদের নিজ নিজ মনোনয়ন করতে দেন। কিন্তু মনোনয়নের ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা চাইতে পারি।

৯। ক ৫) ব্যক্তিদের বহুত্বের প্রতি।
খ ৩) মশীহ এবং পবিত্র আত্মা।
গ ২) উদ্ধারকর্তা বা ত্রাণকর্তা হন।
ঘ ১) পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন।
ঙ ৪) ত্রিত্বের ব্যক্তিগণ।

১৯। ক ৩) সর্বত্র বিদ্যমানতা।
খ ৪) প্রজ্ঞা।
গ ২) সর্বজ্ঞতা।
ঘ ১) সর্বশক্তিমত্তা।

১০। ক), খ), গ), ঘ), ঙ), এবং চ) সত্য।

২য় পাঠ

ঈশ্বরঃ তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং কার্যাবলী

কোন একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে মহা দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটেছে শুনে কি অনেক সময় আপনার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে? অথবা কোন অসৎ ব্যক্তিকে অসদুপায়ে মহা-সাফল্য লাভ ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতে দেখে কি অবাক্ হয়ে ভেবেছেন কেন এইরূপ হতে দেন? অন্যায় বলে বোধ হয় এমন ঘটনা ঘটতে দেখে আমাদের মন অনেক সময় পীড়িত হয়, আর আমরা ঈশ্বরকে জেরা করি।

কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্টগুলি তাঁর ভালবাসা ও পবিত্রতা এবং আজকের জগতে তিনি কিভাবে কাজ করেন তা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের প্রতি যা কিছু ঘটে; সব কিছুর মধ্যেই একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। ঈশ্বরের লক্ষ্য হোল আমাদেরকে তাঁর অনন্ত রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করা, আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি আজ আমাদের জীবনের উপরে কাজ করে যাচ্ছেন।

এই পাঠে আমরা ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করব। আমরা দেখতে পাব, যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করবার কাজে এবং আমাদেরকে তার রাজ্যে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহের কাজে সক্রিয় আছেন। তথাপি তিনি আমাদের নিজেদের বিষয়গুলি নিজেদেরই মনোনয়ন করতে এবং

আমাদের মনোনয়নের দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে দেন। ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন এবং তিনি কিভাবে তাঁর সৃষ্টিকে শাসন করেন এই অংশে এই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করবার সময়ে আসুন আমরা তাঁর কাছে আমাদের অন্তর খুলে রাখি।

পাঠের খসড়া ঃ

ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্য-সমূহ।

ঈশ্বরের সৃষ্ট কাজ।

ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের কাজ।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

আপনি এই পাঠ শেষ করলে পর—

★ ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য সেগুলির গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

★ মহাবিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা এবং এর উপরে সর্বময় শাসনে ঈশ্বরের কাজগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কার্যাবলী আরও ভালভাবে বুঝবার ফলে তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। প্রথম পাঠের মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যয়ন করুন। শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখবার সময় পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে নিজের উত্তর লিখুন।

২। পাঠ শেষে পরীক্ষাটি দিন এবং এই বইয়ের শেষে দেওয়া উত্তর-মালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

জেরা	অগাধ	অধিক্রমণ করা
প্রায়শ্চিত্ত	উপেক্ষা	ঐকমত্য
অভিভূক্ত	দূরদর্শিতা	সান্নিধ্য

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

প্রথম পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব এবং তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করেছি। এখন আমরা ঈশ্বরের **নৈতিক** বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করতে চাই। নারী-পুরুষের সাথে ঈশ্বরের আচার-ব্যবহারের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে **ঈশ্বরের পবিত্রতা** এবং **ঈশ্বরের ভালবাসা**। প্রথমে আমরা **ঈশ্বরের পবিত্রতা** সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

ঈশ্বরের পবিত্রতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের পবিত্রতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে, সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আপনি কোন্ বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে পরিচিত হতে চাইবেন ? কৃপণ হিসেবে ? একজন গুজব রটনাকারী ? একজন ভাল ব্যক্তি ? একজন বন্ধু হিসেবে ? ঈশ্বর জাতিগণের কাছে তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিচিত হতে চেয়েছেন। তিনি **পবিত্রতম** এই নামে পরিচিত হতে চেয়েছেন (যিহিষ্কেল ৩৯ ঃ ৭)।

আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বর সব জানেন বলে তাঁর পক্ষে কোন বুদ্ধিগত ভুল করা অসম্ভব। আর তিনি পবিত্র বলে তাঁর পক্ষে কোন **নৈতিক** ভুল করা অসম্ভব। পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর সব কিছুর সিদ্ধতা বা নিখুঁতত্ব প্রকাশ করে। তা হচ্ছে তাঁর সমস্ত কাজের ভিত্তি। ফলে তিনি যা কিছু করেন সবই ঠিক এবং ভাল।

পবিত্রতা—এই শব্দটির মধ্যে **পৃথক বা আলাদা হওয়ার** ধারণা রয়েছে। সিদ্ধ ও ঐশ্বরিক সত্তা বিশিষ্ট ঈশ্বর, পাপী মানুষ এবং মন্দতা থেকে পৃথক এবং অনেক উঁচুতে। তিনি যদিও সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক, তথাপি তিনি লোকদের সাথে এমন এক সম্পর্ক রক্ষা করেন যার মাধ্যমে তিনি তাদের একান্ত কাছে অবস্থান করেন। এটা কিরূপে সম্ভব পরে আমরা তা দেখব।

ঈশ্বরের প্রতিটি মনোভাব এবং কাজে আমরা তাঁর পবিত্রতা দেখতে পাই। যা ভাল তার প্রতি ভালবাসা এবং যা মন্দ তার প্রতি ঘৃণা তাঁর এই পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। অতএব ঈশ্বর ধার্মিক জীবন ও সততায় আনন্দ করেন, কিন্তু পাপ ও মন্দতা থেকে নিজেকে পৃথক রাখেন ও এর জন্য দোষী করেন।

মানুষের পাপপূর্ণতার কারণেই ঈশ্বরের পক্ষে লোকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে বহুবার এই সত্যটির

প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ঈশ্বর মোশিকে সীনয় পর্বতের চারিদিকে বেড়া দিতে বলেছিলেন (যাত্রা ১৯ ঃ ১২-১৩, ২১-২৫)। তিনি ইস্রায়েল জাতির লোকদের বুঝাতে চেয়েছেন যে পাপী লোকদের অবশ্যই পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করা হবে।

ঈশ্বর প্রান্তরে (মরু প্রান্তরে) মোশিকে যে সমাগম তাম্বু নির্মাণ করতে বলেছিলেন তার প্রতীকের মধ্যেও ঈশ্বরকে পাপী লোকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করতে দেখা যায়। এর একটি অতি বিশেষ অংশকে পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল (যাত্রা ২৬ ঃ ৩৩ পদ দ্রণ্টব্য)। যিনি নিজেকে পবিত্র করেছেন এমন একজন যাজকই কেবল সমাগম তাম্বুর এই বিশেষ অংশে প্রবেশ করতে পারতেন। তিনি পাপাবরণের উপরে রক্ত ছিটানোর জন্য বছরে একবার মাত্র সেখানে প্রবেশ করতেন (লেবীয় ১৬ অধ্যায় দেখুন)। তিনি এক পবিত্র ঈশ্বরের সামনে লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করতেন। এই পথে ঈশ্বরের প্রজাদের দেখান হত ঈশ্বর তাদের পাপকে কত বেশী ঘৃণা করেন।

পুরাতন নিয়মের আরও অনেক শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের পবিত্রতার উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যিশাইয় ৫৯ ঃ ২ এবং হবককুক্ ১ ঃ ১৩ পদ এই শিক্ষা দেয় যে, পাপ ঈশ্বরকে পাপী লোকদের কাছ থেকে এবং পাপী লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে। ইয়োব ৪০ ঃ ৩-৫ এবং যিশাইয় ৬ ঃ ৫-৭ পদ আমাদের দেখায় যে, আমরা যদি ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা পাপের ভয়াবহতাও বুঝতে সক্ষম হব। আর আমরা যখন ঈশ্বরের সীমাহীন পবিত্রতা দেখি, তখন তা আমাদের মধ্যে পাপের জন্য দুঃখ বোধ, পাপ স্বীকার এবং নম্রতা উৎপন্ন করবে।

১। পূর্ববর্তী শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

ক) ঈশ্বর ....বলে তাঁর পক্ষে অশুচি (বা অপবিত্র) কোন কিছুর সাথে সংস্পর্শ রাখা অসম্ভব।

খ) পাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে .... করে।

গ) ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতা সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির ফলে আমরা .... বুঝতে সক্ষম হব।

নূতন নিয়মেও বহু স্থানে ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়টি উল্লখে করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখেছি যে লোকেরা সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারত না, কিম্বা তাদের নিজেদের চেষ্টার মাধ্যমেও এই অধিকার অর্জন করতে পারত না। পুরাতন নিয়মে, নিজেকে পবিত্র করেছেন এমন একজন যাজকই কেবল লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ঈশ্বরের সামনে যেতেন। কিন্তু এখন ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। রোমীয় ৫ঃ২ এবং ইফিষীয় ২ঃ১৩-১৮ পদ অনুসারে, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে যেতে চাই তবে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে যেতে হবে। আবার ১ পিতর ৩ঃ১৮ পদ আমাদের বলে যে আমাদের ধার্মিক ত্রাণকর্তার আত্মবলিদানের ফলে আমাদের সমস্ত অশুচিতা ও অধার্মিকতা আচ্ছাদিত ও সেগুলির প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, যার ফলে আমরা এখন পবিত্র ঈশ্বরের সামনে যেতে পারি।

২। এই শাস্ত্রাংশগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একমাত্র **'এর'** দ্বারা সাধিত প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আসতে পারি ঃ

ক) একজন পবিত্রীকৃত যাজকের দ্বারা।

খ) পবিত্র হওয়ার জন্য আমাদের নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা।

গ) আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা।

আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায় পরায়ণতা বিষয় উল্লেখ না করে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারিনা। বাইবেলের অনেক পণ্ডিত এইগুলিকে ঈশ্বরের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ধার্মিকতা এবং ন্যায় পরায়ণতা ঈশ্বরের পবিত্রতারই একটি প্রত্যক্ষ ফল। এগুলি ঈশ্বরের পবিত্রতারই অংশ, লোকদের সাথে তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্যে যা দেখা যায়।

প্রথমতঃ **ধার্মিকতার** দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তিনি জগতে এক নৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মানে তিনি লোকদের জীবন যাপনের জন্য যথাযথ (ন্যায্য এবং ঠিক) আইন-কানুন দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ ন্যায় পরায়ণতার দ্বারা তাঁর পবিত্রতা প্রকাশিত হয়। তিনি ন্যায্য পথে তাঁর আইন প্রয়োগ করেন। যারা তাঁর আইন কানুন পালন করে তিনি তাদের পুরস্কার দেন, আর যারা সেগুলি অমান্য করে তাদের শাস্তি দেন।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে পবিত্রতা ভালবাসেন, আর এর দ্বারা তাঁর ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়। তিনি যে পবিত্র ঈশ্বর তা-ই শুধু নয়, তিনি চান তাঁর লোকেরা ও পবিত্র হবে। তিনি পাপের যে বিচার করেন তার মধ্যে আমরা তাঁর ন্যায় পরায়ণতা দেখতে পাই। তিনি পাপ সহ্য করতে পারেন না বলে যারা পাপ করে তিনি তাদের অবশ্যই শাস্তি দেবেন।

৩। ইব্রীয় ১২ঃ১০, ১৪ পদ পাঠ করুন, তারপর এই প্রশ্নটির উত্তর দিনঃ আমি খ্রীষ্টিয়ান হয়ে পাপ পথ থেকে ফিরে আসার পর ঈশ্বর আমার কাছ থেকে কি চান?

....

খ্রীষ্টিয় জীবনের একটি গুণ হিসেবে পবিত্রতা **অন্যায় কাজ না করা** থেকেও বেশী কিছু। তা **ন্যায় কাজ করা** ও বুঝায়। সঠিক পথে জীবন যাপন এবং ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদেরকে অন্যদের প্রতি যা করতে চালিত করে তা করবার মধ্যে কার্যক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটে। তা আমাদের মধ্যে আমাদের চার পাশের লোকজনদের জন্য চিন্তা বা অনুভূতি উৎপন্ন করে।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা লোকদের প্রয়োজনে তাদের সেবা করবার দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা রক্ষা করতে পারি। অন্যদের সেবা করবার জন্য আমাদের খ্রীষ্টিয় নীতি মালার মধ্যে আপোস মিমাংসা নিষ্প্রয়োজন। লূক ১০ঃ২৯-৩৭ পদে যীশুর যে দৃষ্টান্তটি

বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় আচরণের **আদর্শ** (নিখুঁতত্বের মানদণ্ড) লাভ করি। একই সময়ে তা এমন **কার্যাবলী** প্রদর্শণ করে যার মাধ্যমে আমাদের সহ-মানবদের প্রতি আমাদের আদর্শের বাস্তব প্রকাশ ঘটে।

৪। লূক ১০ ঃ ২৯-৩৭ পদ পাঠ করুন। তার পর আপনার নোট খাতায় লিখুন নীচের কোন্ ব্যক্তির মধ্যে কার্যক্ষেত্রে পবিত্রতার খ্রীষ্টিয় আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে, এবং কেন ঃ লেবীয় ; শমরীয় ; পুরোহিত।

ইব্রীয় ১২ ঃ ১০ এবং ১৪ পদে আমরা যেমন দেখেছি, বাইবেল আমাদের প্রত্যেককে এক পবিত্র বা পৃথকীকৃত জীবন যাপন করতে বলে। কোন ব্যক্তি একই সময়ে এই আদেশ পালন করতে এবং মথি ৫ ঃ ১৩-১৬ পদে যীশুর শিক্ষানুসারে সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এই শাস্ত্রাংশ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা অবশ্যই আমাদের পবিত্রতা হরাব না, কিন্তু অন্যদের কাছে আমাদের অবশ্যই একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে হবে। এইরূপে, নূতন নিয়ম যা অনুমোদন করে না এমন কোন কাজ খ্রীষ্টিয়ান অবশ্যই করবেন না। কিন্তু তিনি তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের সেবা করবার জন্য, এবং তিনি যে তাদের ব্যাপারে যত্নবান তা দেখানোর জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন।

৫। আমাদের সন্তানদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে আমরা তার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। অন্য কথায়, নীচের কোন্ কাজটি আমরা করব ? (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।)

ক) তাদের অবশ্যই সর্বদা ভাল হতে হবে এটা মনে করিয়ে দেবার জন্য আমরা প্রায়ই সন্তানদের শাস্তি দেব।

খ) আমাদের দাবি ন্যায্য হবে, তারা বাধ্য হলে তাদের পুরস্কার দেব এবং অবাধ্য হলে শাস্তি দেব।

গ) তারা অবাধ্য হলে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা, কিন্তু সেই শাস্তি কখনো কার্যে পরিণত না করা, পাছে আমাদের ভালবাসা সম্বন্ধে তারা সন্দেহ পোষণ করে।

৫ নং প্রশ্ন আমাদেরকে শাসন করা সম্পর্কে বাইবেলের মূলনীতি-গুলি জানবার ও বুঝবার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, যে ব্যক্তি তার সন্তানদের শাসনের অটল থাকে না, সে তাদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় (হিতোপদেশ ১৯ ঃ ৮)। ইব্রীয় ১২ ঃ ৬ এবং প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ১৯ পদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদেরই তিনি শাসন করেন। আমরা যদি সত্যই আমাদের সন্তানদের ভালবাসি তাহলে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই আমরা তাদের শাসন করব (ইব্রীয় ১২ ঃ ৫-১১ পদ দেখুন)।

৬। ঈশ্বরের পবিত্রতার তাৎপর্য সম্পর্কে নীচের যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

ক) পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর নৈতিক সিদ্ধতা প্রকাশ করে।

খ) ঈশ্বর সীমাহীনভাবে পবিত্র বলে, তিনি তাঁর লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেন না।

গ) যা ভাল এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তার প্রতি ভাল-বাসা এবং মন্দের প্রতি ঘৃণা পবিত্রতার ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ) পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বর পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। যে, তাঁর প্রজারা যদি পাপ করে তবুও তাদের থেকে তিনি নিজেকে পৃথক করবেন না।

ঙ) ঈশ্বর যে পথে তাঁর লোকদের শাসন করেন তা তাঁর নৈতিক চরিত্রেরই একটি ফল।

চ) ঈশ্বর ন্যায় পরায়ণ বলে তিনি কেবল মাত্র ঐশ্বরিক ন্যায় বিচারই দেন না, অধিকন্তু লোকেরা তার প্রতি বাধ্য হতে ব্যর্থ হলে সেজন্য প্রায়শ্চিত্তের ও বন্দোবস্ত করেন।

ছ) পবিত্রতার ধারণাটির সরল অর্থ হচ্ছে যা অন্যায় তা না করা।

ঈশ্বরের ভালবাসা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ আমাদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার মানে কি, এবং তা কিভাবে প্রকাশিত হয় এ সম্পর্কে একটি নির্ভুল উক্তি মনোনীত করতে পারা।

ধরুন কোন একজন যুবক একজন যুবতীকে বলে যে সে তাকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহের পরে সে তার সম্বন্ধে অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই করেনা। স্ত্রীর কাছে যা গুরুত্ব পূর্ণ তার প্রতি সে কোনই আগ্রহ দেখায়নি। স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসাকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন?

ঈশ্বর কিন্তু এরূপ নন। তিনি আপনাকে ও আমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর কথা ও প্রতিজ্ঞার মধ্যেই নয়, অধিকন্তু কাজের দ্বারাও এই ভালবাসা দেখান।

ঈশ্বরের ভালবাসা পাবার উপযুক্ত হবার বা তা লাভ করবার জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনা। আমাদের কোন কথা বা কাজের দ্বারাই ঈশ্বর আমাদের ভালবাসতে বাধ্য নন। ভালবাসা তাঁর স্বভাবেরই অংশ। তিনি জগতকে ভালবাসেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন।

ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন ব্যবহারিক পথে তিনি আমাদের তা দেখান। অনেকে মঙ্গলভাব (ভাল স্বভাব), করুণা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততাকে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করে থাকেন, কিন্তু আমি এগুলিকে তাঁর ভালবাসারই একটি অংশ বলে মনে করি। আপনি হয়ত তাঁর ভালবাসার আরও কয়েকটি দিকের কথা চিন্তা করতে পারেন যেগুলিকে এই তালিকার সাথে যোগ করা যায়। আমরা তাঁর কাছে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সেটাই দেখিয়ে দেয়। তিনি আমাদের সম্পর্কে কিরূপ যত্নবান এগুলি আমাদের তা মনে করিয়ে দেয়।

৭। যোহন ৩ ঃ ১৬ ; ১৭ ঃ ২৪ ; ১ যোহন ৪ ঃ ৯-১০ ; এবং প্রকাশিত বাক্য ১ ঃ ৪-৫ পদ পাঠ করুন। এই পদগুলিতে আমাদের দেখান হয়েছে যে ঈশ্বরের ভালবাসা সক্রিয়। কি ধরণের কাজ এই ভালবাসা প্রকাশ করে? ....

....

৮। যোহন ১৩ ঃ ৩৪-৩৫; ১৪ ঃ ১৫ ; ১৫ ঃ ১৩-১৪ এবং ১ যোহন ৫ ঃ ২-৩ পদ পড়ুন। আপনার নিজের কথায়, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখানোর দুটি পথ উল্লেখ করুন। ....

....

....

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরকে অনেক সময় একজন মহান এবং শক্তিমান যোদ্ধা রূপে দেখান হয়েছে। সেখানে তাঁকে একজন প্রেমময় ঈশ্বর রূপেও দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। তাঁর ভালবাসার সবচেয়ে বিস্ময়কর উদাহরণগুলির একটিতে প্রথমে তাঁকে একজন ক্রুদ্ধ ধ্বংসকারীরূপে দেখান হয়েছে, কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করেন—থামেন। তিনি কেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবার জন্য এগিয়ে যান না? কোন কিছু তাকে বিরত করে, তা হল ঐ পাপী লোকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা। তিনি বলেন, "আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য তাহাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, যে তাহার প্রাচীর সারাইবে ও দেশের নিমিত্ত আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে" (যিহিষ্কেল ২২ ঃ ৩০)। এমন কোন ধার্মিক ব্যক্তি যদি দেশে থাকতেন এবং দেশের জন্য ঈশ্বরের করুনা ভিক্ষা করতেন তাহলে তিনি নগর রক্ষা করতেন। কি অগাধ ভালবাসা-ই-না এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

দায়ূদ, যিশাইয় এবং যিরমিয় ঈশ্বরকে একজন পিতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরের মধ্যে তারা একজন উত্তম পিতার এমন কি কি গুণাবলী দেখেছেন যার ফলে তারা তাঁকে একজন পিতার সাথে তুলনা করেছেন? দায়ূদ বলেন যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রতি দয়ালু।

তারা যে অসহায় তা তিনি স্মরণে রাখেন (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ১৩-১৪)। যিশাইয় ঈশ্বরকে একজন **করুণাময়** পিতা রূপে মনে করেন (যিশাইয় ৬৩ ঃ ১৬ ; ৬৪ ঃ ৮)। যিরমিয় ঈশ্বরকে এমন একজন পিতা রূপে দেখেন, যিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানদের শাস্তি দেওয়ার পরে তাদের বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যান (যিরমিয় ৩১ ঃ ৭-৯)।

নূতন নিয়মে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই। আমাদের পাপের পাওয়া পরিশোধের জন্য যীশু পৃথিবীতে আসেন। পাপের বেতন কত ভয়াবহ (মৃত্যু) তা তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি অপরিমেয় মূল্য দিয়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তিনি আমাদের পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করছেন (যোহন ৩ ঃ ১৬-১৭)। ঈশ্বর আমাদের এত অধিক ভালবাসেন বলে আমরা জানি যে, আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি তবে তিনি আমাদের জীবনে এমন কিছুই ঘটতে দেবেন না যাকে আমাদের চরম মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা তার ভালবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারি। তাঁরভালবাসা আমাদেরকে ভয় এবং এর যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে (১ যোহন ৪ ঃ ১৮ ; ২ তীমথিয় ১ ঃ ৭)।

৯। যিশাইয় ৪৩ ঃ ১-৫ পদে ঈশ্বরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় তাদের সবগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন। আপনি তাঁর তিনটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং দুটি নৈতিক বৈশিষ্ট্য পাবেন।

১০। আপনার কি এমন কোন বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা বোঝেন না যে ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন ? মথি ২৪ ঃ ১৪ ; ২৮ ঃ ১৯ এবং প্রেরিত ১ ঃ ৮ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে যারা ঈশ্বরের ভালবাসার কথা জানেন না তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব কি তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

যিহিষ্কেল ১৮ ঃ ১-৩২ পদে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কিরূপ গভীরভাবে ভালবাসেন তা প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক সময় তারা তাদের দুঃখ-কষ্টের কারণ বুঝতে ব্যর্থ হলেও ঈশ্বর তাদের কাছ থেকে যা

চান তা হল বাধ্যতাপূর্ণ সেবা। তাদের মনোযোগ লাভের জন্য, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার এবং এর মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করবার জন্য, শাস্তি দেওয়া হয়। ৩১ এবং ৩২ পদ ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর অসীম আগ্রহের প্রতি ইংগিত করে ঃ

"তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্য নূতন হৃদয় ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা, হে ইস্রায়েল কুল, তোমরা কেন মরিবে? কারণ যে মরে, তাহার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই সদাপ্রভু বলেন; অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।"

১১। আমাদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার অর্থ কি, এবং কিভাবে তা প্রকাশিত হয়, এ সম্পর্কে সঠিক উক্তিটি মনোনীত করুন। ঈশ্বরের ভালবাসা—

ক) এটাই দেখায় যে, লোকেরা তাঁর প্রতি যেরূপ সাড়াই দিক না কেন, তিনি তাদের পাপ উপেক্ষা করবেন।

খ) লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গলভাব, করুণা, দীর্ঘ-সহিষ্ণুতা এবং অনুগ্রহ দেখায় এবং তা এক সক্রিয় পথে, পাপ ক্ষমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

গ) শাস্তি প্রদান করে, এবং লোকদের শাস্তি দিতে বিরত থাকতে ও তাদেরকে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়ার আর একটি সুযোগ দিতে অস্বীকার করবার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে।

ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ যে উক্তিগুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ এবং আমাদের জন্য সেগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

এখন আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন কাজ গুলি আলোচনা করব ঃ ১) তাঁর **সৃষ্টি কাজ**, ২) মহাবিশ্বের উপরে তাঁর **সার্বভৌম শাসন**, তাঁর

সৃষ্টিকে ধরে রাখা বা রক্ষা করা যার অন্তর্ভূক্ত ; এবং ৩) তাঁর দূরদর্শিতা, যা তাঁর অনন্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে। প্রথমে আমরা তাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করা সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে তা দেখব।

প্রায়ই দেখা যায় লোকেরা কি, সে জন্য নয়, কিন্তু তারা কি করেছেন, সে জন্যই ইতিহাসে স্থান লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, মাদাম মেরী কুরী রাজ পরিবারের সদস্যা বলে নয়, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি রেডিয়াম এবং পোলোনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

অপর পক্ষে এই মহাবিশ্বের সার্বভৌম সত্তা ঈশ্বর, তিনি কি সে জন্যেই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে তিনি কি করেন (তাঁর কাজ) তাও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রথম কাজ ছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি (আদি ১ ও ২ অধ্যায়)।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারা সমগ্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগত সৃষ্টি করেছেন। বস্তু-জগৎ তন্ত্র (সূর্য, চন্দ্র, তারকা, গ্রহ, ইত্যাদি), এবং তিনি নিজে বাদে আর সমস্ত আত্মিক সত্তা সহ সকল জীব সত্তা এই সৃষ্টি কাজের অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র শাস্ত্রে এই সৃষ্টির কথা পরিষ্কার-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তা দেখতে পাব।

বাইবেলের বিবরণে ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজের কয়েকটি বর্ণনা আছে যেগুলি একত্রে একটি মহা সৃষ্টি প্রক্রিয়া গঠন করে (আদি ১, ২ অধ্যায় এবং গীত সংহিতা ৩৩ ঃ ৬)। সৃষ্টির ঘটনা কয়েকটি পথে আমাদের জীবনে বিশেষ অর্থ বহন করে।

১। সব কিছুর আগে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব ছিল, এই জ্ঞান ঈশ্বরের চিরন্তর মহত্ব ও মহিমার প্রতি আমাদের মনে বিস্ময় জাগায় এবং তাঁর সাথে তুলনা করে আমরা নিজেদের অকিঞ্চিৎকর বা তুচ্ছ অবস্থা বুঝতে পারি।

২। সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টার তাঁর সৃষ্টির উপরে একটি ন্যায় সংগত দাবি আছে। তিনি তার প্রতি তাদের বাধ্য ও অনুগত আরাধনা ও সেবা চান।

৩। সৃষ্টির মধ্যে আমরা স্রষ্টার এক সাধারণ আত্ম প্রকাশ দেখতে পাই, যার মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা, ক্ষমতা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যত্ন দৃষ্ট হয় (রোমীয় ১ ঃ ১৮-২০)।

৪। সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা আমাদের বিশ্বাসের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন, কারণ আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের জন্য আমরা পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত সৃষ্টিকর্তার চেয়ে ন্যূনতর কারও কাছে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে কখনোই পারতাম না।

ঈশ্বর কেন সব কিছু পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর নিজ গৌরবের জন্যই তা করেছেন (গীতসংহিতা ১৯ ঃ ১ ; যিশাইয় ৪৩ ঃ ৭ ; ৪৮ ঃ ১১ ; প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১ পদ দেখুন)। লোকেরা একমাত্র সুখের অন্বেষণেই এই জীবন পথে গমন করে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব চেষ্টার দ্বারাই প্রকৃত সুখ আসে। এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, আর এটাই আমাদের সমস্ত সুখের মূল।

আমার এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের জন্য মহান কোন কিছু করতে না পারবার জন্য তিনি অত্যন্ত অসুখী। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার কাজের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব সাধন করাই কি আপনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ? আর ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি আপনি যে কোন কিছু ঘটতে দিতে ইচ্ছুক ?" আমার বন্ধুটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহান কোন কিছু করবার ব্যাপারে তার নিজের উচ্চাকাঙ্খাই প্রকৃত পক্ষে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের জন্য তা করতে চেয়েছেন,—এই চিন্তার দ্বারা তিনি শুধু নিজেকেই প্রতারিত করেছেন। যীশু বলেছেন,

"যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায়, সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং ঈশ্বরের দেওয়া সুখবরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে রাজী থাকে, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে" (মার্ক ৮ : ৩৫)। ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কোন কোন সমাজে এই মহাবিশ্বকে চিরস্থায়ী বলে দেখা হয়, যার ইতিহাস সৃষ্টি, ধ্বংস এবং পুনঃ সৃষ্টির অসীম চক্রের মাধ্যমে গতিশীল। আর এই সকল সমাজে ব্যক্তিদের একমাত্র প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে এক হতাশাপূর্ণ অস্তিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। মহাবিশ্ব সম্পর্কে বাইবেলের ধারণামতে এর আরম্ভ আছে (সব কিছুর সৃষ্টি), একটি উদ্দেশ্য আছে (যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের পরিত্রাণ), এবং ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবনের একটি প্রতিজ্ঞা আছে। নীচের রেখা চিত্রে এই দুটি ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে :

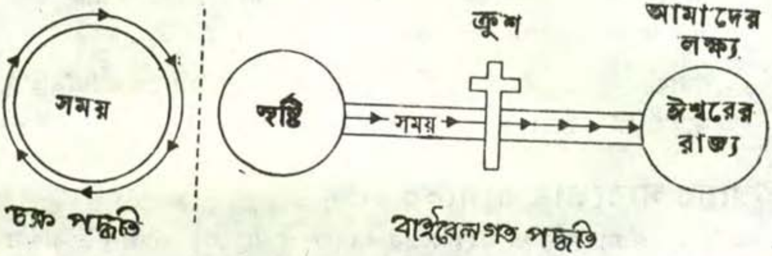

১২। আপনার জানা অধিকাংশ লোকদের ধারণার সাথে এই ধারণাগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন। আপনি যে সমাজে বাস করেন বাইবেলের ধারণার সাথে সেই সমাজের ধারণার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি কি কি?

ঈশ্বর অতীতে কি করেছেন তার মধ্যেই ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ সীমাবদ্ধ নয়। যোহন ৩ : ৩, ২ করিন্থীয় ৫ : ১৭, গালাতীয় ৬ : ১৫, এবং গীতসংহিতা ৫১ : ১০ পদ বলে যে, যারা তাদের পাপ থেকে মন ফিরিয়ে বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে আসে তিনি তাদের অন্তর পবিত্র করেন।

এই শাস্ত্রাংশগুলি আরও বলে যে, কোন ব্যক্তি যখন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি ফিরে তখন সে নূতন জন্ম লাভ করে এক নূতন জীব, বা এক নূতন সৃষ্টি স্বরূপ হয়। এইরূপে, কোন ব্যক্তি যখন যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তখন যে আত্মিক সৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তাও ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজের অন্তর্ভুক্ত।

১৩। **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ সমূহ তাঁর সৃষ্ট জীবদের কাছে একটি সাধারণ পথে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করে।

খ) সৃষ্টি আমাদেরকে ঈশ্বরের চিরন্তন মহত্ত্ব ও মহিমা এবং তাঁর তুলনায় আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

গ) সৃষ্টি কাজের মধ্যে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ তাঁর সৃষ্ট জীবদের কাছ থেকে কোন প্রকার সাড়া দাবি করে না।

ঘ) সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আমাদের উচিৎ তাঁর গৌরব করা।

ঙ) ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ আদি ১ ও ২ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের কাজঃ

লক্ষ্য ৪ঃ ঈশ্বর কর্তৃক মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসনের নীতিগুলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং এর নির্ভুল সংজ্ঞাগুলি মনোনীত করতে পারা।

সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি সব কিছুর উপারে সার্বভৌম শাসনকর্তা। এর অর্থ কি? এখানে **সর্বশ্রেষ্ঠ** বলতে বুঝান হয়েছে "ক্ষমতায় বা পদ মর্যাদায় সর্বোচ্চ, গুণে বা মাত্রায় সর্বোচ্চ।" এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, তাদের সব কিছু থেকে সমস্ত পথে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। **সার্বভৌম** কথাটির মানে "বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবার ক্ষমতা।"

এইরূপে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এই মহাবিশ্বের উপরে তাঁর সর্বময় শাসন ক্ষমতা বর্ণনা করে (১ তীমথিয় ৬ : ১৫)। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের ঘটনাবলী পরিচালনার মধ্যে তাঁর সার্বভৌমত্ব দৃষ্ট হয় (ইফিষীয় ১ : ১১)। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে : ১) আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি আমাদের উপরে শাসন করবার অধিকারী (১ বংশাবলী ২৯ : ১১ ; মথি ২০ : ১৫ ; যিহিষ্কেল ১৮ : ৪) ; ২) তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন (গীতসংহিতা ১১৫ : ৩ ; দানিয়েল ৪ : ৩৫) ; ৩) তাঁর সব কাজের মধ্যে উদ্দেশ্য রয়েছে (রোমীয় ৮ : ২৮ : যিশাইয় ৪৮ : ১১)।

কিছুদিন আগে আমি দৈনিক পত্রিকায় পাঁচ বছর বয়সের সুন্দরী একটি বালিকার পাশবিক হত্যাকাণ্ড পাঠ করলাম। ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই মঙ্গলময়, সার্বভৌম ক্ষমতার, অধিকারী, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ করতে সক্ষম হন, তাহলে এই ধরণের ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারে ? তিনি কেন এই প্রকার ঘটনা ঘটতে দেন ? ঈশ্বর কর্তৃক মহাবিশ্বের সার্বভৌম শাসনের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করলে আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাব। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মহাবিশ্বকে **রক্ষা করা** এবং তাঁর **দূরদর্শিতা** জড়িত। আমরা প্রথমে তাঁর দ্বারা মহাবিশ্বকে **ধরে রাখা** বা **রক্ষা করা** সম্পর্কে আলোচনা করব।

মহাবিশ্ব রক্ষা করা (ধরে রাখা :)

কোন গৃহ-নির্মাতা, তা তিনি যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন এমন কোন গৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম নন যা কখনও মেরামত করতে হবে না। এমন কোন মালী নেই যে সযত্নে সুন্দর ফুল গাছের বীজ বপন করে সেগুলি রক্ষার জন্য কাট-ছাট আগাছা উত্তোলন এবং পানি সেচ করে না। বাইবেল আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, এই মহাবিশ্বকেও ধরে রাখবার বা রক্ষাকরবার প্রয়োজন আছে (প্রেরিত ১৭ : ২৮ ; ইব্রীয় ১ : ৩)।

ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে এই মহাবিশ্ব রক্ষা করেন বা এর যত্ন নেন। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর সৃষ্টি কাজ শেষ করবার পরে সবকিছুর যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে তাঁর কাজ চালিয়ে যান (গীতসংহিতা ১০৪)। মানুষ এবং পশু এর অন্তর্ভুক্ত (গীতসংহিতা ৩৬ ঃ ৬), তিনি ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ লোকদের রক্ষা করেন (হিতোপদেশ ২ ঃ ৮)।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, "কারণ তাঁর শক্তিতেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি" (প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮)। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর ক্ষমতা ভিন্ন কোন কিছু যদি জগতে অস্তিত্ব রক্ষা করে বা ঘটে তাহলে ঈশ্বরকে সার্বভৌম বলা যাবে না। বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ যেমন নহিমিয় ৯ ঃ ৬ এবং গীতসংহিতা ১৪৫ ঃ ১৪-১৬ পদে আমরা শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর সব কিছু রক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত। অন্যান্য শাস্ত্রাংশে আমরা দেখি যে সদা প্রভু তাঁর লোকদের রক্ষা করেন (দ্বিঃ বিঃ ১ ঃ ৩০-৩১ ; গীতসংহিতা ৩১ ঃ ২০ ; ৩৪ ঃ ১৫, ১৭, ১৯ ; যিশাইয় ৪৩ ঃ ২ পদ)।

ঐশ্বরিক রক্ষণাবেক্ষণ যে প্রয়োজনীয় তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কারণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সবকিছুই যেমন বেঁচে থাকবার তেমনি কাজ করবার জন্য তাঁরই উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সৃষ্ট জীবের নিজের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করবার কোন ক্ষমতা নেই। তা তার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ক্রমেই অস্তিত্ব রক্ষা করে বেঁচে থাকে। তাঁর মহা শক্তিশালী বাক্য দ্বারাই তিনি সৃষ্ট জীব ও সমগ্র মহাবিশ্বকে ধরে রাখেন বা রক্ষা করেন (ইব্রীয় ১ ঃ ৩)।

যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই সব কিছু অস্তিত্ব বজায় রাখে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে এর অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী কতিপয় ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, পার্থিব জগতে ভৌত ধর্ম বা গুণাবলী এবং নিয়মের মাধ্যমে তিনি কাজ করেন, সেগুলিকে আমরা অনেক সময় **প্রাকৃতিক নিয়ম** বলে থাকি। বুদ্ধিবৃত্তিক বা মানসিক জগতে তিনি মনের বিভিন্ন গুণাবলী বা ক্ষমতার মাধ্যমে

কাজ করেন ঃ তিনি আমাদের চিন্তা করবার, অনুভব করবার, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের সাথে আচার-আচরণে তিনি এই সমস্ত গুণাবলীর মাধ্যমে কাজ করেন। জগৎ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ঈশ্বর সৃষ্টির সময় যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা নষ্ট করেন না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা রক্ষা করেন মাত্র।

১৪। (সঠিক উত্তরগুলি মনোনীত করুন।) ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সৃষ্টি রক্ষার মানে এই যে,

ক) কোন কিছু নষ্ট হলে তা পুনঃস্থাপন করবার ব্যাপারে তিনি সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী।
খ) তিনি সব কিছু রক্ষার কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।
গ) তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশের নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে।
ঘ) তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে প্রয়োজনীয় ধর্ম বা গুণাবলী দেন এবং এই গুণাবলীর মাধ্যমে তিনি সব কিছুর যত্ন নেন।
ঙ) ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই এই মহা বিশ্বের সব কিছু তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে।
চ) তিনি তাঁর লোকদের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করেন।
ছ) তিনি শুধুমাত্র ধার্মিক লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ ঈশ্বরের দূরদর্শিতার উদ্দেশ্য, উপাদান এবং ফলগুলির বিভিন্ন উদাহরণ সনাক্ত করতে পারা।

ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের আর একটি দিক হোল তাঁর **দূরদর্শিতা**। রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাটি এর অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এর চেয়েও বেশী কিছু। তা ভবিষ্যত ভেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার, আগে থেকে জানবার বা দেখবার এবং আগেই পরিকল্পনা করবার ব্যাপারে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথাও বলে। তা এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার ক্ষমতা রাখেন—এর উদ্দেশ্য হোল যীশু খ্রীষ্টের শাসনাধীনে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তা ঈশ্বরের সেই

সব কাজের কথা বলে, যার দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন এর যত্ন নেন এবং পরিচালনা করেন। তিনি এই সব কাজ কিভাবে করেন তা এক রহস্য; কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্কিত তাঁর দূরদর্শিতার কোন কোন বিষয় আমরা জানি ঃ

১। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত।

২। তিনি প্রকৃতি জগতের সব কিছু তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে চালান।

৩। তিনি ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়ে লোকদের দায়িত্বশীল নৈতিক সত্তা হিসেবে কাজ করবার প্রেরণা ও ক্ষমতা দেন।

৪। মানুষ যদি তাঁর দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করে তবে ঈশ্বর তাকে সমস্ত আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ অনন্ত জীবন দান করেন।

দূরদর্শিতার উদ্দেশ্য-সমূহ ঃ

ঈশ্বরের দূরদর্শিতাপূর্ণ শাসনের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর যে সৃষ্ট জীবেরা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর প্রতি বাধ্য, তাদের সংগে ঈশ্বরের সম্পর্ক এই উদ্দেশ্যগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট।

১। ঈশ্বরের শাসন আমাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান করে। বহু শাস্ত্রাংশ দেখায় যে তাঁর প্রজাদের সুখই ঈশ্বরের শাসনের উদ্দেশ্য। গীতসংহিতা ৮৪ ঃ ১১ পদ বলে, যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না।" অন্যান্য শাস্ত্রাংশ যেমন প্রেরিত ১৪ ঃ ১৭ এবং রোমীয় ৮ ঃ ২৮ পদ আমাদের জন্য ঈশ্বরের সুখ ও মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশ করে।

২। ঈশ্বরের শাসন তাঁর প্রজাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের চেষ্টা করে। সমগ্র ইতিহাসে লোকদের সাথে ঈশ্বরের আচরণের উদ্দেশ্য ছিল তাদের শিক্ষা দেওয়া যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে ১) তিনি তাদের কাছে কি চান; ২) তাঁর স্বভাব পবিত্র; ৩) পাপ

তাঁর কাছে একটি অপরাধ ; এবং ৪) তিনি পাপের ক্ষমা দেন এবং নিজের সাথে পুনর্মিলিত করেন। আগের কালে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের মত বিষয়গুলি অনুমোদন করেছেন, কারণ তখন লোকেরা অপরিপক্ক ছিল (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়নি)। মার্ক ১০ ঃ ৫ পদে এই বিষয় বলা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা এবং লেবীয় পদ্ধতির শাসন ছিল বৃদ্ধি প্রক্রিয়ারই অংশ। সেগুলি যিনি জগতের পাপ দূর করেন সেই ঈশ্বরের মেষ শাবকের (যীশুর) আত্ম প্রকাশের পথ প্রস্তুত করেছে। লোকদের আত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে তাঁর বিশেষ অধিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

৩। <u>ঈশ্বরের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর নিজের গৌরব</u> (ইফিষীয় ১ ঃ ১১-১৪)। তাঁর শাসনের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত সিদ্ধতা বা পূর্ণতা প্রকাশিত হয়। এর মানে তাঁর ঐশ্বরিক দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধান আমাদের কাছে তাঁর সত্তার গুণাবলী প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর সৃষ্ট জীবদের জন্য তাঁর ব্যবস্থা বিশেষ করে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাদের উদ্ধারের বন্দোবস্ত করবার মধ্যে তাঁর **ভালবাসা** প্রকাশিত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মধ্যে, এবং তাঁর বাক্য অর্থাৎ বাইবেলে বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার মধ্যে আমরা তাঁর **সত্য** দেখতে পাই। পাপের প্রতি তাঁর ঘৃণার মধ্যে তাঁর **পবিত্রতা** এবং **ধার্মিকতা** প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টি-কাজ, উদ্ধার-কাজ এবং দূরদর্শিতার মধ্যে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। এবং যে পথে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেন তার মধ্যে তাঁর **প্রজ্ঞা** প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার বিস্ময় উপলব্ধি করে তাঁকে সম্মান ও গৌরব দান করি।

১৫। নীচের কোন্‌টি ঈশ্বরের **দূরদর্শিতা** কথাটির সঠিক সংজ্ঞা দান করে? তা হোল—

ক) সব কিছু রক্ষা করা, যার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে তাঁর উপর নির্ভরশীল না থেকে নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের সামর্থ দান করেন।

খ) ঈশ্বরের শাসন, যার দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্টি রক্ষা, তত্বাবধান এবং পরিচালনা করেন এবং এইভাবে একে তাঁর অনন্ত রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করেন।

১৬। বাম পাশের বিবৃতিগুলি দূরদর্শিতার কোন্ উদ্দেশ্য (ডান পাশে) বর্ণনা করে তা দেখান।

...ক) ঈশ্বর সব কিছুতে লোকদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন।	১। ঈশ্বরের গৌরব।
..খ) ঈশ্বর নিজের বিষয়ে এবং তিনি তাদের কাছে যা চান সে বিষয়ে লোকদের শিক্ষা দেন যেন তারা তাঁর বিশেষ অধিকার স্বরূপ হয়।	২। লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ।
..গ) ঈশ্বর তাঁর সত্তার যে বিভিন্ন গুণাবলী প্রদর্শণ করেন তা এই বিষয়টি প্রকাশ করে।	৩। লোকদের সুখ।

দূরদর্শিতার বিভিন্ন উপাদানঃ

দূরদর্শিতার বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি? বহু বাইবেল পণ্ডিতের মতে ঈশ্বরের দূরদর্শিতার তিনটি দিক আছে। অবশ্য তারা স্বীকার করেন যে এদের মধ্যে কিছুটা অধিক্রমণ (একটির দ্বারা অন্যটি অংশতঃ আবৃত—এইরূপ অবস্থা) ঘটে থাকে, আর ঈশ্বরের কাজে এই তিনটি দিক কখনোই পৃথক নয়। এগুলি হোল **রক্ষা করা, ঐক্যমত,** এবং **নিয়ন্ত্রণ।**

১। **রক্ষা করা।** আমরা ইতিমধ্যেই সব কিছুর উপরে তাঁর সার্বভৌম শাসনের অংশ হিসেবে ঈশ্বরের দ্বারা বিশ্ব-জগতকে ধরে রাখা বা রক্ষা করা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ঈশ্বর সক্রিয় ভাবে

তাঁর সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিয়োজিত। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে নির্ভরশীল। তথাপি তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে এর বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন। আদি ১ ঃ ২৪-২৫ পদ এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর প্রতিটি জীবকে এর একান্ত নিজস্ব কতিপয় বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতি অনুসারে বৃদ্ধি পায়, বিকশিত হয়, পরিপক্ক হয় এবং বংশ উৎপাদন করে।

২। **ঐকমত্য**। ঐকমত্য কথাটির মানে "মতৈক্য, সহযোগিতা, বা সম্মতি।" তা এই ধারণা দেয় যে, ঈশ্বরের সম্মতি ছাড়া বস্তু বা মনের কোন কাজই সাধিত হতে পারে না, এবং তাঁর শক্তি তাঁর অধীনস্থ শক্তিসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। প্রেরিত ১৭ ঃ ২৮ এবং ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৬ পদে প্রেরিত পৌল ইংগিত করেছেন যে ঈশ্বরের **ঐকমত্য** ছাড়া কোন শক্তি বা ব্যক্তিই অস্তিত্ব রক্ষা করতে বা কাজ করতে পারে না। এইরূপে, মানুষের ক্ষমতা ধ্বংস না করে বা মানুষকে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না করেও তার উপরে ঈশ্বরের ক্ষমতার এক শক্তিশালী প্রভাব বর্তমান। ঈশ্বর মানুষের দেহ ও মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা রক্ষা করেন বলেই মানুষ তার বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সেগুলি বজায় রাখতে ও ব্যবহার করতে পারে।

ঈশ্বরই যেহেতু মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল, তাই আমরা বলতে পারিনা যে মানুষের অংশ ঈশ্বরের অংশের সমান। এখানে আমরা আবারও এক গভীর রহস্য দেখতে পাই ; ঈশ্বর মানুষকে বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়েছেন যেগুলিকে ভাল অথবা মন্দের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে। এই স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলিকে মন্দ পথে ব্যবহার করা হলে সেজন্য মানুষ একাই দায়ী, কারণ ঈশ্বর মানুষকে মন্দ কাজে চালিত করেন না (যিরমিয় ৪৪ ঃ ৪ এবং যাকোব ১ ঃ ১৩-১৪)। মানুষকে বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের কাজ-কর্মে ঐক্যমত হন, কিন্তু মানুষই এই স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলিকে মন্দ পথে চালিত করে। ঐকমত্যের একটি উদাহরণ হলেন যোষেফ

(আদি ৪৫ ঃ ৫ ; ৫০ ঃ ২০)। এখানে আমরা দেখি যে যোষেফের ভাইয়েরা তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করলেও ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতাবলে ঐ কাজকে ভালর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের কাজে সম্মতি দিয়েছিলেন বা তা ঘটতে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন।

প্রেরিত পৌল বলেন, "ঈশ্বর তাঁর বিচার-বুদ্ধি অনুসারে নিজের ইচ্ছামতই সব কাজ করেন" (ইফিষীয় ১ ঃ ১১)। তিনি আবারও বলেন যে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে এমন ভাবে কাজ করেন যেন "যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কাজ করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা" আমাদের হয় (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩)। তিনি বিভিন্ন জীবন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের গভীর উপলব্ধি দেন ও তাঁর পবিত্র আত্মা দ্বারা পথ নির্দেশ দান করেন। তিনি ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেন এবং কোমল ভাবে আমাদের মিনতি করেন। জোর পূর্বক আমাদের উপরে তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার দ্বারা তিনি আমাদের স্বাধীনতাকে উপহাস্পদ করেন না। পরিত্রাণের অভিজ্ঞতায় তিনি আমাদের হৃদয় দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়বার মাধ্যমে তাঁর সুন্দর কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু দরজা আমাদেরই খুলে দিতে হবে (প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ২০)। তখন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করতে আসেন। আমরা যতদিন তাঁর পরিচালনার বশীভূত থাকি ততদিন তিনি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং তাঁর হাতে আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দেওয়ার ভিত্তিতেই প্রভু হিসেবে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় থাকে।

৩। **নিয়ন্ত্রণ**। এই বিষয়টি তাঁর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ঈশ্বরের শাসনমূলক কার্যাবলীর প্রতি ইংগিত করে। আমরা যেমন দেখেছি, ঈশ্বর তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি মনের বিভিন্ন ধর্ম বা গুণাবলী এবং পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে লোকদের নিয়ন্ত্রণ করেন। এই কাজে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি, প্রেরণা, শিক্ষা-নির্দেশ, যুক্তি পরামর্শ এবং

দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সব রকম প্রভাব ব্যবহার করেন। তিনি মানুষের বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছাকে প্রভাবিত করবার জন্য সরাসরি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কাজ করেন।

ঈশ্বর কমপক্ষে চারটি পথে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এই পথগুলি বুঝতে পারলে তা আমাদেরকে তাঁর ঐশ্বরিক পরিকল্পনা সাধনে ঈশ্বরের পুরোপুরি সার্বভৌম ইচ্ছা, এবং স্বাধীন কাজে মানুষের ইচ্ছার মধ্যে কি সম্পর্ক তা বুঝতে সাহায্য করবে।

ক) অনেক সময় ঈশ্বর, মানুষ যা করতে স্থির করেছে তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য **কিছুই করেন না**। এর মানে এই নয় যে, কোন ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন ঈশ্বর তা অনুমোদন করেন,—কিন্তু আসলে তিনি তা নিবারণ করার জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। প্রেরিত ১৪ ঃ ১৫-১৬ এবং গীতসংহিতা ৮১ ঃ ১২-১৩ পদে এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

খ) অনেক সময় মানুষকে পাপ না করতে প্রভাবিত করবার দ্বারা ঈশ্বর তাদের পাপ করা থেকে **নিবৃত্ত করেন**। এর উদাহরণ আদি ২০ ঃ ৬, ৩১ ঃ ২৪ এবং হোশেয় ২ ঃ ৬ পদ। গীতসংহিতা ১৯ ঃ ১৩ পদে গীত রচয়িতা এই প্রকার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন, "দুঃসাহসজণিত পাপ হইতেও নিজ দাসকে পৃথক রাখ।"

গ) অনেক সময়, ঐশ্বরিক **পরিচালনাধীনে** ঈশ্বর তাঁর **ক্ষমতাবলে মন্দ লোকদের কাজকে বাতিল করে** দিয়ে সেগুলিকে উত্তম ফল অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন। যোষেফের জীবনে আমরা আগে আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি। তার ভাইয়েরা পাপ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তা ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

ঘ) পরিশেষে, ঈশ্বর অনেক সময় পাপ ও অধার্মিকতাকে **সীমাবদ্ধ করতে সংকল্প নেন**। ইয়োব ১ ঃ ১২ এবং ২ ঃ ৬ পদ এই ইংগিত করে যে ঈশ্বর শয়তানের কার্যাবলীর সীমা নির্দিষ্ট করে

দিয়েছেন। ১ করিন্থীয় ১০ ঃ ১৩ পদে প্রেরিত পৌল বলেন যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের উপরে পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের ও সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের দূরদর্শিতা আমাদের এই ধারণা দান করে যে, ঈশ্বর ভালবাসার সাথে সব কিছুর উপরে শাসন করেন। প্রেরিতের কথাগুলির মধ্যে আমরা এই ভালবাসার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই ঃ "আমরা জানি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, অর্থাৎ ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন, তাদের মঙ্গলের জন্য সব কিছুই এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে" (রোমীয় ৮ ঃ ২৮)।

১৭। বাম পাশের বিবৃতিগুলি কোন্‌টি দূরদর্শিতার কোন্ উপাদান (ডান পাশে) বর্ণনা করে দেখান।

...ক) ঈশ্বর তাঁর অধীনস্থ শক্তিসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কিন্তু এই শক্তিগুলিকে তাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিলেও তিনি স্বয়ং তাদেরকে মন্দ কাজে চালিত করেন না।	১। রক্ষা করা। ২। ঐকমত্য। ৩। নিয়ন্ত্রণ।
...খ) ঈশ্বর এমন এক পথে শাসন করেন যা তাঁর পবিত্র উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবে। এর মানে এই যে অনেক সময় তিনি কিছুই করেন না, অনেক সময় নিবারণ করেন, অন্য কোন কোন সময়ে ক্ষমতাবলে বাতিল বা পরিবর্তন করেন, আবার কখনো বা মন্দ কাজকে সীমাবদ্ধ করেন।	
.. গ) ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবদের বিভিন্ন স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণাবলী দিয়েছেন যেগুলির মাধ্যমে তিনি তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সৃষ্ট সব কিছুই তাদের অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপরে নির্ভরশীল।	

দূরদর্শিতার বিভিন্ন ফল ঃ

দূরদর্শিতা কিভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে ? বহু শাস্ত্রাংশে ধার্মিকের সম্মৃদ্ধি সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে (লেবীয় ২৬ ঃ ৩-১৩ এবং দ্বিঃ বিঃ ২৮ ঃ ১-১৪ পদ দেখুন)। আর তিনি তাঁর নিজ লোকদের আশীর্বাদ করেন—তাঁর আশীর্বাদ এতই অসংখ্য যে তা উল্লেখ করা যায় না।

কিন্তু ধার্মিকের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে, "দুষ্টরাও কেন সম্মৃদ্ধি লাভ করে ? তারা কেন শাস্তি থেকে রেহাই পায় ?" গীত রচয়িতা বলেন যে ১) তাদের সম্মৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী, এবং ২) ঈশ্বর শেষে তাদের অধার্মিকতার বিচার করবেন (গীতসংহিতা ৩৭ ঃ ১৬-২২ ; ৭৩ ঃ ১-২৮ ; মালাখি ৩ ঃ ১৩-৪ ঃ ৩ পদও দেখুন)।

সুতরাং কেহ যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর কেন এই সমস্ত পাপাচার বন্ধ করেন না ?" তখন পূর্ণ প্রত্যয়ের সাথে আপনি উত্তর দিতে পারেন, "অপেক্ষা করুন, এই নাটকের শেষ অঙ্কটা দেখুন। ঈশ্বর ইতিমধ্যেই স্বার্থপরতা, হতাশা, বিদ্রোহ এবং দুর্নীতি দূর করবার জন্য তাঁর পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করেছেন। যারা তাঁকে ভালবাসে তাঁর অনন্ত পরিকল্পনায় তাদের জন্য রয়েছে আশীর্বাদ ও সম্মৃদ্ধি।" ইত্যাবসরে, ঈশ্বর দুষ্টদের মন পরিবর্তনের সুযোগ দেবার জন্য বিচারে বিলম্ব করছেন (রোমীয় ২ ঃ ৪ ; ২ পিতর ৩ ঃ ৯)।

খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রায়ই আরও যে একটি প্রশ্ন তোলেন, তা হোল, "ঈশ্বর যদি এই জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন, তাহলে বিশ্বাসীদের এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় কেন ?" বাইবেলে এর কতিপয় কারণ প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

১। বিশ্বাসীর আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তার উপরে দুঃখ-কষ্ট আসতে দেওয়া হতে পারে (গীতসংহিতা ৯৪ ঃ ১২ ; ইব্রীয় ১২ ঃ ৫-১৩)।

২। কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতির পরীক্ষা স্বরূপ হতে পারে (১ করিন্থীয় ১৬ : ৯ ; যাকোব ১ : ২-১২)।

৩। আমরা যদি সঠিক পথে সাড়া দান করি, তাহলে আমাদের যাতনা ভোগের মাধ্যমেও ঈশ্বরের গৌরব হবে (ইয়োব ১, ২, এবং ৪২ অধ্যায় দেখুন)।

৪। দুঃখ-কষ্ট মণ্ডলীর আহ্বানেরই একটি অংশ (যোহন ১৫ : ১৮ ; ১৬ : ৩৩ ; প্রেরিত ১৪ : ২২ ; ১ পিতর ৪ : ১২-১৯)।

যেহেতু ঈশ্বর অনেক সময় লোকদের ব্যাপারে সক্রিয় হস্তক্ষেপ করেন, তাই আমরা জানি যে, প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা অন্য লোকদের জীবনে এক ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারি। মোশি ঈশ্বরকে মিনতি করেছিলেন বলে ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। এলীয়ের প্রার্থনার ফলে রাজ-প্রাসাদ আলোড়িত হয়েছিল। পুরাতন ও নূতন এই উভয় নিয়মেই লোকদের প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের বহু উদাহরণ আছে। লোকদের প্রার্থনার প্রত্যক্ষ উত্তর হিসেবে ঈশ্বর কোন কিছু করেছেন। অন্য অনেক বিষয় তিনি কারও প্রার্থনা ছাড়াই করেন। আবার অনেক সময় তিনি এমন সব কাজ করেন যেগুলি আমাদের প্রার্থনার ঠিক বিপরীত বলে মনে হয়, এর কারণ তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আমাদের বৃহত্তর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করেন। হেনরী সি, থিয়েসেন এ সম্পর্কে তার উপসংহারে বলেছেন, "প্রার্থনার দ্বারা আমরা যে সব জিনিষ পেতে পারি আমরা যদি সেগুলির জন্য প্রার্থনা না করি, তাহলে আমরা সেগুলি পাই না। তিনি যদি এমন কিছু করতে চান যে জন্য কেউ প্রার্থনা করেনি, তাহলে তিনি কারও প্রার্থনা ছাড়াই তিনি সেগুলি করবেন। আমরা যদি এমন কোন জিনিষের জন্য প্রার্থনা করি যেগুলি তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, তাহলে তিনি সেগুলি মঞ্জুর করেন না। এইরূপে, তাঁর উদ্দেশ্য এবং দূরদর্শিতা, এবং মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে এক পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য (বা সঙ্গতি) বিদ্যমান।" (১৯৭৯, পৃঃ ১২৯)।

সুতরাং, আমরা যেমন দেখলাম, এই পাপময় পৃথিবীতে বাস করবার ফলে খ্রীষ্টিয়ানদেরও অনেক সময় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। সব কিছুর নিয়ন্তা ঈশ্বর সব সময় দুষ্ট লোকদেরকে তাদের মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন না। ন-খ্রীষ্টিয়ানদের মত খ্রীষ্টিয়ানরাও দুর্ঘটনা বা অসতর্কতার শিকার হতে পারেন। ঈশ্বর সাধারণতঃ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম অথবা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যেকেই এমন এক জগতে বাস করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও পরিশেষে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের লক্ষ্য জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণা পূর্ণ করা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবজনক পথে জীবন যাপন করা। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা কখনও পরিবর্তিত হয় না, আর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি তাহলে তিনি সব কিছুতে আমাদের মঙ্গল করবেন। এই জ্ঞানের বলে আমরা, তিনি আমাদের উপরে যে সকল ঘটনা পরিস্থিতি আনেন, ঘটতে দেন, স্থির করেন বা প্রতিরোধ করেন, কোন একদিন সেগুলির কারণ তাঁর মতই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব—এই বিশ্বাসে আমাদের সার্বভৌম ঈশ্বরের হাতে আমরা নিজেদের সঁপে দিতে পারি।

১৮। এখন আমরা এই অংশের শুরুতে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করেছি আপনার নিজের কথায় সেটির উত্তর লিখুন ঃ ঈশ্বর কিভাবে একটি নিষ্পাপ ছোট শিশুর হত্যাকাণ্ড ঘটতে দিতে পারেন? উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১৯। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং উক্ত বিবৃতি যদি লোকদের প্রতি আচরণে ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের উদাহরণ হয় তবে পাশের খালি জায়গায় (১) লিখুন। আর তা যদি মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার হয় যার মধ্যে ঈশ্বরের কোন হাত নেই, তাহলে (২) লিখুন।

......ক) বিচারকর্তৃগণ ১৫ ঃ ১৬-১৯ ঃ ক্লান্ত শিম্‌শোনের জন্য জলের ব্যবস্থা।

......খ) প্রেরিত ২৪ ঃ ২৪-২৬ ঃ ফীলিক্স সুসমাচার গ্রহণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখেন।

......গ) দানিয়েল ২ ঃ ১০-২৩ ঃ দানিয়েলের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ।

......ঘ) আদি ২২ ঃ ১৩ ঃ ঝোঁপের মধ্যে আটকা পড়া মেষ।

......ঙ) বিচারকর্তৃগণ ১১ ঃ ১৩-৩৬ ঃ যিপ্তহ ঈশ্বরের কাছে একটি মূর্খতাপূর্ণ মানত করেন।

২০। নীচের প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের সার্বভৌম এবং দূরদর্শিতাপূর্ণ শাসনের ফলগুলি ব্যাখ্যা করুন। এই পাঠে প্রদত্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আপনার উত্তর দিন। এজন্য আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ক) জন এমন একটি স্থানে প্রচারের কাজ করতেন যার কাছেই ছিল অসভ্য দুর্বৃত্ত দলের আস্তানা। তিনি বিশ্বস্ত ভাবে ঐ অঞ্চলে তার কাজ সম্পাদন করেছেন, কিন্তু শেষে একদল দুর্বৃত্ত তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাঁর মৃত্যু ঐ অঞ্চলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্তের ফলে বহু বিপথগামী যুবক-যুবতী খ্রীষ্টকে জানতে পারে।

খ) রবার্ট ক্যান্সার রোগে মারা যাচ্ছিল, কিন্তু বন্ধুদের প্রার্থনার ফলে সে অলৌকিক্ ভাবে আরোগ্য লাভ করে।

গ) জেম্স তার বন্ধুদের সাথে একটি বিপদজনক পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে তার দুই পা-ই ভেঙ্গে ফেলে।

ঘ) শিমোনী গীর্জা থেকে বাড়ী ফেরার পথে আক্রান্ত হন এবং তাকে খুব মার ধোর করা হয়। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি লোকদের খ্রীষ্টের পথে আনবার প্রচেষ্টা আরও বাড়িয়ে দেন।

ঙ) রেমণ্ড নামে একটি প্রতিভাবান বালক রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি রেস্তোরা থেকে দৌড়ে বের হতে গিয়ে একটি দ্রুত ধাবমান গাড়ীর সামনে পড়ে এবং তার মৃত্যু ঘটে।

চ) হেন্রী তার নিজের স্বার্থে জীবন যাপন করে, সে তার ব্যবসায়ে অসদুপায় অবলম্বন করে, কিন্তু তবুও সব কাজেই সাফল্য লাভ করে।

ছ) কোন একজন মিশনারী বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে তার গাড়ীর চাকা অকেজো হয়ে যায় এবং তিনি প্লেন ধরতে ব্যর্থ হন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে ঐ প্লেনটি ধ্বংস হয়েছে এবং সকল যাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে।

পরীক্ষা

সত্য-মিথ্যা। প্রতিটি সত্য উক্তির পাশে **স** এবং প্রতিটি মিথ্যা উক্তির পাশে **মি** লিখুন।

··· ১। পবিত্রতা ঈশ্বরের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর সব কিছুর সিদ্ধতা বা নিখুঁতত্ব প্রকাশ করে।

··· ২। ঈশ্বর যেহেতু অসীম পবিত্র এবং মানুষ পাপী তাই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক।

··· ৩। ঈশ্বরের পবিত্রতা যা কিছু পাপ-পূর্ণ তা থেকে বিচ্ছিন্নতা দাবি করলেও তিনি তাঁর করুণা ও ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়ে একটি বলি উৎসর্গের মাধ্যমে এই বিচ্ছিন্নতা দূর করবার বন্দোবস্ত করেছেন।

··· ৪। তিনি কি **"বলেন"** তারই মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে।

··· ৫। কোন ব্যক্তি কি করে তার দ্বারাই ভালবাসার মূল্য প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কাজই তার ভালবাসা প্রকাশ করে।

·· ৬। কোন ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরকে ভালবাসে তাহলে সে তার বাধ্যতার দ্বারা তা দেখাবে।

··· ৭। ঈশ্বরের একটি কাজ হিসেবে সৃষ্টির একমাত্র গুরুত্ব হচ্ছে তা ঈশ্বরের ক্ষমতার মহিমা দেখায়। তা সৃষ্ট জীবদের কাছ থেকে কোনরূপ সাড়া দাবি করে না।

··· ৮। ঈশ্বরের সার্বভৌম শাসনের মানে তিনি বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন।

··· ৯। আমরা যখন ঈশ্বরের দ্বারা মহাবিশ্বকে রক্ষা করবার কথা বলি তখন আমরা বুঝি যে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সক্রিয় ভাবে তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন।

···১০। দূরদর্শিতা ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু আগে থেকে দেখবার এবং সৃষ্টিকে তাঁর দ্বারা স্থিরীকৃত লক্ষ্যের দিকে, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের অধীনে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিমুখে চালিত করবার ক্ষমতার কথা বলে।

···১১। তিনি কখনো কখনো পাপ ও অধার্মিকতার উপরে এবং খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার উপরে সীমা আরোপ করেন—এই ধারণাটি ঈশ্বরের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভূক্ত।

···১২। প্রার্থনা এমন একটি কাজ যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনে, কিন্তু তা তাঁর সার্বভৌম কার্যাবলীকে প্রভাবিত করতে পারে না।

···১৩। ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মানুষকে পছন্দ-অপছন্দ করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই উপায়গুলিকে ব্যবহার করেন।

···১৪। এই নীতিটি ও ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তাঁর তত্ত্বাবধানের অংশ যে, এই জগতে খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই কষ্ট-ভোগ করতে হবে, কিন্তু পাপী লোকেরা এখানে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তরঃ

১০। এই শাস্ত্রাংশগুলিতে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রতিটি জীবনের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসার সংবাদ বয়ে নিতে বলেছেন। ঈশ্বর তাঁর ভালবাসার কথা অন্যদের বলবার জন্য আমাদের মনোনীত করেছেন।

১। ক) পবিত্র। খ) পৃথক। গ) পাপের ভয়াবহতা।

১১। খ) লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গলভাব. করুণা,·········

২। গ) আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা।

১২। আপনার উত্তর। (বহু সমাজে সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীবন-মৃত্যুর অর্থ সম্বন্ধে এবং বিচার সম্বন্ধে বিরাট অনিশ্চয়তা রয়েছে। অপর কোন ধারণাই বাইবেলের ধারণা মত যুক্তি সংগত ও সান্ত্বনাদায়ক নয়।)

৩। আপনার উত্তর এই ধরনের হওয়া আবশ্যক ঃ তিনি চান আমি পবিত্র হই। তিনি চান আমি তাঁর পবিত্রতার অংশী হই।

১৩। ক-সত্য। খ-সত্য। গ-মিথ্যা। ঘ-সত্য। ঙ-মিথ্যা। (কোন ব্যক্তি যখন যীশুকে তার ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে তখন যে আত্মিক সৃষ্টি সাধিত হয়, তার মধ্যেও ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজ অব্যাহত থাকে।)

৪। আপনাকে বলতে হবে, 'শমরীয় ব্যক্তির মধ্যে,' কারণ যা করা ঠিক তিনি তা-ই করেছেন। তিনি তার নীতিকে জীবনে প্রয়োগ করেছেন।

১৪। খ), ঘ), ঙ) এবং চ) এর উত্তরগুলি নির্ভুল।

১৫। খ) ঈশ্বরের শাসন, যার দ্বারা তিনি তার সৃষ্টি রক্ষা,······

৬। ক, গ, ঙ, এবং চ সত্য।

৫। খ) আমাদের দাবি ন্যায্য হবে,··· ··

১৬। ক ৩) লোকদের সুখ।
খ ২) লোকদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ।
গ ১) ঈশ্বরের গৌরব।

৮। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা এবং অন্য লোকদের প্রতি আমাদের ভালবাসার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাই। (আমরা এখানে স্পষ্টই দেখতে পাই যে ভালবাসা একটি সক্রিয় শক্তি।)

১৭। ক ২) ঐকমত্য। খ ৩) নিয়ন্ত্রণ। গ ১) রক্ষা করা।

৭। তাঁর লোকদের কিছু দেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে।

১৮। আপনার উত্তর। আমি দেখাতাম যে ঈশ্বর মানুষকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন ; তাই সে ইচ্ছা করলে পাপ পথ বেছে নিতে পারে। এইরূপ ঘটলে নির্দোষ ব্যক্তিকে ও দোষী ব্যক্তির মত কষ্ট ভোগ করতে হয়। বাইবেল আমাদের বলে যে পরিশেষে ঈশ্বর দুষ্টদের বিচার করে তাদের পাপ কাজের শাস্তি দেবেন।

১৯। ক ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
খ ২) মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ।
গ ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
ঘ ১) ঈশ্বরের দূরদর্শিতা।
ঙ ২) মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ।

৯। ১ম পদ ঃ প্রজ্ঞা এবং সর্বশক্তিমত্তা (স্বাভাবিক) এবং ভালবাসা নৈতিক।
২য় পদ ঃ সর্বশক্তিমত্তা এবং সর্বত্র বিদ্যমানতা (স্বাভাবিক) এবং ভালবাসা (নৈতিক)।
৩য় পদ ঃ পবিত্রতা (নৈতিক)।
৪র্থ পদ ঃ ভালবাসা (নৈতিক)।

২০। ক) এর উদাহরণটিতে দুটি মূল নীতির প্রতিফলন ঘটেছে ঃ এই পাপময় জগতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে ; অনেক সময় ঈশ্বর দুষ্ট লোকদের কাজকে মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন। খ) এর উদাহরণটি দেখায় যে প্রার্থনার প্রত্যক্ষ উত্তর হিসেবে ঈশ্বর কোন কিছু করেন, আর এর উদ্দেশ্য হোল তাঁর নিজের গৌরব। গ) এবং ঙ) এর উদাহরণগুলি প্রকাশ করে যে, সকল মানুষই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং এই জীবনের বিভিন্ন বিপদ-আপদের

অধীন। ঘ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, অনেক সময় দুঃখ-কষ্ট কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বৃহত্তর সেবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে তোলে, এবং তা তাঁর গৌরব আনয়ন করতে পারে। চ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, এমন কি ন-খ্রীষ্টিয়ানেরাও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু হেন্‌রী যদি ঈশ্বরের কাছে তার জীবন সঁপে না দেয়, তাহলে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার পরকাল যাপন করবে, আর তার মন্দ কাজের জন্য তার বিচার হবে। ছ) এর উদাহরণটি দেখায় যে, অনেক সময় যখন আমাদের পরিকল্পনা কাজ করছে না বলে মনে হয় তখনও ঈশ্বর বিভিন্ন ঘটনা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান।

৩য় পাঠ

খ্রীষ্টঃ অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রকাশ

"ছেলেটা দেখতে ঠিক তার বাবার মত।" আপনি কি কখনও কোন ছেলের বিষয়ে কাউকে এইরূপ মন্তব্য করতে শুনেছেন? অনেক সময় আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, "দু'জনের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য ঠিক কিরূপ?" বাবা এবং ছেলে যদি একই রকম দেখতে হয়, তাহলে এই মিল আমরা সহজেই দেখতে পাই, কিন্তু অনেক সময় সাদৃশ্য এতটা পরিষ্কার নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের কার্যাবলী, কিম্বা তাদের চিন্তাধারা একইরূপ হতে পারে। অথবা তাদের ব্যক্তিত্ব প্রায় একরূপ হতে পারে। শিশুটিকে লক্ষ্য করে আপনি অনেক পথে তার বাবা কিরূপ তা দেখতে পারেন।

পিতা ঈশ্বর কেমন তা দেখাবার জন্য যীশু জগতে এসেছিলেন। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রকাশ। যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের স্বাভাবিক এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। অলৌকিক্ অবতারের মাধ্যমে তিনি মানুষের স্বভাব ও আকার গ্রহণ করেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের গুণাবলী প্রকাশ করেছেন এবং এই গুণগুলি মানুষকে প্রদান করেছেন। যীশু বলেছেন, "যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে"। (যোহন ১৪ : ৯)।

এই পাঠে আমরা "ঈশ্বরের প্রতাপের প্রভা ও তাঁর তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক" (ইব্রীয় ১ : ৩) যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে মতবাদ আলোচনা করব। আমরা তাঁর সম্পর্কে, তাঁর পৃথিবীর জীবন এবং তিনি কিভাবে পিতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, সে সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে আমরা যেন আগ্রহের সাথে এই প্রার্থনা করি যে, আমরাও একই ভাবে পুত্রের সৌন্দর্যকে যেন অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারি।

পাঠের খসড়া ঃ

খ্রীষ্টের মানবত্ব।

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন।

খ্রীষ্টের কাজ।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব সম্পর্কে বাইবেলের প্রমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

★ অবতারের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য আলোচনা করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টের বিভিন্ন কাজ এবং সেগুলির গুরুত্ব সনাক্ত করতে পারবেন।

★ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের ফলে তাঁকে আরও বেশী ভালবাসতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। ১ম ও ২য় পাঠে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পাঠের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যয়ন করুন।

২। শিক্ষামূলক প্রশ্নগুলির জন্য পাঠের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে প্রথমে অবশ্যই নিজের উত্তর লিখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয়ে আবার পড়াশুনা করুন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

অবতার	মানবত্ব	নশ্বর	অলৌকিক
স্বতন্ত্র	বংশ-সূত্র	পুনর্মিলন	ঈশ্বরত্ব
অসাধারণ	মধ্যস্থ	প্রতিনিধি	অবতারত্ব

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

খ্রীষ্টের মানবত্ব ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ যীশুর মানবত্বের প্রমাণগুলির সাথে সেগুলির বর্ণনার মিল দেখাতে পারা।

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমুদয় স্বতন্ত্র উপাদানগুলির মধ্যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের **অবতারত্ব** নিঃসন্দেহে সবচেয়ে মৌলিক বিষয়। **অবতার** কথাটি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলনের প্রতি ইংগিত করে। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টরূপে এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র মানব হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র "দেহ ধারণ" করলে পর ঈশ্বর সম্পূর্ণ নতুন এক পথে জগতে কাজ করেছেন। যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে কুমারী মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন। এই অসাধারণ সৃষ্টি কাজে ঈশ্বর মানুষের বংশগত ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে এক ঐশ্বরিক সত্তাকে জগতে এনেছিলেন।

আমরা যখন বুঝতে পারি যে, এটি ছিল ঈশ্বরের একটি নতুন কাজের অংশ তখন এই আশ্চর্য ঘটনার রহস্য অনেকাংশে দূর হয়।

ঈশ্বর-পুত্র নিজে রক্ত-মাংস হয়ে রক্ত-মাংসের জীব মানুষকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। নিজের মৃত্যুর দ্বারা মানুষের পরিত্রাণ অর্জনের জন্য তিনি তা করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর অবতারের মাধ্যমে পৃথিবীতে তাঁর উদ্ধার পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছিলেন ঃ "কিন্তু সময় পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন" (গালাতীয় ৪ ঃ ৪)। তাঁর পরিত্রাণের উদ্দেশ্য সাধনের অন্য কোন পথ ছিল না।

সুতরাং অবতার ছিল পাপী মানুষের একটি পরিবর্তন বিন্দু ; কারণ এর ফলেই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনায় যেহেতু যীশুর মানব হওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা তাঁর মানবত্বের কতিপয় নিদর্শণ সম্পর্কে আলোচনা করব। তাঁর মানব পূর্বপুরুষগণ, মানব-সুলভ বৃদ্ধি, মানব চেহারা, মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা এবং মানব-সুলভ নাম, ইত্যাদি এদের অন্তর্ভুক্ত।

মানব পূর্বপুরুষগণ ও মানব স্থুলভ বৃদ্ধি ঃ

মথি এবং লূক এই দুইজন সুসমাচার লেখক খ্রীষ্টের মানব বংশ সূত্র দেখিয়েছেন। মথি প্রকৃত পক্ষে তাঁর বংশ সূত্রকে দায়ূদ এবং আরও পেছনে আদি পিতাদের সাথে যুক্ত করেছেন (মথি ১ ঃ ১-১৭)। তাঁর মনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১। প্রমাণ করা যে যীশু দায়ূদের বংশ জাত এবং তাই তিনি ইস্রায়েলের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নতুবা কোন যিহূদী তাকে রাজা বা মশীহরূপে গ্রহণ করত না।

২। প্রমাণ করা যে, অব্রাহামের বংশ হিসেবে তিনি ছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত শিশু যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল পরিবার আশীর্বাদ লাভ করবে (আদি ২২ ঃ ১৭-১৮ পদ দেখুন)।

লূক যীশুর বংশ সূত্রকে আরও পেছনে প্রথম মানব আদম পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন (লূক ৩ ঃ ২৩-৩৮)। সে যা হোক, মথি এবং লূক

উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল যীশুর মানব অভিজ্ঞতার উপরে প্রাধান্য আরোপ করা যে, তিনি একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছিলেন (গালাতীয় ৪ ঃ ৪)।

আমরা যদিও বলে থাকি যে, যীশুর মানব পূর্বপুরুষ ছিলেন, তথাপি এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে যে, তাঁর কোন স্বাভাবিক মানব পিতা ছিলেন না। তাঁর জন্ম অন্য সকল মানব-জন্ম থেকে ভিন্ন ছিল। লূকের সুসমাচারে এমন একটি দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে যেখানে স্বর্গ দূত মরিয়মকে বলেছেন যে তিনি শীঘ্রই গর্ভবতী হবেন। অবিলম্বে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল ঃ "তা কি করে হবে · আমি তো কুমারী ?" (লূক ১ ঃ ৩৪)। আপাতঃদৃষ্টে অসম্ভব যীশুর এই অলৌকিক্ জন্ম সম্পর্কে তার প্রশ্নের উত্তরে স্বর্গদূত তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, "কিছুই ঈশ্বরের অসাধ্য নয়" (৩৭ পদ)। যীশুর জন্ম ছিল বিস্ময়কর ভাবে অলৌকিক্, তবুও তা ছিল **মানব** জন্ম।

যীশু মানব বৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিকাশ লাভ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর শহরের লোকেরা নাসারতের সমাজের একজন স্বাভাবিক সভ্য হিসেবে তাঁর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকে মেনে নিয়েছিলেন (মথি ১৩ ঃ ৩৫)। লূক বলেন, "শিশু যীশু বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল" (লূক ২ ঃ ৪০)। আমরা জানি যে তাঁর মানসিক বিকাশ তাঁর সময়কার স্কুলে শিক্ষা লাভের ফল ছিল না (যোহন ৭ ঃ ১৫)। তা ছিল তাঁর ঈশ্বরভক্ত বাবা-মায়ের কাছ থেকে, নিয়মিত ভাবে সমাজ ঘরে যোগদান করা (লূক ৪ ঃ ১৬), বিশ্বস্ত ভাবে মন্দিরে যাতায়াত (লূক ৭ ঃ ৪১), বিশ্বস্ত ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তা প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং প্রার্থনার (মার্ক ১ ঃ ৩৫, যোহন ৪ ঃ ৩২-৩৪) ফল।

১। লূক ২ ঃ ৫২ পদ পাঠ করুন। এই পদটি এই ইংগিত করে যে, যীশুর জীবন বৃদ্ধি পেয়েছিল ঃ—

ক) বুদ্ধিগত ভাবে।
খ) আত্মিক ভাবে।
গ) শারীরিক ভাবে।
ঘ) সামাজিক ভাবে।

মানব চেহারা এবং সীমাবদ্ধতা ঃ

সমস্ত প্রমাণ বা নিদর্শণ এই ইংগিত করে যে, যীশুর দৈহিক চেহারা অন্যান্য লোকদের মতই ছিল। প্রকৃত পক্ষে, লোকদের দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে যীশু এতই তাদের মত ছিলেন যে, তিনি নিজেকে স্বর্গীয় পিতার সাথে এক বলে দাবি করলে শ্রোতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তারা ক্রুদ্ধ ভাবে সাড়া দিয়েছিল যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ, আর তাই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবার কোন অধিকার তাঁর নেই (যোহন ১০ ঃ ৩৩)।

রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত যীশুর দণ্ড ঘোষণা করবার আগে তাঁকে যিহূদীদের কাছে এনে বলেছিলেন, "দেখ, সেই মানুষ" (যোহন ১৯ ঃ ৫)। রোমীয় বিচারকের সামনে দোষী অবস্থায় দণ্ডায়মান যীশুর মানবত্ব সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। পরে প্রেরিত পৌল প্রথম শতাব্দির জগতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যীশু খ্রীষ্ট 'চেহারায় মানুষ' হয়েছিলেন (ফিলিপীয় ২ ঃ ৮)।

যীশুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সাথীরা কেউই কখনও সন্দেহ করেনি যে তিনি একজন মানুষ। অনেক সময়, তিনি একজন অসাধারণ মানুষ, এই সত্যটি উপলব্ধি করে তারা মুগ্ধ হয়েছেন ঃ "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে ?" (মার্ক ৪ ঃ ৪১)।

মানুষের চেহারা গ্রহণ করবার সময় যীশু স্বেচ্ছায় মানুষের সীমাবদ্ধতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। ফলে, অনেক সময় তিনিও শারীরিক ভাবে ক্লান্ত (যোহন ৪ ঃ ৬), ক্ষুধার্ত (মার্ক ১১ ঃ ১২), এবং তৃষ্ণার্ত (যোহন ১৯ ঃ ২৮) হয়েছেন। তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন (মথি ৪ ঃ ১-১১), এবং প্রার্থনার ফলে পিতার দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন (লূক ২২ ঃ ৪২-৪৪)। তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন (লূক ২২ ঃ ৪২-৪৪)। তিনি কষ্ট ভোগ করেছেন (১ পিতর ৪ ঃ ১), অবশেষে মৃত্যু বরণ করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৩)। তাঁর মানবত্ব তাঁর উপরে যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে এটি ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

মানব-স্থলভ নাম ঃ

যীশুকে প্রদত্ত নামগুলি তাঁর মানবত্বের প্রতিও ইংগিত করে। স্বর্গদূত যখন যোষেফকে শিশুটির বিষয়ে বলেছিলেন তখন তিনি তাঁর নাম রাখতে বলেছিলেন **'যীশু'**, যা আসলে পুরাতন নিয়মের **যিহোশূয়** নামেরই গ্রীক রূপ এবং যার অর্থ **ত্রাণকর্তা** (মথি ১ ঃ ২১)। তাঁকে "দায়ূদের সন্তান" এবং "অব্রাহামের সন্তানও" বলা হয়েছে (মথি ১ ঃ ১)। কিন্তু শাস্ত্রে তাঁর জন্য প্রায়ই যে নামটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে নামটি সম্ভবতঃ তার সবচেয়ে প্রিয় সেটি হোল **মনুষ্য পুত্র**। এই নামটি স্পষ্ট ভাবেই তাঁর মানবত্বের প্রতি ইংগিত করে। যীশু তাঁর নিজের কথা বলতে এই নামটি ব্যবহার করেছেন (মথি ২৬ ঃ ৬৪-৬৫)। কিন্তু একটি বিষয় আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে যে, তিনি নিজেকে শুধুমাত্র **একজন** মনুষ্য পুত্র বলে দাবি করেন নি, কিন্তু তিনি নিজেকে **মনুষ্য পুত্র** বলবার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, তিনি যেমন সত্যই মানুষ, তেমনি সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি স্থানীয়।

২। লূক ২ ঃ ৪০, ৫১ ; ৮ ঃ ১৯-২১ এবং যোহন ৭ ঃ ১-৮ পদ পাঠ করুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির উপর ভিত্তি করে **সত্য** উক্তিগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যীশু শৈশবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধাপগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছেন।

খ) বালক যীশু অসাধারণ গুণাবলী প্রদর্শণ করলেও তিনি তখনও তাঁর বাবা-মায়ের পরিচালনাধীনেই ছিলেন।

গ) যীশু শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলে পর তিনি যখন সকলের মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু হলেন তখন তাঁর পরিবার তাঁর দায়িত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তারা তাঁর উপরে দাবি করেন নি।

ঘ) যীশুর ভাইয়েরা তাঁর আশ্চর্য কাজের ফলে বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশী কিছু, আর তারা তাঁর প্রকাশ্যে পরিচর্যা অনুমোদন করেছিল।

৩। নীচে ডান পাশে যীশুর মানবত্বের প্রতিটি নিদর্শণের সাথে বাম পাশে তাদের বর্ণনাগুলির মিল দেখান।

......ক) যীশু ক্লান্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট ভোগ এবং পরিশেষে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।	১। মানব বংশ সূত্র।
..... খ) যীশুকে পুরাতন নিয়মের যিহোশূয় নামের গ্রীক রূপ 'যীশু' এবং অন্যান্য নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।	২। মানব-সুলভ বিকাশ।
..... গ) বাইবেলের লেখকগণ দায়ূদ, অব্রাহাম এবং আদম পর্যন্ত যীশুর বংশ সূত্র দেখিয়েছেন।	৩। মানব-চেহারা।
... ঘ) যীশুর উপরে দণ্ড প্রদানকারী রোমীয় শাসন কর্তা এই বলে তাঁকে সনাক্ত করেছেন, "দেখ, সেই মানুষ" (যোহন ১৯ ঃ ৫)।	৪। মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা।
... ঙ) যীশু মানসিক, শারীরিক, আত্মিক এবং সামাজিক অগ্রগতি দেখিয়েছেন।	৫। মানব-সুলভ নাম।

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি যীশুর ঈশ্বরত্ব সমর্থন করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

যীশুর মানবত্ব সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রীয় নিদর্শণ অনুসন্ধান করেছি, আর আমরা দেখেছি যে, এই নিদর্শণ চূড়ান্ত। এখন আমরা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের সত্যগুলি এবং তাঁর সত্তার এই দিকটির গুরুত্ব আলোচনা করব।

ঐশ্বরিক অধিকার ঃ

খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমরা প্রথমে যে নিদর্শণটি আলোচনা করব তা হোল তিনি এমন সব ঐশ্বরিক অধিকার অনুশীলন করেছেন

যেগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই আছে। মানুষের আরাধনা গ্রহণ, পাপ ক্ষমা, মৃতকে জীবিত করা এবং বিচারের ক্ষমতা, ইত্যাদি ঐশ্বরিক অধিকারগুলির অন্তর্ভূক্ত।

যেহেতু দশ আজ্ঞার মধ্যে (যাত্রা ২০ : ৩-৫) ঈশ্বর অপর কোন দেবতার আরাধনা করতে নিষেধ করেছেন, তাই যীশু প্রকৃত ঈশ্বর না হলে তাঁর এইরূপ দাবি ঈশ্বর নিন্দার কাজ হত। (ঈশ্বর-নিন্দা মানে ঈশ্বরের অপমান করা, বা অন্যায় ভাবে নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করা।) দিয়াবলের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সময় যীশু সদাপ্রভুর আরাধনা করবার এবং একমাত্র তাঁরই সেবা করবার আদেশটি পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন (মথি ৪ : ১০)। তথাপি, তিনি আরাধনার অধিকার দাবি করেছেন।

বাইবেলে আমরা দেখি যে, লোকেরা যখন অজ্ঞতা বশতঃ প্রেরিতদের আরাধনা (পূজা) করতে চেয়েছেন, তখন এই ঈশ্বরের মানুষেরা তাদের সেই আরাধনা গ্রহণ করতে কঠোর অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (প্রেরিত ১০ : ২৫-২৬, ১৪ : ১১-১৮)। এমন কি পবিত্র স্বর্গদূতগণও মানুষের আরাধনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন (প্রকাশিত বাক্য ১৯ : ১০ ; ২২ : ৮-৯)। প্রেরিতগণ, যারা সাধারণ মানুষ মাত্র, তারা এবং শক্তিমান স্বর্গদূতগণ আরাধনা গ্রহণ করতে না চাইলেও যীশু তাঁর অধিকার হিসেবে তা গ্রহণ করেছেন। তাঁকে সম্মান করা সব লোকদের একটি অবশ্য করণীয় বলে তিনি দাবি করেছেন (যোহন ৫ : ২৩)।

দ্বিতীয়তঃ একমাত্র ঈশ্বরই যে ক্ষমতার অধিকারী, আমরা যীশুকে সেই পাপ ক্ষমা করবার অধিকার ব্যবহার করতে দেখি (মার্ক ২ : ৭)। যীশুর শত্রুরা এ সম্পর্কে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হলেও যীশু তাঁর পাপ ক্ষমা করবার অধিকার ব্যবহারে দ্বিধা করেন নি (মথি ৯ : ২-৬)।

যীশু জীবন দেওয়ার অধিকারও ব্যবহার করেছেন (যোহন ৫ : ২১ ; ১০ : ১০)। কমপক্ষে তিনটি ক্ষেত্রে যীশু মৃতকে জীবন দান করেছিলেন (লূক ৭ : ১১-১৭ ; ৮ : ৪০-৫৬ ; যোহন ১১ : ১-৪৪)।

এবং ভবিষ্যতে তাঁর শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা সমস্ত লোককে জীবিত করা হবে (যোহন ৫ ঃ ২১-৩০)। স্পষ্টতঃই, মৃতকে জীবন দান করা এমন একটি কাজ, যা সাধারণ মানুষ তার নিজের ক্ষমতায় করতে পারে না।

যীশুর দ্বারা ঐশ্বরিক অধিকার অনুশীলনের চতুর্থ উদাহরণ হোল তাঁর বিচারের অধিকার ঃ "পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন" (যোহন ৫ ঃ ২২)। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি তাঁর বিচার করবার অধিকার সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করে ঃ মথি ২৫ ঃ ৩১-৪৬ ; প্রেরিত ১০ ঃ ৪২ ; ১৭ ঃ ৩১ এবং ২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১০ পদ।

যীশু কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করেই এই সকল এবং তৎসহ অন্যান্য আরও অনেক অধিকার অনুশীলন করেছেন। ঈশ্বর না হয়ে এইরূপ করা হোত ধৃষ্টতা (যতটুকু ন্যায় সংগত তাকে অতিক্রম করে যাওয়া) এবং ঈশ্বর-নিন্দা।

৪। মন থেকে যীশুর সেই সমস্ত কাজগুলি উল্লেখ করুন, যেগুলি তিনি পৃথিবীতে থাকা কালে করেছিলেন এবং যেগুলি তাঁর দ্বারা ঐশ্বরিক অধিকারগুলির ব্যবহার দেখায়। আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ঐশ্বরিক চরিত্র ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ তাঁর যে নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি যীশুকে ঈশ্বর হিসেবে সনাক্ত করে সেগুলি উল্লেখ করতে পারা।

নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

যীশুর চরিত্র লোকদের বিস্মিত করেছে। সব রকম পরিস্থিতিতে তাঁর আচরণ ও মনোভাব দেখে তারা আশ্চর্য হয়েছে। বিভিন্ন জীবন-পরিস্থিতিতে তাঁর প্রদত্ত সাড়া এটাই স্পষ্টরূপে দেখিয়েছে যে, তিনি ভিন্ন বা পৃথক। তিনি পিতা ঈশ্বরের একই নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী ছিলেন।

যীশু এমন পবিত্র জীবন যাপন করতেন যে, তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি কোন পাপ করেন নি এবং কোন ছলনার কথা তার মুখে শোনা যায়নি" (১ পিতর ২ ঃ ২২)। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন বলে তার শত্রুরা তাঁর দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি (যোহন ৮ ঃ ৪৬)। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষেই এই স্তরের আচার-আচরণ করা অসম্ভব, কিন্তু যীশু মানুষ মাত্র ছিলেন না।

তাঁর **ভালবাসাও** যীশুকে সাধারণ মানুষদের থেকে আলাদা করে। জীবনের সকল পেশার এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যীশু তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করেছেন (লূক ১৯ ঃ ১০ ; এছাড়াও মথি ১১ ঃ ১৯ এবং মার্ক ১০ ঃ ১৭-২২ পদের মধ্যেও তুলনা করুন)। তিনি যেমন তাঁর অনুসারীদের জন্য, তেমনি তাঁর শত্রুদের জন্যও প্রার্থনা করেছেন (যোহন ১৭ ঃ ৯, ২০ ; লূক ২৩ ঃ ৩৪)। তাঁর এই নিখুঁত ভালবাসা এটাই প্রকাশ করেছে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

বিভিন্ন পথে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অকৃত্রিম বিনয় ও নম্রতা দেখিয়েছেন। সেবা করবার ইচ্ছা নিয়েই তিনি প্রকাশ্যে পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন (মথি ২০ ঃ ২৮)। প্রভু স্বয়ং শিক্ষক হিসেবে শিষ্যদের পা ধোয়ানোর মাধ্যমে তিনি সেবার সত্যিকার অর্থ দেখিয়েছেন (যোহন ১৩ ঃ ১৪)। পাপী (লূক ৭ ঃ ৩৭-৩৯, ৪৪-৫০), সন্দেহ প্রবণ (যোহন ২০ ঃ ২৯) এবং যারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল (লূক ২২ ঃ ৬১ ; যোহন ২১ ঃ ১৫-২৩) তাদের সকলের সাথেই তিনি কোমল ব্যবহার করেছেন। ভালবাসার দ্বারা চালিত হয়েই তিনি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা নিজে করে দেখিয়েছেন। কোন মানুষই কখনও এইরূপ ভালবাসায় পূর্ণ জীবন যাপন করে নি।

পিতা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাধ্যমে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সাথে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপরেই ফলপ্রসূ

আত্মিক জীবনের রহস্য নিহিত। কোন সাধারণ মানুষই তাঁর মত করে প্রার্থনা করতে সক্ষম ছিল না। তিনি ঐকান্তিক ভাবে (লূক ২২ ঃ ৩৯-৪৪), নিয়মিত ভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা করতেন। অনেক সময় তিনি সারারাত প্রার্থনা করতেন। আবার অন্য কোন কোন সময়ে তিনি প্রার্থনা করবার জন্য খুব ভোরে উঠতেন (মার্ক ১ ঃ ৩৫)। আমাদের আত্মিক জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধির আদর্শ হিসেবে তিনি এক নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন (১ পিতর ২ ঃ ২১)।

যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিই তাঁর মানবত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারেনি। কিম্বা কোন ব্যক্তি তাঁর সিদ্ধতাকে কোন একজন সাধারণ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যাবলীর সাথেও তুলনা করতে সক্ষম ছিল না। তিনি ছিলেন ভালবাসা এবং পবিত্রতার এক নিখুঁত উদাহরণ, পিতরের কথায় "সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র" (মথি ১৬ ঃ ১৬)।

৫। যীশু কোন্ কোন্ পথে তাঁর ভালবাসা ও পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন আপনার নোট খাতায় লিখুন।

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

প্রেরিত পৌল বলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের ক্ষমতা (বা শক্তি) এবং প্রজ্ঞা স্বরূপ, (১ করিন্থীয় ১ ঃ ২৪), এবং তাঁর সমস্ত পূর্ণতা পুত্রের মধ্যে প্রদান করে তিনি সন্তুষ্ট (কলসীয় ১ ঃ ১৯, ২ ঃ ৯)। মথি তার সুসমাচারের উপসংহারে যীশুর এই কথাগুলি উল্লেখ করেছেন ঃ "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে" (মথি ২৮ ঃ ১৮)। এই শাস্ত্রাংশগুলি এটাই দেখায় যে, পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি যীশু **সর্বশক্তিমান**। এই মহা-বিশ্বের সকল স্বর্গদূতেরা, ক্ষমতার অধিকারীরা ও শাসন কর্তারা তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন (১ পিতর ৩ ঃ ২২)।

বাইবেলে আমরা আরো শিক্ষা পাই যে, যীশু **সর্বত্র-বিদ্যমান** (সব জায়গায় আছেন)। প্রেরিত পৌল বলেন যে, পিতা ঈশ্বর

সব কিছুই পুত্রের অধীন করেছেন, এবং পুত্র "সব দিক থেকে সব কিছু পূর্ণ করেন" (ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩)। আমরা অল্প কয়েক জনও যদি তাঁর আরাধনা করবার জন্য একত্রে মিলিত হই তাহলেও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে সেখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন (মথি ১৮ ঃ ২০)—এটি আমাদের জন্য একটি বড় প্রেরণা। কোন কোন সময় আমরা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে না পারলেও তিনি সব সময়েই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

যীশু খ্রীষ্ট **সর্বজ্ঞ**—তিনি সব কিছুই জানেন (যোহন ২ ঃ ২৪-২৫ ; ১৬ ঃ ৩০ ; ২১ ঃ ১৭)। প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের রহস্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, **খ্রীষ্টই** সেই রহস্য, "যাঁর মধ্যে সমস্ত **জ্ঞান** ও **বুদ্ধি** লুকানো আছে" (কলসীয় ২ ঃ ২-৩)। তিনি শমরীয় স্ত্রীলোকটির পাপ জীবনের কথা (যোহন ৪ অধ্যায়), ফরীশীদের মনের চিন্তা (লূক ৬ ঃ ৮), তিনি কিভাবে এবং কখন জগৎ ছেড়ে যাবেন (যোহন ১২ ঃ ৩৩ ; ১৩ ঃ ১), এবং বর্তমান যুগের প্রকৃতি ও এর শেষ (মথি ২৪ এবং ২৫ অধ্যায়, মার্ক ১৩ ; লূক ২১ অধ্যায়), ইত্যাদি সবই জানতেন।

কিন্তু এমন কোন কোন শাস্ত্রাংশ আছে যেগুলি আমাদেরকে তাঁর **সর্বজ্ঞতার** বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধানে চালিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, মথি ২৪ ঃ ৩৬ পদ এই ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর স্বর্গে ফিরে যাবার সময় জানতেন না ; আবার মার্ক লিখেছেন যে, যীশু ফল পাবার আশায় ডুমুর গাছের কাছে গিয়ে হতাশ হয়েছিলেন (মার্ক ১১ ঃ ১৩)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যীশু তাঁর পৃথিবীর বা তাঁর **মানব** জীবনে স্বাধীন ভাবে তাঁর ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলনের অধিকার পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি ঐ সময় স্বেচ্ছায় তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ব্যবহার না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি নিজেকে উদ্ধার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করতে অস্বীকার

করেছেন (মথি ২৬ ঃ ৫২-৫৪)। তিনি তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলে তা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে না দিলে পাপী মানুষের বদলে মৃত্যু বরণ করবার যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি তা পূর্ণ করতে পারবেন না। এখন তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে, তিনি সব কিছু জানবার বৈশিষ্ট্যটি সহ তাঁর সমুদয় ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য পুনরায় গ্রহণ করেছেন।

পবিত্র শাস্ত্রে যীশুকে ঈশ্বরের **অনন্তজীবী** পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যোহন ১ ঃ ১ ; ১ যোহন ১ ঃ ১ ; মীখা ৫ ঃ ২)। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন (ইব্রীয় ১ ঃ ১১-১২ ; ১৩ ঃ ৮)। এই শাস্ত্রাংশগুলি আরও বলে যে, যীশু খ্রীষ্ট **পরিবর্তিত হন না**। এই গুণগুলি যে ঈশ্বরেরই বৈশিষ্ট্য তা আমরা দেখেছি। এইরূপে এগুলি যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়।

৬। মানবরূপে পৃথিবীতে থাকা কালে যীশু তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করেন নি কেন, তার ব্যাখ্যা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৭। আপনার নোট খাতায় **যীশুর নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ** এবং **যীশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ**—এই দুটি শিরোনামা লিখুন। তারপর যে বৈশিষ্ট্যগুলি যে শিরোনামার মধ্যে পড়ে সেগুলি সেই শিরোনামার নীচে লিখুন। পরে ১ম ও ২য় পাঠে আলোচিত ঈশ্বরের নৈতিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আপনার তালিকাটির তুলনা করুন। এই তুলনা কি দেখায়?

ঈশ্বরত্বের দাবি ঃ

তিনি যে ঈশ্বর, এ বিষয়ে যীশু কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর প্রাক্কালে যীশু প্রেরিতদের অনুরোধ করেছেন যেন তাঁর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজগুলির ভিত্তিতে তারা এই দাবিগুলি মেনে নেন (যোহন ১৪ ঃ ১১)। তাঁর দাবিগুলি কি ছিল?

১। তিনি যিহূদীদের কাছে বলেছেন যে তিনি এবং স্বর্গীয় পিতা এক (যোহন ১০ ঃ ৩০)।

২। প্রাচীনদের মহাসভার সামনে আসামী রূপে দণ্ডায়মান হয়ে যীশু আবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র (লূক ২২ : ৭০-৭১ ; যোহন ১৯ : ৭)।
৩। তিনি দৃঢ়রূপে ঘোষণা করেছেন যে একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব (যোহন ১০ : ৯)।
৪। তিনি বলেছেন যে একমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই পিতার কাছে যাওয়া যায় (যোহন ১৪ : ৬)
৫। তিনি বলেছেন যে তাঁর ক্ষমতা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না (যোহন ১৫ : ৫)।
৬। শিক্ষাদান কালে তিনি তাঁর পূর্ব-বিদ্যমানতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন (যোহন ৮ : ৫৮ ; ১৭ : ৫)।
৭। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর নামে প্রার্থনা করতে বলেছেন (যোহন ১৬ : ২৩)।
৮। শিষ্যদের পরিচর্যার উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় তিনি তাদের আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (লূক ৯ : ১-২)।

এই সকল দাবি ও বিবৃতি, তৎসহ যীশুর সাধিত বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ তিনি যে ঈশ্বর, তাঁর এই দাবির সমর্থনে শক্তিশালী প্রমাণ দান করে।

যে নামগুলি ঈশ্বরত্বের ইংগিত করে :

যে নামগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করা যায়, সমগ্র নূতন নিয়মে সেগুলিই যীশু খ্রীষ্টের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনুপ্রাণিত লেখকগণ তাকে প্রায়ই **ঈশ্বরের পুত্র** বলে উল্লেখ করেছেন। স্বর্গ থেকে একটি রব দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছে (মথি ৩ : ১৭ ; ১৭ : ৫)। যীশু তাঁর নিজের জন্যেও এই নাম ব্যবহার করেছেন (যোহন ১০ : ৩৬)।

ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিতকারী আর একটি নামের বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং যোষেফের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে স্বর্গদূত যা পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন (যিশাইয় ৭ : ১৪ ;

মথি ১ ঃ ২২-২৩)। শিশুটিকে **ইম্মানুয়েল** বলা হবে যার মানে **"আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"** (মথি ১ ঃ ২৩)। ঈশ্বর কিছু কালের জন্য এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বাস করতে এসেছিলেন (যোহন ১ ঃ ১৪)।

যোহন লিখেছেন যে যীশু ঈশ্বরের **বাক্য**। আমাদের কাছে এটিকে একটি অদ্ভুত নাম বলে মনে হয়। কিন্তু তখনকার দিনে দার্শনিকরা এই মত পোষণ করতেন যে, বাক্যের ধারণাটির মধ্যেই এই মহাবিশ্বের পিছনে সক্রিয় যুক্তি ও ক্ষমতার সার খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই যোহন বলেন, "সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন" (যোহন ১ ঃ ১৪)। কোন ব্যক্তির বাক্য (কথা) তার মনের চিন্তা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ঈশ্বরের চিন্তা এমন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যেন মানুষ তা পড়ে বুঝতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নন—তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যোহন বলেন যে বাক্য (যীশু) অনাদি কাল থেকে ঈশ্বর ছিলেন (যোহন ১ ঃ ১-২)।

যীশুকে **ঈশ্বর** বলেও অভিহিত করা হয়েছে। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, "আমাদের মহান ঈশ্বর এবং উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমাপূর্ণ প্রকাশের আনন্দভরা আশা পূর্ণ হবার জন্যই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করি" (তীত ২ ঃ ১৩)।

যীশুর জন্য হিব্রু **মশীহ** নামটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। এই নামটির গ্রীক রূপ হচ্ছে **খ্রীষ্ট**। এই নামের আর একটি অনুবাদ হোল **অভিষিক্ত**। হিব্রু জাতির কাছে একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি বলতে কি বুঝাত? তাদের কৃষ্টিতে, ঈশ্বর যখন কোন ব্যক্তিকে কোন এক বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করতেন, তখন একজন ধর্মীয় নেতা ঐ ব্যক্তিকে **অভিষেক** করতেন। তিনি ঐ মনোনীত ব্যক্তির মাথায় তেল ঢেলে দিতেন। এটি ছিল সেবার জন্য তাকে আলাদা করবার চিহ্ন। হিব্রু জাতির লোকেরা ভাববাদি, যাজক

এবং রাজাদের অভিষেক করা সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিল। এইরূপে, পিতর যখন ঘোষণা করেছিলেন যে, যীশু প্রভু এবং খ্রীষ্ট উভয়ই, তখন এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন, তার শ্রোতারা তা বুঝতে পেরেছিল (প্রেরিত ২ঃ৩৬)। কয়েক হাজার লোকের সাড়া থেকে বুঝা যায় যে তারা যীশুকে তাদের **মশীহ** বা **অভিষিক্ত ব্যক্তি** রূপে গ্রহণ করেছিল।

যীশুকে **প্রভু** বলেও অভিহিত করা হয়েছে। অনেক সময় একটি ভদ্রতা সূচক উপাধি হিসেবে এই নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপেই এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। (লূক ১ঃ৪৩; ২ঃ১১; যোহন ২০ঃ২৮; প্রেরিত ১৬ঃ৩১; এবং ১ করিন্থীয় ১২ঃ৩ পদ দেখুন।) আমাদের প্রভুর জন্য প্রায়শঃ ব্যবহৃত এই নামটি হিব্রু **যিহোবা** শব্দের অনুবাদ। এইরূপে মশীহ খ্রীষ্টকে পুরাতন নিয়মের যিহোবার সাথে অভিন্ন করা হয়েছে।

৮। আপনার নোট খাতায় যীশুকে প্রদত্ত যে সমস্ত নাম তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিত করে, সেগুলি লিখুন এবং প্রতিটির জন্য একটি শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য উল্লেখ করুন।

৯। প্রতিটি **সত্য** উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন। যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয় 'এর' মাধ্যমে—

ক) তাঁর দ্বারা মানুষের আরাধনা গ্রহণ, পাপ ক্ষমা করা, মৃতকে জীবন দান এবং বিচারের অধিকার দাবি করা।
খ) তাঁর পবিত্রতা ও ভালবাসার নৈতিক বৈশিষ্টগুলি।
গ) তাঁর সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা, এবং অনন্ততা এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি।
ঘ) তাঁর নিজ লোকেরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করেছে।
ঙ) তাঁর দ্বারা নিজের ঈশ্বরত্ব দাবি।
চ) তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি ইংগিতকারী বিভিন্ন নাম।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলন ঃ

যীশুর অবতারত্ব (বা মানবদেহ ধারণ) এমন একটি সমস্যা ছিল মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম দিনগুলিতে যার কোনই সমাধান হয়নি। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র, যীশুর সঙ্গীদের অভিজ্ঞতা এবং নূতন নিয়মের প্রত্যাদিষ্ট বাক্যের মধ্যে ত্রিত্ববাদের ভিত্তি শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যে প্রশ্নটি বহু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করেছিল সেটি হোল ঃ যে পুত্র পিতার সাথে সমান ঈশ্বর এবং পিতার মত একই সত্ত্ব বিশিষ্ট, তাঁর পক্ষে আমাদের মত একজন মানুষ হওয়া কি করে সম্ভব ?

অনেকে যীশুর অবতারত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর মানবত্বের উপরে এত বেশী জোর দিয়েছিলেন যে তারা বাস্তবিক পক্ষে তাঁর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছেন। অন্য অনেকে এর বিপরীত করেছেন ঃ তারা তাঁর ঈশ্বরত্বের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁর মানবত্ব প্রায় অস্বীকার করেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রাচীন মণ্ডলীর নেতাগণ যীশুর অবতার সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা আজও যীশুর ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি মৌলিক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস বলে গণ্য।

যীশুর অবতারত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে উক্তিগুলি যীশুর অবতারত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

প্রাচীন মণ্ডলীর নেতাগণ যীশুর অবতারত্ব সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন (৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে কালসিডোনের মহা সভায়) তা হোল ঃ

> আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব, ঈশ্বরত্ব বিচারে তিনি সব কিছুতে পিতার সাথে একই সত্ত্ব বিশিষ্ট, তবুও তাঁর মানবত্ব বিচারে তিনি পাপ বাদে অন্য সব কিছুতে আমাদেরই মত। এইরূপে দুই স্বভাবে যীশু আমাদের কাছে পরিচিত ঃ তিনি ঈশ্বর এবং মানব। এই দুটি স্বভাব একটি

অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। এই দুটি স্বভাবের মিলনের মধ্য দিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু প্রতিটি স্বভাবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে।

এই সংজ্ঞাটি যীশুর অবতারের রহস্য দূর করে না। বরং সকল খ্রীষ্টিয়ানেরাই প্রেরিত পৌলের মতই বিস্ময় বোধ করেন ঃ "খ্রীষ্টিয় ধর্ম-বিশ্বাসের গোপন সত্য যে মহান তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সত্য এই – তিনি মানুষ হিসাবে প্রকাশিত হলেন" (১ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬)। যীশুর মধ্যে মানব এবং ঐশ্বরিক স্বভাবের মিলন এবং এই অতুলনীয় ঘটনাটির তাৎপর্য আলোচনা করলে আমরা এই দুরূহ বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হব।

আমরা যখন খ্রীষ্টের **মানব-স্বভাব** এবং **ঐশ্বরিক স্বভাবের** কথা বলি তখন আমরা তাঁর অপরিহার্য সত্ত্বা বা বাস্তবতার প্রতিই ইংগিত করি। আমরা যখন বলি যে যীশু **ঐশ্বরিক স্বভাবের** অধিকারী তখন আমরা বুঝি যে, কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে বর্ণনার জন্য যে সকল গুণাবলী, ধর্ম, অথবা বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারেন তার সবগুলিই যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইরূপে, তিনি ঈশ্বর,—কেবল মাত্র তাঁর সদৃশ নন, কিন্তু প্রকৃতই ঈশ্বর।

আমরা যখন বলি যে যীশু **মানব স্বভাবের** অধিকারী, তখন আমরা বুঝি যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হয়ে মানুষের ভান করছেন না— তিনি একজন মানুষ। কিন্তু তিনি **শুধুমাত্র** একজন মানুষ অথবা **শুধুমাত্র** ঈশ্বর নন। তিনি ঈশ্বর, 'যিনি মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছেন' (যোহন ১ ঃ ১৪)। তিনি যখন মানুষ হলেন তখন তাঁর ঈশ্বরত্ব শেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের বিনিময়ে মানবত্ব গ্রহণ করেন নি। তিনি বরং মানব রূপ **ধারণ** করেছেন। অর্থাৎ, তিনি তার ঐশ্বরিক স্বভাবের সাথে মানব স্বভাব যোগ করেছেন। অতএব অবতারের ফলে তিনি ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ই, তিনি ঈশ্বর-মানব।

খ্রীষ্ট রূপে যীশু দৈহিক জাগতিক গুণাবলী সহ মানুষের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমরা বলতে পারিনা যে, তাঁর সত্তার গভীরতম স্তরে তিনি একজন **মানব** ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন **ঐশ্বরিক** ব্যক্তি যার মধ্যে মানব স্বভাব বর্তমান। অর্থাৎ, তিনি তাঁর নিজের স্বভাবের সাথে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব যোগ করেন নি, বরং তিনি তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বের সাথে মানব স্বভাব যোগ করেছেন। তাঁর ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বই গভীরতম স্তরে অবস্থিত। তিনি একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি না হলে আমাদের আরাধনা লাভের যোগ্য হতেন না, কারণ খ্রীষ্টিয়ানদের কেবল মাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

অতএব আমরা দেখি যে, দেহধারী পুত্র তাঁর নিজের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরত্ব ও প্রকৃত মানবত্বকে যুক্ত করেছিলেন। এইরূপে, তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর এমন এক সম্মিলন ঘটেছে যে আমরা ঈশ্বর অথবা মানুষের উপযুক্ত যে কোন পথে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে পারি।

১০। নীচের যে **সত্য** উক্তিগুলি যীশুর অবতারত্ব বা মানব দেহ ধারণ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যীশু খ্রীষ্ট একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, যিনি আমাদের মানব রূপ ধারণ করেছিলেন।

খ) যীশু একজন মানুষ, যিনি ঈশ্বরত্ব বরণ করেছিলেন।

গ) যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, তাই তিনি আমাদের আরাধনা পাবার উপযুক্ত।

ঘ) মানব হিসেবে যীশু ক্ষুধিত হয়েছেন, তৃষ্ণার্ত হয়েছেন, ক্লান্ত হয়েছেন এবং দুঃখ ভোগ ও মৃত্যু বরণ করেছেন। ঐশ্বরিক স্বভাবের ভাগী হিসেবে তিনি সর্বদা তাঁর পিতার ইচ্ছা সাধন করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন।

অবতারত্বের কারণঃ

আমাদের সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে আমরা কখনও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারব না, কেন আমাদের প্রভু মানুষ হয়েছিলেন। এমন কি থাকতে পারে যা ঈশ্বর-পুত্রকে পৃথিবীতে আসতে এবং ঈর্ষা ও ঘৃণা পরিবেষ্টিত মানব-জাতির অংশ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল ?

প্রথমতঃ ঈশ্বর নিজে মরতে পারতেন না। পাপের জন্য এক নির্দোষ বলির প্রয়োজন হয়েছিল। যেহেতু সমগ্র মানব জাতি পাপে পূর্ণ হয়েছিল, তাই এক নিখুঁত বলি হিসেবে পাপের দণ্ড পরিশোধ করবার জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়েছিলেন (ইব্রীয় ২ঃ৯)। দ্বিতীয়তঃ অবতার হওয়ার মাধ্যমে যীশু পিতার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মহিমা প্রকাশ করেছেন (যোহন ১৪ঃ৭-১১)। তৃতীয়তঃ মানুষ হওয়ার দ্বারা আমাদের প্রভু আমাদের জন্য একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (১ পিতর ২ঃ২১-২৫)। মানব পরিস্থিতির প্রতি তাঁর প্রদত্ত সাড়াগুলি অনুসন্ধান করলে আমরা তাঁর সাথে একাত্ম হতে এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের লক্ষ্য যে খ্রীষ্টের সাদৃশ্য অর্জন (রোমীয় ৮ঃ২৯) তা বুঝতে সক্ষম হই।

যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন যে পিতা যেমন তাঁকে পাঠিয়েছেন, সেইভাবে তিনিও তাদের জগতে পাঠাচ্ছেন (যোহন ১৭ঃ১৮; ২০ঃ২১)। যারা বিশ্বাস করবে তাদের সকলের কাছে ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করা এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত। এটি সমগ্র জগতে গিয়ে সব লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার মহান পরওয়ানার অংশ (মার্ক ১৬ঃ১৫)। আমাদের পরিত্রাণের জন্যই ঈশ্বর যীশুকে দিয়েছিলেন। এই সংবাদ আমাদের সব লোকদের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১১। নীচের উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি অবতারের জন্য **সত্য** বা বৈধ কারণ বর্ণনা করে সেগুলির পাশে ১ এবং যেগুলি এর বৈধ কারণ বর্ণনা করে না সেগুলির পাশে ২ লিখুন।

......ক) তিনি যেন আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর শাস্তি পরিশোধ করতে পারেন সেজন্য যীশুকে নশ্বর মানব দেহ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

......খ) পাপী মানব হওয়া কিরূপ ঈশ্বরের পক্ষে তা জানা আবশ্যক ছিল বলে অবতার হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

...... গ) অবতারের মাধ্যমে আমরা মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা, চিন্তা ও যত্নের প্রকাশ দেখতে পাই।

......ঘ) মানব দেহ ধারণের ফলে খ্রীষ্ট মানুষের দুর্বলতা ও সীমা-বদ্ধতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে তিনি আমাদের পক্ষে পিতার কাছে মিনতি করতে পারেন।

......ঙ) যীশুর মানব দেহ ধারণের ফলে মানুষ এখন আর পাপের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে না, কারণ মানব রূপে ঈশ্বর পুত্রের আত্ম বলিদানের ফলে মানুষ এখন নির্দোষ।

খ্রীষ্টের কার্যাবলী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ <u>খ্রষ্টের কাজ মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন, তার ব্যাখ্যা দানকারী উক্তিগুলি মনোনীত করতে পারা।</u>

এখন আমরা খ্রীষ্টের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা যখন খ্রীষ্টের সাধিত **কার্যাবলীর** কথা বলি তখন আমরা তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ এবং মহিমা প্রাপ্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করি। আমরা এই কাজগুলি পর্যায় ক্রমে আলোচনা করব।

খ্রীষ্টের মৃত্যু ঃ

খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল অন্য যে কোন লোকের মৃত্যু থেকে ভিন্ন। প্রথমতঃ তাঁর মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত। তিনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন, "কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব" (যোহন ১০ ঃ ১৮)। মৃত্যুর

সময়ে যীশু তাঁর আত্মা বিসর্জন দিয়েছিলেন (মথি ২৭ ঃ ৫০)। শয়তান অথবা শক্তিশালী রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা মৃত্যু তাঁর উপরে জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তিনি বরং মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যু একটি কাজ ছিল, কারণ তাঁর মৃত্যুর দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। পাপের পাওনা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ। আমাদের পাপের জন্য তাঁকে এই মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছিল। ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করবার সময় তিনি এই ভয়াবহ বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ?" (মার্ক ১৫ ঃ ৩৪)। আমাদের পাপের ফলে ঈশ্বরের মধ্যে যে ক্রোধ জাগ্রত হয়েছিল খ্রীষ্ট এই কাজের দ্বারা সেই ক্রোধ শান্ত করেছেন। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের দণ্ড তিনি নিজের উপরে নিয়েছিলেন। তাঁর আত্ম বলিদানের দ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন, আমাদের বদলে মৃত্যু বরণ করে তিনি আমাদের পাপকে আচ্ছাদিত করেছেন। তিনি এই কাজ করেছেন যেন আমরা ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান ফিরে পেতে পারি।

যুগ যুগ ধরে মানুষ তাদের কল্পিত দেবতাদের ক্রোধ শান্ত করতে চেষ্টা করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা কত না মর্মন্তুদ। তারা এজন্য নানা উপহার ও বলি উৎসর্গ করেছে। কিন্তু তাদের এই সমস্ত উৎসর্গ গ্রাহ্য হয়েছে কি হয়নি তারা তা জানতেও পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ, আজটেক ইণ্ডিয়ানরা তাদের কল্পিত দেবতাদের ভীষণ ভয় করত। তারা যত সংখ্যক প্রয়োজন বলে মনে করত তত সংখ্যক মানুষ বলি উৎসর্গ করত। কিন্তু তাদের এই উদার, মূল্যবান এবং অকপট প্রচেষ্টা সবই বৃথা যেত। তাদের যাজকেরা সব সময় একই কথা বলতঃ "আমাদের দেবতা আরও রক্ত চান।"

বাইবেলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের পাপ হেতু আমাদের স্বর্গীয় পিতা সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ। কিন্তু তাঁর এই ক্রোধ আজেটিক ইণ্ডিয়ানদের দেবতাদের মত নয়। তাঁর ক্রোধ শান্ত করবার জন্য আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে, তা নিয়ে ভয় বা সন্দেহ পোষণ করবার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর নিজের বলি—তাঁর পুত্রকে—দান করেছেন। যীশু তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে পাপের পাওনা পরিশোধ করে সব কিছু ঠিক করেছেন। এই কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার বজায় থেকেছে ঃ পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে, পাপের পাওনা দণ্ড পরিশোধ হয়েছে, মানুষ ক্ষমা লাভ করেছে এবং সে এক পবিত্র ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার অধিকার লাভ করেছে। রোমীয় ৩ ঃ ২৫-২৬ পদে পৌল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

> ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছিলেন যেন তিনি তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তার মৃত্যুর দ্বারা, মানুষের পাপ দূর করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। খ্রীষ্টের এই কাজ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে ফল দান করে। এই ভাবেই ঈশ্বর দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার পাপের শাস্তি দেন নি, তবুও তিনি নির্দোষ। তিনি যে নির্দোষ তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে নির্দোষ এবং যে কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে তাকেও তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যীশুর মৃত্যুর একটি ব্যবহারিক প্রয়োগও আছে। গালাতীয় মণ্ডলীর কাছে লেখা তার চিঠিতে প্রেরিত পৌল বলেন, "আমাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে" (গালাতীয় ২ ঃ ২০)। আবারও তিনি বলেন, "যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা তাদের পাপ স্বভাবকে তার সমস্ত কামনা-বাসনা শুদ্ধ ক্রুশ দিয়ে শেষ করে ফেলেছে" (৫ ঃ ২৪)। এজন্য "আমি" কে, ক্রুশে দিতে হবে, বা অন্য কথায় আমাদের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিতে হবে, যেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন আমরা তা করতে পারি। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ

আমাদেরই ক্রুশারোপণ স্বরূপ হতে হবে। তিনি আমাদের যে পরিত্রাণ দেন তা আমাদের এমন এক পবিত্র জীবন যাপনের সম্ভাবনা দেয় যা সত্য সত্যই ঈশ্বরের সন্তোষ-জনক। আর আমাদের জীবনকে তাঁর প্রভুত্বের কাছে এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনার কাছে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে একে অবশ্যই **বাস্তব** হয়ে উঠতে হবে (রোমীয় ৮ঃ ৫-১১)।

১২। আপনি কি আপনার পাপ স্বভাবকে হত্যা করবার কাজে কোন উন্নতি করেছেন? আপনার নোট খাতায় এমন কতগুলি বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন যেগুলি অন্যেরা আপনার মধ্যে দেখতে পায় এবং যেগুলি দেখায় যে আপনি 'আমি'কে ক্রুশবিদ্ধ করছেন এবং এই খ্রীষ্টিয় দায়িত্বের প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিচ্ছেন।

১৩। আমাদের জন্য খ্রীষ্টের সাধিত কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে যে উক্তিগুলি **সত্য** সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) তাঁর মৃত্যু পাপের পাওনা পরিশোধ করেছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছে।

খ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত শক্তি সমূহের ফল। তাই তা ছিল একটি দুর্ঘটনা।

গ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূর্ণ সহভাগিতা ফিরিয়ে দিয়েছে।

ঘ) তাঁর মৃত্যু মানুষের পাপের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে তৃপ্ত করেছে।

ঙ) খ্রীষ্টের মৃত্যু বরণের ফলে আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য জবাব দিহি করতে হবে না, এমন কি আমরা যদি বরাবর পাপে লিপ্ত থাকি তবুও না।

চ) মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং ব্যর্থতার জন্য যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিতে চান খ্রীষ্টের মৃত্যু তারই একটি উদাহরণ।

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ঃ

তিনি যদি মৃত্যু থেকে আবার জীবিত না হতেন তাহলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত এবং আমাদের বিশ্বাস বৃথা হত (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫)। এই ঘটনাটি পৃথিবীতে তাঁর কাজ সমাপ্ত হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ। তাই খ্রীষ্টের পুনরুত্থান খ্রীষ্ট ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে তুলে ধরে। অপর কোন ধর্মই বলতে পারে না যে তার প্রতিষ্ঠাতার কবর শূন্য। আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা আমাদের প্রভুর দেহাবশেষ যেখানে, সেই স্থানে মিলিত হই না, কারণ তিনি কবরের মধ্যে পড়ে থাকেন নি। আমরা জীবিত ত্রাণকর্তা রূপে তার গৌরব করি। তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। আর তিনি জীবিত বলে আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছি।

এইরূপে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হচ্ছে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। খ্রীষ্ট পুনরুত্থান না করলে তাঁর মৃত্যু হত অর্থহীন। কারণ পুনরুত্থানই তাঁর মৃত্যুর ফলপ্রসূতা প্রমাণ করেছে এবং একে যথার্থ মূল্য দান করেছে। এ বিষয় পৌল বলেন, "আমাদের পাপের জন্য যীশুকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল" (রোমীয় ৪ ঃ ২৫)।

পুনরুত্থান আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন তার বহু কারণ রয়েছে। এই মহান ঘটনাটির কতিপয় অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ ফল আমরা লক্ষ্য করব ঃ

১। পুনরুত্থান দেখায় যে, পাপীর বদলে খ্রীষ্টের মৃত্যু গ্রাহ্য হয়েছে। পাপীর বদলে খ্রীষ্টের মৃত্যু যে ঈশ্বর গ্রাহ্য করেছেন, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কারণ **ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন** (প্রেরিত ২ ঃ ২৪, ৩২ ; ৩ ঃ ১৫ ; ৪ ঃ ১০ ; ৫ ঃ ৩০)।

২। পুনরুত্থান আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। রোমীয় ১ঃ৪ পদে পৌল লিখেছেন যে, "তাঁর নিষ্পাপ আত্মার দিক থেকে তিনি মহাশক্তিতে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন।"

৩। পুনরুত্থানের ফলে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সামনে "আমাদের মহা-যাজক" (ইব্রীয় ৯ঃ২৪)। তিনি আমাদের পক্ষ সমর্থক (রোমীয় ৮ঃ৩৪), স্বর্গীয় জগতে তিনি আমাদের পরিচালক (ইফিষীয় ১ঃ২০-২২), তিনি আমাদের মধ্যস্থ (১ তীমথিয় ২ঃ৫), এবং আমাদের উকিল (১ যোহন ২ঃ১)। এইরূপে, তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা ছাড়াও খ্রীষ্ট অনুগ্রহ সিংহাসনের সামনে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

৪। পুনরুত্থান আমাদের পরিত্রাণ সাধনের কাজে ঈশ্বরের মহা-ক্ষমতা প্রকাশ করে। তাই উপযুক্ত রূপে জীবন যাপন ও তাঁর সেবা করবার জন্য তিনি যে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি দান করবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি। (ফিলিপীয় ১ঃ৬ পদের সাথে ফিলিপীয় ৩ঃ১০ পদের তুলনা করুন)। তিনি সর্বশক্তিমান।

৫। যারা খ্রীষ্টে মৃত্যু বরণ করেন, তাদের যে আবার জীবিত করা হবে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে (যোহন ৫ঃ২৮; ৬ঃ৪০; রোমীয় ৮ঃ১১; ১ করিন্থীয় ১৫ঃ২০-২৩; ১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৪)।

অতএব, অনন্ত অতীতে খ্রীষ্টের যে ত্রাণকার্য পরিকল্পিত হয়েছিল এবং অবতারের মাধ্যমে ঈশ্বরের মানব অস্তিত্বে প্রবেশের দ্বারা যা সম্পাদিত হয়েছে, খ্রীষ্টের পুনরুত্থান তার উপযুক্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করে খ্রীষ্ট পাপীর নিখুঁত বদলা হিসেবে মৃত্যু বরণ করে তার পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন,

পাপীকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করেছেন এবং তাকে পবিত্র আত্মার প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখি যে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল এবং পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাবার সময় এসেছিল। তাঁর উপরে অর্পিত দায়িত্ব সুসম্পন্ন হয়েছিল।

১৪। নীচের যে উক্তিগুলি পুনরুত্থানের **সত্য** ফল বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) যে কয়েকটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, যীশুর পুনরুত্থানের ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম তাদের একটি হয়েছে।

খ) পুনরুত্থান এটাই দেখিয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষের পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে খ্রীষ্টের আত্ম বলিদান গ্রাহ্য করেছেন।

গ) পুনরুত্থানের দ্বারা আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

ঘ) পুনরুত্থানের মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের মহা-যাজক হয়েছেন, যিনি ঈশ্বরের সামনে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।

ঙ) পুনরুত্থান এই নিশ্চয়তা বিধান করে যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা আর কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

চ) পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যারা খ্রীষ্টে মারা যান খ্রীষ্টের পুনরাগমণের সময় তাদের আবার জীবিত করে তোলা হবে।

স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি ঃ

নূতন নিয়মের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পুনরুত্থানের পরে ৪০ দিন পর্যন্ত পরিচর্যা করে খ্রীষ্ট **স্বর্গারোহণ** করেন বা স্বর্গে ফিরে যান ঃ "শিষ্যদের চোখের সামনেই যীশুকে তুলে নেওয়া হোল এবং তিনি একটা মেঘের আড়ালে চলে গেলেন" (প্রেরিত ১ ঃ ৯)। খ্রষ্টের পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ প্রেরিতদের প্রচারের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত (প্ররিত ২ ঃ ৩২-৩৫ ; ইফিষীয় ১ ঃ ২০ ; ১ পিতর ৩ ঃ ২১-২২)। এই দুটি ঘটনা হচ্ছে আমাদের ক্রুশারোপিত প্রভুর মহিমা প্রাপ্তির শুরু।

খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ঘটনাই **স্বর্গারোহণ** নামে পরিচিত। **মহিমা প্রাপ্তি** বলতে **"উচ্চীকৃত হওয়া", "এক উচ্চতর ধাপে উন্নীত হওয়া"** বুঝায়। যীশুকে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে এক সম্মান-জনক ও গৌরব-জনক অবস্থানে উন্নীত করা হয়েছে। তাঁর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহিমা প্রাপ্তির মাধ্যমে খ্রীষ্ট সার্বভৌম প্রভু হিসেবে তাঁর উপযুক্ত স্থান লাভ করেছেন (প্রেরিত ২ ঃ ৩৩-৩৬ , ৫ ঃ ৩১ ; ইফিষীয় ১ ঃ ১৯-২৩ ; ইব্রীয় ২ ঃ ১৪-১৮ ; ৪ ঃ ১৪-১৬)। তাঁর এই মহিমান্বিত অবস্থা তাঁর লোকদের জন্য কতিপয় আশ্চর্য উপকার বয়ে এনেছে। আমরা এদের মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্য করব ঃ

১। এখন স্বর্গে অবস্থান করলেও আত্মিক ভাবে যীশু খ্রীষ্ট সমগ্র মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ করে সর্বত্র বিদ্যমান (ইফিষীয় ৪ ঃ ১০)। তিনি তাই সব লোকদের আরাধনা লাভের আদর্শ ব্যক্তি (১ করিন্থীয় ১ ঃ ২)।

২। আমরা যেমন বলেছি যীশু স্বর্গে তাঁর যাজকীয় কার্য শুরু করেছেন (ইব্রীয় ৪ ঃ ১৪ ; ৫ ঃ ৫-১০)।

৩। তিনি তাঁর লোকদের নানা বরদান দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪ ঃ ৮-১১)। এই বরদানগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্য (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-১১) এবং মণ্ডলীর জন্য (ইফিষীয় ৪ ঃ ৮-১৩)।

৪। তিনি তাঁর লোকদের উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষণ করেছেন (প্রেরিত ২ ঃ ৩৩)।

৫। মহিমান্বিত রাজা ও ত্রাণকর্তারূপে তিনি লোকদের মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস দান করেন (প্রেরিত ৫ ঃ ৩১ ; ১১ ঃ ১৮ ; ২ পিতর ১ ঃ ১)।

৬। আমাদের স্বর্গে নীত ও মহিমান্বিত প্রভু তাঁর মানবত্ব (মহিমান্বিত দেহ) নিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। ইব্রীয়দের কাছে লেখা পত্রে এই ধারণাটির উপরে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,

যেখানে লেখক বলেন যে, যীশু মানুষের অভিজ্ঞতার ভাগী হয়েছেন বলে তিনি একজন করুণাময় ও বিশ্বস্ত মহা-যাজক হতে সক্ষম (ইব্রীয় ২ঃ১৪-১৮ ; ৪ঃ১৪-১৬)। এটি আমাদের শক্তি ও সান্ত্বনা লাভের এক মহান উৎস্য।

১৫। আপনার নোট খাতায় **স্বর্গারোহণ** এবং **মহিমা প্রাপ্তি** এই কথাগুলির সংজ্ঞা লিখুন।

১৬। নীচের যে উক্তিগুলি খ্রীষ্টের কাজের ফলগুলির সঠিক বর্ণনা দেয় সেগুলির পাশে ১ লিখুন এবং যেগুলি সঠিক বর্ণনা দেয়না সেগুলির পাশে ২ লিখুন।

..... ক) খ্রীষ্ট এই মহা-বিশ্ব পরিপূর্ণ করে সর্বত্র বিদ্যমান, আর তাই তিনি সমগ্র মানব জাতির আরাধনার এক আদর্শ ব্যক্তি।

..... খ) খ্রীষ্ট লোকদের জন্য তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছেন, এবং এখন আর তিনি তাদের আত্মিক জীবনের সাথে জড়িত নন।

..... গ) খ্রীষ্ট ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে মহা-যাজকের কার্য আরম্ভ করেছেন।

..... ঘ) খ্রীষ্ট যেমন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের তেমনি সামগ্রিক ভাবে মণ্ডলীকে বিভিন্ন বরদান দেন।

..... ঙ) বিশ্বাসীদের উপরে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করা হয়েছে।

..... চ) খ্রীষ্টের মৃত্যু পাপের পাওনা পরিশোধ করে ঈশ্বরের ক্রোধকে শান্ত করেছে।

..... ছ) খ্রীষ্টের মৃত্যু ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পূর্ণ সহভাগিতা স্থাপন করেছে।

..... জ) বিশ্বাসীর পক্ষে তার আত্মিক জীবন বিকাশের আর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ যীশু তা সম্পন্ন করেছেন।

..... ঝ) যীশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের এই নিশ্চয়তা দান করে যে, যারা খ্রীষ্টে মৃত্যু বরণ করেন, তাদেরকে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হবে।

এইরূপে, আমরা দেখি যে, খ্রীষ্টের সব কাজই আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধ করেছেন। তাঁর পুনরুত্থান আমাদেরকে তাঁর সাথে অনন্ত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দান করে। তাঁর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের সার্বভৌম প্রভু হিসাবে তাঁকে তাঁর উপযুক্ত স্থানে উন্নীত করা হয়েছে। এখন তিনি আমাদের আত্মিক জীবনের পরিপক্কতার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করেন এবং এইভাবে মণ্ডলীকে গড়ে তোলেন ও এর তত্ত্বাবধান করেন।

পরীক্ষা

১। নীচের কোন্‌গুলি বাইবেলে প্রদত্ত খ্রীষ্টের মানবত্বের প্রমাণ দেয়?

ক) মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা এবং মানব-সুলভ নাম।

খ) মানব পূর্বপুরুষ।

গ) মানব-সুলভ পাপ পূর্ণতা।

ঘ) মানুষের চেহারা ও মানুষের মত বিকাশ।

২। যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের নিদর্শণগুলি দেখায় যে,—

ক) তিনি নিয়মিত ভাবে ঈশ্বরত্বের সমস্ত অধিকারগুলি অনুশীলন করতেন।

খ) তাঁর আচরণ, দাবি এবং গুণাবলী প্রমাণ করেছে, তিনি একজন মানুষ মাত্রের চেয়েও বেশী কিছু।

গ) নিদর্শণগুলি তাঁর ব্যক্তিগত দাবি এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩। নীচের কোন্ উক্তিটির মধ্যে অবতারের প্রকৃতি সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয় শিক্ষার সর্বাপেক্ষা নির্ভুল প্রতিফলন ঘটেছে? প্রভু যীশু খ্রীষ্ট—

ক) ঈশ্বর ছিলেন তিনি মানুষ হওয়ার ভান করেছেন।

খ) মানব স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

গ) ঐশ্বরিক স্বভাবের অধিকারী ছিলেন।

ঘ) প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব ছিলেন।

৪। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে যীশু খ্রীষ্ট—
ক) একজন মানব ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
খ) একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি, যিনি আমাদের মানবত্ব ধারণ করেছিলেন।
গ) মানুষের কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।
ঘ) ঈশ্বরের কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন।

৫। অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—
ক) মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনাকে সক্রিয় করা।
খ) পুরাতন নিয়মের আইন-কানুনের শাসনের অবসান ঘটান।
গ) মানুষের জন্য এক নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
ঘ) ঈশ্বর প্রকৃতই কিরূপ, তা লোকদের জানান।

৬। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে একটি কাজ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ—
ক) তা ছিল এমন একটি কাজ আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধের জন্য যা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।
খ) এজন্য অনেক শারীরিক পরিশ্রম এবং অন্যায় ও মৃত্যু সহ্য করতে হয়েছিল।
গ) তা তাঁর উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৭। অবতার প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ—
ক) খ্রীষ্ট যাতে আমাদের পাপ সমূহের পাওনা পরিশোধ করতে পারেন সে জন্য তাকে নশ্বর দেহ গ্রহণ করতে হয়েছিল।
খ) তা লোকদের কাছে স্বর্গীয় পিতাকে প্রকাশ করেছে।
গ) এর মাধ্যমে ঈশ্বর পাপের গভীরতা এবং পাপী মানুষ হওয়া কিরূপ তা জেনেছেন।
ঘ) এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট আমাদের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৮। খ্রীষ্টের মৃত্যুর একটি ব্যবহারিক অর্থ হোল আমাদের "আমিত্বকে ক্রুশবিদ্ধ করা।" এই মানে, যারা খ্রীষ্টের, তাদের অবশ্যই—

ক) নিজ নিজ পাপের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।
খ) তাদের পাপ স্বভাবকে মেরে ফেলতে হবে, কারণ পরিত্রাণ পবিত্র জীবন যাপন সম্ভব করে তোলে।
গ) জানতে হবে যে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা খ্রীষ্ট তাদের পাপ স্বভাব দূর করেছেন যেন তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়।

৯। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কাজটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ—

ক) তা দেখিয়েছে যে, পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে খ্রীষ্টের আত্মবলিদান পিতা গ্রাহ্য করেছেন।
খ) তা আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করেছে।
গ) তা এই নিশ্চয়তা দান করে যে, খ্রীষ্টিয়ান কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।
ঘ) খ্রীষ্ট এখন আমাদের মহা যাজক, যিনি পিতার কাছে আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।
ঙ) তা বিশ্বাসীকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হবে।

১০। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণ ও মহিমা প্রাপ্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ঘটনাগুলি—

ক) খ্রীষ্টের পরিচর্যার একটি নতুন অংশ সম্পন্ন করেছে ঃ এর ফলে সার্বভৌম প্রভু হিসেবে তিনি মণ্ডলীর যত্ন নেন ও একে গড়ে তোলেন, এবং তিনি সব জায়গায় বিরাজ করেন।
খ) মানুষের পক্ষে খ্রীষ্টের সাধিত কার্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।
গ) প্রকৃত আত্মিক উপাসনার সূচনা ঘটিয়েছে।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। ক) বাক্য (যোহন ১ ঃ ১৪)।
খ) ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ১০ ঃ ৩৬)।
গ) মশীহ, খ্রীষ্ট. অভিষিক্ত ব্যক্তি (প্রেরিত ২ ঃ ৩৬)।
ঘ) ইম্মানুয়েল (যিশাইয় ৭ ঃ ১৪)।
ঙ) প্রভু (লূক ২ ঃ ১১)।

১। আপনাকে বলতে হবে, বুদ্ধিগত ভাবে, আত্মিক ভাবে, শারীরিক ভাবে, ও সামাজিক ভাবে। এদের সমস্ত পথেই যীশু বৃদ্ধি পেয়েছিলেন।

৯। ঘ) বাদে সবগুলি সত্য।

১০। ক), গ), এবং ঘ) সত্য।

৩। ক ৪) মানব-সুলভ সীমাবদ্ধতা। ঘ ৩) মানব-সুলভ চেহারা।
খ ৫) মানব-সুলভ নাম। ঙ ২) মানব-সুলভ বিকাশ।
গ ১) মানব পূর্বপুরুষ।

১১। ক, গ, এবং ঘ বৈধ কারণ বর্ণনা করে।

৪। তিনি মানুষের আরাধনা গ্রহণ করেছেন, তিনি পাপ ক্ষমা করেছেন, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, তাঁকে সব কিছুর বিচার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১২। আপনার উত্তর। আমাদের সকলেরই প্রতিদিন এই কাজ করা প্রয়োজন।

৫। তিনি পাপ না করবার দ্বারা তার পবিত্রতা দেখিয়েছেন। তিনি অবনত হওয়ার দ্বারা, নম্রতা, সেবা এবং কোমলতার দ্বারা, পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা, এবং অন্যান্য আরও অনেক পথে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

২। ক এবং খ সত্য।

৬। তিনি যেন পাপী মানুষের বদলে মৃত্যু বরণ করবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেই জন্য তিনি নিজেকে মানুষের সীমাবদ্ধতার অধীন করেছিলেন।

১৪। ক) এবং ঙ) বাদে সবগুলি সত্য।

৭। যীশুর নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ পবিত্রতা এবং ভালবাসা। যীশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ প্রজ্ঞা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, এবং অনন্ততা। তুলনার দ্বারা দেখা যায় যে এগুলি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য।

১৫। **স্বর্গারোহণ** মহিমান্বিত দেহে খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাবার ঘটনার কথা বলে। **মহিমাপ্রাপ্তি** পিতার ডান পাশে যীশুর এক সম্মান ও গৌরবজনক অবস্থানে উন্নীত হওয়ার কথা বলে।

১৬। খ) ও জ) বাদে সবগুলি উক্তি ঠিক।

১৩। ক, গ এবং ঘ সত্য উক্তি।

নোট

৪র্থ পাঠ

পবিত্র আত্মা: একজন বিচক্ষণ প্রশাসক

যীশু তাঁর শিষ্যদের কেন বলেছিলেন, "আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল," (যোহন ১৬ : ৭) এ বিষয়ে কি আপনার মনে কখনও প্রশ্ন জেগেছে ? এর কারণ মানবরূপে তিনি এক সময়ে কেবল মাত্র এক জায়গায় থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর স্থানে যখন পবিত্র আত্মা আসবেন তখন সময় অথবা কাজের ক্ষেত্রে কোনই সীমাবদ্ধতা থাকবে না।

এইরূপে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের শুধুমাত্র একটি কাজের দায়িত্বই দেন না, অধিকন্তু সেই কাজটি সম্পাদনে আমাদের সাহায্যও করেন। এর চেয়েও বড় কথা হোল তিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের সমস্ত আত্মিক প্রয়োজনে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচালনা, সহভাগিতা, সান্ত্বনা এবং সামর্থ দান করেন।

পূর্ববর্তী পাঠগুলিতে আমরা মানুষকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে ঈশ্বর কিরূপ যত্নবান তা দেখেছি। আগের পাঠে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর প্রতিটি নারী-পুরুষকে এত বেশী ভালবেসেছেন যে তিনি নিজেকে অবনত করে একজন মানুষ হয়েছেন। এখন পবিত্র আত্মার দিকে তাকিয়ে আমরা মানুষের জন্য তাঁর একইরূপ ভালবাসা এবং ব্যক্তিত্বের একই বিস্ময়কর গুণাবলী দেখতে পাই।

আমার প্রার্থনা, এই পাঠ অধ্যয়নের ফলে পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কাজের প্রভাব যেন আপনার জীবনে অধিকতর অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়। তাহলে তাঁর সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং অপরের প্রতি আপনার পরিচর্যার মধ্যে তা প্রতিফলিত হবে (২ করিন্থীয় ৩ : ১৮)।

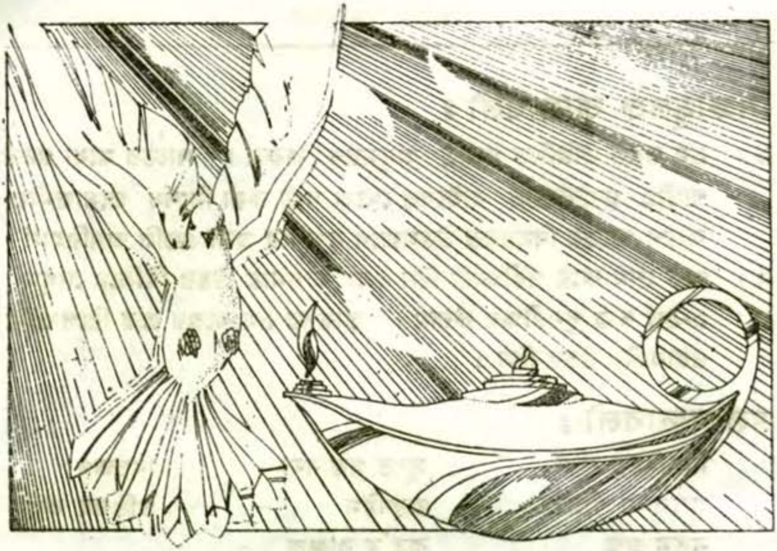

পাঠের খসড়া ঃ

পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের নিদর্শনগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলি উল্লেখ করতে এবং সেগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের এবং মণ্ডলীর ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

★ আপনার দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র আত্মার ফল অনুশীলন করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। ১ম পাঠে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করুন। পাঠের মধ্যে প্রদত্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বাইবেল থেকে পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ পাঠের বিষয়বস্তু উত্তমরূপে বুঝবার জন্য এগুলি অপরিহার্য।

২। পাঠ শেষ করে পরীক্ষাটি দিন এবং আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

৩। ১-৪র্থ পাঠ পুনরীক্ষণ করুন। তারপর ১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

নিমজ্জিত করা	সুপ্ত সম্ভাবনা	বিচক্ষণ
সংবেদন শীলতা	অকৃত্রিম	প্রতিপন্ন করা
নূতন জন্ম	কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব ঃ

১ম পাঠে আমরা ঈশ্বরের স্বভাব বা প্রকৃতি অধ্যয়ন করছি। আমরা তাঁর সত্ত্ব আলোচনা করেছি এবং এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছি ঃ

১। ঈশ্বর আত্মা।
২। তিনি এক ঈশ্বর।
৩। তিনি ব্যক্তি সম্পন্ন।
৪। তিনি ত্রিত্ব ঈশ্বর।
৫। তিনি অনন্তজীবী।
৬। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়।

আমরা আরো দেখেছি যে, ঈশ্বরের এই গুণাবলী পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সকলের প্রতিই সমান ভাবে প্রযোজ্য। গৌরবে তিন ব্যক্তিই সমান এবং তাদের পদ মর্যাদা সমান চিরস্থায়ী। যেহেতু ঈশ্বরের তিন বক্তির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান, তাই খ্রীষ্ট সম্পর্কে আলোচনায় আমরা এগুলির পুনরাবৃত্তি করিনি, তেমনি পবিত্র আত্মার বিষয় আলোচনায়ও এগুলি আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সে যা হোক, পবিত্র আত্মা যে প্রকৃতই ঈশ্বর এবং ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আমরা পুনরায় সংক্ষেপে এই বিষয়টির উপরে প্রাধান্য দিতে চাই। প্রথমে আমরা তাঁর ঈশ্বরত্ব আলোচনা করব।

তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁকে প্রদত্ত বিভিন্ন ঐশ্বরিক নাম এবং তাঁর বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপিত ঈশ্বরত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করতে পারা।

পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি অনন্তজীবী। **অনন্তজীবী** কথাটির মানে "যার স্থায়িত্ব অসীম ঃ যার কোন আরম্ভ, শেষ, অথবা সীমাবদ্ধতা নেই।" এইরূপে এটি ঈশ্বরেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের অনুপ্রাণিত লেখক বলেন যে তিনি "অনন্ত পবিত্র আত্মা" (ইব্রীয় ৯ ঃ ১৪)। এখানে ব্যবহৃত 'অনন্ত' কথাটি পিতা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের অনন্ততা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত একই শব্দ।

এছাড়া পবিত্র আত্মা নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলিরও অধিকারী ঃ

১। তিনি সব জায়গায় আছেন (সর্বত্র বিরাজমান)। গীত-রচয়িতা দায়ূদ বলেছেন, "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পালাইব?" (গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ৭-১০)।

২। তিনি সব জানেন (সর্বজ্ঞ)। প্রেরিত পৌল করিন্থের বিশ্বাসীদের কাছে এই ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যটির বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন 'ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া ঈশ্বরের চিন্তার বিষয় অন্য কেউ জানতে পারে না" (১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০-১১)। তদুপরি, যিনি ঈশ্বরের চিন্তার বিষয় জানেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাও জানেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমাদের প্রার্থনা করতে সক্ষম করেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৬-২৭)।

৩। পবিত্র আত্মা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী (সর্ব শক্তিমান)। অর্থাৎ, তিনি, ঈশ্বর যা চান, কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার অধীন না হয়ে তার সব কিছুই করবার শক্তি ও সামর্থ রাখেন।

১। নীচের উপযুক্ত সংজ্ঞার সাথে (বামে) প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের (ডানে) মিল দেখানোর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপিত ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করুন।

..... ক) সময় বিচারে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা অনুপস্থিত।	১। সর্বশক্তিমত্তা।
..... খ) মহা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে সক্ষম।	২। সর্বজ্ঞতা।
..... গ) এমন একটি গুণ যার ফলে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার অধীন না হয়ে ঈশ্বর যা চান পবিত্র আত্মা তার সব কিছুই করতে সক্ষম।	৩। সর্বত্র বিদ্যমানতা।
..... ঘ) অসীম জ্ঞানের অধিকারী।	৪। অনন্ততা।

তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব সূচক নাম ঃ

কৌতুহলের বিষয় হোল প্রেরিত পিতর প্রতারণাকারী অননীয়কে বলেছিলেন যে, সে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বলবার দ্বারা ঈশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বলেছে (প্রেরিত ৫ ঃ ১-৪)। এইরূপে প্রেরিত পিতর পবিত্র আত্মার প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন। প্রেরিত পৌলও দৃঢ়ভাবে এই সত্য ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা, যিনি প্রভু, তাঁর দ্বারা আমরা বদলে গিয়ে ক্রমেই খ্রীষ্টের মত হয়ে উঠছি (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৭-১৮)। প্রেরিত পৌলের সময়ে কেবল মাত্র ঈশ্বরকেই প্রভু বলে সম্মোধন করা হোত। প্রকৃত পক্ষে তখনকার রোম সম্রাটগণ এবং মিসরীয় শাসনকর্তাগণও সরকারী ভাবে নিজেরা দেবতার পদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রজাদের পক্ষ থেকে

তাদের জন্য "প্রভু" সম্মোধন অনুমোদন করতেন না। এই ব্যবহার তাই এই সত্যটিই প্রতিপন্ন করে যে, পৌল যখন পবিত্র আত্মাকে প্রভু বলেছেন তখন তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বই স্বীকার করেছেন।

২। নীচের কোন্ শাস্ত্রীয় উল্লেখগুলি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়?

ক) পৌল পবিত্র আত্মাকে "প্রভু" বলেছেন।
খ) যীশু পবিত্র আত্মাকে সাহায্যকারী বলেছেন।
গ) যিশাইয় ভাববাদী "সদাপ্রভুর আত্মার" কথা বলেছেন (যিশাইয় ১১ ঃ ২)।
ঘ) পিতর বলেন যে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা কথা বলা।

কতিপয় শাস্ত্রীয় পদ পবিত্র আত্মার সম্মিলনের দ্বারা তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করে। নীচে প্রদত্ত প্রথম দু'টি উদাহরণে পবিত্র ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে তাঁর সম্মিলনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব অনুমিত হয়েছে। এখানে আমরা যেমন ব্যক্তিদের এক অপরিহার্য সমতা তেমনি অপরিহার্য ঈশ্বরত্ব দেখতে পাই।

১। মথি ২৮ ঃ ১৯ **বাপ্তিস্মের সূত্র ঃ** "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।"

২। ২ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১৪ **প্রৈরিতিক আশীর্বচন ঃ** "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার যোগাযোগ সম্বন্ধে তোমাদের সকলের অন্তরে থাকুক।"

৩। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের দেহরূপে দেখি (২৭ পদ)। এর বৃদ্ধিতে সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বর এই মণ্ডলীর উপরে বিভিন্ন পরিচারক নিয়োগ করেছেন (২৮ পদ)। এবং সার্বভৌম ক্ষমতা হিসেবে পবিত্র আত্মা এই দেহের জন্য বিভিন্ন বরদান বিতরণ করেন (১১ পদ)। এখানে আমরা

যে পারস্পারিক সম্পর্ক দেখতে পাই পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতেই কেবল যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কারণ কেবল মাত্র এর ভিত্তিতেই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরত্বের অধিকারগুলি অনুশীলন করে সার্বভৌম ক্ষমতারূপে ইচ্ছা মত বরদানগুলি বিতরণ করতে পারেন (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪-৬, ১১)।

৪। প্রেরিত ২৮ ঃ ২৫-২৮। প্রেরিত পৌল এই বিষয়টির উপরে বিশেষ আলোকপাত করেন যখন তিনি বলেন যে যিশাইয় ৬ ঃ ৯-১০ পদের কথাগুলি পবিত্র আত্মা বলেছিলেন, যিশাইয়ের মতে যেগুলি ঈশ্বরের বলা কথা। এই দু'টি শাস্ত্রাংশের তুলনা করুন। এই তুলনা দেখায় যে, পবিত্র আত্মা যেহেতু পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাই তিনি পৃথিবীতে পিতার পক্ষে কাজ করেন। নীচের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এর আরও প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ঃ তিনি লোকদের খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করেন (যোহন ৬ ঃ ৪৪), তিনি সত্য প্রকাশ করেন (যোহন ১৪ ঃ ২৬ ; ১৬ ঃ ১৩), এবং তিনি পথ দেখিয়ে নেন (রোমীয় ৮ ঃ ১৪)।

৫। আদি ১ অধ্যায়। আদি ১ ঃ ২৬ পদে আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সম্মিলিত কাজ দেখতে পাই, যেখানে ঈশ্বর বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য নির্মাণ করি।" প্রথম পাঠে আমরা যেমন দেখেছি, এখানে সর্বনামের বহু বচন ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। এর অর্থ হোল সৃষ্টি কাজে তাদের সকলেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই শাস্ত্রাংশগুলি পবিত্র ত্রিত্বের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক দেখানোর মাধ্যমে শাস্ত্রগতভাবে এটাই প্রতিপন্ন করে যে, পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্রের সাথে সমান ঈশ্বর।

৩। বাম পাশের কোন্ শাস্ত্রাংশ ডান পাশে প্রদত্ত পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের কোন্ নিদর্শন বর্ণনা করে তা দেখান।

ক) প্রেরিত ২৮ ঃ ২৫-২৮ এবং যিশাইয় ৬ ঃ ৯-১০।	১। জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব।

··খ) ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়।
··গ) ২ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১৪।
···ঘ) আদি ১ অধ্যায়।
··ঙ) মথি ২৮ ঃ ১৯।

২। পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার কাজ।
৩। ঐশ্বরিক সার্বভৌম ক্ষমতা।
৪। ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বরিক সমতা।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলি সনাক্ত করতে পারা।

ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলি ঃ

১ম পাঠে আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে ঃ ১) **বুদ্ধিবৃত্তি** (চিন্তা করবার ক্ষমতা); ২) **সংবেদনশীলতা** (অনুভব করবার ক্ষমতা) এবং ৩) **ইচ্ছা** (সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা)। পবিত্র আত্মার বিষয় বর্ণনাকারী বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ অনুসন্ধান করে এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে তাঁর উপরে প্রযোজ্য হয় আমরা তা দেখব।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাইবেলে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে জীবন যাপন করা সম্পর্কে তার কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক উপদেশের উপসংহারে প্রেরিত পৌল "পবিত্র আত্মার মনের" বিষয় উল্লেখ করেছেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৭), যা পবিত্র আত্মার **বুদ্ধিগত** কাজ নির্দেশ করে। প্রেরিত পবিত্র আত্মার প্রতি **সংবেদনশীলতাও** আরোপ করেছেন (রোমীয় ১৫ ঃ ৩০)। অর্থাৎ তিনি পবিত্র আত্মার অনুভব করবার—এখানে **ভালবাসা** অনুভব করবার এবং তাঁর **অনুভূতি প্রকাশ করবার** ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করেছেন। পরিশেষে, প্রেরিত পৌল করিন্থের বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার সার্বভৌম ক্রিয়াকলাপের কথা বলেছেন। পবিত্র আত্মা তাঁর ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত মত বিশ্বাসীদের বিভিন্ন বরদান দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর **ইচ্ছাশক্তি** প্রদর্শন করেন (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১১)। এই শাস্ত্রাংশগুলি দেখায় যে পবিত্র আত্মা ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য গুণাবলীর অধিকারী।

৪। নীচের অনুশীলনীতে ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদানগুলির (ডানে) সাথে তাদের সংজ্ঞা বা বর্ণনার (বামে) মিল দেখান।

...ক)	যা কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য দেয়।	১। বুদ্ধি। ২। সংবেদনশীলতা।
.. খ)	চিন্তা করবার, যুক্তি বিচার করবার এবং জানবার ক্ষমতা।	৩। ইচ্ছা শক্তি।
.. গ)	অনুভব করবার, আবেগ প্রকাশ করবার ক্ষমতা।	

ব্যক্তিত্বের অন্যান্য উপাদান ঃ

ব্যক্তিত্বের এই অপরিহার্য উপাদানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদান রয়েছে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। এগুলি হোল ঃ ১) ব্যক্তিগত সম্মেলন বা যোগ, ২) ব্যক্তিগত কার্যাবলী, ৩) ব্যক্তিগত নাম, ৪) ব্যক্তিগত সর্বনাম, এবং ৫) ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার। এদের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

১। **ব্যক্তিগত সম্মেলন বা যোগ।** আমরা আগেই দেখেছি যে বাপ্তিস্মের সূত্র এবং প্রৈরিতিক আশীর্বচনে পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের সাথে অভিন্নরূপে দেখান হয়েছে। অন্য ব্যক্তিদের সাথে এইরূপ সম্মিলন বা যোগ ব্যক্তিত্বের ইংগিতবাহী। কোন লোককে পিতা, পুত্র এবং "শক্তি", "নিশ্বাস", "ক্ষমতা", অথবা "বাতাসের" নামে বাপ্তিস্ম দেওয়ার আদেশ করা কি বোকামী হোত না (মথি ২৮ ঃ ১৯)? তা বাস্তবিকই মূর্খতা হোত, কারণ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগ দিতে ও কাজ করতে পারেন।

নিঃসন্দেহে, এর ভিত্তিতেই যিরূশালেমের মহা-সভার প্রেরিত এবং প্রাচীনগণ লিখেছিলেন, "পবিত্র আত্মা আর আমরা এটাই ভাল মনে করলাম যে, এই দরকারী বিষয়গুলো ছাড়া আর কোন কিছুর দ্বারা আপনাদের উপর যেন বোঝা চাপানো না হয়····" (প্রেরিত ১৫ ঃ ২৮)। পবিত্র খ্রিষ্টের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সম্মিলন বা যোগ সুস্পষ্ট রূপেই পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে।

২। **ব্যক্তিগত কার্যাবলী।** পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত পবিত্র আত্মার কার্যাবলী আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে এগুলি তাঁর ব্যক্তিত্বকে এক পূর্ণতার অর্থ প্রদান করে। প্রতিটি শাস্ত্রাংশ অবশ্যই পাঠ করবেন।

শাস্ত্রাংশ	ব্যক্তি স্বভাবের কার্য
২ পিতর ১ ঃ ২১	পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন, প্রেরণা দেন এবং সামর্থ দেন।
১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০	তিনি অনুসন্ধান করেন।
প্রেরিত ১৩ ঃ ২, প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৭	তিনি কথা বলেন, এবং সেবা করবার জন্য লোকদের আহ্বান জানান।
যোহন ১৫ ঃ ২৬	তিনি সাক্ষ্য দেন।
প্রেরিত ১৬ ঃ ৬-৭	তিনি সেবার কাজে তাঁর লোকদের পরিচালনা দেন, অনেক সময় তিনি তাদের কোন কোন কাজ করতে নিষেধ করেন, অথবা বাধা দেন।
রোমীয় ৮ ঃ ২৬	তিনি আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন।
যোহন ১৪ ঃ ২৬	তিনি শিক্ষা দেন।
যোহন ১৬ ঃ ৮-১১	তিনি তিরস্কার করেন।
যোহন ১৬ ঃ ১৩	তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নেন।
যোহন ১৬ ঃ ১৪	তিনি খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করেন।
যোহন ৩ ঃ ৫	তিনি আমাদের নূতন জন্ম দেন।

৫। উপরোক্ত কাজগুলি পবিত্র আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে কি প্রকাশ করে? উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩। **ব্যক্তি সূচক নাম।** তাঁর ক্রুশারোপণের প্রাক্কালে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাদের ছেড়ে যাবেন। তাঁর চলে যাবার ফলে তারা তাঁর নেতৃত্ব, আশ্বাস এবং পরামর্শ (সাহায্য) থেকে বঞ্চিত হবে জেনে যীশু বলেছিলেন, "আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন" (যোহন ১৪ : ১৬)।

যিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন, সেই **পবিত্র আত্মার** পরিচয় যীশু তখনই প্রকাশ করেছেন (যোহন ১৪ : ২৬)। যীশু দৃঢ়তার সঙ্গে আরও বলেন যে, তিনি যেমন পিতাকে প্রকাশ করতে এসেছেন, পবিত্র আত্মা তেমনি মানুষের কাছে যীশুর স্বভাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন (এই শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে তুলনা করুন : যোহন ১৪ : ১৫-১৮, ২৬ ; ১৫ : ২৬ এবং ১৬ : ১৩-১৫)। অতএব আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মাকে **সাহায্যকারী** বলা হয়েছে এবং তাঁকে পাঠান হয়েছে যেন তিনি যীশুর স্থান গ্রহণ করে **আর এক** সাহায্যকারী রূপে যীশুর কার্য সাধন করেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এমন এক গভীর উপলব্ধি, অনুভূতিশীল ও সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন, যিনি ঈশ্বর-পুত্রের বদলে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

পুত্রকে গৌরবান্বিত করবার এবং বিশ্বাসীদের আত্মিক প্রয়োজনে তাদের সেবা করবার জন্য পুত্রের অনুরোধে পিতা পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছিলেন (যোহন ১৫ : ২৬)। তাঁকে **সত্যের আত্মা** (যোহন ১৪ : ১৭), **জীবনের আত্মা** (রোমীয় ৮ : ২), **অনুগ্রহের আত্মা** (ইব্রীয় ১০ : ১৯), **দত্তক পুত্রত্বের আত্মা** (রোমীয় ৮ : ১৫, গালাতীয় ৪ : ৫-৭), **প্রতিজ্ঞাত আত্মা** (প্রেরিত ১ : ৫), **পবিত্রতার আত্মা** (রোমীয় ১ : ৪), এবং **পক্ষ সমর্থক** (১ যোহন ২ : ১) অথবা **সাহায্যকারী** (যোহন ১৪ : ১৬, ২৬) নামে অভিহিত করা হয়েছে। যিনি এই সকল নাম বহন করেন তিনি সেই একই পবিত্র আত্মা যিনি যীশুকে গৌরবান্বিত করেন, আমাদের কাছে তাঁকে বাস্তব করে তুলে ধরেন এবং পৃথিবীতে তাঁর কাজ চালিয়ে যান।

সেই সাহায্যকারীকে **পবিত্র আত্মা** (ইফিষীয় ৪ ঃ ৩০), **যীশুর আত্মা** (প্রেরিত ১৬ ঃ ৭), **খ্রীষ্টের আত্মা** (রোমীয় ৮ ঃ ৯), **যীশু খ্রীষ্টের আত্মা** (ফিলিপীয় ১ ঃ ১৯) এবং **ঈশ্বরের আত্মা** (১ যোহন ৪ ঃ ২) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। নামগুলি ভিন্ন হলেও এগুলি একই ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করে। বিভিন্ন নাম তাঁর স্বভাব ও কাজের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করে মাত্র।

৪। **ব্যক্তি সূচক সর্বনাম**। যোহন ১৪, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায়ে আপনি সম্ভবতঃ পবিত্র আত্মার উপরে প্রাধান্য আরোপের বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল যোহন পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যক্তি সূচক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, যোহন ১৬ ঃ ১৩ পদে পবিত্র আত্মার জন্য পুং সর্বনাম **'একেইনোস'** ব্যবহার করবার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১ যোহন ২ ঃ ৬ ; ৩ ঃ ৩, ৫, ৭ এবং ১৬ পদে যীশুর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে এটি সেই একই সর্বনাম।

৫। **ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার**। পরিশেষে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে একজন ব্যক্তির মত আচার ব্যবহার করা যায় এই সত্যটিও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি ইংগিত করে। পবিত্র শাস্ত্রে আমরা দেখি যে, তাঁর পরীক্ষা করা যায় (প্রেরিত ৫ ঃ ৯), তাঁকে দুঃখ দেওয়া যায়, (ইফিষীয় ৪ ঃ ৩০), তার কাছে মিথ্যা বলা যায় (প্রেরিত ৫ ঃ ৩), তাঁর নিন্দা করা যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা যায় (মথি ১২ ঃ ৩১, ৩২), তার প্রতিরোধ করা যায় (প্রেরিত ৭ ঃ ৫১) এবং অপমান করা যায় (ইব্রীয় ১০ ঃ ২৯)। কোন এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির সাথে এই প্রকার আচরণ করা যেত না এবং তা এই প্রকার মনোভাবের সাড়া দিতেও সক্ষম হোত না।

৬। নীচের কোন বিশেষণ গুলি পবিত্র আত্মার বর্ণনার জন্য ব্যবহার করা যায় ? আপনার মনোনয়ন গুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) সাহায্যকারী।	জ) যিনি পরীক্ষিত হন।
খ) পথ প্রদর্শক।	ঝ) ব্যক্তি।
গ) নৈর্ব্যক্তিক শক্তি।	ঞ) শিক্ষক।
ঘ) তিনি।	ট) বুদ্ধিগত।
ঙ) ঈশ্বর।	ঠ) সার্বভৌম।
চ) পক্ষ সমর্থক।	ড) যিনি আবেগ অনুভব করেন।
ছ) এটি, ঐটি।	ঢ) যার অপমান করা যায়।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব চিন্‌তে পারা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যখন বুঝতে পারি যে তিনি ঈশ্বরের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি আমাদের আরাধনা বিশ্বাস, ভালবাসা ও সম্মান পাবার যোগ্য। তিনি যেন আমাদের অধিকার করে তাঁর সম্মান ও গৌরবের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিৎ।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

পিতা ও পুত্রের সাথে সৃষ্টি কাজে অংশ গ্রহণের মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার একটি কাজ দেখতে পেয়েছি। এ সম্পর্কে গীত রচয়িতা বলেন, "তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়, আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক" (গীতসংহিতা ১০৪ ঃ ৩০)। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এই শাস্ত্রাংশে সৃষ্টি রক্ষা বা তত্ত্বাবধানের কাজে পবিত্র আত্মার ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে।

সৃষ্টি, এবং ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে তাঁর ক্ষমতার অসীম মহত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে যিশাইয় ভাববাদী প্রশ্ন করেছেন, "কে সদাপ্রভুর আত্মার পরিমাণ করিয়াছে? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছ?" (যিশাইয় ৪০ ঃ ১৩)। এই প্রশ্নটির কথা বিবেচনা করে আমরা ঈশ্বরের রহস্য জানবার ব্যাপারে মানুষের সামর্থ্য কত সীমাবদ্ধ তা বুঝতে শুরু করি। অতএব এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু বলতে পারি যে, পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমরা

বেশী কিছু বুঝতে পারি না, কিন্তু তাঁর উপস্থিতির দ্বারা আমরা তাঁর সংস্পর্শ লাভ করতে, আশীর্বাদ ও পরিচালনা লাভ করতে এবং তাঁর শক্তির দ্বারা ক্ষমতা লাভ করতে পারি। বাতাসের রহস্য বুঝতে না পারলেও এর ফলগুলি দেখতে পাই, তেমনি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার ফলগুলিও আমরা দেখতে পাই (যোহন ৩ ঃ ৮)।

সীমাবদ্ধ মানুষ অসীম পবিত্র আত্মার কার্যাবলী পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে না পারলেও সে শাস্ত্রে প্রকাশিত তাঁর কার্যাবলীর কতিপয় সাধারণ ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে পারে। শাস্ত্রে প্রকাশিত তাঁর এই কার্যাবলীর মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার ব্যক্তি এবং তাঁর পরিচর্যার বিস্তার সম্বন্ধে একটি প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করি। আমরা নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে তাঁর পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা করব ঃ (১) অবিশ্বাসী জগৎ, (২) স্বতন্ত্র বিশ্বাসী এবং (৩) সমগ্র মণ্ডলী।

অবিশ্বাসী জগতে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পবিত্র আত্মা যে সকল পথে অবিশ্বাসী জগৎ, স্বতন্ত্র বিশ্বাসী এবং মণ্ডলীর পরিচর্যা করেন তার উদাহরণগুলি নির্বাচন করতে পারা।

সৃষ্টি এবং এর তত্ত্বাবধান বাদেও পবিত্র আত্মা বিশ্বাসী জগতের সাথেও জড়িত। যোহন ১৬ ঃ ৮-১১ পদ অনুসারে তিনি মানুষকে পাপ সম্বন্ধে, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেন।

১। **পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন ঃ** যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি "জগৎকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং ঈশ্বরের বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন। তিনি পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপরে বিশ্বাস করেনা ·····" (যোহন ১৬ ঃ ৮-৯)। পবিত্র আত্মা মানুষকে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস না করার পাপ সম্বন্ধে চেতনা দেন।

২। **ধার্মিকতার (নির্দোষিতার) সম্বন্ধে চেতনা দেন।** "নির্দোষিতার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না" (যোহন ১৬ : ১০)। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতা এবং অন্য সকলের অধার্মিকতা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে পাপের উপরে যীশুর জয়লাভের ফলেই ঈশ্বর এখন পাপীদের ধার্মিক (নির্দোষ) বলে ঘোষণা করেন এবং তাঁর উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের ধার্মিক (নির্দোষ) হতে সমর্থ করেন।

৩। **বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেন।** "বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ জগতের কর্তার বিচার হয়ে গেছে" (যোহন ১৬ : ১১)। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং জগতের বিচার—এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক দেখানোর দ্বারা বিচার সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের চেতনা দেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি তাঁর শত্রু শয়তানের উপরে জয়ী হয়েছেন এবং শয়তান অনন্ত মৃত্যুর দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। তাই ক্রুশ—একটি ঋণ, পাপের শাস্তি পরিশোধের চিহ্ন স্বরূপ। তাছাড়া তা, যারা গ্রহণ করবে তাদের সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত, এবং তাদের উপর থেকে পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা বাতিল করবারও নিদর্শন স্বরূপ।

পবিত্র আত্মার পরিচর্যা সম্বন্ধে যীশুর প্রদত্ত শিক্ষা (যোহন ১৪ : ১৬-১৭, ২৬ ; ১৫ : ২৬ ; ১৬ : ৫-১৫) থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, এই পৃথিবীতে আমাদের প্রভু যীশুর অনুপস্থিতিতে এবং পিতার পক্ষ থেকে পবিত্র আত্মাই অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য দান করবেন। পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীকে পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন এবং তাকে খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করেন (যোহন ৬ : ৪৪)। তার পরে তিনি নতুন বিশ্বাসীকে তার আত্মিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন (১ যোহন ১ : ৯)।

৭। নীচের কোন উক্তিগুলি পবিত্র আত্মার দ্বারা অবিশ্বাসী জগতের পরিচর্যা করা সম্বন্ধে **সত্য** উদাহরণ বর্ণনা করে? আপনার মনোনয়ন গুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) পবিত্র আত্মা কোন একজন পাপী ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেন যে একমাত্র খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাসের দ্বারাই তার পক্ষে ধার্মিক (নির্দোষ) হওয়া সম্ভব।

খ) পবিত্র আত্মা এই জগতে থাকবার দ্বারা শয়তানের উপরে চরম বিজয় লাভ করেছেন।

গ) খ্রীষ্ট একবারে চিরকালের জন্য পাপের পাওনা দণ্ড পরিশোধ করেছেন, এটা প্রকাশ করবার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীদের মনে ঐশ্বরিক বিচার সম্বন্ধে চেতনা দিতে সক্ষম।

ঘ) পবিত্র আত্মা অবিশ্বাসীদের পাপের সম্বন্ধে চেতনা দেন।

স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

তাঁর সাহায্য ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ যে সকল পথে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন, তাদের ছয়টি পথের ব্যাখ্যা দিতে পারা।

বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যাকে তিন শ্রেণীভুক্ত করে আমরা এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব ঃ ১) তাঁর সাহায্য ২) তাঁর বাপ্তিস্ম এবং ৩) তাঁর বিভিন্ন প্রতীক। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তাঁর চলে যাওয়া তাদের পক্ষে ভাল, কারণ তাহলে পবিত্র আত্মা তাদের সাহায্য করবেন (যোহন ১৬ ঃ ৭)। বিশ্বাসীরা তাঁর কাছ থেকে কত বেশী সংখ্যক সাহায্য লাভ করতে পারেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

১। পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাসী হই। অবিশ্বাসী রূপে আমরা আত্মিক জীবনে মৃত ছিলাম, কিন্তু মন পরিবর্তন ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে এসেছি

তখন আমরা আত্মিক ভাবে নতুন জন্ম লাভ করেছি। আমরা এক নতুন সৃষ্টি হয়েছি (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭)। আমরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নূতন জন্ম লাভ করে এক নূতন স্বভাব লাভ করেছি। একেই ধর্মতত্ত্ববিদগণ নূতন জন্ম বলে থাকেন। (যোহন ৩ ঃ ৫-৭, ইফিষীয় ২ ঃ ৫ এবং তীত ৩ ঃ ৫)।

২। **আমরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে সাক্ষ্যদান করবার শক্তি লাভ করি।** (প্রেরিত ১ ঃ ৮)। আমরা যখন অন্যদের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর বলতে চাই তখন নানা সমস্যার উদয় হয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি, লোকজন ও মন্দ আত্মারা আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। এই সকল বাধাকে জয় করবার জন্য আমাদের বিশেষ শক্তি থাকা আবশ্যক। ফলপ্রসূ সাক্ষ্য দানের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস মূল হচ্ছেন ঈশ্বরের আত্মা।

৩। **পবিত্র আত্মা একজন শিক্ষক হিসেবে আমাদের পরিচর্যা করেন।** (যোহন ১৪ ঃ ২৬ ; ১৫ ঃ ২৬ ; ১৬ ঃ ১৩)। আমি হয়ত কোন বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত শ্রেণীর লোক নাও হতে পারি, কোন সাহায্যের জন্য পবিত্র আত্মার কাছে এলে তিনি আমাকে শিক্ষা দান করবেন। তিনি অপর যে কোন লোকের মত আমার কাছেও ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করতে একইরূপ আগ্রহী (১ করিন্থীয় ২ ঃ ১২-১৪)।

৪। **পবিত্র আত্মা আমাদের পক্ষে যে অনুরোধ করেন, তা থেকেও আমরা তাঁর সাহায্য লাভ করি।** এর মানে তিনি আমাদের প্রয়োজনের কথা আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে উপস্থাপন করেন। আমার মত আপনিও কি অনুভব করেন নি যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তা আপনি জানতেন না। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যেন আমরা মোটেই প্রার্থনা করতে পারি না। এই রকম মুহূর্তে আমরা পবিত্র আত্মার প্রার্থনার উপরে আস্থা রাখতে পারি (রোমীয় ৮ ঃ ২৬)

৫। **পবিত্র আত্মা দিন দিন আমাদের এক বিজয়ী, খ্রীষ্টের সদৃশ জীবনে চালিত করেন।** আমরা যখন নূতন জন্ম লাভ করি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে বাস করতে আসেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে আমরা দুই স্বভাবের অধিকারী ঃ একটি জাগতিক বা শারীরিক এবং অন্যটি আত্মিক। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেহ এখনও পাপ স্বভাবের নানা প্রলোভনের অধীন। রোমীয় ৭ অধ্যায়ে আমাদের মধ্যে ভাল-মন্দের এই সংগ্রামের বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পৌল বলেন, "আমি জানি, আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপ-স্বভাবের মধ্যে, ভাল বলে কিছু নেই। যা সত্যিই ভাল তা করবার আমার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নেই" (রোমীয় ৭ ঃ ১৮)। এখানে প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মার সাহায্যের কথা গণ্য করেন নি। কিন্তু ৮ অধ্যায়ে বিজয়ী জীবন যাপন করা প্রসঙ্গে তিনি ১৯ বার পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করেছেন। খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে পবিত্র আত্মার শাসন হচ্ছে পাপের উপর জয়-লাভের রহস্য। পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মিক উন্নতির কাজে নিয়োজিত, পাপ স্বভাবের উপরে কিভাবে জয়ী হওয়া যায় তিনি আমাদের তা দেখাতে চান (রোমীয় ৮ ঃ ১-১৪)।

আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে কোন স্থান ও কতটুকু গুরুত্ব দেই তার উপরেই আমাদের চরিত্র নির্ভর করে। মানুষ কতগুলি নির্দিষ্ট অভ্যাস নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। পুনঃ পুনঃ করবার মাধ্যমে আমরা যে সকল অভ্যাস গড়ে তুলি তারই ফল হচ্ছে আমাদের চরিত্র। জাগতিক মানুষ শুধুমাত্র তার দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য জীবন যাপন করে, তার চরিত্র এক নিদারুণ বিরক্তিকর ও করুণ চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু আত্মিক ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মাকে তার জীবন পরিচালনা করতে দেন, তার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেরিত পৌল যে সমাধান দিয়েছেন তা হোল ঃ "তোমরা পবিত্র আত্মার অধীনে চলা ফেরা কর। তা করলে তোমরা পাপ স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করবে না" (গালাতীয় ৫ ঃ ১৬)।

৬। **পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয় জীবনের মধুর ফল উৎপন্ন করেন।** একবার এক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, একদল লোক যারা পবিত্র আত্মার সাথে তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে দাবি করেছিলেন, তারা কেন অন্যদের কাছে নিজেদের আত্মিক অবস্থার গর্ব করেছেন? তিনি বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা নিজের সম্বন্ধে দম্ভোক্তি করবেন এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলাম। দৈহিক কামনা-বাসনা অথবা বাইরের (লোক দেখানো) আধ্যাত্মিকতাকে এড়ানোর জন্য আমাদের পবিত্র আত্মার অধীনে চলা উচিৎ।

পবিত্র আত্মার অধীনে চলা মানে সর্বদা তাঁর উপরে নির্ভর করা এবং কোন ব্যক্তির জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস রাখা। আমাদের জন্য এক নিস্পাপ সিদ্ধতার জীবন প্রতিজ্ঞা করা না হলেও আমরা যদি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হই ও তাঁর পরিচালনায় চলি তাহলে আমাদের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হবে। পাপ স্বভাবের কাজগুলি করবার (গালাতীয় ৫ঃ১৯-২১) বদলে আমরা তখন পবিত্র আত্মার ফলগুলি উৎপন্ন করব ঃ 'ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন" (গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩)। এই গুণাবলী বা ফল হচ্ছে পবিত্র আত্মারই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আমাদের পক্ষে আমাদের বিভিন্ন মনোভাব, সম্পর্ক এবং কার্যাবলীর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে দেখা উচিৎ সেগুলি এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলে কিনা অথবা সেগুলি এই ফলের অভাব দেখায় কিনা। (পবিত্র আত্মার ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য **ফলবান জীবন যাপন—খ্রীষ্টিয় চরিত্র অধ্যয়ন** নামে আই-সি-আই এর কোর্সটি পাঠ করতে পারেন।)

৮। পবিত্র আত্মা যে সকল পথে বিশ্বাসীদের সাহায্য করেন, নীচের ছয়টি কথার উপর ভিত্তি করে তাদের ছয়টি পথ ব্যাখ্যা করুন।

ক) নূতন জন্ম ....

খ) সাক্ষ্য……………………………………………………………
গ) শিক্ষাদান……………………………………………………………
ঘ) পক্ষ সমর্থন ……………………………………………………
ঙ) পথ নির্দেশ ……………………………………………………
চ) ফল ……………………………………………………………

তাঁর বাপ্তিস্ম ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের সাথে সম্পর্কিত বিশেষণ গুলি সনাক্ত করতে পারা।

কতিপয় বর্ণনামূলক বিশেষণের সাহায্যে বাইবেলে বিশ্বাসীর সাথে পবিত্র আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের একটি হোল **বাপ্তিস্ম,** যার মানে "ডুবান বা নিমজ্জিত করা" (মথি ৩ ঃ ১১ ; প্রেরিত ১ ঃ ৫)। কোন ব্যক্তিকে জলের মধ্যে ডুবালে কি ঘটে ? সে সম্পূর্ণরূপে ভিজে যায়। তার সর্বঙ্গ জলে সিক্ত হয়। আমরা যে অতি নগণ্য মানুষ, আমাদের পক্ষেও ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণরূপে **সিক্ত** হওয়া (বা তাঁর দ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া) সম্ভব।

পবিত্র আত্মার সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্ক বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত আর একটি বিশেষণ হোল **পূর্ণ হওয়া** (প্রেরিত ২ ঃ ৪ ; ৪ ঃ ৩১)। একটি পাত্র যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়, তখন তা আর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে না। একই পথে, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এত বেশী পরিমাণে তাঁর ক্ষমতা ও গৌরব দিতে চান যে আমরা আর অতিরিক্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবনা। তখন আমরা খ্রীষ্ট দেহের মধ্যে উপযুক্তরূপে সেবা করবার ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, প্রজ্ঞা এবং অভিষেক লাভ করব। প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদের মত আমরাও বার বার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারি। আর আমাদের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক পূর্ণতা দ্বারা ক্রমাগত ভাবে আমাদের পূর্ণ করতে থাকবেন। বিশ্বাসীদের

উপদেশ দেওয়া হয়েছে "পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হতে থাক" (ইফিষীয় ৫ঃ১৬)। আসুন, আমরা সর্বদা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ থাকতে বাসনা করি।

এই সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার তৃতীয় আর একটি পথ হোল একে পবিত্র আত্মার **বর্ষণ** বলে বর্ণনা করা (যোয়েল ২ঃ ২৮-২৯)। যোয়েল শরৎকালীন বৃষ্টিপাতের কথা বলেছেন। ফসল যাতে যথা সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে সংগ্রহের উপযুক্ত হয় সেজন্য ইস্রায়েলের কৃষকগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে এই বর্ষণের প্রতীক্ষা করতেন। ঈশ্বরের গৌরব সাধনের জন্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত সম্ভাবনা যেন পূর্ণরূপে বিকশিত হয় সেজন্য আসুন আমরাও আমাদের মণ্ডলী সমূহের উপরে ও আমাদের জীবনের উপরে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য একইরূপ আগ্রহী হই।

নূতন নিয়মে আমরা এই ইংগিত পাই যে, উপরোক্ত বিশেষণগুলি যেরূপ নির্দেশ করে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার সেই বিশেষ কার্য আরম্ভ হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই এক প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। কিন্তু এই প্রাথমিক বা প্রথম বাপ্তিস্মকে আমরা যেন আমাদের পবিত্র আত্মার সাথে চলবার চরম পর্যায় বলে মনে না করি।

প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকে উল্লিখিত বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাথমিক (প্রথম) বাপ্তিস্মের (প্রেরিত ২ অধ্যায়) পরেও তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার আরও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ৪ঃ৩১)। পবিত্র আত্মা চালিত জীবনে প্রবেশ করবার পরে তারা তাঁর সঙ্গে চলবার দ্বারা আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি লাভ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ২ করিন্থীয় ৩ঃ১৮, রোমীয় ৮ঃ২৯, এবং ২ পিতর ৩ঃ১৮ পদের মধ্যে তুলনা করুন। এই সম্পর্ক প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে সুন্দর থেকে আরও সুন্দর হওয়া উচিৎ। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অকৃত্রিম

আত্মিক বৃদ্ধি সাধিত হওয়া উচিৎ। পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে যে উত্তম কার্য আরম্ভ করেছেন আমরা যদি তাঁর সাথে চলি তাহলে তিনি তা সম্পূর্ণও করবেন (ফিলিপীয় ১ ঃ ৬)।

৯। নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেটি যে বর্ণনার উপযুক্ত, শূন্যস্থানে সেটি বসিয়ে উক্তিগুলি সম্পূর্ণ করুন ঃ **বাপ্তিস্ম, পূর্ণ হওয়া বর্ষণ।**

ক) ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে ………… ………………………………………রূপে দেখা হয়।

খ) যে বিশ্বাসীরা এখনও বাপ্তিস্ম লাভ করেন নি, এবং যারা পবিত্র আত্মার অধীন জীবনে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান, তাদের প্রয়োজন পবিত্র আত্মার ……………………………………।

গ) যে বিষয়টি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বিশ্বাসীর ধারণ ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে তা হোল ……………………………………।

তাঁর বিভিন্ন প্রতীক ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ <u>পবিত্র আত্মার প্রতিটি প্রতীক যে ধারণা প্রকাশ করে, আরও উপযুক্তরূপে প্রভুর সেবা করবার জন্য তা আপনি কিভাবে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন তা বলতে পারা।</u>

বাইবেলে উল্লিখিত যে প্রতীকগুলি পবিত্র আত্মার কাজের কয়েকটি দিক বর্ণনা করে সেগুলি উল্লেখ না করে বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র আত্মার মতবাদ সম্পর্কিত এই অধ্যয়নটি আমরা সমাপ্ত করতে পারি না। নীচের প্রতিটি শাস্ত্রাংশ বের করে পড়ুন এবং প্রতীকটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা আবিষ্কার করুন।

পদ	প্রতীক	বর্ণনা
১। মথি ৩ : ১১	আগুন	যা কিছু অশুচি আগুণ তা পুড়িয়ে ফেলে।
২। মথি ৩ : ১৬	কবুতর	কবুতর নম্রতা বা শান্ত স্বভাব প্রকাশ করে।
৩। ১ রাজাবলী ১৯ : ১৬ ; ১ যোহন ২ : ২০	অভিষেকের তৈল পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেক	পুরাতন নিয়মের রাজা ও ভাববাদিগণকে প্রায়ই তাদের সেবার প্রতি প্রভুর অনু-মোদনের চিহ্ন হিসেবে তৈল দিয়ে তাদের অভিষেক করা হোত।
৪। লূক ১১ : ১৩	দান	পবিত্র আত্মা হচ্ছেন আমা-দের জন্য স্বর্গীয় পিতার দেওয়া দান।
৫। যোহন ৭ : ৩৭-৩৯	জীবন্ত জলের নদী	পবিত্র আত্মা নূতন জীবন দিয়ে আমাদের এমন ভাবে কানায় কানায় পূর্ণ করেন যে তা উছলে পড়ে।
৬। ২ করিন্থীয় ১ : ২২ ; ইফিষীয় ১ : ১৩-১৪	জমা, অথবা সীলমোহর	স্বর্গীয় পিতার সাথে আমা-দের অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা রূপে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।
৭। যোহন ২০ : ২২ যিহিষ্কেল ৩৭ : ৯, ১৪	ফুঁ (বা নিশ্বাস বায়ু), বাতাস	পবিত্র আত্মা হচ্ছেন ঈশ্বরের নিশ্বাস বায়ু যা আমাদের জীবন দান করে।

১০। আপনার নোট খাতায় পবিত্র আত্মার প্রতীকগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। প্রতিটি প্রতীক যে ধারণা প্রকাশ করে, আরও উপযুক্ত রূপে প্রভুর সেবা করবার জন্য তা আপনি কিভাবে নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন তা বলুন। এই অনুশীলনীটি আপনাকে আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে কতিপয় সত্য এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যে আনন্দ লাভ হয় তা আবিষ্কারে সাহায্য করবে।

মণ্ডলীর প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যা ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ সেবার জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া বিভিন্ন ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাগুলির প্রতি বিশ্বাসীর সাড়ার মধ্যে মিল দেখাতে পারা।

অবিশ্বাসী জগৎ এবং বিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার বিভিন্ন পথগুলি সম্পর্কে আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন এক সমবেত বা অখণ্ড একক হিসেবে খ্রীষ্ট দেহের প্রতি পবিত্র আত্মার পরিচর্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

পুরাতন নিয়মের সময়ে মনোনীত লোকদেরকে পবিত্র আত্মার দ্বারা বিশেষ বিশেষ সেবার জন্য অভিষেক করবার পরিচর্যা থেকে ঈশ্বরের প্রজাগণ প্রভূতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু নূতন নিয়মের যুগে এই পরিচর্যা আরও বেশী দেখতে পাওয়া যায়, কারণ এখন তা সর্বদা বর্তমান এবং তা কোন বিশেষ শ্রেণীর বিশ্বাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নূতন নিয়মের সময়ে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা তাঁর পুরাতন নিয়মের সময়কার কার্যাবলী থেকে কিভাবে এবং কেন পৃথক তা আমরা দেখব।

যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে যোহন বাপ্তাইজক এই বলে ঘোষণা করেছিলেন যে, যীশু পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দান করবেন (যোহন ১ ঃ ৩৩)। তাঁর ত্রাণ কার্যের ফলে যীশু তাঁর অনুসারীদের জন্য পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম এবং সেই সাহায্যকারীকে লাভ করবার পথ উন্মুক্ত করেছেন। তিনি ছিলেন যীশুর নিজস্ব প্রতিনিধি যিনি তাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবেন (যোহন ১৪ ঃ ১৬)। তাঁর পুনরুত্থানের

পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, কিছু দিনের মধ্যে তারা পবিত্র আত্মা লাভ করবেন এবং এর ফলে তারা শক্তি লাভ করবেন (প্রেরিত ১ ঃ ৫, ৮)।

পুরাতন নিয়মের সময়ের কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ অভিষেকের বদলে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের নূতন অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হোল বিশ্বাসীকে অবিচল ও ফলপ্রসূ আত্মিক জীবন-যাপন ও সেবার সামর্থ্য দান করা। আর পবিত্র আত্মার উপস্থিতি পুরাতন নিয়মের সময়ের মত শুধু মাত্র কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন অথবা কোন বিশেষ উপলক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করবে তিনি তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে বাস করবেন (যোহন ৭ ঃ ৩৮-৩৯ ; ১৪ ঃ ১৭)। অন্তরে পবিত্র আত্মার এই নতুন উপস্থিতির মাধ্যমে শক্তি লাভ করে অনুসারীগণ অকুতোভয়ে অন্যদের কাছে তাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এবং ফল হিসেবে মণ্ডলীর নাটকীয় বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

এইরূপে, নূতন নিয়মের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসীগণ তাদের অন্তরে বাস করবার জন্য পবিত্র আত্মাকে লাভ করবার মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করবার এবং ঈশ্বরের সন্তোষজনক পথে তাঁর সেবা করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। পুরাতন নিয়মের সময়ে তারা এক বাইরের আদর্শ (আইন-কানুনের) দ্বারা জীবন যাপন করতেন, নিজেদের সদুদ্দেশ্য ছাড়া যার প্রয়োজন পূর্ণ করবার অপর কোন ক্ষমতাই তাদের ছিলনা। কিন্তু এখন মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাগণের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করেন ও তাদের সমবেত কার্যাবলী পরিচালনা করেন, এর ফলে তারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কার্য সম্পাদন করবার ক্ষমতা লাভ করেন।

১১। লোকদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজের বিভিন্ন বর্ণনা (বামে) এবং ঐগুলি ঘটবার সময়ের (ডানে) মধ্যে মিল দেখান। এই অনুশীলনীটি আপনাকে নূতন ও পুরাতন নিয়মের সময়ে পবিত্র আত্মার কাজের মধ্যে পার্থক্য দেখতে সাহায্য করবে।

···ক)	পবিত্র আত্মা কোন কোন কাজের জন্য অন্তরে বাস করতে এসে আবার চলে গিয়েছেন।	১। পুরাতন নিয়মের সময়
··খ)	যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদের সকলের অন্তরে বাস করেন।	২। নূতন নিয়মের সময়
··গ)	তিনি অন্তরে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত।	
···ঘ)	তাঁর উপস্থিতি বাহ্যিক এবং নৈর্ব্যক্তিক।	
··ঙ)	লোকেরা শুধুমাত্র তাঁকে গ্রহণ করেই পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করে।	
··চ)	মাঝে মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কোন লোককে অভিষেক।	

যীশুর অনুসারীদের শুধুমাত্র ফলপ্রসূ **সাক্ষী** হওয়ার ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু সাফল্যের সাথে সুসমাচারের পক্ষ **সমর্থনের** ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মার্ক ১৩ ঃ ৯-১১ পদের কথাগুলি পূর্ণ হয়েছে। এর পূর্বে একটি উপলক্ষ্যে পিতর এতই দুর্বল ছিলেন যে তিনি যীশুর সাথে তার সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে পারেন নি (মথি ২৬ ঃ ৬৯-৭৫)। সে যা হোক, যীশুর পুনরুত্থান দেখা ও পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া সহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে তিনি সাহসের সাথে প্রচার করেছেন (প্রেরিত ২ অধ্যায়) এবং তাঁর বিশ্বাসের পক্ষে সুযুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য দান করেছেন (প্রেরিত ৪ ঃ ৮-২০)।

এছাড়াও পবিত্র আত্মা তাঁর দাসদের কোথায় যেতে হবে আর কোথায় যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে মণ্ডলীর **সুসমাচার প্রচার কার্যও** নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ২ ; ১৬ ঃ ৬-৭)। তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনার ফলেই প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানগণ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে সব লোকদের কাছে সুখবর প্রচারের দায়িত্ব বহনকারী মণ্ডলীর (মার্ক ১৬ ঃ ১৫) পক্ষে এর কাজ চালিয়ে যাওয়া

সম্ভবপর হয়েছিল। মণ্ডলীর প্রথম সুখবর প্রচার কাজে পবিত্র আত্মাই পৌল ও বার্ণবাকে সেবার জন্য আলাদা করে তাদেরকে এই পরিচর্যার উদ্দেশ্যে অভিষেক করেছিলেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ২)।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর উপযুক্ত **প্রশাসনের** ব্যাপারেও নির্দেশ ও পরিচালনা দান করেছেন। মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়ে যখন জাতীয়, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেল তখন বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যাবলীর উদয় হোল যেগুলির জন্য এমন সমাধান আবশ্যক হয়েছিল যা পবিত্র শাস্ত্র ও খ্রীষ্টিয় ভালবাসার সাথে সংগতিপূর্ণ। মানুষের স্বাভাবিক কুসংস্কার খ্রীষ্ট দেহকে বিভক্ত করবার ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনার দ্বারা যাকোব ও প্রেরিতগণ সব সমস্যা সমাধান করে বিচক্ষণ পরামর্শ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫ ঃ ২৮-২৯)। এর ফলে মণ্ডলী আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে এবং এক একতার মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

তাঁর অবিরাম নির্দেশ ও পরিচালনার দ্বারা পবিত্র আত্মা পৌল ও অন্যান্যদের মাধ্যমে মণ্ডলীকে উৎসাহ, সান্ত্বনা, শিক্ষাদান ও সতর্ক করেছেন এবং তাদের লেখা পত্রাবলীর মাধ্যমে মণ্ডলীর জন্য শাসন ও শৃংখলার বন্দোবস্ত দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত পৌল সামাজিক দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে করিন্থের মণ্ডলীতে আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিশেষ প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন (১ করিন্থীয় ৭ ঃ ৪০)। এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক শাসনকে এমন একটি বৃদ্ধি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরকে পরিপক্কতার পথে নিয়ে যান (ইব্রীয় ১২ ঃ ৪-১১)।

পরিপক্কতার প্রক্রিয়ায় সর্বজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে পবিত্র আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এই পৃথিবীতে এবং খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীতে তার কার্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে ভূষিত করেন। রোমীয় ১২ ঃ ৪-৮, ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১-২৮ এবং ইফিষীয় ৪ ঃ ১১-১৬ পদের মধ্যে তুলনা করুন। পৌল বলেন, "ঈশ্বর প্রত্যেককে তাদের বিশেষ বিশেষ

কাজের জন্য ক্ষমতা দান করেন। সকলের মঙ্গলের জন্যই এক এক ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এক এক পথে পবিত্র আত্মা প্রকাশিত হন" (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৬-৭, অনুবাদ)।

অতএব আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে এই শক্তিগুলি দান করেন ঃ

১। সুখবর প্রচারের শক্তি।
২। বিশ্বাসের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা ও সাহস।
৩। সমগ্র খ্রীষ্ট দেহকে এবং সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র সভ্য-সভ্যাদেরকে পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত বরদান।
৪। কার্য পরিচালনার জন্য মানব-নেতৃত্ব।
৫। মহান (আদেশের) কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দর্শন ও প্রেরণা।

১২। ডান পাশে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন পরিচর্যার বর্ণনা এবং বাম পাশে বিশ্বাসীদের সাড়া বর্ণনা করা হয়েছে। কোন্ সাড়া কোন্ পরিচর্যার উপযুক্ত তা দেখান।

...ক) বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কাছে সুখবর বার্তা পৌঁছে দেবার সুযোগ সম্বন্ধে সজাগ এবং তা লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন।	১। জীবন ও সেবার জন্য মৌলিক ক্ষমতা দান করেন।
	২। বিভিন্ন বরদান দেন।
...খ) মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা প্রত্যেকে যার যার বিশেষ পরিচর্যা কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এক একতাবদ্ধ দেহ রূপে কাজ করেন।	৩। দর্শন ও পরিচালনা দান করেন।
	৪। সমস্যাবলী সমাধান করেন।
...গ) বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হন।	৫। প্রজ্ঞা ও সাহস দান করেন।
...ঘ) বিশ্বাসীরা সুসমাচারের পক্ষ সমর্থনের শক্তি লাভ করেন।	

···৬) বিশ্বাসীরা বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে
ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে পবিত্র শাস্ত্র
এবং প্রার্থনার উপরে নির্ভর করেন।

আত্মিক জীবন, শক্তি, দর্শন, ফলপ্রসূ সেবা, দুঃখ-কষ্টের সময়ে সাহায্য এবং আমাদের ব্যক্তিগত বিজয় ও পরিপক্কতার জন্য আমাদের কত বেশী পরিমাণে পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করা আবশ্যক তা আপনি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন। পবিত্র আত্মার আরাধনা করুন। আপনার জীবনে তার উপস্থিতিকে ভালবাসুন। তিনি আপনাকে যে প্রকার আত্মিক ব্যক্তিরূপে দেখতে চান বৃদ্ধি পেয়ে ও বিকশিত হয়ে সেই প্রকার ব্যক্তি হতে আগ্রহী হোন। পবিত্র আত্মা, যিনি আপনার অন্তরে বাস করতে এসেছেন তাঁর বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকুন। তাঁর রব, তাঁর মিনতি, তাঁর সংশোধন এবং তাঁর উপদেশের প্রতি সংবেদনশীল হোন। আপনার প্রতিটি চিন্তা, কথাবার্তা এবং কাজের মধ্যে যেন পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের প্রতি আপনার সচেতন তারই প্রতিফলন ঘটে। তাহলে আপনার পথ আত্মিক ভাবে সমৃদ্ধশালী এবং আপনার জীবন প্রকৃতই সফল হয়ে উঠবে।

পরীক্ষা

সত্য-মিথ্যা। উক্তিটি সত্য হলে পাশে **স** এবং মিথ্যা হলে পাশে **মি** লিখুন।

······১। অনন্ততা, সর্বশক্তিমত্তা, সর্বত্র বিদ্যমানতা, এবং সর্বজ্ঞতা— ঈশ্বরত্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পবিত্র আত্মার প্রতি আরোপ করা যায়।

······২। পৌলের লেখায় একমাত্র ঈশ্বরের ইংগিতকারী **প্রভু** কথাটি পবিত্র আত্মার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

······৩। প্রৈরিতিক আশীর্বচন এবং বাপ্তিস্মের সূত্র ত্রিত্বের ব্যক্তিদের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দেখায়।

····· ৪। পবিত্র আত্মা বাতাসের মত বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

······৫। ব্যক্তির উপযুক্ত কার্যাবলী, ব্যক্তির উপযুক্ত বিভিন্ন নাম, ব্যক্তি-সুলভ সম্মিলন, ব্যক্তি-সুলভ সর্বনাম এবং ব্যক্তি-সুলভ আচার-আচরণ, ইত্যাদি বিশেষ জোরের সঙ্গে ইংগিত করে যে পবিত্র আত্মা ব্যক্তি সম্পন্ন।

······৬। আমরা সসীম এবং পবিত্র আত্মা অসীম বলে আমরা তাঁর ব্যক্তি ও কাজ সম্পর্কে কোন কিছু বুঝতে অক্ষম।

······৭। পবিত্র আত্মা অপবিত্র, পাপী লোকদের সাথে বাস করেন না।

······৮। বিশ্বাসীরা তাদের হয়ে পবিত্র আত্মার মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাঁর বিশেষ সাহায্য লাভ করে থাকেন।

······৯। পিতর এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিশ্বাস ও জীবন যাপনের পথ প্রদর্শক হিসেবে কারও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের বাক্যের অনেক বেশী নির্ভর যোগ্য।

······১০। পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েল জাতির মধ্যে এবং নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার একটি বড় পার্থক্য হোল তিনি নূতন নিয়মের বিশ্বাসীদের অন্তরে বাস করেন।

······১১। যাদের কাছে সুখবর বার্তা পেঁছায়নি তাদের কাছে তা পেঁছে দেওয়া এবং সরকারী কর্মচারীদের সামনে সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করার মধ্যেই পবিত্র আত্মার পরিচর্যা সীমাবদ্ধ।

······১২। সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মা এক নির্ভরযোগ্য পরিচালক।

······১৩। বিশ্বাসী যখন তার পাপ স্বভাবের উপরে জয় লাভের জন্য পবিত্র আত্মার পরিচালনা গ্রহণ করেন তখন তিনি ক্রমেই তার প্রভুর মত হয়ে উঠতে থাকেন।

······১৪। আমরা যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হই তখন আত্মাতে জীবন যাপনের শুরু হয়।

······১৫। বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করেন তখন তিনি পূর্ণ আত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করেছেন।

…… ১৬। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হচ্ছে আত্মাতে আরও জীবন ও বৃদ্ধির ভিত্তি।

…… ১৭। পিতার সাথে আমাদের অন্তর জীবনের নিশ্চয়তা হিসেবে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

……১৮। তৈল দ্বারা অভিষেক করা হচ্ছে পবিত্র আত্মার বিশুদ্ধতার প্রতীক।

…… ১৯। পবিত্র শাস্ত্রে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে জীবন্ত জলের নদীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

…… ২০। বিশ্বাসী যে সর্বদা পবিত্র এবং পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হবেন অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মা হচ্ছেন তার নিশ্চয়তা স্বরূপ।

৫ম পাঠ আরম্ভ করবার আগে ১ম খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট পূর্ণ করে উত্তর পত্র আপনার আই-সি-আই শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক ৪) অনন্ততা।
খ ৩) সর্বত্র বিদ্যমানতা।
গ ১) সর্ব শক্তিমত্তা।
ঘ ২) সর্বজ্ঞতা।

১২। ক ৩) দর্শন ও পরিচালনা দান করেন।
খ ২) বিভিন্ন বরদান দেন।
গ ১) জীবন ও সেবার জন্য মৌলিক ক্ষমতা দান করেন।
ঘ ৫) প্রজ্ঞা ও সাহস দান করেন।
ঙ ৪) সমস্যাবলী সমাধান করেন।

২। ক), গ) এবং ঘ) এর উত্তরগুলি পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়। খ) এর উত্তরটি ঈশ্বরত্বের একটি প্রমাণ নয়, "সাহায্যকারী" কথাটি পবিত্র আত্মার বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি কাজ বর্ণনা করে মাত্র।

১০। আপনার উত্তর আমার নীচের উত্তরটির মতই হতে পারে ঃ

আগুন ঃ পবিত্র আত্মা আমাকে শুদ্ধ করেন।

কবুতর ঃ তিনি কোমল ভাবে আমায় পরিচালনা দেন।

অভিষেকের তৈল ঃ ফলপ্রসূ সেবার উদ্দেশে পবিত্র আত্মা আমাকে অভিষেক করেন।

দান ঃ পবিত্র আত্মা হচ্ছেন আমার জন্য ঈশ্বরের উত্তম দান।

জীবন্ত জল ঃ তিনি আমাকে জীবন দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করেন যে তা উছলে পড়ে।

জমা অথবা সীলমোহর ঃ আমি যে ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যের অংশী হব, পবিত্র আত্মা হচ্ছেন তার নিশ্চয়তা।

ফুঁ, বাতাস ঃ পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে অনন্ত জীবনের বায়ু প্রবেশ করিয়ে দেন।

৩। ক ২) পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার কাজ।
খ ৩) ঐশ্বরিক সার্বভৌম ক্ষমতা।
গ ৪) ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বরিক সমতা।
ঘ ১) জগৎ সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব।
ঙ ৪) ঈশ্বরের মধ্যকার ব্যক্তিদের মধ্যে ঐশ্বরিক সমতা।

১১। ক ১) পুরাতন নিয়মের সময়।
খ ২) নূতন নিয়মের সময়।
গ ২) নূতন নিয়মের সময়।
ঘ ১) পুরাতন নিয়মের সময়।
ঙ ২) নূতন নিয়মের সময়।
চ ১) পুরাতন নিয়মের সময়।

৫। এগুলি প্রকাশ করে যে তিনি এমন সব কাজ করেন যা কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার পক্ষেই সম্ভব এবং কোন নৈর্ব্যক্তিক শক্তির পক্ষে যা সম্ভব নয়। অতএব এগুলি পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতিই ইংগিত করে।

৮। আপনার উত্তর। উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) নূতন জন্মের দ্বারা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত করেন।

খ) তিনি আমাদের সাক্ষ্যদান করবার শক্তি দেন।

গ) তিনি আমাদের শিক্ষা দেন।

ঘ) তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করেন (আমাদের পক্ষে মিনতি করেন)।

ঙ) আমরা তাঁকে যখন সুযোগ দেই তখন তিনি আমাদের বিজয়ী, খ্রীষ্টের সদৃশ জীবনে চালিত করেন।

চ) আমরা যখন আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর হাতে সঁপে দেই তখন তিনি আমাদের মধ্যে আত্মিক ফল (খ্রীষ্ট-সুলভ চরিত্র) উৎপন্ন করেন।

৬। গ) (নৈর্ব্যক্তিক শক্তি) এবং ছ) (এটি, ঐটি) বাদে আপনার পক্ষে বাকী সবগুলিতেই টিক চিহ্ন দেওয়া উচিৎ। এই দু'টি বিশেষণ পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

৯। ক) বর্ষণ। খ) বাপ্তিস্ম। গ) (আত্মাতে) পূর্ণ হওয়া।

৪। ক ৩) ইচ্ছাশক্তি। খ ১) বুদ্ধি। গ ২) সংবেদন শীলতা।

৭। ক), গ) এবং ঘ) এর উত্তরগুলি সত্য। খ) এর উত্তর মিথ্যা। (খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের উপরে জয়ী হয়েছেন।)

নোট

দ্বিতীয় খণ্ড

ঈশ্বরের প্রজাবর্গ

৫ম পাঠ

স্বর্গদূতগণঃ অন্ধকারের সৈন্যদল এবং আলোর সৈন্যদল

আমার বাড়ীর কাছে সংঘর্ষে লিপ্ত দুই বিপক্ষ সৈন্যদলের গোলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মাথার উপরে আকাশে বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমার স্ত্রী ও পরিবার নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। আমি সৈন্যদেরকে নিরীহ নাগরিকদের কাছ থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নিতে দেখেছি। আমি যুদ্ধকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

কিন্তু একজন উত্তম ও বিজ্ঞ শাসনকর্তা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে কি করেন? তিনি যদি তার প্রজাদের এবং তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার বিষয়ে সত্য সত্যই যত্নবান হন তাহলে তিনি অবশ্যই শত্রুকে প্রতিরোধ করবেন। ক্ষমতা বিপক্ষের হাতে চলে গেলে কি হবে তা তিনি জানেন।

আত্মিক জগতের অবস্থাও এইরূপ। শয়তানের নারকীয় শক্তি আমাদের প্রতিরোধকে দুর্বল করে দিয়ে আত্মিক ভাবে আমাদের বধ করতে চায়। কিন্তু আমরা যতক্ষণ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করি ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। তাঁর শ্রেষ্ঠতর আত্মিক শক্তি আমাদের শত্রু দিয়াবলের প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। তাই আত্মিক জগতের বিরোধ হচ্ছে স্বর্গদূতগণের বিষয়ে অধ্যয়নের ভিত্তি।

১ম খণ্ডে আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর দ্বারা মহা বিশ্বের সার্বভৌম শাসন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। এখন আমরা তাঁর শাসনের অধীন স্বর্গদূত এবং মানুষ, এবং পাপের সমস্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন

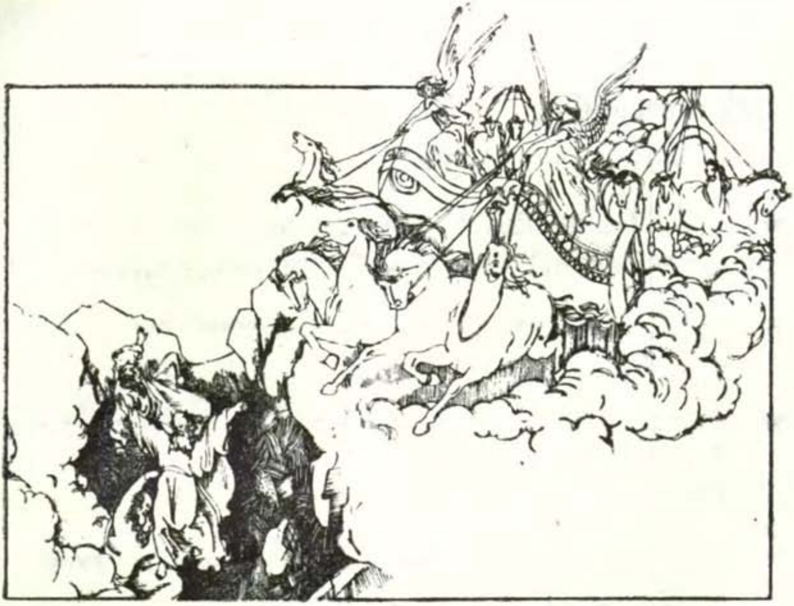

করব। আগামী তিনটি পাঠে আমরা শুধুমাত্র পাপের কারণই নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরের অধীনস্থ সকলের জন্য এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা করব।

আমি এই প্রার্থনা করি যে, এই পাঠে আমাদের রাজা ও তাঁর স্বর্গীয় দূত বাহিনীর বিষয়ে অধ্যয়ন করে তিনি যে এক উদ্ধার প্রাপ্ত লোকদের বাহিনীকে চরম বিজয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জেনে আপনি তাঁকে আরও যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

স্বর্গদূতগণের স্বভাব।

স্বর্গদূতগণের নৈতিক চরিত্র।

স্বর্গদূতগণের সংখ্যা।

স্বর্গদূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পরে আপনি—

★ শাস্ত্রীয় বিবৃতির ভিত্তিতে স্বর্গদূতগণের স্বভাব, গুণাবলী, সংখ্যা, সংগঠন, কার্যাবলী এবং নৈতিক চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

★ শয়তান ও তার মন্দ দূতদের উৎপত্তি ও স্বভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা যে মন্দ শক্তি সমূহের উপরে বিশ্বাসীর চরম বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করে এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাতে পারবেন।

★ স্বর্গদূতগণের সাহায্য ও পরিচর্যা আরও যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে ইফিষীয় ৬ ঃ ১০-১৮ ; ২ পিতর ২ ঃ ১-২২ ; এবং যিহূদার অতি ক্ষুদ্র পত্রটি পাঠ করুন।

২। ১ম পাঠের একই পদ্ধতি অনুসারে এই পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। পাঠের বিষয়বস্তু বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য আছে যেগুলি অবশ্যই পাঠ করবেন, এবং শিক্ষামূলক সমস্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন। পরে রীতি মত পাঠ শেষের পরীক্ষাটি নিন।

মূল-শব্দাবলী ঃ

শত্রু	পরিণতি	বিদ্রোহ	অভিপ্রায়
বিপক্ষতা	হস্তক্ষেপ	অতিমানবিক	ব্যতিক্রমী
অটল	আকস্মিক	অভিনয়	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

স্বর্গদূতগণের স্বভাব ঃ

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক এই উপদেশ দিয়েছেন ঃ "অতিথিদের আদর-যত্ন করতে ভুলো না ; কেউ কেউ না জেনেই এই ভাবে স্বর্গদূতদের আদর-যত্ন করেছেন" (ইব্রীয় ১৩ ঃ ২)।

স্বর্গদূতদের সম্পর্কে এই উল্লেখটিতে আমরা তাদের স্বভাব সম্পর্কে এই ইংগিত পাই যে তারা অসাধারণ। আর অসাধারণ বলে তাদের ঘিরে রয়েছে এক রহস্যের বেড়াজাল। পুরাতন নিয়মে এবং তেমনি নূতন নিয়মে এই উভয় শাস্ত্রেই বার বার এই বিষয়টি দেখান হয়েছে।

শাস্ত্র পাঠ করে আমরা দেখি যে তা স্বর্গদূতগণের অস্তিত্ব সমর্থন করে। পবিত্র শাস্ত্র থেকে স্বর্গদূতদের সম্পর্কে আমরা কি শিক্ষা পাই ? কিভাবে তাদের উৎপত্তি হয়েছে ? তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে পারলে তা আমাদের জীবনে স্বর্গদূতগণের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। স্বর্গ-দূতগণের উৎপত্তি (আরম্ভ) ও তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাইবেল কি বলে আমরা তা অনুসন্ধান করব।

তাদের উৎপত্তি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ স্বর্গদূতগণের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত উক্তিগুলি মনোনীত করতে ও পূর্ণ করতে পারা।

স্বর্গদূতেরা কি ? স্বর্গদূতেরা সৃষ্ট সত্তা, তারা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী একটি দল বা শ্রেণী এবং তারা ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা সেবক। বুদ্ধি ও ক্ষমতায় তারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোন কোন স্বর্গদূত তাদের পবিত্রতার মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করবার মাধ্যমে যথার্থই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করেন। অন্যান্য স্বর্গদূতগণ, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে, তারা এর ফলে অনন্ত কালের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়েছে।

এই অনন্ত বিচ্ছেদ থেকে পাপী মানুষকে রক্ষার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের উদাহরণ পাওয়া যায়, খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাদের জন্য পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করার দ্বারা।

বাইবেলের মূল ভাষায় **দূতগণ** বলতে প্রকৃত পক্ষে **বার্তা-বাহকদের** বুঝান হয়েছে। **বার্তাবাহক** কথাটি কোন কোন সময় লোকদের প্রতি ইংগিত করে (মালাখি ২ঃ৭ পদে একজন যাজক), অথবা আলংকারিক অর্থে কোন নৈর্ব্যক্তিক মাধ্যমের জন্যও তা ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন গীতসংহিতা ১০৪ঃ৪ পদে বাতাস)। যেহেতু বিভিন্ন পথে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই কোন্‌টি নির্ভুল অর্থ তা নির্ণয়ের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রসঙ্গ বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সাধারণতঃ স্বর্গীয় দূত বলতে বাইবেলে আত্মিক এবং অতি জাগতিক সত্তাদের প্রতি ঈংগিত করা হয়েছে যারা ঈশ্বরের বিশেষ বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করেন।

স্বর্গদূতগণ কোথা থেকে এসেছেন? গীত রচয়িতা বলেন যে, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি আকাশ মণ্ডলের বস্তু পিণ্ড সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর স্বর্গদূত এবং স্বর্গের সমস্ত বাহিনীদের সৃষ্টি করেছিলেন (গীতসংহিতা ১৪৮ঃ২-৫)। সাধু যোহন খ্রীষ্টের সৃষ্টি কার্য সম্পর্কে আরও পূর্ণতার একটি বিবৃতি যোগ করেছেনঃ "সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি" (যোহন ১ঃ৩)। পবিত্র শাস্ত্রে যেহেতু স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের দ্বারাই সবকিছু অস্তিত্বে এসেছে, তাই আমরা জানি যে, স্বর্গদূতগণ সৃষ্ট সত্তা। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যায়।

১। নীচের উক্তিগুলি পূর্ণ করে লিখুন।

ক) কলসীয় ১ঃ১৬ পদ বলে যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট............ .... (স্বর্গদূতগণ সহ) সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

খ) ১ তীমথিয় ৬ ঃ ১৩-১৬ পদে আমরা পাঠ করি যে একমাত্র ঈশ্বরই সব কিছুকে (স্বর্গদূতগণ অন্তর্ভুক্ত) .... দান করেন ।

বাইবেলে সময় উল্লেখ করা হয়নি বলে স্বর্গদূতগণকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তা আমরা জানি না । তবে আমরা জানি যে আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটবার আগে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল । কারণ এখানে মানব জাতির সাথে সম্পর্ক বিচারে অবাধ্য স্বর্গদূত শয়তানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু সমস্ত বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন (চিন্তাশীল) সৃষ্ট সত্তাদের বিচারে স্বর্গদূতগণকে অমরত্ব দান করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের অস্তিত্বের কখনও শেষ হবে না (লূক ২০ ঃ ৩৬) ।

২ । স্বর্গদূতদের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তারা—

ক) অমর সত্তা, যারা সর্বদা ছিলেন ও আছেন ।
খ) অমর সৃষ্ট সত্তা, যাদের অস্তিত্ব কখনও শেষ হবে না ।
গ) মানুষের মত নশ্বর কিন্তু জ্ঞান ও ক্ষমতায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।
ঘ) ঈশ্বরের অনুরূপ এক জাতের সত্তা ।

তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ঃ

স্বর্গদূতগণের উৎপত্তি আলোচনা প্রসংগে আমরা তাদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি ঃ তারা **সৃষ্ট** । কিন্তু শাস্ত্র অনুসন্ধান করে আমরা আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই ।

স্বর্গদূতগণ **আত্মা** । ইব্রীয় ১ ঃ ১৪ পদে আছে, "স্বর্গদূতেরা কি সকলেই সেবাকারী আত্মা নন ? যারা পাপ থেকে উদ্ধার পাবে তাদের সেবা করবার জন্যই তো তাদের পাঠান হয় ।" মানুষকে আত্মা বলে বর্ণনা করা যায় না, কারণ তারা বস্তুগত (শরীরী) এবং অবস্তুগত (অশরীরী বা আত্মা) এই দুই স্বভাবের অধিকারী ।

স্বর্গদূতগণ **আত্মা** বলে আমরা তাদের দেহধারী বলতে পারি না। ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদে এই বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে ঃ "আমাদের এই যুদ্ধ তো কোন মানুষের বিরুদ্ধে নয়, বরং তা······ আকাশের সমস্ত মন্দ আত্মাদের বিরুদ্ধে।" এই পদে সেই সব মন্দ স্বর্গদূতগণের কথা বলা হয়েছে যারা শয়তানের পক্ষে কাজ করে।

শাস্ত্রে অবশ্য এরূপ ইংগিত আছে যে, স্বর্গদূতগণ অনেক সময় মানুষের আকারে নিজেদের প্রকাশ করে থাকেন (বিচার ৬ ঃ ১১-২৪ ; যোহন ২০ ঃ ১২)। কিন্তু এই প্রকার **অসাধারণ** আবির্ভাবের মানে এই নয় যে, দেহ তাদের অস্তিত্বের এক অপরিহার্য অংশ। বরং মানুষের সাথে যোগাযোগের একটি উপায় হিসেবে তারা অনেক সময় জাগতিক দেহ **ধারণ** করে থাকেন। অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ রূপে স্বর্গদূতগণের কোন দেহ নেই বলে বৃদ্ধি, বয়স অথবা মৃত্যু তাদের অজ্ঞাত।

স্বর্গদূতগণ **ব্যক্তি সত্তা**। বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি এবং ইচ্ছা, ব্যক্তিত্বের এই মৌলিক দিকগুলি তাদের মধ্যে বর্তমান। ২ শমূয়েল ১৪ ঃ ২০ পদে পুরাতন নিয়মের লোকদের দৃষ্টিতে স্বর্গদূতগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার ইংগিত পাওয়া যায়। লূক ৪ ঃ ৩৪ পদ এই ইংগিত করে যে এমন কি মন্দ দূতগণও মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ **জ্ঞানের** অধিকারী। প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১২ পদে আমরা একজন মন্দ দূতের আবেগ (ক্রোধ বা উত্তেজনা) প্রকাশের ক্ষমতা দেখতে পাই। লূক ১৫ ঃ ১০ পদে যীশু পবিত্র দূতগণের অনুভূতির এক সুস্পষ্ট প্রকাশের (আনন্দ) কথা বলেছেন। পৌলের কথা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে দিয়াবল লোকদের ফাঁদে ফেলে তাদের দিয়ে নিজের ইচ্ছা পালন করাতে পারে (২ তীমথিয় ২ ঃ ২৬। এগুলি দূতগণের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিতকারী বহু শাস্ত্রাংশের কয়েকটি মাত্র।

দূতগণ লিঙ্গ বিহীন বা ক্লীব। তাদেরকে লিঙ্গ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হয় না। যদিও তাদের মধ্যে কোন কোন জনকে পুরুষ নাম দেওয়া হয়েছে (গাব্রিয়েল এবং মিখায়েল)। বাইবেল বলে যে

স্বর্গদূতগণ বিবাহ করেন না কিম্বা তাদের বিবাহ দেওয়াও হয় না (মথি ২২ ঃ ৩০)। দূতগণ যেহেতু বংশোৎপাদন করেন না, তাই তাদের একটি **জাতি** বলে নয়, কিন্তু একটি **দল বা সংঘ** বলে বর্ণনা করাই যুক্তি সংগত। আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পুরাতন নিয়মে স্বর্গদূতগণকে **ঈশ্বরের পুত্র** বলা হলেও **স্বর্গদূতগণের পুত্র** বলে কোথায়ও কোন উল্লেখ নাই (ইয়োব ১ ঃ ৬ ; ২ ঃ ১ ; ৩৮ ঃ ৭ পদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা আগেই দেখেছি যে দূতগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যীশুর উক্তি থেকে আমরা এই ইংগিত লাভ করি যে দূতগণ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। "সেই দিন ও সময়ের কথা কেউই জানে না, **স্বর্গের দূতেরাও না**" (মথি ২৪ ঃ ৩৬)। আর তাদের জ্ঞান অতিমানবিক হলেও সীমিত। পিতর আগামী গৌরবের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "এমন কি, স্বর্গদূতেরা পর্যন্ত এই সব বিষয় জানতে আগ্রহী" (১ পিতর ১ ঃ ১২)।

দূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, তাদের অপর যে কোন বৈশিষ্ট্যের চেয়ে তাদের **ক্ষমতার** উপরেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পিতর বলেছেন যে স্বর্গদূতগণ শক্তি ও ক্ষমতায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (২ পিতর ২ ঃ ১১)। গীত রচয়িতা স্বর্গদূতগণের বিষয়ে বলেন যে তারা "বলে বীর, তাঁহার (সদাপ্রভুর) বাক্য সাধক, তাহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট" (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০)। সাধু পৌল তাদেরকে "তাঁর শক্তিশালী স্বর্গদূত" বলেছেন (২ থিষলনীকীয় ১ ঃ ৭)।

মন্দ দূতগণের (পরে আমরা যাদের বিষয় আলোচনা করব) ক্ষেত্রেও **শক্তি ও ক্ষমতার** উপরে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে "... জগতের কর্তা" (যোহন ১২ ঃ ৩১), "বলবান লোক" (লূক ১১ ঃ ২১), "অন্ধকারের ক্ষমতা" (লূক ২২ ঃ ৫৩), 'অন্ধকার জগতের শক্তিশালী আত্মা ..." (ইফিষীয় ৬ ঃ ১২), "শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তি..." (লূক ১০ ঃ ১৯)। শয়তান যীশুর পরীক্ষা করবার সময়

সে যীশুকে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখিয়ে বলেছিল, "এ সবের অধিকার ও তাদের জাঁক-জমক আমি তোমাকে দেব, কারণ এসব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দিতে পারি" (লূক ৪ ঃ ৬)।

সে যা হোক, বুদ্ধি ও ক্ষমতায় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও **দূতগনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সীমিত।** এই যুগের শেষে শয়তানকে বন্দী করে অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবার জন্য মাত্র একজন দূতের প্রয়োজন হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ২-৩)। কিন্তু ঐ সময়ের পূর্বে শয়তান তার দূতদের নিয়ে প্রধান স্বর্গদূত মিখায়েল ও তার দূতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শয়তান স্বর্গে এই যুদ্ধে পরাজিত হবে ও তাকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-৯)। দানিয়েল ১০ অধ্যায় অনুসারে লোক ও জাতিগণের ব্যাপারেও ভাল ও মন্দ দূতগণ সংঘর্ষে লিপ্ত। প্রধান দূত মিখায়েল (যিহূদা ৯ পদ) কিম্বা শয়তান (ইয়োব ১-২ অধ্যায়) কেউই অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়।

দূতগণের সীমাবদ্ধতার আর একটি নিদর্শন হোল **তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়।** শয়তান তার কাজ সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে যে সে "পৃথিবী পর্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ" করছিল (ইয়োব ১ ঃ ৭ ; ১ পিতর ৫ ঃ ৮)। এবং সদাপ্রভুর দূতগণ বলেন যে তারা "সমগ্র পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেছেন" (সখরিয় ১ ঃ ১১)। এইরূপ একস্থান থেকে অন্য এক স্থানে ভ্রমণে সময় প্রয়োজন এবং অনেক সময় বিলম্বও করতে হয় (দানিয়েল ১০ ঃ ৫, ১২-১৪)। এই সীমাবদ্ধতার কারণেই ঈশ্বরের প্রজাদের আত্মিক যুদ্ধগুলি দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে।

পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই বুঝা প্রয়োজন যে, **দূতগণ মহিমা প্রাপ্ত মানুষ নন।** বাইবেলে স্বর্গের যিরূশালেমের "হাজার হাজার স্বর্গদূত" এবং "যে সব লোকেরা পূর্ণতা লাভ করেছে সেই সব নির্দোষ লোকদের আত্মার" মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে (ইব্রীয় ১২ ঃ ২২-২৩)।

ইব্রীয় ২ ঃ ১৬ পদেও এই পার্থক্য দেখা যায় ঃ "যীশু স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না, বরং অব্রাহামের বংশ ধরদেরই তিনি সাহায্য করেন।"

প্রকৃত পক্ষে, মানুষ কিছুকালের জন্য "স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা অল্পই ন্যূন" (গীতসংহিতা ৮ ঃ ৪-৫), কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষ তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে (ইব্রীয় ২ ঃ ৭)। প্রেরিত পৌল বলেন, "তোমরা কি জাননা আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব ?" (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ৩)। এই বিচারের কাজটি থেকে আমরা বুঝি যে, যারা নিম্ন পদস্থ বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ পদস্থ লোকদের বিচার করতে পারে না।

৩। যে সকল পথে স্বর্গদূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলি সীমিত, তাদের তিনটি উল্লেখ করুন।..... ....

৪। স্বর্গদূতগণের বৈশিষ্ট্যগুলির (ডানে) সাথে তার বর্ণনাগুলির (বামে) মিল দেখান।

...ক)	বংশোৎপাদন বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।	১। সৃষ্ট।
...খ)	এক সময়ে কেবল মাত্র এক স্থানে থাকতে পারে।	২। আত্মা। ৩। ব্যক্তি সম্পন্ন।
..গ)	তারা তাদের নেতার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সক্ষম।	৪। ক্লীব। ৫। বুদ্ধিমান।
..ঘ)	মানুষের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।	৬। শক্তিশালী। ৭। সর্বত্র বিদ্যমান
..ঙ)	তাদের কোন দৈহিক সত্তা নেই।	নয়।
..চ)	কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।	৮। মহিমাপ্রাপ্ত মানুষ নয়।
..ছ)	পবিত্র শাস্ত্রে মানুষের সাথে তাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে।	
...জ)	বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা শক্তির অধিকারী।	

দূতগণের নৈতিক চরিত্র ঃ

দূতগণকে পবিত্র করে স্মৃষ্টি করা হয়েছিল ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র শাস্ত্রের ভিত্তিতে দূতগণের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য, সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

আগের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা পবিত্র এবং মন্দ এই উভয় প্রকার দূতগণের কথা উল্লেখ করেছি। এই অংশ অধ্যয়ন করে আমরা দেখতে পাব যে সকল দূতকেই পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ তাদের পবিত্র অবস্থা থেকে পতিত হয়েছিল, আর বিশ্ব জগতের জন্য এর পরিণতি হয়েছে সুদূরপ্রসারী।

বাইবেলে দূতগণের আদি অবস্থা সম্পর্কে অতি সামান্যই উল্লেখ করা হয়েছে। সে যা হোক, আমরা পাঠ করি যে তাঁর সৃষ্টি কাজের শেষে 'ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম" (আদি ১ ঃ ৩১)। সৃষ্টি কালে দূতগণের নিখুঁত অবস্থাও নিশ্চয় এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শাস্ত্রে তাদের শোচনীয় পতনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আসুন আমরা দূতগণের ভাল ও মন্দ কাজ করবার এবং ন্যায়াচরণের একটি মানদণ্ড মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করি।

৫। প্রতিটি শাস্ত্রাংশ পাঠ করে উক্তিটি সম্পূর্ণ করে লিখুন।

ক) যোহন ৮ ঃ ৪৪ পদ। দিয়াবলের পতনের জন্য দায়ী পাপগুলির একটি ছিল ……………………………………………

খ) ২ পিতর ২ ঃ ৪ পদ। দূতগণ …………………… করলে ঈশ্বর তাদের রেহাই দেন নি।

গ) যিহূদা ৬ পদ। কোন কোন দূত তাদের ……………………… রক্ষা না করে বরং ……………………………………

ঘ) ১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬ পদ। দিয়াবলের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তার ………………………………… পাপ।

দূতগণ একটি পথ মনোনয়ন করেছিলেন ঃ

আমরা যেমন দেখেছি, সকল দূতগণকেই নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। প্রথমে তাদের আসক্তি বা ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি স্থির ছিল এবং তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতেন। বাইবেলে উল্লেখ করা না হলেও আমাদের বিশ্বাস এই পর্যায়ে তাদের **পাপ করবার বা না করবার** ক্ষমতা ছিল। স্পষ্টতঃই তারা তাদের পদ এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। আর তারা এ-ও অবশ্যই জানতেন যে তাদের বাধ্যতা অথবা অবাধ্যতার দ্বারাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হবে।

দূতগণের পাপ করা বা না করা,—কোন একটাকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং তাদের পদরক্ষা করবার জন্য তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকতে জোর খাটানো হয়নি। তাদের মনোনয়ন ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যে সকল ঘটনাবলীর ফলে দূতগণের একটি অংশের পতন ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা বাইবেলে পাই না। কিন্তু প্রেরিত পৌল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বলে এই ইংগিত করেছেন যে, তার অতিরিক্ত আত্ম অহংকারের কারণেই দিয়াবলের পতন ঘটেছিল (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬)।

কতিপয় শাস্ত্রাংশ, যেগুলি প্রধানতঃ জগতের রাজাদের প্রতি ইংগিত করে সেগুলি এর দ্বারা শয়তানকেও প্রতীকীকৃত করে থাকে বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১২-১৯ পদে নিজের সৌন্দর্যের জন্য অতিরিক্ত অহংকার হেতু সোরের রাজার পতন ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অহংকার তার নিজেকে সঠিক পথে চালনা করবার, অথবা ন্যায় বিচার সম্পাদনের ক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

যিশাইয় ১৪ ঃ ১২-১৫ পদ অনুসারে অতিরিক্ত অহংকার ও উচ্চাকাঙ্খা হেতু বাবিলের রাজার ধ্বংস হয়েছিল। এই উদাহরণগুলি প্রতীকের আকারে শয়তানের পতনের প্রতি ইংগিত করুক বা না-ই

করুক, আমরা এটুকু জানি যে, কোন কোন দূত তাদের নিজেদের ইচ্ছায় ক্ষমতার পদ ও তাদের স্বর্গীয় আবাস পরিত্যাগ করাকে বেছে নিয়েছিল (যিহূদা ৬ পদ)।

যে মনোভাব শয়তানকে পাপ কাজে চালিত করেছিল তা বহু সংখ্যক দূতকেও প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৪ পদ সম্ভবতঃ এই ঘটনার ইংগিত করে, যখন এক-তৃতীয়াংশ দূত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। সে কথা বাদ দিলেও আমরা জানি যে শয়তান হচ্ছে প্রতারণার আধ্যাত্মিক গুরু (যোহন ৮ ঃ ৪৪)। শয়তান এবং অপরাপর যে দূতগণ বিদ্রোহী হয়েছিল তারা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে তা বেছে নিয়েছিল, তা ঈশ্বরের স্বার্থে ঈশ্বরের মনোনয়ন ছিল না। এর ফল হয়েছিল শোচনীয় এবং তাদের দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল ঃ "স্বর্গদূতেরা যখন পাপ করেছিল তখন ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দেন নি" (২ পিতর ২ ঃ ৪)।

মানুষের আত্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে পরিত্রাণের পরি-কল্পনা করা হয়েছিল পতিত দূতগণ তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অপবিত্র দূতগণ এখনও সেই "পাপাত্মার" (মথি ৬ ঃ ১৩, ১৩ ঃ ৯ ; ১ যোহন ৫ ঃ ১৮-১৯) জগতে বাস করে। তাদের এই অব্যাহত অস্তিত্ব ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করবার, অথবা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ অবহেলা করবার বিপদ সম্পর্কে আমাদের সর্বদা হুশিয়ার করে, পরবর্তী অংশে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

এইরূপে কিছু সংখ্যক দূত পাপ করেছিল, দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং "দিয়াবল ও তার দূতগণের" অংশ হয়েছিল (মথি ২৫ ঃ ৪১)। অন্যেরা যারা পাপ করেননি, তারা পবিত্র দূত হিসেবে পিতার সঙ্গে ছিলেন (মার্ক ৮ ঃ ৩৮)। শাস্ত্রে স্বর্গদূতদের অপর কোন বিদ্রোহ ও দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। তাই স্বর্গদূতগণ তাদের সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছেন বলে দেখা যায় ; অর্থাৎ, যারা স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সাধন করাকে বেছে নিয়েছেন তারা এখন চিরদিনের জন্য পবিত্র আর যারা তাদের নিজেদের স্বার্থকে বেছে নিয়েছিল তারা এখন চিরকালের জন্য মন্দ।

যে দূতগণ ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক রক্ষা, স্বর্গে পিতাকে দর্শন করা (মথি ১৮ ঃ ১০), এবং তাঁর ইচ্ছা সাধন করাকে বেছে নিয়েছিলেন তারাই হলেন **পবিত্র** দূত। তাদের আলোর দূত বলে গণ্য করা হয় (শয়তান যাদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বা প্রতি-নিধিত্ব করতে চেষ্টা করে—২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৪)।

৬। নীচের যে উক্তিগুলি পবিত্র শাস্ত্র কর্তৃক **সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত,** প্রসংগ থেকে **প্রাপ্ত ইংগিত** বা প্রতীকী ভাষা, অথবা **কোন ভাবেই সমর্থিত নয়,** তা নির্বাচন করুন।

.. ক) অতিরিক্ত আত্ম অহংকার হেতু দিয়াবলের পতন ঘটেছিল।	১। স্পষ্টরূপে সমর্থিত।
.. খ) দূতগণকে নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।	২। প্রাপ্ত ইংগিত।
.. গ) স্বর্গদূতগণের এক-তৃতীয়াংশ শয়তানের অনুগামী হওয়াকে বেছে নিয়েছিল।	৩। কোন ভাবেই সমর্থিত নয়।
.. ঘ) সকল পতিত দূতগণ মন পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।	
.. ঙ) সকল দূতগণ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করবার কিম্বা না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।	
.. চ) যে দূতগণ পাপ করেছিল ঈশ্বর অবিলম্বে তাদের দণ্ড ঘোষণা করেছিলেন।	
... ছ) সকল দূতগণ পাপ করবার কিম্বা না করবার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাতে তারা স্থির।	
. জ) শয়তানকে আলোর দূত বলে গণ্য করা হয়।	
.. ঝ) পবিত্র দূতগণ যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করেন মন্দ দূতগণ তেমনি শয়তানের ইচ্ছা সাধন করে।	
.. ঞ) তাঁকে সৃষ্টি করবার সময় থেকেই শয়তান মন্দ ছিল।	

দূতগণের সংখ্যা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ এমন একটি উক্তি মনোনীত করতে পারা, দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে যা বাইবেলের শিক্ষার সার বর্ণনা করতে পারা।

পবিত্র ও অপবিত্র দূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী আরও কাছ থেকে লক্ষ্য করবার আগে আসুন দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে বাইবেল কি বলে দেখি। বাইবেলে দূতগণের কোন সঠিক সংখ্যা দেওয়া না হলেও আমরা জানি যে তারা অতি বহু সংখ্যক। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমরা বাইবেলে এই উল্লেখগুলি পাই ঃ

১। ইলীশায় এবং তার দাস যখন দোথনে শক্তিশালী অরামীয় সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁর দাসদের রক্ষা করবার জন্য আরও অধিক সংখ্যক দূতদের পাঠিয়েছিলেন (২ রাজাবলী ৬ ঃ ১৪-১৭)।

২। গীত রচয়িতার মতে, "ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ" (গীতসংহিতা ৬৮ ঃ ১৭)।

৩। ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করবার সময় মোশি সদাপ্রভুর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন তিনি "অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন" (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ঃ ২)।

৪। ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দর্শনে দানিয়েল অনেক দিনের বৃদ্ধকে (ঈশ্বরকে) বিচার সিংহাসন গ্রহণ করতে দেখেন। দানিয়েল এর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল" (দানিয়েল ৭ ঃ ১০)।

৫। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক তার পাঠকদের জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে আসবার গৌরবময় সুযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাঁর সামনে আনন্দপূর্ণ "অযুত অযুত দূত" দণ্ডায়মান (ইব্রীয় ১২ ঃ ২২)।

৬। পরিশেষে, ঈশ্বর প্রিয় শিষ্য যোহনকে তাঁর স্বর্গীয় রাজ সভার দর্শন দিয়েছিলেন, যার বিষয়ে যোহন লিখেছেন ঃ "পরে আমি

দৃষ্টি করিলাম, এবং সেই সিংহাসনের ও প্রাণী বর্গের ও প্রাচীন বর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনিলাম ; তাহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র" (প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১১) ।

বাইবেলের এই সমস্ত নিদর্শন থেকে আমরা দেখি যে স্বর্গদূত বা পবিত্র দূতগণের সংখ্যা অতি বিরাট এছাড়াও আমরা জানি যে, শয়তানের ও মন্দ দূতগণের বাহিনী আছে আর তাদের সংখ্যাও অনেক (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২) ।

৭। দূতগণের সংখ্যা সম্পর্কে আমরা বাইবেলে কি শিক্ষা পাই ?

ক) যত সংখ্যক দূত ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিল তার চেয়ে বেশী সংখ্যক দূতের পতন ঘটেছিল ।

খ) গণনা করা যায়না এমন বহু সংখ্যক ভাল ও মন্দ দূত আছে ।

গ) বহু দূত ঈশ্বরের সেবা করে ; মন্দ অল্প কয়েকজন শয়তানের সেবা করে ।

ঘ) দূতগণের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে ।

দূতগণের সংগঠন ও কার্যাবলী ঃ

সংগঠনের প্রমাণ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ পবিত্র দূতগণের সংগঠিত কার্যাবলী বর্ণনাকারী উক্তিগুলি নির্বাচন করতে পারা ।

তাদের উপরে অর্পিত বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য যে আত্মিক শক্তি সমূহের এক ফলপ্রসূ সংগঠন রয়েছে এ সম্পর্কে বহু শাস্ত্রীয় নিদর্শন বর্তমান । এদের কয়েকটি নীচে দেওয়া হোল ঃ

১। ১ রাজাবলী ২২ ঃ ১৯ ; মীখা ভাববাদী দূতগণের সংগঠিত অবস্থার বিষয় কিছুটা প্রকাশ করেছেন ঃ "আমি দেখিলাম, সদাপ্রভু তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান ।" ঈশ্বর স্বর্গের সমস্ত বাহিনী (দূতগণ) পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ।

২। মথি ২৬ ঃ ৫৩ ; যীশু পিতরকে বলেছেন ঃ "আর তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার কাছে বিনতি করিলে তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন না ?" এ থেকে আমরা রোমীয় সেনা বাহিনীর অনুরূপ সুসংগঠিত বা সুবিন্যস্ত স্বর্গদূত বাহিনীর চিত্র পাই। এ থেকে আরও ইংগিত পাওয়া যায় যে দূতগণ সর্বদা সজাগ, স্বর্গীয় পিতার আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত।

৩। লূক ২ ঃ ৮-১৪ ; যে স্বর্গদূত রাখালদের কাছে আবির্ভূত হয়ে যীশুর জন্ম সংবাদ ঘোষণা করেছিলেন হঠাৎ তার সঙ্গে "স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল" এসে যোগ দিয়েছিল। তারপর বার্তাবাহক বিশেষ দূত এবং ঐ বিশেষ স্বর্গদূতগণের দল মিলিত ভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে লেগেছিল। ঐ স্বতন্ত্র স্বর্গদূত এবং দূতগণের দলটি স্পষ্টতঃই স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছা সাধন করেছিল এবং তাদের যার যে দায়িত্ব তা সম্পাদন করেছিল।

৪। প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১০-১৪ ; প্রভুর পুনরাগমন সময়ে বিজয়ী স্বর্গদূত বাহিনীর যে দর্শন সাধু যোহন দেখেছিলেন তাও নিয়মনিষ্ঠা, শৃংখলা, সংগঠন, কর্তৃত্ব এবং উদ্দেশ্য প্রকাশ করে ঃ "স্বর্গস্থ সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করে, তাহারা শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহী, এবং শ্বেত শুচি মসীনা বস্ত্র পরিহিত।"

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন এখানে উল্লিখিত শাস্ত্রাংশগুলি পবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধতার বিষয় বলে। পরে এই পাঠে আমরা দেখব যে মন্দ দূতগণও একইরূপ সংঘবদ্ধ, তবে তাদের সংঘবদ্ধতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

পবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধ কার্য ঃ

আমরা যেহেতু পবিত্র ও অপবিত্র বা মন্দ এই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর দূতদের সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাই আমরা প্রথমে পবিত্র

দূতগণের কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। তারা কি কাজ করে তা জানতে পারলে এই কাজ করবার জন্য তারা কিরূপে সংগঠিত হয়েছে তাও আরও ভালভাবে বুঝতে পারব।

স্বর্গদূতগণ ঈশ্বরের আরাধনা করেন। শাস্ত্রে স্বর্গদূতগণের সম্বন্ধে যে সকল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে তারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর আরাধনা করছে (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০ ; ১৪৮ ঃ ২ ; যিশাইয় ৬ ঃ ১-৭)। তারা উচ্চ রবে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা পাবার যোগ্য। তারা ঈশ্বরকে ঈশ্বর জানে, তাঁর বিভিন্ন দানের জন্য ও মানব জাতির পরিত্রাণ সাধনে তাঁর ব্যবহৃত উপায়গুলির জন্য তাঁর আরাধনা করে। (প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১৩-১৪ পদের সাথে ৫ ঃ ৯-১২ পদের তুলনা করুন।)

পবিত্র দূতগণ জগতে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ সৃষ্টি কাজের জন্য (ইয়োব ৩৮ ঃ ৭), পাপীদের পরিবর্তীত করে তাদেরকে নিজ পরিবার ভুক্ত করবার সুন্দর আশ্চর্য কাজের জন্য (লূক ১৫ ঃ ১০) আনন্দ করে। স্বর্গকে এক মহিমাপূর্ণ মন্দির রূপে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে পবিত্র দূতগণ হচ্ছে **স্বর্গীয় ধর্মসভা।** সেখানে তারা ঈশ্বরের সামনে থাকে এবং তাঁর আরাধনা ও প্রশংসাগান করে (মথি ১৮ ঃ ১০)।

স্বর্গদূতগণ সেবাকারী আত্মা। স্বর্গদূতগণ কেবল মাত্র ঈশ্বরে ও তাঁর কাজের জন্যই আনন্দ করে না, অধিকন্তু তারা তার ইচ্ছাও সাধন করে (গীতসংহিতা ১০৩ ঃ ২০)। যারা পরিত্রাণের অধিকারী হবে, সেবাকারী আত্মারূপে স্বর্গদূতগণকে তাদের কাছে পাঠানো হয় (ইব্রীয় ১ ঃ ১৪)। যেমন পুরাতন নিয়মে তেমনি নূতন নিয়মে দূতগণের এই সেবার কথা আছে ঃ

১। জেলখানায় আটক অত্যন্ত বিপদ জনক অবস্থার মধ্যে প্রেরিত পৌল একজন দূতের কাছ থেকে **উৎসাহ** লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ২৭ ঃ২৩-২৪)।

২। ফিলিপ একজন স্বর্গদূতদের দ্বারা **পরিচর্যার নির্দেশ** লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ৮ ঃ ২৬)।

৩। ঈশ্বরের আরও তৃপ্তিজনক একটি স্থানের অনুসন্ধানে একজন স্বর্গদূত কর্ণীলিয়কে **সাহায্য করেছিল** (প্রেরিত ১০ ঃ ৩-৭)।

৪। একজন স্বর্গদূত অলৌকিক পথে পিতরকে **উদ্ধার** করেছিল (প্রেরিত ১২ ঃ ৭-১০)।

৫। যীশু বাইবেলে উল্লিখিত কমপক্ষে দু'টি সময়ে দূতগণের দ্বারা **শক্তিলাভ** করেছিলেন (মথি ৪ ঃ ১১ ; লূক ২২ ঃ ৪৩)।

৬। পবিত্র দূতগণের এক বাহিনীর দ্বারা ইলীশায়কে শক্তিশালী সিরীয় সৈন্যদলের হাত থেকে **রক্ষা** করা হয়েছিল (২ রাজাবলী ৬ ঃ ৮-২৩)।

৭। অবীমেলকের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরে দায়ূদ স্বীকার করেছেন (১ শমূয়েল ২১ ঃ ১০-২২ ঃ ১) যে, স্বর্গদূতগণ তাকে **রক্ষা ও উদ্ধার** করেছে (গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ৭ দ্রষ্টব্য)।

দূতগণ শাস্তি প্রদানের মাধ্যম। ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধনের ব্যাপারে ঈশ্বরের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার দ্বারা দূতগণ বিচারের মাধ্যম রূপেও কাজ করে থাকে। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় ২ রাজাবলী ১৯ ঃ ৩৫ পদে ঃ "সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বধ করিলেন।" আবার প্রেরিত ১২ ঃ ২৩ পদে আমরা পাঠ করি ঃ "হেরোদ ঈশ্বরের গৌরব করেননি বলে তখনই প্রভুর একজন দূত তাকে আঘাত করলেন, আর কীট ভক্ষিত হয়ে তিনি মারা গেলেন।"

আরও বহু শাস্ত্রাংশ আছে যেগুলি যেমন অতীত তেমনি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের যত্ন ও তত্ত্বাবধানের এবং বিচারের মাধ্যম রূপে এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমন কালে তাঁর সঙ্গী বিশেষ বাহিনীরূপে দূতগণের বিষয় উল্লেখ করে।

৮। পবিত্র দূতগণ নীচের কোন্ কাজগুলির সাথে জড়িত ? তারা—

ক) ঈশ্বরের আরাধনা, প্রশংসা এবং তাঁর ইচ্ছা সাধন করে।

খ) সেবাকারী আত্মারূপে পৃথিবীতে উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের সেবা করে।

গ) মানুষকে পাপের চেতনা দিয়ে তাদের মন পরিবর্তনের পথে নিয়ে যায়।

ঘ) ঈশ্বরের লোকদের রক্ষা করে, উদ্ধার করে, পরিচালনা দেয়, এবং উৎসাহ ও শক্তি দান করে।

ঙ) ঈশ্বরের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার দ্বারা বিচারের মাধ্যম রূপে কাজ করে।

জাতিগণের বিভিন্ন ব্যাপারে দূতগণ প্রভাব বিস্তার করে। দানিয়েল ১০ ঃ ১৩ ও ২০ পদ থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে বিভিন্ন জাতির উপরে মন্দ দূতগণের আধিপত্য রয়েছে, আর পবিত্র দূতগণ তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত। এই শাস্ত্রাংশগুলি এবং দানিয়েল ১০ ঃ ২১-১১ ঃ ১ পদ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জাতিগণের উপরে বিভিন্ন দূতগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। দানিয়েল পুস্তকের এই অংশগুলিকে ইফিষীয় ১ ঃ ২১ ; ৬ ঃ ১২ ; এবং কলসীয় ১ ঃ ১৬ ; ২ ঃ ১৫ পদের সাথে তুলনা করে আমরা দেখি যে, স্বর্গীয় এলাকাগুলিতে সদা-সর্বদা আত্মিক যুদ্ধ চলছে। মন্দ শক্তি সমূহ নারী-পুরুষের মন ও অনুভূতিকে—বস্তুতঃ তাদের অনন্ত প্রাণকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এই সমস্ত যুদ্ধ মঞ্চস্থ করে।

কোন কোন সময় এই যুদ্ধ এতই প্রবল রূপ ধারণ করে যে **প্রধান দূত** স্বয়ং এর দায়িত্ব নেয়। যিহূদা ৯ পদে **মিখায়েলকে** প্রধান দূত বলা হয়েছে, তিনিই পবিত্র দূতগণের **নেতা।** তাকে ইস্রায়েল জাতির রাজা বা অধ্যক্ষ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার কাজ হোল এই জাতিকে রক্ষা করা এবং এর সমৃদ্ধি সাধন করা (দানিয়েল ১০ ঃ ১৩, ২১ ; ১২ ঃ ১)। প্রভুর আগমন কালে তার বিজয়-রব শোনা যাবে (১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬)।

শাস্ত্রে শুধুমাত্র দুইজন দূতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ মিখায়েল, যিনি প্রধান দূত, এবং **গাব্রিয়েল** যাকে একজন বিশেষ বার্তাবাহক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে (দানিয়েল ৮ ঃ ১৬ ; ৯ ঃ ২১ ; লূক ১ ঃ ১৯, ২৬)। নাম উল্লেখ করা হয়নি এমন আরও অনেক বার্তাবাহক দূত এই কাজ করে থাকেন।

পবিত্র দূতগণের অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কে বাইবেলে অতি সামান্য নিদর্শণ আছে ঃ

১। **করূবগণ** (আদি ৩ ঃ ২৪ ; ২ রাজাবলী ১৯ ঃ ১৫ ; যিহিষ্কেল ১০ ঃ ১-২২ ; ২৮ ঃ ১৪-১৬)। করূবগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের তত্বাবধায়ক। এক করূব এদন উদ্যানের প্রবেশ পথ পাহারা দিতেন।

২। **সরাফগণ** (যিশাইয় ৬ ঃ ২, ৬)। সরাফগণ ঈশ্বরের আরাধনায় নেতৃত্ব দান করেন। সন্তোষ জনক আরাধনা ও সেবার জন্য উদ্ধার প্রাপ্ত লোকদের শুচি ও পবিত্র করাই তাদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

৩। **প্রহরীবর্গ** (দানিয়েল ৪ ঃ ১৩, ১৭)। তাদের কাজ বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট। তারা বিশ্বস্ত ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের বানী বা সংবাদ বয়ে আনেন।

৪। **জীবন্ত প্রাণী** (প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ৬-৯ ; ৬ ঃ ১-৭ ; ১৫ ঃ ৭)। এই দূতগণ সরাফ, করূব এবং সাধারণ দূতগণ থেকে ভিন্ন। তারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁর বিচার পরিচালনা করেন এবং তাঁর সিংহাসনের চারপাশে সদা সক্রিয়।

সব মিলে এই পবিত্র দূতগণের সমষ্টি সুষ্ঠভাবে ঈশ্বরের সেবা করেন এবং তাঁর প্রজাদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তারা সদা প্রস্তুত।

৯। ডান পাশের নাম বা শ্রেণীগুলির বাম পাশের বর্ণনাগুলি মেলান।

...ক)	এরা বিশেষ বার্তাবাহক এবং বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত।	১। মিখায়েল ২। গাব্রিয়েল
...খ)	একজন বিশেষ বার্তাবাহক স্বর্গদূত।	৩। পবিত্র দূতগণ
...গ)	এই দূতগণ ঈশ্বরের সিংহাসনের তত্ত্বাবধায়ক।	৪। করূবগণ।
...ঘ)	এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে কর্মব্যস্ত এবং কতিপয় বিচার পরিচালনা করেন।	৫। সরাফগণ ৬। প্রহরীগণ
...ঙ)	সাধারণ ভাবে যে দূতগণ ঈশ্বরের মুখ দর্শন করেন, তাঁর আরাধনা করেন এবং তাঁর আদেশ পালনে সদা প্রস্তুত থাকেন।	৭। জীবন্ত প্রাণী
...চ)	যে দূতগণ বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের সামনে লোকদের পবিত্রতা ও সন্তোষ জনক আরা-ধনার সাথে সংশ্লিষ্ট।	
...ছ)	ইস্রায়েল জাতির বিশেষ নেতা বা অধ্যক্ষ।	

দূতগণের কার্যাবলীর বিস্তার ঃ

পবিত্র দূতগণের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্ত করবার আগে তাদের কার্যাবলীর **পরিধি বা বিস্তার** সম্পর্কে আমরা শাস্ত্র থেকে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছি তাদের কয়েকটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ, পবিত্র দূতগণ সেবাকারী আত্মা, তারা ঈশ্বরের প্রজা ও তাঁর মণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ যত্ন ও তত্ত্বাবধানের কার্য করেন। ইব্রীয় ১ ঃ ৭ পদে আছে ঃ "তিনি আপন দূতগণকে বায়ু স্বরূপ করেন, আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখা স্বরূপ করেন।" (গীতসংহিতা ১০৪ ঃ ৪ পদ ও দ্রষ্টব্য)। অন্য কথায়, ঈশ্বর তাঁর সাধারণ কার্যে নয়, কিন্তু তার আইন-কানুনের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের কাজে তাঁর বার্তাবাহক রূপে ব্যবহার করেন (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ঃ ২, প্রেরিত ৭ ঃ ৫৩, গালাতীয় ৩ ঃ ১৯, এবং

ইব্রীয় ২ ঃ ২)। মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপারে দূতগণের **হস্তক্ষেপ** বা অংশ গ্রহণ আকস্মিক এবং ব্যতিক্রমী। দূতগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ ক্রমেই এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তারা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মাঝে প্রতিবন্ধক হননা।

দ্বিতীয়তঃ, দূতগণের ক্ষমতা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং তাঁরই উপরে নির্ভরশীল, আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-কানুন মোতাবেক এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। দূতগণ ঈশ্বরের মত সৃষ্টি কাজ করতে, অন্য একজনের কর্তৃত্ব (ঈশ্বর) ব্যতিরেকে কাজ করতে, হৃদয় অনুসন্ধান করতে, কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন করতে পারেন না। তারা সরাসরি ভাবে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতেও পারেন না—তা পবিত্র আত্মার কাজ। দূতগণের কাজ স্পষ্টতঃই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ শাস্ত্র থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন সন্ধিক্ষণ গুলিতে ও তার আগে সাধারণতঃ দূতগণের আবির্ভাব ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সময় আমরা দূতগণের কাজ দেখতে পাই ঃ

—সৃষ্টি কালে (ইয়োব ৩৮ ঃ ৭)।
—ব্যবস্থা বা আইন-কানুন প্রদানের সময় (গালাতীয় ৩ ঃ ১৯)।
—খ্রীষ্টের জন্মের ঠিক পূর্বে ও জন্মের সময়ে (লূক ১ ঃ ১১, ২৬ ; ২ ঃ ১৩)।
—মরু প্রান্তরে যীশুর পরীক্ষার সময়ে এবং গেৎশিমানী বাগানে (মথি ৪ ঃ ১১ ; লূক ২২ ঃ ৪৩)।
—পুনরুত্থানের সময়ে (মথি ২৮ ঃ২)।
—স্বর্গারোহণের সময়ে (প্রেরিত ১ ঃ ১০-১১)।
—খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণের পূর্বে শেষ কালীন সময়ে (এই সময়ে দূতগণের কাজ সম্পর্কে প্রকাশিত বাক্য এবং মথি লিখিত সুসমাচারে বহু উল্লেখ আছে)।

১০। নীচের যে উক্তিগুলি পবিত্র দুতগণের কাজ বর্ণনা করে সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন। তারা

ক) ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা করেন।

খ) বিশেষ সেবাকারী হিসেবে ঈশ্বরের যত্ন ও তত্বাবধানের কাজ করেন।

গ) ব্যবস্থা প্রদানের সময় বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন।

ঘ) সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

ঙ) মানুষের মনকে প্রভাবিত করবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হন।

চ) সরাসরি ভাবে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবার জন্য দায়ী।

ছ) ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণগুলিতে বিশেষ ভাবে জড়িত।

জ) আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলী বাতিল ও পরিবর্তন করেন।

অপবিত্র দূতগণের সংঘবদ্ধ কার্যাবলী ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ অপবিত্র দূতগণ ও তাদের নেতার কার্যাবলী ও পরিণতি সম্পর্কে যে উক্তিগুলি ঠিক সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

বাইবেলে আমরা যেমন দেখি যে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং পরিচারকবর্গ আছে, তেমনি আরও দেখতে পাই যে অন্ধকারের আত্মাদের জগতে দিয়াবলের ও সংগঠন রয়েছে। বিরক্তির সাথে কেউ মন্তব্য করেছেন যে শয়তান হচ্ছে "উল্লুকের ন্যায় ঈশ্বরের হীন অনুকরণকারী। শয়তানের একটি সিংহাসন আছে (প্রকাশিত বাক্য ২ ঃ ১৩)। পবিত্র শাস্ত্রে তাকে "জগতের অধিপতি" (যোহন ১৪ ঃ ৩০; ১৬ ঃ ১১) এবং "আকাশের কর্তৃত্বাধিপতি" (ইফিষীয় ২ ঃ ২) বলা হয়েছে। সে এক মন্দ সংগঠনের নেতা। বাইবেল বলে যে তার নিজের দূতগণ আছে (মথি ২৫ ঃ ৪১) আর তারা ঈশ্বরের বিপক্ষে (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-৯)।

প্রেরিত পৌলের পত্রগুলিতে এই মন্দ সংঘের বিষয়ে আর ও অনেক নিদর্শন আছে। কলসীয় ১ ঃ ১৬ পদে তিনি "সিংহাসন হউক, কি

প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক" বলে এদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদে আছে "...আধিপত্য সকলের কর্তৃত্ব সকলের... এই অন্ধকারের জগৎপতিদের ....স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের...।" খ্রীষ্ট ক্রুশের মাধ্যমে এই একই "আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল" দূর করেছেন (কলসীয় ২ ঃ ১৫)। এদের প্রতিটি উল্লেখে আমরা ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের স্তরের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীগত সংগঠনের নিদর্শন দেখতে পাই। এই মন্দ সংঘ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, আর শয়তানের এই শক্তিগুলি সর্বদা ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের বিপক্ষতা করে। তাদের নেতাকে লক্ষ্য করবার দ্বারা আমরা অপবিত্র দূতগণের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি।

তাদের নেতা ঃ

অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বরের বিপক্ষে এবং তারা তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট। তাদের নেতাকে যে নামগুলি দেওয়া হয়েছে তা থেকে আমরা এর নিদর্শন পাই ঃ

১। তাকে **শয়তান** বলা হয়েছে, যার মানে **শত্রু** অথবা **বিপক্ষ**। সে প্রথমতঃ **ঈশ্বরের** শত্রু, সে **মানুষেরও** শত্রু (সখরিয় ৩ ঃ ১; মথি ১৩ ঃ ৩৯; ১ পিতর ৫ ঃ ৮)।

২। তাকে **দিয়াবল** বলা হয়েছে, যার মানে **অপবাদক** (যে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ রটনা করে)। সে মানুষের কাছে ঈশ্বরের দোষ দেয় (আদি ৩ ঃ ১-৪) এবং ঈশ্বরের কাছে মানুষের দোষ দেয় (ইয়োব ১ ঃ ৯, ১৬, প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১০)।

৩। যেহেতু সে মানুষকে পাপ কাজের **লোভ দেখায়** (পরীক্ষায় ফেলে) তাই তাকে বলা হয়েছে **পরীক্ষক** (প্রলুব্ধকারী)। পাপের পক্ষে সর্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখানো এবং তেমনি এর দ্বারা যে বিরাট সুবিধা লাভ করা যেতে পারে তা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করাই তার প্রথা (মথি ৪ ঃ ৩ ; ১ থিষলনীকীয় ৩ ঃ ৫)।

সে সীমিত সামর্থ্যের অধিকারী, সর্বশক্তিমান নয়, সর্বজ্ঞ নয়,

অথবা সর্বত্র বিদ্যমান নয় বলে দিয়াবল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকে। স্পষ্টতঃই সে সরাসরি ভাবে ঈশ্বরকে আক্রমণ করতে পারে না, আর তাই সে ঈশ্বরের সৃষ্টির শিরোমণি মানুষকে আক্রমণ করে বিভিন্ন পথে ঃ

—সে মিথ্যা বলে (যোহন ৮ ঃ ৪৪ ; ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ৩)।
—সে পরীক্ষায় ফেলে (লাভ দেখায়) (মথি ৪ ঃ ১)।
—সে চুরি করে (মথি ১৩ ঃ ১৯)।
—সে পীড়ন করে (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৭)।
—সে বাধা প্রদান করে (১ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১৮)।
—সে চালুনী দিয়ে চালে (আলাদা করে, ভিন্ন করে) (লূক ২২ ঃ ৩১)।
—সে ভূমিকার অভিনয় করে (সে যা নয় তাই হবার ভান করে) যেন মানুষকে প্রতারণা করতে পারে (২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১৪)।
—সে দোষ দেয় (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১০)।
—সে রোগ-যন্ত্রণা দেয় (লূক ১৩ ঃ ১৬)।
—সে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও তা অধিকার করে রাখে (যোহন ১৩ ঃ ২৭)।
—সে বধ করে এবং গ্রাস করে (যোহন ৮ ঃ ৪৪, ১ পিতর ৫ ঃ৮)।

আমরা যেমন দেখেছি, শয়তান অন্য আরও অনেক মন্দ দূতগণকে পরিচালনা করে। সে যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল এরা ও হয়ত তখন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাকে তা বজায় রাখতে দেওয়া হয়েছিল বলে দেখা যায়। যে অপবিত্র দূতগণ তাদের স্বর্গীয় বাসস্থান ও ক্ষমতার পদ রক্ষা না করে (বিচার ৬)এবং তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে শয়তানকে অনুসরণ করেছিল। তারা তাদের বিদ্রোহী মনোভাবে স্থির ও অটল থেকে যে তাদের প্রতারণা করেছে তাদের সেই নেতাকেই তারা পরিপূর্ণ সমর্থন দান করেছিল, আর তার মন্দ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা স্বেচ্ছায় তাকে তাদের সেবা দান করেছিল।

১১। ডান পাশের নাম বা বিশেষণ গুলির সাথে বাম পাশে তাদের বর্ণনা গুলি মেলান।

··ক)	দিয়াবলের আক্রমণের লক্ষ্য—ঈশ্বরের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের এটাই পথ।	১)	শয়তান
··খ)	ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে দিয়াবলের সহকর্মীদের একজন।	২)	দিয়াবল
···গ)	এর মানে **'শত্রু'** অথবা যে বিপক্ষতা করে।	৩)	পরীক্ষক
··ঘ)	যে অপরকে পাপ কাজে প্রলুব্ধ করে তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।	৪)	মানুষ
···ঙ)	যে অপরের নিন্দা করে বা মিথ্যা অপবাদ রটায় তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।	৫)	মন্দ দূত

তাদের কার্যাবলী ঃ

শয়তানের অন্ধকার রাজ্যের সেনাবাহিনী রূপে অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বর, তাঁর প্রজা এবং তাঁর পরিকল্পনার প্রবল বিরোধিতায় লিপ্ত (মথি ২৫ ঃ ৪১, ইফিষীয় ৬ ঃ ১২, প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২)। অপবিত্র দূতগণ এবং ভূত-প্রেতের মধ্যে পার্থক্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এরা যে এক ও অভিন্ন নয় তার কোন প্রমাণ নেই।

অপবিত্র দূতগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর প্রজাদের পৃথক করতে চায় (রোমীয় ৮ ঃ ৩৮)। তারা পবিত্র দূতগণের বিপক্ষতা করে (দানিয়েল ১০ ঃ ১২ ; ১১ ঃ ১), লোকদের শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি দ্বারা যন্ত্রণা দেয় (মথি ৯ ঃ ৩৩ ; ১২ ঃ ২২ ; মার্ক ৫ ঃ ১-১৬ ; লূক ৯ ঃ ৩৭-৪২), মিথ্যা শিক্ষা প্রচার করে (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২, ১ তীমথিয় ৪ ঃ ১), এবং লোকদের, এমন কি জীব-জন্তুদের মধ্যেও প্রবেশ করে (মথি ৪ ঃ ২৪, মার্ক ৫ ঃ ৮-১৪, লূক ৮ ঃ ২, প্রেরিত ৮ ঃ ৭; ১৬ ঃ ১৬)।

অপবিত্র দূতগণের মন্দ প্রকৃতি সত্ত্বেও ঈশ্বর কখনো কখনো পাপাচারী লোকদের শাস্তি দেবার জন্য (গীতসংহিতা ৭৮ ঃ ৪৯, ১ রাজাবলী ২২ ঃ ২৩) এবং ভাল লোকদের সংশোধন ও শাসন করার জন্য (ইয়োব

১ ও ২ অধ্যায় ; ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৫)। অপবিত্র দূতগণকেও ব্যবহার করে থাকেন।

তাদের পরিণতি ঃ

যে লোকেরা নৈতিকভাবে মন্দ তাদের কি হবে অপবিত্র দূতগণ তার উদাহরণ। নীচের শাস্ত্রীয় নিদর্শনগুলি অপবিত্র দূতগণের পরিণতি বর্ণনা করে ঃ

—যে মন্দ আত্মারা (ভূতেরা) দুই জন লোকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তারা চেঁচিয়ে যীশুকে বলল "আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্বে আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন ?" (মথি ৮ ঃ ২৯)।

—যীশু বলেছেন, "দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে···" (মথি ২৫ ঃ ৪১)।

—পৌল আমাদের বলেন যে, "তখন সেই অধর্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু······সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন" (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৮)।

—যাকোব বলেন, "ভূতেরাও···বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে" (যাকোব ২ ঃ ১৯)।

—যোহন বলেন, "দিয়াবল তোমাদের নিকটে নামিয়া গিয়াছে ; সে অতিশয় রাগাপন্ন,······তাহার কাল সংক্ষিপ্ত" (প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১২)।

—যোহন উপসংহারে বলেন, "তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবা-রাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে, (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১০)।

১২। উল্লিখিত শাস্ত্রাংশ পাঠ করে উক্তিগুলি পূর্ণ করুন।

ক) ২ পিতর ২ ঃ ৪ পদ। ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু ········· ফেলিয়া··· ·········· রক্ষিত হইবার জন্য··· ·················· ··········· সমর্পণ করিলেন।

খ) যিহূদা ৬ পদ। যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি ········ ···················· ঘোর······ ········· ········· ············

অনন্তকালীয় শৃংখলে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

গ) গীতসংহিতা ৭৮ ঃ ৪৯ পদ। ঈশ্বর তাঁর বিচার সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন ....।

ঘ) মথি ৮ ঃ ১৬ পদ ; মার্ক ৯ ঃ ২৫-২৬ পদ। মন্দ আত্মারা লোকদের মধ্যে.....................।

ঙ) লূক ১৩ ঃ ১০-১৬ পদ। মন্দ আত্মারা লোকদের .... পারে।

চ) প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ৭-১২ ; ইফিষীয় ৬ ঃ ১২ পদ। শয়তান ও অপবিত্র দূতগণ .... উভয় স্থানে সক্রিয়।

মন্দ দূতগণের কার্যাবলী এবং পরিণতি সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়-ণের উপর ভিত্তি করে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছি ঃ

১। আমরা অবশ্যই দিয়াবলের দ্বারা প্রতারিত ও পরাজিত হব না (২ করিন্থীয় ২ ঃ ১১)। আমরা অবশ্যই দিয়াবলকে আমাদের জীবনে স্থান দেব না (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৭)। আমাদের বরং ঈশ্বরের সকল যুদ্ধ-সজ্জা ব্যবহার করে তাকে প্রতিরোধ করতে হবে (যাকোব ৪ ঃ ৭ ; ইফিষীয় ৬ ঃ ১০-১৮)।

২। দিয়াবলের সম্বন্ধে আমরা কখনো হালকাভাবে কথা বলব না (যিহূদা ৮, ৯ পদ), কিম্বা তার দ্বারা বিশ্বাসীর আত্মিক জীবন ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখব না। বরং আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রুশের উপরে যীশু শয়তানকে পরাজিত করেছেন (ইব্রীয় ২ ঃ ১৪) এবং ঐ বিজয়ের উপরে ভিত্তি করেই বিশ্বাসে আমরা জীবন যাপন করি।

৩। শয়তান ও মন্দ দূতগণের ক্ষমতার সময় ও বিস্তার ঈশ্বর কর্তৃক সীমিত। তারা সর্বশক্তিমান নয়, সর্বজ্ঞ নয়, কিম্বা সর্বত্র বিদ্যমানও নয়।

৪। বিশেষভাবে প্রকাশিত না হলে আমরা অবশ্যই রোগ-ব্যাধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দিয়াবল ও তার দূতগণের কাজ বলে বিবেচনা করব না। তাদের মন্দ কাজের ক্ষমতা থাকলেও তা সীমাবদ্ধ।

৫। তারা ঈশ্বরের বিপক্ষতা করলেও তিনি তাদের দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করান। ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের মন্দ অভিপ্রায় ব্যবহার করলেও নির্দ্ধারিত সময়ে তিনি তাদের বিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

৬। মানুষের উপরে মন্দ আত্মাদের ক্ষমতা মানুষের ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভরশীল। মানুষের ইচ্ছার প্রাথমিক সম্মতি ছাড়া দুষ্ট আত্মাগণ তাদের ক্ষমতা অনুশীলন করতে পারে না। এর মানে বিশ্বাসী প্রার্থনা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবার দ্বারা তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের জন্য এই নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা রয়েছে ঃ "বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে, এবং উহাদিগকে (মন্দ আত্মাগণকে) জয় করিয়াছ ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান" (১ যোহন ৪ ঃ ৪)।

১৩। প্রতিটি **সত্য** উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) শয়তানকে যে সব নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে আমরা তার উদ্দেশ্যের নিদর্শন দেখতে পাই।

খ) ঈশ্বরকে সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না বলে দিয়াবল ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য মানুষকে আক্রমণ করে।

গ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মন্দ দূতগণের নেতা হবার জন্য দিয়াবলকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঘ) অপবিত্র দূতগণকে ঈশ্বরই মন্দ করে সৃষ্টি করেছিলেন।

ঙ) মন্দ দূতগণ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী বলে তারা যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে।

চ) মন্দ দূতগণের মন্দ প্রকৃতি সত্বেও পাপাচারীদের শাস্তি দেবার এবং ভাল লোকদের সংশোধন করবার কাজে তিনি তাদের ব্যবহার করতে পারেন।

ছ) মন্দ দূতগণের মধ্যে কতককে তাদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়েছে অন্যান্যরা মুক্ত এবং তারা দিয়াবলের ইচ্ছা সাধন করতে পারে।

জ) ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমেই শয়তান এবং তার দূতগণের সময় এবং কর্ম প্রসারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

ঝ) বিশ্বাসী দিয়াবল ও তার শক্তি সমূহকে প্রতিহত করবার জন্য পূর্ণরূপে সজ্জিত আর তাকে শাস্ত্রানুসারে তা করতে বলা হয়েছে।

ঞ) বিশ্বাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিয়াবল তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

পরীক্ষা ঃ

সত্য-মিথ্যা। যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলির পাশে **স** এবং যেগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে **মি** লিখুন।

……১। দূতগণ সৃষ্ট আত্মিক সত্তা।

……২। সকল দূতগণকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

……৩। দূতগণকে একটি দল অথবা জাতি বলা চলে।

……৪। দূতগণের মধ্যে সংঘবদ্ধতার নিদর্শন আছে। যা তাদের কাজ বা দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

……৫। যে দূতগণ তাদের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য রক্ষা না করে নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল তারা নিজেদের ইচ্ছায়ই তা করেছিল।

……৬। দূতগণ ব্যক্তি সম্পন্ন এবং অতি মানবিক বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী।

……৭। অধিকাংশ দূতগণই সর্বজ্ঞ সর্বত্র বিদ্যমান, এবং সর্বশক্তিমান।

……৮। বাইবেলে আমরা এই ইংগিত পাই যে অতিরিক্ত আত্ম-অহংকার হেতু শয়তানের পতন ঘটেছিল।

……৯। একজন প্রধান দূত, করূব, সরাফ এবং বিশেষ কোন উপাধি বিহীন বহু দূতগণের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ আছে।

……১০। ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বীকৃতি সাপেক্ষে সময় এবং ব্যাপ্তি বিচারে শয়তানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

……১১। বাইবেল থেকে আমরা এই ধারণা পাই যে, দূতগণের মধ্যে কম পক্ষে অর্ধেকে শয়তানকে অনুসরণ করেছিল এবং তার সঙ্গে পতিত হয়েছিল।

……১২। দিয়াবল আমাদের পতনের লোভ দেখাতে পারে, কিন্তু পতন ঘটাতে পারে না।

……১৩। লোকেরা কোন মন্দ আত্মাকে প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মন্দ আত্মার দ্বারা অধিকৃত হতে পারে।

…… ১৪। বাইবেল দেখায় যে, দূতগণের সংখ্যা এত বেশী যে, তারা এক গণনাতীত বাহিনী গঠন করে।

……১৫। "দূত" কথাটির মানে "বার্তাবাহক", আর এটাই দূতগণের প্রধান কাজ।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। ক), খ), ঘ), এবং ঙ) পবিত্র দূতগণের কার্য বর্ণনা করে।

১। ক) দৃশ্য, অদৃশ্য

খ) জীবন

৯। ক ৬) প্রহরীগণ

খ ২) গাব্রিয়েল

গ ৪) করূবগণ

ঘ ৭) জীবন্ত প্রাণী

ঙ ৩) পবিত্র দূতগণ

চ ৫) সরাফগণ

ছ ১) মিখায়েল

১০। খ), গ), ঘ), এবং ছ) পবিত্র দূতগণের কার্য বর্ণনা করে।

২। খ) অমর সৃষ্ট সত্তা, যাদের অস্তিত্ব কখনো শেষ হবে না।

১১। ক ৪) মানুষ।

খ ৫) মন্দ দূত।

গ ১) শয়তান।

ঘ ৩) পরীক্ষক।

ঙ ২) দিয়াবল।

৩। তারা সর্বজ্ঞ নয়, সর্বশক্তিমান নয় এবং সর্বত্র বিদ্যমান নয়।

১২। ক নরকে, বিচারার্থে, অন্ধকারের কারাকূপে।

খ মহাদিনের বিচারার্থে, অন্ধকারের অধীনে।
গ অমঙ্গলের দূতদলকে।
ঘ প্রবেশ করে।
ঙ পংগু করতে।
চ স্বর্গ এবং পৃথিবী।

৪। ক ৪) ক্লীব।
খ ৭) সর্বত্র বিদ্যমান নয়।
গ ৬) শক্তিশালী।
ঘ ৫) বুদ্ধিমান।
ঙ ২) আত্মা।
চ ১) সৃষ্ট।
ছ ৮) মহিমাপ্রাপ্ত মানুষ নয়।
জ ৩) ব্যক্তি সম্পন্ন।

৫। ক সে সত্যে থাকে নি।
খ পাপ করেছিল।
গ কর্তৃত্বের পদ, নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করেছিল।
ঘ অতিরিক্ত অহংকারের।

১৩। গ), ঘ), এবং ঙ) মিথ্যা। বাকীগুলি সত্য।

৬। ক ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
খ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
গ ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
ঘ ৩) কোন ভাবেই সমর্থিত নয়।
ঙ ২) প্রাপ্ত ইংগিত।
চ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
ছ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
জ ৩) কোনভাবেই সমর্থিত নয়।
ঝ ১) সুস্পষ্টরূপে সমর্থিত।
ঞ ৩) কোনভাবেই সমর্থিত নয়।

৭। খ) গণনা করা যায় না এমন বহু সংখ্যক ভাল ও মন্দ দূত আছে।

নোট

ষষ্ঠ পাঠ

মানব জাতি ঃ স্রষ্টার মানব প্রজাকুল

মানুষের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। দার্শনিকেরা যুক্তি উত্থাপন করেন, বিবর্তনবাদীরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের দূর কল্পনার কথা বলেন। মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে অনাধ্যাত্মিক লোকদের এই রূপ ব্যাখ্যা আমাদের নিরাশ করে দেয়, কারণ তাদের বিশ্বাস দুর্ঘটনা ক্রমে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, তার কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। অপর পক্ষে গীত রচয়িতা তার উৎপত্তির কথা চিন্তা করে ঈশ্বরকে বলেন, "আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত ; ··তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না (গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১৪, ১৬)।

আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি মূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা ন্যায় পথে, সৃজনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ পথে এই জগৎ শাসন করতে পারি। তিনি আমাদের বুদ্ধি, অনুভূতি দিয়েছেন, এবং নৈতিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের এত কিছু করবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের স্বাভাবিক দানগুলির অপব্যবহার করতে ও এ সমস্তের দাতাকে অস্বীকার করতে পারি। কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাজের প্রতি বাধ্যতার মাধ্যমে আমরা আমাদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারি। কিন্তু অবাধ্যতা আমাদিগকে আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেয় না বরং তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নষ্ট করে।

আগের পাঠে আমরা আত্মাদের জগৎ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। এখন আমরা ঈশ্বরের আরেক শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ মানব জাতি সম্পর্কে

অধ্যয়ন করব। এই পাঠে ব্যবহৃত **মানুষ** এবং **মানব জাতি** এই কথাগুলির দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষ—মানব জাতির এই উভয় পক্ষকে বুঝান হয়েছে। এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি নিজেকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন এবং যারা ঈশ্বরের সর্বময় শাসনের অধীনে আসে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকারগুলি কি তা আরও পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

মানুষের উৎপত্তি
মানু:ষর স্বভাব
মানুষের অমরত্ব

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ মানুষের উৎপত্তি, স্বভাব এবং অমরত্ব সম্পর্কে বাইবেলের ধারণা-গুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ মানব সত্তার গাঠনিক উপাদানগুলি সনাক্ত করতে পারবেন।

★ কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

★ আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির প্রতিফলন ঘটাতে ইচ্ছুক হবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে আদি ১-৩ অধ্যায় পাঠ করুন। এই পাঠের মধ্যে প্রদত্ত প্রতিটি শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্য বের করে অবশ্যই পাঠ করুন।

২। স্বাভাবিক পথে পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। পাঠ শেষে নিজের পরীক্ষা নিন এবং উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

অমরত্ব	বিবেক	অভ্রান্ত	উপদেষ্টা
অবিনশ্বর	সহজাত প্রবণতা	সাদৃশ্য	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মানুষের উৎপত্তি ঃ

এক বিশেষ সৃষ্টি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মানুষ যে ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি যে বিবৃতিগুলির মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।

"কিভাবে মানুষের উৎপত্তি হোল?" এই প্রশ্নের উত্তরে বাইবেলে সুস্পষ্ট ও যুক্তি সংগত বক্তব্য রয়েছে। মানুষের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, এবং পরিণতির নিদর্শন বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। বাইবেল আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে মানুষ ঈশ্বরের এক **বিশেষ সৃষ্টি**।

মানুষ অদ্বিতীয়। পবিত্র শাস্ত্র বলে যে সে ঈশ্বরের এক বিশেষ কাজের ফল ঃ "সদাপ্রভু .....এই কথা কহেন..... আমি পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছি, ও পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি" (যিশাইয় ৪৫ ঃ ১১-১২)। অন্যান্য শাস্ত্রাংশেও আমরা একই সাক্ষ্য পাই।

১। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে সেগুলি আমাদের কি বলে প্রতিটির পাশে তা লিখুন।

ক) আদি ১ ঃ ২৭
খ) আদি ৫ ঃ ১-২
গ) আদি ৬ ঃ ৭
ঘ) আদি ৯ ঃ ৬
ঙ) দ্বিঃ বিঃ ৪ ঃ ৩২
চ) গীতসংহিতা ১০০ ঃ ৩
ছ) যাকোব ৩ ঃ ৯

অন্যান্য জীবদের সৃষ্টি করতে ঈশ্বর শুধু আদেশ করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যে পরিণত হয়েছে (আদি ১ ঃ ২০, ২৪ পদ দেখুন)। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর এক বিশেষ কাজ সম্পাদন করেছেন। প্রথমে তিনি পৃথিবীর উপাদান নিয়ে মানুষ গঠন করেছেন, তার পর তিনি মানুষের নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে জীবনবায়ু প্রবেশ করিয়েছেন (আদি ২ ঃ ৭), তাতে মানুষ এক জীবিত সত্তা হয়েছে। এই ভাবে **ঈশ্বরের শ্বাসবায়ু প্রবেশ করিয়ে** দেওয়ার ফলে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন এক **আত্মিক স্বভাব** লাভ করেছে যার ফলে আদি ১ অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে সে অনেক শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা লাভ করেছে। তাছাড়া ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবী শাসন ও বশীভূত করবার যে আদেশ দিয়েছেন তা এই ইংগিত করে যে সৃষ্ট জগতে মানুষ এবং অন্য সমস্ত পার্থিব জীবদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

ঈশ্বর মানুষকে ফলবান হওয়ার **আশীর্বাদ করেছেন** (আদি ১ ঃ ২৮ ; ৫ ঃ ২) যেন সে মানব জাতি দিয়ে পৃথিবী পূর্ণ করতে পারে। তিনি পৃথিবীর অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীব ও সমস্ত বীজ বহনকারী গাছপালার উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব (শাসন পদ) দিয়েছেন। এসব থেকেও আমরা মানুষের ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ আগ্রহ দেখতে পাই।

মানুষ এবং অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীবদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল **মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে** (আদি ১ ঃ ২৬)। অপর কোন সৃষ্টিকে ঈশ্বরের সাদৃশ্য দেওয়া হয়নি, একমাত্র মানুষকেই ঈশ্বরের মত করে তৈরী করা হয়েছে। আমরা এই পাঠে পরে দেখতে পাব যে ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সাদৃশ্য **দৈহিক নয়,** তা এক **নৈতিক এবং আত্মিক সাদৃশ্য।**

মানুষ এবং পশুদের মধ্যে আমরা যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই তা থেকে মানুষের বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে আমরা আরও নিদর্শন লাভ করি। আমরা এই পার্থক্যগুলির কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

১। মানুষ বাক্-শক্তির অধিকারী—সে এক প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল পথে বাস্তব ও মতবাদগত এই উভয় প্রকার ধারণার আদান-প্রদান করতে সক্ষম। বাস্তব ধারণার একটি উদাহরণ হোল ঃ আমি পাঁচ কামরার সাদা রংয়ের একটি দালানে বাস করি। মতবাদগত ধারণার একটি উদাহরণ হোল ঃ ঘৃণা করবার চেয়ে ভালবাসা উত্তম। মানুষের চিন্তা করবার, বুঝবার, এবং বাক্যের মাধ্যমে তার চিন্তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে বলে সে অন্য লোকদের সাথে এই উভয় প্রকার ধারণার আদান-প্রদান করতে পারে। অন্য কোন প্রাণী তা করতে পারে না।

২। মানুষ সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম। কিন্তু পশুদের কাছে একটা বাগান আর একটা জংলা জায়গার মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলে মনে হয় না।

৩। মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। পশুদের এই প্রকার ক্ষমতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কুকুর অবাধ্য হওয়ার জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। আর বার বার শাস্তি দেওয়ার দ্বারা তাকে বাধ্যতা শেখান গেলেও মুরগীর ডিম চুরি করা এবং তার বাচ্চা খাওয়া যে নৈতিক ভাবে অন্যায় সে জ্ঞান সে কখনও লাভ করে না।

৪। মানুষ কোন এক উর্ধ্বতন সত্তার আরাধনা করা সম্পর্কে গভীর ভাবে সচেতন, কিন্তু পশুদের আরাধনা করবার ক্ষমতা, কিম্বা ভক্তি প্রকাশের উপায় কিছুই নেই।

৫। মানুষ আগে থেকে পরিকল্পনা করতে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন উপলব্ধি করতে এবং ঘটনাবলীর পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। সে নতুন স্টাইলের ঘর-বাড়ী এবং নতুন শিল্প-কলা সৃষ্টিতে আনন্দ

পায়। জীবনকে আরও সহজ-সুন্দর করে তোলবার জন্য সে সর্বদা তার পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট। পশুরা কিন্তু এই প্রকার সৃজনশীলতা বা দূরদৃষ্টির অধিকারী নয়। ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসেবে তারা যা কিছু করে তা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বশেই করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আগামী দিনের বাচ্চাদের জন্য বাসা প্রস্তুত করা পাখীদের একটি সহজাত প্রবণতা হলেও শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের মত হুবহু একই ধরণের বাসা প্রস্তুত করে আসছে।

তাই স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে মানুষ ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি। সে কোন দৈব-দুর্ঘটনার ফল নয়। সে কোন নীচু স্তরের পশু থেকে **বিবর্তনের** ফলে জাত নয়। আগের একটি পাঠে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর যিনি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি তা ধরেও রাখেন। প্রকৃতিকে নিজের দায়িত্বে ফেলে রাখলে তার উন্নতি হয় না, বরং তা দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুশৃংখল অবস্থার মধ্যে বিশৃংখল অবস্থার সূচনা হতে থাকে। এই জগতকে রক্ষা করবার এবং এর উন্নতির জন্য এই জগতের বাইরের ও এর থেকে শ্রেষ্ঠতর এক মস্তিষ্ক ও শক্তির প্রয়োজন। সার্বভৌম ঈশ্বরের এক বিশেষ কাজের দ্বারা সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি, মানুষ (কলসীয় ১ ঃ ১৬-১৭)।

২। মানুষ যে ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি, নীচের কোন্ বিবৃতি গুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ?

ক) যে পথে গাছ পালা ও জীব জন্তুদের সৃষ্টি করা হয়েছিল মানুষকেও সেই একই পথে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

খ) মানুষই কেবল ঈশ্বরের নিশ্বাস থেকে জীবন লাভ করেছিল।

গ) মানুষকে গাছ পালা ও জীব-জন্তুর উপরে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

ঘ) মানুষকে তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ঙ) মানুষ অন্য সমস্ত সৃষ্ট জীবদের থেকে ভিন্ন ও তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

চ) একমাত্র মানুষই উর্দ্ধতন কোন শক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত।

মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ প্রদত্ত শাস্ত্রীয় বচনগুলির মধ্যে ঈশ্বরের সাথে মানুষের যে সাদৃশ্যের ইংগিত করা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে পারা।

বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি-মূর্তিতে বা সাদৃশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল (আদি ১ঃ২৬-২৭; ৫ঃ ১; ৯ঃ৬; ১ করিন্থীয় ১১ঃ৭; যাকোব ৩ঃ৯)। ঈশ্বরের মত মানুষও পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে উপকারী এবং সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা আমাদের নিজেদের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সৃষ্টির মূলনীতিগুলি আবিষ্কার করতে পারি, যা থেকে আমরা ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি কাজের নিদর্শন পাই। আরও কি কি বিষয় "ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সাদৃশ্যের" অন্তর্ভুক্ত? কি কি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত নয়?

"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে" কথাটির মানে এই নয় যে, মানুষ হুবহু ঈশ্বরের নকল। এর অন্তর্নিহিত ধারণা হোল এই যে, সে কোন কোন দিক দিয়ে ঈশ্বরের মত। ১ম পাঠে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর অদৃশ্য এবং তিনি আত্মা। তাই আমরা বুঝি যে ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে সাদৃশ্য তা **শারীরিক সাদৃশ্য** নয়। তাহলে এটা কিরূপ সাদৃশ্য?

১। **ব্যক্তিত্ব**। ঈশ্বর আত্মা হলেও আমাদের মানব আত্মা তাঁর ঐশ্বরিক আত্মার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে পারে, কারণ ঈশ্বরের মত আমরাও ব্যক্তি সম্পন্ন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা তাঁর সাথে সহভাগিতা করতে পারি, আবার তাঁর মত আমরা অন্য লোকদের সাথেও সহভাগিতা করতে পারি।

২। **নৈতিক সাদৃশ্য**। ঈশ্বরের মত মানুষেরও ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবার ক্ষমতা আছে। আদিতে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব —তার বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা ঈশ্বরের অভিমুখী ছিল। মানুষের

নৈতিক স্বভাব ছিল ঈশ্বরের সীমাহীন নৈতিক স্বভাবেরই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ। মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার এবং দায়িত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করবার স্বাধীনতা ছিল। তার পরীক্ষা করা যেত, সে ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ব্যবহারের দ্বারা বিচার অনুশীলন করতে, উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম ছিল। প্রকৃত পক্ষে মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিল।

৩। **বিচার বুদ্ধি সম্পন্নতা।** মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, সে যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং ঈশ্বরকে ও অন্যান্য লোকদেরকে জানতে সক্ষম। এই বিচারে ঈশ্বরের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন তার সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। একে সৃষ্টিকর্তার সাথে সাথে মানুষের মানসিক সাদৃশ্য বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

৪। **শাসন করবার ক্ষমতা।** কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্তমান। মানুষ তার চেয়ে শক্তিশালী পশুদেরও পোষ মানাতে পারে। সে নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। সে মরুভূমিকে শস্য শ্যামল উর্বরা ভূমির সদৃশ করে। মানুষের এই ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা সমগ্র মহা বিশ্বের উপরে ঈশ্বরের আধিপত্যেরই সামান্য প্রতিফলন।

৫। **আত্ম সচেতনতা।** ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট এক ব্যক্তি সত্তা হিসেবে মানুষ আত্ম-সচেতন। অতি অল্প বয়সেই শিশু বুঝতে শেখে যে পরিবারের আর সবাইর থেকে সে এক আলাদা সত্তা। সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তার পরিবার অথবা তার সাংস্কৃতি পটভূমি তার কাজ থেকে যা-ই দাবি করুক না কেন সে বুঝে যে সে একজন আলাদা ব্যক্তি। তার নিজস্ব স্বপ্ন, উচ্চাভিলাস, আশা-আকাংখা, ভয়-ভীতি এবং অভিপ্রায় রয়েছে। সে অপর কোন সৃষ্ট সত্তার মত নয়। অন্য সৃষ্ট জীবদের এই আত্ম সচেতনতা নেই।

৬। **সামাজিক প্রকৃতি।** ঐশ্বরিক সামাজিক প্রকৃতির ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বরের অনুরাগ বা তাঁর ভালবাসা। অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে তাঁর ভালবাসার পাত্র লাভ করেছেন। যীশু বলেছেন ঃ "পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি·····তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি" (যোহন ১৫ ঃ ৯, ১২)। আমরা এক সামাজিক স্বভাব লাভ করেছি বলে আমরা ঈশ্বর ও অন্যান্যদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই এবং মৌলিক সামাজিক একক অর্থাৎ পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাদের জীবনকে সংগঠিত করতে চাই। আমাদের স্বভাবের সামাজিক ক্ষেত্রটি থেকেই সরাসরি অন্যদের উদ্দেশে আমাদের আগ্রহ ও ভালবাসা প্রবাহিত হয়।

৩। নীচের শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে পড়ুন এবং প্রতিটিতে ঈশ্বরের সাথে মানুষের যে সাদৃশ্যের ইংগিত করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

ক) আদি ২ ঃ ৯ ....

খ) ইফিষীয় ৪ ঃ ২৪ ....

গ) কলসীয় ৩ ঃ ১০ ....

ঘ) গীতসংহিতা ১৩৯ ঃ ১৩-১৬ ....

ঙ) রোমীয় ১০ ঃ ৮-১১ ....

চ) আদি ১ ঃ ২৬, ২৮..

ছ) ১ পিতর ১ ঃ ১৫ ....

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলে এক যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি তুলে ধরা হয়েছে। তাতে তার স্বভাব এবং যে সমস্ত সম্ভাবনা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ যে এক অতি বিশেষ সৃষ্টি এবং সে যে অন্যান্য সৃষ্ট জীবদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ এ থেকে আমরা তা দেখতে পাই। বাইবেলে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে এক নৈতিক সত্তা হিসেবে

তার শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদার সঙ্গে মানুষের কতিপয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও রয়েছে—যেগুলি তার অনন্ত পরিণতিকে প্রভাবিত করে—আগামী পাঠে আমরা তা দেখতে পাব।

মানুষের স্বভাব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত দিকগুলির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সম্পূর্ণ করতে ও সেগুলির সাথে প্রদত্ত শাস্ত্রাংশ মেলাতে পারা।

মানব স্বভাব সম্পর্কে আমরা যদি পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করি তাহলে আমাদের পক্ষে আমাদের সমস্যাবলী সমাধান করা এবং আমরা কেন স্বভাব সিদ্ধ পথে আচরণ করি তা বুঝা অনেক সহজতর হবে। একথা সত্য যে, মানুষ এক জটিল সৃষ্টি—সে এক বিস্ময়কর দেহ, এক উর্বরা মস্তিষ্ক এবং ন্যায় অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতার অধিকারী। এগুলি তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলির মধে কয়েকটি মাত্র। এই বিবরণ আমাদের বলে যে মানুষের একটি **বস্তুগত** বা **শারীরিক** দিক আছে যা দেখা যায় এবং অদৃশ্য **অবস্তুগত** বা **অশরীরী** দিক আছে, যা দেখা যায় না বা গবেষণাগারে মাপা কিম্বা বিশ্লেষণ করা যায় না। আমরা এখন মানব স্বভাবের এই বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করব।

বস্তুগত (শারীরিক) দিক ঃ

আমাদের পক্ষে মানুষের বস্তুগত বা শারীরিক দিকটি সনাক্ত করা খুবই সহজ। অপর কোন ব্যক্তির যে অংশটা আমরা দেখি এটা তাই। কোন একজন ডাক্তার এই অংশটাই পরীক্ষা করেন ও এর উপরে অস্ত্রোপচার করেন। এর ওজন করা যায়, পরিমাপ করা যায় এবং গবেষণাগারে এর বিশ্লেষণ করা যায়। এই অংশটি হচ্ছে মানুষের দেহ।

শাস্ত্রে প্রায়ই মানব দেহের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, আর একে আমাদের পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (রোমীয় ৮ ঃ ২৩; ১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১২-২০)। বাইবেলে মানব দেহকে কি মূল্য দেওয়া হয়েছে? আমরা যদিও এই শিক্ষা লাভ করি যে, মানুষের দৈহিক অংশটির চেয়ে বরং তার অশরীরী অংশটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ (মথি ১০ ঃ ২৮), তবুও আমাদের পক্ষে দেহের অবহেলা করা বা একে জন্মগত ভাবে মন্দ বলে গণ্য করা অনুচিত। প্রেরিত পৌল বরং আমাদের বলেন যে মৃত্যুর পরে আমাদের দেহ ধ্বংস হলেও এক দিন অলৌকিক ভাবে তাদের পুনরুত্থান হবে ঃ "……তিনি (যীশু খ্রীষ্ট) আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তরিত করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন…" (ফিলিপীয় ৩ ঃ ২০-২১)।

করিন্থের মণ্ডলীকে লিখতে গিয়ে পৌল বলেন যে, বিশ্বাসীদের দেহ খ্রীষ্ট দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তিনি বলেন যে, বিশ্বাসীদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। এই কারণে তিনি খ্রীষ্টিয়ানদেরকে তাদের দেহের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করতে বলেন (১ করিন্থীয় ৬ ঃ ১৫, ১৯-২০)।

যীশু নিজে যখন মানব দেহ গ্রহণ করলেন তখন তিনিও একে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। লূক লিখেছেন যে, পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে যীশু "বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন" (লূক ২ ঃ ৪০)। প্রকৃত পক্ষে ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের লেখক বলেন যে, আমাদের সহানুভূতিশীল মহা যাজক এবং প্রায়শ্চিত্ত সাধক ত্রাণকর্তা হবার জন্য আমাদের প্রভুর পক্ষে দেহ ধারণ করা প্রয়োজনীয় ছিল (ইব্রীয় ২ ঃ ১৪-১৫, ১৭-১৮)।

৪। ডান পাশের শাস্ত্রাংশগুলির সাথে বাম পাশের বর্ণনাগুলি মিলান।

…ক) মানব দেহ ঈশ্বরের এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যাকে তিনি উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন।
১। আদি ১ ঃ ২৭, ৩১
২। রোমীয় ১২ ঃ ১

···খ)	যীশু মানব দেহের অধিকারী হয়েছিলেন বলে তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মহা যাজক হতে সক্ষম।	৩। ১ করিন্থীয় ৬ : ১৫, ১৯-২০
···গ)	আমাদের মানব দেহ এবং এর সমগ্র অংগ প্রত্যংগকে খ্রীষ্ট দেহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।	৪। গীতসংহিতা ১৩৯ : ১৩-১৬
·· ঘ)	পবিত্র আত্মার মন্দির জ্ঞানে আমাদের দেহের সম্মান করতে হবে।	৫। ইব্রীয় ২ : ১৪-১৫, ১৭-১৮
·· ঙ)	আমাদের মানব দেহকে আমাদের পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	৬। ১ করিন্থীয় ৬ : ১৪
· চ)	আমাদের দেহকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য সেবায় ব্যবহার করতে হবে।	৭। ফিলিপীয় ৩ : ২০-২১
· ছ)	আমাদের মানব দেহ পুনরুত্থিত হবে এবং রূপান্তরিত হয়ে যীশুর মহিমান্বিত দেহের মত হবে।	৮। রোমীয় ৮ : ২৩ ৯। ১ করিন্থীয় ১২ : ১২-২৭

অবস্তুগত (অশরীরী) দিক :

আমাদের বস্তুগত বা দৈহিক দিকটি সনাক্ত করা সহজ হলেও মানব গঠনের অবস্তুগত বা অশরীরী দিকটি বর্ণনা করা বেশ কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, ১ থিষলনীকীয় ৫ : ২৩ পদে **প্রাণ** এবং **আত্মার** কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেহের সাথে একত্রে সমগ্র ব্যক্তিকে গঠন করে। কিন্তু মথি ১০ : ২৮ পদে সম্ভবতঃ প্রাণকে আমাদের সমগ্র অশরীরী অংশের প্রতীক বলা হয়েছে। আমরা দু'টি অংশ না তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ? প্রাণ এবং আত্মা কি একই, অথবা এরা আলাদা ?

প্রাণ এবং **আত্মা** মানুষের সমগ্র সত্তার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দিক অথবা এরা কি এক ও অভিন্ন জিনিষ, তা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের সত্তার অশরীরী দিকগুলি সম্পর্কে আরও বিশদ অনুসন্ধান কালে এই বিষয়টি স্মরণ রাখবেন।

বাইবেলের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, মানুষ সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর তার মধ্যে একটি মাত্র মূল উপাদান অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণকে ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে মানব সত্তার অবস্তগত দিকটির দু'টি উপাদান রয়েছে। এদের একটি হচ্ছে **প্রাণ**, যা **জৈব** জীবনের মূল উপাদান, অথবা যা আমাদের প্রাণ বায়ু দান করে ও জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত করে। অপরটি হোল **মানব-আত্মা,** যা বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের ভিত্তি, অথবা যা যুক্তি বিচার বা বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

৫। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন এবং মানুষের অবস্তগত দিকটির যে একটি অথবা দু'টি উপাদানের ইংগিত করা হয়েছে তা বলুন।

ক) আদি ২ ঃ ৭ ....

খ) গীতসংহিতা ৪২ ঃ ৬ ....

গ) ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৩ ....

ঘ) ইব্রীয় ৪ ঃ ১২ ....

ঙ) ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২৩ ....

বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। আপনি দেখবেন যে এদের প্রথম তিনটি ব্যক্তিত্বেরও অংশ। এগুলি হোল ঃ

১। **বুদ্ধিগত উপাদান ঃ** বুঝবার, যুক্তি দেখানোর ও স্মরণ রাখবার ক্ষমতা।

২। **আবেগগত উপাদান ঃ** অনুভব করবার ক্ষমতা, কোন ব্যক্তির তার জ্ঞান (সে যা জানে) ও অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

৩। **ইচ্ছা শক্তি ঃ** বাছ-বিচার করবার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ও কাজ করবার ক্ষমতা।

৪। **বিবেক ঃ** ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে জানা মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে আত্ম-জ্ঞান।

ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন (১ম পাঠ) আমরা জেনেছি যে ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলি হচ্ছে ঃ বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা। এই গুণগুলির জন্যই আমরা ঈশ্বর ও অন্যান্য লোকদের সাথে এক দায়িত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ পথে যোগাযোগ করতে পারি। আমাদের দৈহিক সত্তার সমন্বয়ে এই অশরীরী উপাদানগুলি আমাদের অখণ্ড ও সম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে জীবন যাপনে সক্ষম করে। আমরা পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তা থেকে আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করি। আমরা সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে অন্যদের সাথে কাজ করতে শিখি। অর্থ পূর্ণ জীবন যাপন ও অনন্ত পরিত্রাণের জন্য যাবতীয় প্রয়োজন যিনি সরবরাহ করেছেন, আমাদের সেই সৃষ্টি কর্তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আমরা সর্বাধিক চেষ্টা করি।

আমাদের **ইচ্ছা শক্তি** এবং **বিবেক** হোল, আমাদের অশরীরী সত্তার **নৈতিক দিকটির** গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরবর্তী অংশে আমরা এটা দেখতে পাব।

৬। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারি যে—

ক) মানুষ দেহ, প্রাণ ও আত্মা, এই তিন উপাদানে গঠিত।

খ) বাইবেলে সুস্পষ্ট শিক্ষা আছে যে মানুষ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

গ) মানুষ দেহ ও প্রাণ—এই দুই উপাদানে গঠিত।

ঘ) বাইবেলের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে মানুষ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত।

ঙ) মানুষের প্রকৃতি বর্ণনার জন্য বাইবেলে দেহ, প্রাণ, আত্মা ,প্রাণ বায়ু, এবং অন্যান্য বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ দু'টি না তিনটি অংশ (উপাদান) নিয়ে গঠিত সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি।

৭। মানুষের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের চারটি উপাদান হোল.........

....

....

নৈতিক দিক ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নৈতিক মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিবেক এবং ইচ্ছার কাজগুলি কি, এ সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমাদের অশরীরী সত্তার বিচার বুদ্ধিগত যে গুণগুলি সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অধ্যয়ন করলাম সেগুলি আমাদেরকে ন্যায় অথবা অন্যায় কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। আমাদের বুদ্ধি দ্বারা আমরা ন্যায় অন্যায় এই উভয় প্রকার বিষয় জানতে সক্ষম হই। আমাদের আবেগ আমাদেরকে এক দিকে বা অপর দিকে চলতে অনুরোধ করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু চতুর্থ উপাদান, অর্থাৎ আমাদের বিবেক ব্যতীত কোন নৈতিক কাজ সাধিত হতে পারে না।

আমাদের বিবেককে "অন্তরের রব" বলে বর্ণনা করা যায়, যা বিশেষ বিশেষ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের নৈতিক আইন প্রয়োগ করে ও আমাদেরকে তার বাধ্য হতে অনুরোধ করে। এই নৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝবার জন্য আমরা এখন **বিবেক** এবং **ইচ্ছা শক্তি** এবং আমাদের কাজের সাথে এদের সম্পর্ক আলোচনা করব।

বিবেক ঃ

আমরা দেখেছি যে, বিবেক আমাদের মনোভাব এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত। বিবেকের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তোষ জনক কিম্বা তাঁর অসন্তোষ জনক বিভিন্ন মনোভাবের মধ্যে উপযুক্ত বিচার করতে সক্ষম হই। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে আমাদের কাছে জীবন যাপনের সন্তোষ জনক মানদণ্ড প্রকাশ করেছেন। আমরা ঐশ্বরিক সত্য সম্পর্কে যে শিক্ষা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগের যে উদাহরণ লাভ করি তা আমাদের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ তা বুঝতে সাহায্য করে। এইরূপে ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে

আমরা যা জানি এবং এই সত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তার ভিত্তিতেই আমাদের বিবেক কাজ করে।

আমাদের মধ্যে যে সব মনোভাব রূপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে অথবা আমরা যে সমস্ত কাজ করতে উদ্যত হয়েছি সেগুলি ন্যায় কি অন্যায় সে বিষয়ে বিবেক আমাদের সতর্ক করে বা উপদেশ দেয়। প্রেরিত পৌল এর উদাহরণ দিয়েছেন যখন তিনি সেই লোকদের কথা বলেছেন যাদের "আচার-ব্যবহারে এটাই দেখা যায় যে, আইন-কানুন মতে যা করা উচিৎ তা তাদের অন্তরেই লেখা আছে। তাদের বিবেকও সেই একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের দোষী করে, আবার কোন কোন সময় তাদের পক্ষেও থাকে" (রোমীয় ২ ঃ ১৫)।

উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীষ্টিয়ান ব্যবসায়ী জেরোমের কথা ধরুন, তিনি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যার সম্মুখীন ঃ "আমি কি ব্যবসার খাতিরে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে কুৎসিত আমোদ প্রমোদে পূর্ণ কোন এক স্থানে ডিনারে যোগদান করব ? অথবা আমি কি আমার এই বিশ্বাসে স্থির থাকব যে, ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অন্যায় হবে, যদিও এজন্য আমাকে একটা ব্যবসায়ী লেনদেন হারাতে হতে পারে ?"

ঈশ্বরের বাক্যই জেরোমের আদর্শ। ভুল সংসর্গ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে তা সে জানে (২ করিন্থীয় ৭ ঃ ১ ; ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৩৩)। ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী বলে তার বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অন্যায়। তা ঈশ্বর অভিপ্রেত পথে আচরণ করার বাধ্য-বাধকতার কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এইরূপে জেরোমের বিবেক ঈশ্বরের বাক্যের ভিত্তিতে ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য বিচার করে। জেরোম একজন খ্রীষ্টিয়ান বলে পবিত্র আত্মার প্রভাবে তার বিবেক তার কাছে কথা বলে।

জেরোম যদি তার বিবেকের সাক্ষ্য এবং তার নৈতিক দায়িত্ব অবহেলা করে তাহলে সে লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ করবে এবং তার

কাজের পরিণতির ভয় করবে। প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করলে তা এক ব্যর্থতার অনুভূতি নিয়ে আসে—তা হোল ঈশ্বরের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের ব্যর্থতার অনুভূতি। লজ্জা, অনুশোচনা, এবং ভীতি, ব্যর্থতার সাথে সংশ্লিষ্ট এই অনুভূতিগুলি হচ্ছে, আবেগের উপাদান, বিবেকের উপাদান নয়। তাই, বিবেক আমাদের মানসিক মনোভাব ও আমাদের আচরণের বিচারক হিসেবে কাজ করে।

৮। কোন একজন খ্রীষ্টিয়ান তার বিবেকের অবাধ্য হলে তার মনে তিনটি অনুভূতি জাগে ঃ ....

অন্তরের এই উপদেষ্টা বা 'রব' দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলে এই বিবেক সম্বন্ধে কি করা যায় এবং এর সীমাবদ্ধতা-গুলি কি কি সে বিষয়ে আমাদের আরও ভাল করে বুঝা উচিৎ। 'বুদ্ধির মত আমাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার সাথে সাথে বিবেকেরও বিকাশ ঘটে। আমরা যখন আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব বুঝতে শিখি তখন আমরা আমাদের কাজের পরিণতি বুঝতে শুরু করি। দ্বিতীয়তঃ বাইবেলে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বিবেক অশুচি, দুষিত (বা নোংরা) এবং অসাড় হয়ে যেতে পারে ঃ

> প্রতিমা-পূজার অভ্যাস ছিল বলে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার এখনও পর্যন্ত কেউ কেউ সেই হিসাবেই খেয়ে থাকে। তাতে **তাদের বিবেক দুর্বল বলে অশুচি** হয় (১ করিন্থীয় ৮ ঃ ৭)।
>
> যাদের অন্তর শুচি তাদের কাছে সব কিছুই শুচি, কিন্তু যাদের অন্তর নোংরা ও যারা অবিশ্বাসী, তাদের কাছে কিছুই শুচি নয়; এমন কি, তাদের **মন ও বিবেক পর্যন্ত নোংরা** (তীত ১ ঃ ১৫)।
>
> **বিবেক অসাড় হয়ে গেছে** এমন সব মিথ্যাবাদি লোকদের ভণ্ডামীর জন্য এই রকম হবে (১ তীমথিয় ৪ ঃ ২)।

এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনে অসতর্কতা, বিবেকের রবকে অবহেলা করা, এবং

বিশ্বাস পরিত্যাগ করা, ইত্যাদির ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেকের কাজ নিষ্ফল হতে পারে। তথাপি বিবেক ধ্বংস করা যায় এমন কোন ইংগিত বাইবেলে নেই।

তৃতীয়তঃ বিবেক **অভ্রান্ত** (ভুল শূন্য বা নিখুঁত) নয়। অর্থাৎ এর হাতে ভুল মানদণ্ড তুলে দিলে তা কোন ব্যক্তিকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। প্রেরিত পৌল দম্মেশক সড়কে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার আগে তার ভুল আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত **বিবেকবান** ছিলেন। তিনি **মনে করতেন যে তিনি বুঝি সঠিক কাজই করছেন**। তার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নিখুঁত চরিত্র প্রশংসনীয় হলেও তার কাজ ছিল অত্যন্ত বেদনা-দায়ক। তার বিচার-বুদ্ধি পুরাতন নিয়মের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছিল বলে তার বিবেক ঐ ভুল অর্থের ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দান করেছিল, আর সেটাই তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ৯ অধ্যায় দেখুন)।

বিবেক আমাদের কার্যাবলী ও মনোভাবের বিচার করে এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে ঃ

১। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।
২। ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা।
৩। তাঁর প্রদত্ত আমাদের নৈতিক সচেতনতা।
৪। আমাদের প্রাপ্ত শিক্ষা (বিবেককে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে)।
৫। আমাদের গৃহীত সামাজিক মানদণ্ড।

আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়ী। কিন্তু পাপ এবং ঈশ্বরের আদর্শ অগ্রাহ্য করবার কারণে সামাজিক মানদণ্ড সর্বদা এক নয়। তাই বিবেকের **একমাত্র মানদণ্ডই ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য পবিত্র আত্মা প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঈশ্বরের বাক্যের উপরেই যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।**

৯। প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) আমরা কোন একটি স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসারে দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করছি কিনা বিবেক আমাদের তা বলে দেয়।

খ) খ্রীষ্টিয়ানেরা সাধারণতঃ সামাজিক মানদণ্ডের দ্বারা ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করতে পারেন।

গ) যে মানদণ্ডের উপরে বিবেকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত বিবেক সর্বদা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ) ঈশ্বরের বাক্যে উপরে যদি বিবেকের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা অশুচি, নোংরা অথবা অসাড় হতে পারে না।

ঙ) একজন খ্রীষ্টিয়ান ন্যায়-অন্যায় কাজের কি অর্থ করে তার দ্বারাই প্রধানতঃ তার বিবেক রূপ লাভ করে।

চ) অনবরত অবহেলিত হলে বিবেক অশুচি, নোংরা এবং অসাড় হয়ে যেতে পারে।

ছ) কোন ব্যক্তি যদি বারবার তার বিবেকের চেতনার পরিপন্থী কাজ করতে থাকে তাহলে তার বিবেক ধ্বংস হতে পারে।

ইচ্ছা-শক্তি ঃ

ইচ্ছা-শক্তি হচ্ছে আমাদের সেই ক্ষমতা যার দ্বারা আমরা সম্ভাব্য বিভিন্ন কর্ম-পন্থাগুলির মধ্য থেকে কোন একটিকে বেছে লই। যে কোন সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করবার আগে ঐ কাজটি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। তারপর আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির উপরে ভিত্তি করে ইচ্ছা-শক্তির একটি কাজ হিসেবে কোন একটি বিশেষ কর্মপন্থা মনোনীত করতে পারি। আমরা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন কিছু করতে স্থির করতে পারি। আমরা দৌড়াতে ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু জলের মধ্যে মাছের মত বাস করবার ইচ্ছা আমরা করতে পারি না। দৌড়ানো মানুষের স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, জলের নীচে বাস করা তা নয়। আর আগামী পাঠে আমরা দেখতে পাব যে পাপ হেতু মানুষ সীমাবদ্ধ, যার ফলে ধার্মিক হওয়ার ইচ্ছা করেই সে তার নৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না।

তাহলে, কি ইচ্ছা শক্তিকে প্রভাবিত করে ? তা কি সম্পূর্ণরূপে মানুষের অথবা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন ? কোন প্রক্রিয়ায় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ? আরও পূর্ণরূপে মানুষের স্বভাব অধ্যয়নের সাথে সাথে এখন আমরা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করব।

মানুষ সৃষ্টি করবার সময়ে ঈশ্বর তাকে পছন্দ-অপছন্দ করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন ঃ তাকে পাপ করবার অথবা পাপ না করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাকে এদন উদ্যানে রেখেছিলেন এবং ঈশ্বরের সাথে তার সহভাগিতা রক্ষা করবার শর্তাবলী উল্লেখ করেছিলেন ঃ

> আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে (আদি ২ ঃ ১৬)।

আদম সদাপ্রভুর এই নির্দেশের প্রতি কিরূপে সাড়া দিয়েছিলেন ? সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ এই পথ অনুসরণ করেছিল ঃ

১। আদমের **বুদ্ধি** বা মস্তিষ্ক ঈশ্বরের মানদণ্ড গ্রহণ করেছিল। ঈশ্বরের বক্তব্য আদম বুঝেছিলেন।

২। তার **আবেগ** ঈশ্বরের কথার ন্যায্যতা সম্পর্কে সম্মতি দান করেছিল। মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সার্বভৌম প্রভু হিসেবে এই মানদণ্ড আরোপের অধিকার ঈশ্বরের ছিল।

৩। তার **ইচ্ছা** শক্তি শয়তানের উত্থাপিত প্রলোভন গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত হয় (আদি ৩ ঃ ৪৬)।

৪। এই সংকট কালে আদমের **বিবেক** ঈশ্বরের মানদণ্ডের পরিপন্থী কাজ করবার পরিণতিগুলির পরিমাপ করে দেখে।

৫। আদম তার **ইচ্ছা শক্তির একটি কাজের দ্বারা** প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার করেন।

এইরূপে আদম স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়ে এর আবশ্যম্ভাবী পরিণতি ভোগ করেছিলেন। তার বিবেক তাকে দোষী করেছিল, তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তার অবাধ্যতার কাজ তার নির্দোষিতা হরণ করে নিয়েছিল (আদি ৩ ঃ ৭-১০) বলে তার মন লজ্জা ও অনুশোচনায় ভরে গিয়েছিল। এখন তার স্বভাব পাপ-দুষ্ট। সে নির্দোষ অবস্থা থেকে পাপাবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আদমের পতনের পরে মানুষ তার পাপ স্বভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়ার ইচ্ছা করতে পারে না। প্রেরিত পৌল বলেন, "আমি জানি, আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপ-স্বভাবের মধ্যে, ভাল বলে কিছু নেই। যা সত্যিই ভাল তা করবার আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি নেই" (রোমীয় ৭ ঃ ১৮)।

ঈশ্বর কিন্তু মানুষকে তার পাপাবস্থার মধ্যে রেখে সন্তুষ্ট নন। পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে তিনি তাঁর দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন, তাকে পাপ থেকে মন ফিরিয়ে তার দেওয়া পরিত্রাণ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান (তীত ২ ঃ ১১)। এখানে পবিত্র আত্মা প্রবর্তকের ভূমিকা নেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ফিরবার জন্য মানুষের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করেন (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩)। যারা ফিরে আসে তারা ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার লাভ করে (যোহন ১ ঃ ১২)।

ঈশ্বর যদিও পতিত মানুষের উদ্দেশে তাঁর অনুগ্রহের হাত বাড়ান এবং খ্রীষ্টকে তার ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করবার সুযোগ দেন। কিন্তু এর জন্য তিনি মানুষের উপর জোর খাটান না। তার ইচ্ছা শক্তির একটি কাজ হিসেবে মানুষ এই দান গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের একজন সন্তান হতে পারে, কিম্বা তা প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের দণ্ডাধীন থাকতে পারে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সে স্বাধীন। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ের ইচ্ছাই জড়িত (তীত ২ ঃ ১১-১২, যোহন ৭ ঃ ১৭)।

১০। ডান পাশের শাস্ত্রাংশগুলির সাথে বাম পাশের বিবৃতিগুলির মিল দেখান।

...ক) ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পাপচার এবং জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি 'না' বলতে শেখায়।	১। যোহন ৭ ঃ ১৭
..খ) ঈশ্বর আপনার অন্তরে কাজ করে আপনাকে তার সন্তোষজনক পথে কাজ করবার ইচ্ছা দেন ও তদনুযায়ী কাজে চালিত করেন।	২। ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩
..গ) কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতে স্থির করে, তাহলে তাকে জানতে হবে .. শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে কিনা।	৩। তীত ২ ঃ ১১-১২
...ঘ) আমার ভাল কাজ করবার ইচ্ছা আছে কিন্তু তা করবার ক্ষমতা নাই।	৪। রোমীয় ৭ ঃ ১৮

১১। যে প্রক্রিয়াটি কার্যে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে চালিত করে তার মধ্যে আমরা মানুষের সকল বিচার-বুদ্ধি সংক্রান্ত সামর্থ্য গুলির কাজ দেখতে পাই। নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

ক) বুদ্ধি ....

খ) আবেগ ....

গ) বিবেক ....

ঘ) ইচ্ছা শক্তি ....

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদিও আমাদের বিচার বুদ্ধিগত মনোবৃত্তি বা সামর্থ্যগুলি জড়িত, তবুও আমাদের মন যতক্ষণ পবিত্র আত্মার ইচ্ছা-পূরণের প্রতি স্থির থাকে, ততক্ষণ পবিত্র আত্মা, আমরা যেন ভাল কাজ করি সেজন্য প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রভাবিত করেন (রোমীয় ৮, ৫-৯, ১২-১৪ দেখুন), তিনি আমাদের অন্তরে কাজ করে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি

বাসনা জাগান (ফিলিপীয় ২ ঃ ১৩)। পবিত্র আত্মার মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করা ও তার পরিচালনায় চলতে শেখার ফলে আমরা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে খ্রীষ্টিয় পরিপক্কতার দিকে আগাতে থাকি (গালাতীয় ৫ ঃ ১৬-১৮, ২৫)।

মানুষের অমরত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ অমরত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে এবং মানুষের দৈহিক মৃত্যুর পরে কি ঘটে তা বলতে পারা।

মৃত্যুর সময় মানুষের কি ঘটে? মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু বাইবেলে আমরা যে শিক্ষা পাই তা আমাদের দেখায় যে মৃত্যুর পরে **জীবন আছে।**

দেহের ক্রিয়া বন্ধ হলে যা ঘটে তাকেই দৈহিক মৃত্যু বলা হয়। দেহ ক্ষয় পেয়ে ধূলায় মিশে যায় (আদি ৩ ঃ ১৯ পদ দেখুন)। কিন্তু বাইবেলে যাকে প্রাণ বা আত্মা বলা হয়েছে, মানুষের সেই অবস্তুগত অংশ তার অস্তিত্ব বজায় রাখে শাস্ত্রে এর অনেক নিদর্শন আছে ঃ

> লূক ২৩ ঃ ৪৩ ঃ "যীশু তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরম দেশে উপস্থিত হবে।'"
> ২ করিন্থীয় ৫ ঃ ৮ ঃ 'আমরা দেহের ঘর থেকে দূর হয়ে প্রভুর সঙ্গে বাস করাই ভাল মনে করি।"
>
> ফিলিপীয় ১ ঃ ২২-২৩ ঃ "যদি আমি বেঁচেই থাকি তবে সেটা আমাকে এমন একটা কাজের সুযোগ দেবে যাতে যথেষ্ট ফল হয়। ..... দুদিকই আমাকে টানছে। আমি মরে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই, কারণ সেটা অনেক ভাল।"
>
> যোহন ৫ ঃ ২৪ ঃ "আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়। ..... সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।"

আদম পাপ করলে পরে তার উপরে যে অভিশাপ নেমে এসেছিল মানুষের দৈহিক মৃত্যু ছিল তারই অংশ : "......তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদি ৩ : ১৯)। মৃত্যুর সময় যদিও বস্তু ও অবস্তু উপাদানে গঠিত এক পূর্ণ সত্তা হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের অবসান ঘটে তথাপি তার একটি গৌরব ময় আশা আছে, তা হল খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন। তখন সে এক গৌরবময় রূপান্তরিত দেহ লাভ করবে। যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ এবং পরে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবার দ্বারা আমাদের পুনরুত্থানকে নিশ্চিত করেছেন। ১ করিন্থীয় ১৫ : ৪২-৪৯ পদে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

> মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠাও ঠিক সেই রকম। দেহ কবর দিলে পর তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই দেহ এমন অবস্থায় জীবিত করে তোলা হবে যা আর কখনও নষ্ট হবে না। তা অসম্মানের সঙ্গে মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সম্মানের সঙ্গে উঠানো হবে ; দুর্বল অবস্থায় মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু শক্তিতে উঠানো হবে, সাধারণ দেহ মাটিতে দেওয়া হয়, কিন্তু অসাধারণ দেহ উঠানো হবে। যখন সাধারণ দেহ আছে তখন অসাধারণ দেহ ও আছে। শাস্ত্রে এভাবে লেখা আছে, 'প্রথম মানুষ আদম জীবন্ত প্রাণী হলেন ." আর শেষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবন দায়ী আত্মা হলেন। ......আমরা যেমন সেই মাটির মানুষের মত হয়েছি, ঠিক তেমনি সেই স্বর্গের মানুষের মত ও হব।

অপর পক্ষে, কোন একজন অননুপ্ত পাপী মারা গেলে তার প্রাণ পাতাল বা নরক নামে পরিচিত এক ভয়ানক কষ্টের স্থানে তার সজ্ঞান অস্তিত্ব বজায় রাখে। যীশুর বলা লাসার এবং ধনী ব্যক্তির কাহিনীতে আমরা এর খানিকটা আভাষ পাই (লূক ১৬ : ১৯-২৪)। পাতালে বসে যীশুর বলা সেই ধনী লোকটি চিন্তা করতে, স্মরণ করতে, কথা বলতে এবং অনুভব করতে পেরেছে। তার আত্মা সচেতনতা ও অটুট ছিল।

এইরূপে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর মানুষকে এক অমর সত্তা রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। যারা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কাজ গ্রহণ করেছেন

আর যারা তাঁর সেবা করেন ও তাঁর প্রতি বাধ্য, এটি তাদের জন্য এক গৌরবময় প্রত্যাশা। বিশ্বাসীরা যখন মারা যান, তখন তাদের প্রাণ অবিলম্বে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় আগমণ কালে তাদের নশ্বর দেহকে উঠানো হবে আর সেগুলি এক রূপান্তরিত গৌরবময় দেহ লাভ করবে (১ করিন্থীয় ১৫ : ৫০-৫৭)। সেদিনটি হবে এক মহা-গৌরবের দিন। কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রভুর কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ও যাতনা ভোগ করবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ : ৭-১০ দ্রষ্টব্য)।

১২। পূর্ববর্তী আলোচনার উপর ভিত্তি করে আপনার নোট খাতায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) মৃত্যু হলে পর দেহের কি হয় ?

খ) মৃত্যু হলে পর প্রাণ বা আত্মার কি হয়।

গ) খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণকালে বিশ্বাসীদের কি হবে ?

ঘ) যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে না তাদের অনন্ত পরিণতি কি ?

ঙ) "মানুষ এক অমর সত্তা"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

পরীক্ষা

বাছাই : নির্ভুল উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দিন।

১। মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেলের মত হচ্ছে এই যে,—

ক) ঈশ্বর এক বিশেষ সময়ে যে বহু জীবিত সত্তা সৃষ্টি করেছিলেন মানুষ তাদেরই মধ্যে একটি।

খ) মানুষ ঈশ্বরের এক অসাধারণ সৃষ্টি, সে অন্য সকল সৃষ্ট জীবদের উপরে. এবং সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

গ) মানুষ সময়ের স্রোতে বিবর্তনের দ্বারা নিম্নতর জীব থেকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভূত হয়েছে এবং সৃষ্টির উপরে নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করেছে।

২। আমরা যখন বলি মানুষকে **ঈশ্বরের সাদৃশ্যে** সৃষ্টি করা হয়েছে. তখন আমরা বুঝি যে,—

ক) সে সব দিক দিয়ে হুবাহু ঈশ্বরের মত।

খ) এখন ঈশ্বরের সাথে তার সীমাবদ্ধ সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু শেষ কালে

সে হুবহু ঈশ্বরের মত হয়ে তাঁরই মত অসীম ক্ষমতাও কর্তৃত্বের অধিকারী হবে।

গ) তার ব্যক্তিত্ব, নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা এবং শাসন করবার ক্ষমতা ঈশ্বরের মত।

৩। মানুষ গঠিত

ক) বস্তু ও অবস্তু এই উভয় উপাদানে।

খ) একটি দেহ যা মৃত্যুর পরে ধ্বংস হয়ে যায়, এবং একটি প্রাণ দ্বারা. যা মরে যায়, কিন্তু শেষ বিচারের দিন যা পুনরুজ্জীবিত করা হবে

গ) একটি দেহ—যা মন্দ, এবং একটি অবস্তু উপাদান দ্বারা-যা ভাল।

৪। কোন কোন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে জৈব জীবনের মূল উপাদান স্বরূপ মানুষের অবস্তু উপাদানটি হচ্ছে—

ক) দেহ। গ) আত্মা।

খ) প্রাণ। ঘ) জীবন বায়ু।

৫। **প্রাণ, আত্মা, জীবনবায়ু,** এবং **বিবেক**—এই বিশেষণ গুলির সব ক'টিই বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের।

ক) বস্তু সত্তা বুঝাতে। গ) ব্যক্তিত্ব বুঝাতে।

খ) অবস্তু সত্তা বুঝাতে। ঘ) দেহ বুঝাতে।

৬। নীচের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি এক বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা হিসেবে মানুষের উপাদানগুলি সম্বন্ধে সত্য ?

ক) বুদ্ধি কোন ব্যক্তিকে বুঝাবার ও যুক্তি বিচার করবার সামর্থ্য দেয়।

খ) আবেগ কোন ব্যক্তিকে অনুভব করবার এবং সে যা জানে তার দ্বারা প্রভাবিত হবার সামর্থ্য দেয়।

গ) বিবেক ন্যায়-অন্যায়ের একটি মান দণ্ডের ভিত্তিতে কাজ অথবা মনোভাবের গতি প্রকৃতি বিচার করে।

ঘ) ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে সেই সামর্থ্য যার ফলে কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজ করতে সক্ষম হয়।

৭। কোন একটি বিষয় যখন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা হয় তখন সর্ব প্রথম—

ক) ইচ্ছা শক্তি অবিলম্বে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খ) একটি মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি এর ভাল ও মন্দ বিষয়গুলি দেখিয়ে দেয়।

গ) আবেগ কোন ব্যক্তিকে এক পথে বা অন্য পথে কাজ করতে অনুরোধ করে।

ঘ) বিবেক অপরাধ বোধ ও অনুশোচনার জন্ম দেয়।

৮। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে প্রথমে অবশ্যই—

ক) আলোচ্য বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তথ্যাবলী বুঝতে হবে।

খ) তার সমাজের আদর্শের ভিত্তিতে করণীয় স্থির করতে হবে।

গ) তার অনুভূতি এবং তার সিদ্ধান্তের পরিণতি বিবেচনা করতে হবে।

৯। বিবেক হচ্ছে সেই উপাদান যা—

ক) কোন ব্যক্তির কামনা-বাসনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ-জানায়।

খ) কোন ব্যক্তির আচার-আচরণের মানদণ্ডের ভিত্তিতে তার কাজ বিচার করে।

গ) কাজের সিদ্ধান্ত নেয়।

ঘ) কোন একটি কর্ম পন্থা মনোনীত করে।

১০। মানুষের ইচ্ছা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, কারণ—

ক) তার ভাল কাজ করবার বাসনা।

খ) মানুষকে বিবেক তার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

গ) ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা পরিত্রাণ আনে ও ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার ক্ষমতা দেয়।

ঘ) ঈশ্বরের শাস্তি বা বিচারের ভয়।

১১। মানুষের অমরত্ব সম্পর্কে নীচের কোনটি সত্য ?

ক) মানুষের দেহ এবং প্রাণ তাদের বর্তমান অবস্থাতেই অমর।

খ) মানুষের পার্থিব দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে, তা মরে যাবে, কিন্তু তার প্রাণ পরিপূর্ণ শান্তিতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

গ) মানুষের দেহের মৃত্যু হবে ; বিশ্বাসীর প্রাণ/আত্মা অবিলম্বে প্রভুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং দ্বিতীয় আগমনকালে সে এক পুনরুত্থিত গৌরবময় দেহ লাভ করবে। অবিশ্বাসী পাতাল অথবা নরকে অনন্ত যাতনা ভোগ করবে।

ঘ) পার্থিব দেহের মৃত্যু হলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

২। খ), গ), ঘ), এবং ঙ) এর বিবৃতিগুলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭। বুদ্ধিগত উপাদান, ইচ্ছা শক্তি, আবেগগত উপাদান, এবং বিবেক।

১। ক) ঈশ্বর মানুষকে তার নিজ প্রতি মূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
খ) ঈশ্বর স্ত্রী-পুরুষ করে, নিজের সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
গ) ঈশ্বর মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন।
ঘ) ঈশ্বর মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরী করেছেন।
ঙ) ঈশ্বর পৃথিবীর উপরে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
চ) সদাপ্রভুই আমাদের নির্মাণ করেছেন।
ছ) মানুষকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তৈরী করা হয়েছে।

৮। লজ্জা, অনুশোচনা এবং ভীতি।

৩। ক) সামাজিক প্রকৃতি।
খ) নৈতিক সাদৃশ্য।
গ) বিচার-বুদ্ধি সম্পন্নতা।
ঘ) আত্মা-সচেতনতা।
ঙ) ব্যক্তিত্ব।
চ) শাসন করবার ক্ষমতা।
ছ) নৈতিক সাদৃশ্য।

৯। ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।

ঘ) মিথ্যা।

ঙ) মিথ্যা। (পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করেন আর এই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই বিবেক রূপলাভ করে।

চ) সত্য।

ছ) মিথ্যা।

৪। ক) ১) ও ৪) আদি ১ঃ ২৭, ৩১; গীতসংহিতা ১৩৯ঃ ১৩-১৬

খ) ৫) ইব্রীয় ২ঃ ১৪-১৫, ১৭-১৮

গ) ৯) ১ করিন্থীয় ১২ঃ ১২-২৭

ঘ) ৩) ১ করিন্থীয় ৬ঃ ১৫, ১৯-২০

ঙ) ৮) ও ৬) রোমীয় ৮ঃ ২৩; ১ করিন্থীয় ৬ঃ ১৪

চ) ২) রোমীয় ১২ঃ ১

ছ) ৭) ফিলিপীয় ৩ঃ ২০-২১

১০। ক) ৩) তীত ২ঃ ১১-১২ গ) ১) যোহন ৭ঃ ১৭

খ) ২) ফিলিপীয় ২ঃ ১৩ ঘ) ৪) রোমীয় ৭ঃ ১৮

৫। ক) প্রাণবায়ু (একটি উপাদান)।

খ) প্রাণ (একটি উপাদান)।

গ) আত্মা (একটি উপাদান)।

ঘ) প্রাণ ও আত্মা (দুটি উপাদান)।

ঙ) প্রাণ ও আত্মা (দুটি উপাদান)।

১১। আপনার উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) কি কি বিষয় জড়িত; অথবা কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ তা উপলব্ধি করে।

খ) এক কর্ম-পন্থা বা অন্য কর্ম-পন্থা গ্রহণের অনুরোধ করে।

গ) কোন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত কর্ম-পন্থা গুলির বিচার করে।

ঘ) সিদ্ধান্ত স্থির করে।

৬। ঙ) মানুষের প্রকৃতি বর্ণনার জন্য বাইবেলে দেহ, প্রাণ, আত্মা…

১২। আপনার উত্তর এই ধরণের হওয়া উচিৎ ঃ

ক) তা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতে মিশে যায়।

খ) খ্রীষ্টিয়ান অবিলম্বে প্রভুর সঙ্গে থাকবার জন্য স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হয়। অবিশ্বাসী পাতাল বা নরকে যাতনা ভোগ করে।

গ) তাদের নশ্বর দেহ পুনরুত্থিত হবে এবং তা অবিনশ্বর মহিমা-প্রাপ্ত দেহে রূপান্তরিত হবে।

ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ও যন্ত্রণা ভোগ করবে।

ঙ) ঈশ্বর মানুষকে এক বস্তু/অবস্তু গত সত্তারূপে সৃষ্টি করেছেন যার প্রাণ/আত্মা কখন ও মরবে না। সে হয় অনন্তকাল প্রভুর সঙ্গে থাকবে, না হয় নরকে অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে।

৭ম পাঠ

পাপ এবং পরিত্রাণ : সমস্যা এবং সমাধান

"শোন্ খোকা, পাশের ভিটেয় যে লোকেরা দালান তৈরি করছে, তারা আজ সিমেন্ট বালু মেশাচ্ছে। ওদের কাছে যাসনে তোর গায়ে নতুন জামা—একদম নষ্ট হয়ে যাবে।

তক্ষুণি তার ছয় বছরের দেহটাকে টান টান করে দাঁড়িয়েছিল। তার পর উদ্ধতভাবে মার্চ করতে করতে যে খানটায় দালান তৈরি হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে হাজির। সে ওখানে পৌঁছানো মাত্র একটা প্রজাপতি উড়ে এসে সিমেন্ট মেশানোর গামলার ভেতরে পড়ল। জীবটিকে মুক্ত করে আনবার জন্য খোকা তাড়াতাড়ি গামলার দিকে ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু তা করতে গিয়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে একদম সিমেন্টের মধ্যে পড়ে গেল! চুল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সিমেন্ট তার সারা মুখ মণ্ডলে লেপে গেল, আর নতুন সার্টটা ও গেল নষ্ট হয়ে! উদ্ধত ভাবের বদলে ভীতি এসে তার মনে দানা বেঁধেছিল। সে এখন কি করে তার মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? তার এই অবাধ্যতার ফল কি হবে?

মানব জাতির অবস্থা ও ঠিক এইরূপ। ঈশ্বরের এই গৌরবময় সৃষ্টি (৬ষ্ঠ পাঠে আমরা পড়েছি) পাপের দ্বারা দুষিত ও কলুষিত হয়েছে। পাপের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে বাইবেল কি বলে এই পাঠে আমরা তা অধ্যয়ন করব। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই হতাশাপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে আমাদের অধ্যয়ন শেষ করতে হবে না। খ্রীষ্ট মানুষের পাপের জন্য যে সমাধানের ব্যবস্থা করেছেন তা-ও আমরা জানতে পারব। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অধ্যয়নের সময় আসুন আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করি।

পাঠের খসড়া ঃ

পাপের বাস্তবতা

পাপের উৎপত্তি

পাপের প্রকৃতি

পাপের পরিণতি

পাপীর পুনরুদ্ধার

পাঠের লক্ষ্যগুলি

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি ঃ

★ এমন কতকগুলি উদাহরণ দিতে পারবেন যেগুলি থেকে পাপের বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

★ শাস্ত্র থেকে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি তা উল্লেখ করতে পারেন।

★ পাপের প্রকৃতি ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।

★ যে পদক্ষেপগুলি অবলম্বন করলে পাপীর পুনরুদ্ধার সম্ভব সেগুলি উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে আদি ২ ও ৩ অধ্যায় এবং রোমীয় ৫ ও ৬ অধ্যায় পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলি পাপের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় ও পড়ুন—এখানে আপনি পাপের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন। তার পর স্বাভাবিক পথে পাঠের বিস্তারিত বিবরণের কাজ করুন।

২। পাঠের নির্দ্ধারিত পরীক্ষাটি দেওয়ার পরে ৫ম পাঠ থেকে ৭ম পাঠ পুনরীক্ষণ করুন। তার পর ২য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রায়শ্চিত্ত	অবাধ্যতা	ইচ্ছাকৃত	অপসরণ
দূষণ	পুনরুদ্ধার	শত্রুতাপূর্ণ	ঝোঁক

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পাপের বাস্তবতা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ পাপের একটি সংজ্ঞা এবং পাপের বাস্তবতার দুটি প্রমাণ উল্লেখ করতে পারা।

পাপের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে তাঁর সৃষ্ট বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবদের পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া আইন-কানুনের প্রতি অবাধ্যতা এবং সেগুলি মেনে চলতে না-পারা। ঈশ্বরের আইন-কানুন যেহেতু তাঁর নৈতিক স্বভাবেরই প্রকাশ, তাই ঈশ্বরের পবিত্র স্বভাবকে সন্তুষ্ট করতে হলে মানুষকে অবশ্যই ঐ আইন কানুন মেনে চলতে হবে। বাইবেলে পরিষ্কারভাবে পাপের বাস্তবতা প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি এর মধ্যে আমরা পাপের উৎপত্তি, স্বরূপ বা প্রকৃতি, পরিণতি এবং এর সমাধান দেখতে পাই। এই পাঠে পাপের এই সবগুলি দিক সম্বন্ধেই ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

আগের পাঠে আমরা দেখেছি যে মানুষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। তাই সে জানে যে সে পাপের অপরাধে অপরাধী, যদি সে ১) তার যা করা উচিৎ নয় তাই করে ; ২) তার যা করা উচিৎ তা না করে ; ৩) তার যা হওয়া উচিৎ নয় তাই হয় ; অথবা ৪) তার যা হওয়া উচিৎ তা তা হয়। পাপের বাস্তবতার বহু নিদর্শন আছে। এদের প্রথমটি বাইবেলে পাওয়া যায়।

বাইবেলের নিদর্শন ঃ

পাপ হচ্ছে বাইবেলের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির একটি। আদি ৩ অধ্যায়ে মানুষের প্রথম পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ অধ্যায়ে ও সেই একই কাহিনী চালু রয়েছে, পাপের সমস্যা কিভাবে আমাদের আদি পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততিদের প্রভাবিত করেছে তাই "এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে ঈশ্বর কয়িনকে বলেন ঃ "পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, কিন্তু তুমি অবশ্যই তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে" (আদি ৪ ঃ ৭)। কিন্তু কয়িন তার ঈর্ষা, ঘৃণা ও বিদ্রোহের অনুভূতির বশীভূত হয়ে নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

১। আদম ও হবার এবং কয়িনের পাপের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি ছিল তিনটি কথায় লিখুন। (আদি ৩ ঃ ১১ এবং ৪ ঃ ৭)। ....
....

বাইবেলর মধ্যে আমরা বারবার এই পাপের সমস্যাটি দেখতে পাই। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের পথ নির্দেশের জন্য লিখিত ব্যবস্থা দিয়েছিলেন (যাত্রা ২০ ঃ ১-১৭)। তিনি তাঁর প্রজাদের সমস্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে মোশিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং কিভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা ও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার পাপের জন্য ইস্রায়েল জাতির লোকদের উপযুক্ত বলি উৎসর্গ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (লেবীয় ৪-৭ অধ্যায়)। এমন কি, সমগ্র ইস্রায়েল জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি বছরের একটি দিন ঠিক করে দিয়েছিলেন (লেবীয়

১৬ অধ্যায়)। পুরাতন নিয়মে প্রথম পাঁচ খানি বইকে ব্যবস্থা পুস্তক বা আইনের বই বলা হয়, কারণ পবিত্র জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ মালা এবং পাপের ক্ষমা লাভের জন্য তাদের কি কি অবশ্য করণীয় তা সবই এর মধ্যে আছে।

যিহোশূয় থেকে ইস্টের পর্যন্ত বাইবেলের ঐতিহাসিক বইগুলিতে আজ্ঞা পালনে ঈশ্বরের প্রজাদের শোচনীয় ব্যর্থতার বিবরণ আছে। ঈশ্বর ও তাঁর আইন-কানুন বিচারে ইস্রায়েল জাতির অধঃপতন, অবাধ্যতা, একগুঁয়েমী এবং বিদ্রোহের বিবরণ আমরা এগুলির মধ্যে পাই।

২। বিচারকর্তৃগণ ২ঃ ৬-৭ এবং ২ঃ ১০-১৯ পদের মধ্যে তুলনা করুন। যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে লোকদের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছিল ?

....

৩। বিচারকর্তৃগণ ৩ঃ ৭, ৯, ১২, ১৫ ; ৪ঃ ১ ; ৬ঃ ১ পদ পড়ুন। এই পদ গুলিতে কোন্ প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

....

গীত রচয়িতা ব্যক্তিগত পাপের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, "হে ঈশ্বর আমার প্রতি কৃপা কর··· ·····আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর······ পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন" (গীত-সংহিতা ৫১ঃ ১-২, ৫)। যে পাপ ইস্রায়েলের পতন ঘটিয়েছিল ভাববাদিগণ তার বিরুদ্ধে জাতিকে হুশিয়ার করেছেন (যিহিষ্কেল ২৩ ; যিরমিয় ৫ ; দানিয়েল ৯ঃ ১-২৩)।

নূতন নিয়মে ইস্করতীয় যিহূদার বিশ্বাস ঘাতকতার বিবরণ আছে (মথি ২৬ঃ ১৪-১৬)। তাতে আমাদের ত্রাণকর্তার দুঃখ ভোগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তিনি জগতের পাপের ভার নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন (লূক ২২ঃ ৩৯-৪৪ ; যোহন ১৯ঃ ১-৩, ১৮)। তাতে অননিয় ও সাফিরার ঘৃণ্য চক্রান্ত বর্ণনা করা হয়েছে (প্রেরিত ৫ঃ ১-১১)।

পাপের বাস্তবতার সবচেয়ে জীবন্ত নিদর্শনগুলির একটি পাওয়া যায় রোমীয় ১ ঃ ১৮-৩২ পদে। এখানে এইভাবে পাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ

> আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন। তাহারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, দল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ ; কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর ঘৃণিত (বা ঈশ্বর ঘৃণাকারী), দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, বিষয়ের উৎপাদক, পিতা-মাতার অনাজ্ঞাবহ, নির্বোধ, নিয়ম ভঙ্গকারী স্নেহ-রহিত, নির্দয়। তাহারা ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা এই-রূপ আচরণ করে, তাহারা মৃত্যুর যোগ্য তথাপি তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে (২৮-৩২ পদ)।

৪। ১ যোহন ৫ ঃ ১৭ পদ এবং আমাদের আলোচনার ভিত্তিতে পাপের সংজ্ঞা দিন।

....

শাসনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দৃষ্ট নিদর্শন ঃ

বাইবেলে যে আমরা পাপের বাস্তবতার বহু উদাহরণই পাই তা নয়, সমাজে শাসনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে তা আমাদের কাছে পাপের আরও নিদর্শন তুলে ধরে। বিচারকর্তৃগণ ২১ ঃ ২৫ পদে আমরা পড়ি ঃ "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না ; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত।" ঐ সময় পর্যন্ত ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত করবার জন্য বিচারকর্তৃগণকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ১ শমূয়েল ৮ অধ্যায়

আমরা দেখি যে ইস্রায়েলীয়েরা তাদের পরিচালনার জন্য শমূয়েলকে একজন রাজা নিযুক্ত করতে বলে। তারা তাদের চার পাশের অন্যান্য জাতিদের মত একইরূপ শাসন ব্যবস্থা চেয়েছিল (৫ পদ)। লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অনিচ্ছুক ছিল বলে শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

লোকেরা অনেক সময় 'ইউটোপিয়া' নামে এমন এক কাল্পনিক স্থান বা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে যেখানে পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার এবং সামাজিক সমতা বিদ্যমান। এই কাল্পনিক রাষ্ট্রে কেউ অন্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করে না, প্রত্যেকে সন্তুষ্ট চিত্তে অপরের মঙ্গল চেষ্টা করে, এবং জীবনের ভাল ভাল বিষয়গুলি পূর্ণরূপে ভোগ করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে ইউ-টোপিয়া রূপ রাষ্ট্র সম্ভব নয়। মানুষ তার স্বভাব অনুসারেই স্বার্থপর ও বিদ্রোহী। পাপ হচ্ছে এই জীবনের এমন একটি বাস্তব বিষয় আমরা প্রতি দিন যার সম্মুখীন হই। কেউই এর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংবাদ-পত্র, রেডিও-টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণ মাধ্যমে পাপের শোচনীয় পরিণতি আমরা জানতে পারি, যা স্পষ্টভাবেই আমাদের সমাজে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় তার প্রতি ইংগিত করে।

পাপ অতি বাস্তব। তা কুসংস্কার কিম্বা অশিক্ষার ফল নয়। নারী-পুরুষের স্বভাব থেকেই এর উৎপত্তি, যেহেতু তারা ঈশ্বরের আইন-বিরুদ্ধ পথে নিজেদের কু-বাসনা অনুসারে জীবন যাপন করে।

৫। আপনার নোট খাতায় পাপের বাস্তবতার দুটি প্রমাণ এবং প্রতিটির জন্য একটি উদাহরণ উল্লেখ করুন।

পাপের উৎপত্তি ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ যে উক্তিগুলি পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে নির্ভুল বর্ণনা দেয় সেগুলি মনোনীত করতে পারা।

পাপ অনন্ত কাল যাবৎ ভালোর পাশাপাশি অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে কিনা এ ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে বহু শতাব্দি ধরে মত-বিরোধ বিদ্যমান। কেউ কেউ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভাল-মন্দের মধ্যে সংগ্রাম সর্বদা ছিল, আর তা অনন্ত কাল ধরে বজায় থাকবে। এমন সময় কি কখনও ছিল যখন শুধু মাত্র ভাল ছাড়া মন্দের কোন অস্তিত্বই ছিল না? যদি তাই হয়, তাহলে পাপ প্রবেশ করল কখন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার জন্য আমরা এখন এই মহাবিশ্বে ও মানব জাতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি ঃ

দূতগণের পাপ ও পতন এবং মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা আমরা ৫ম পাঠে আলোচনা করেছি। মানব জাতির মধ্যে পাপের বিস্তারের সাথে এদের সম্পর্ক কি তা দেখার জন্য আমরা এই তথ্যগুলি সংক্ষেপে পুনরীক্ষণ করব। প্রথম ৫ পাঠের "দূতগণের নৈতিক চরিত্র" শীর্ষক অংশটি আবার পড়ুন। ঐ অংশটির সার-সংক্ষেপ এখানে দেওয়া হোল ঃ

১। দূতগণকে পবিত্র, নিখুঁত এবং ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তার এক সংঘবদ্ধ দল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সৃষ্টি কর্তাকে সন্তুষ্ট করাই ছিল তাদের ইচ্ছার স্বাভাবিক ঝোঁক।

২। দূতগণের বাছ-বিচারের ক্ষমতা ছিল, অবাধ্যতার পরিণতি কি হবে তারা তা জানত।

৩। তাদের মধ্যে একজন, শয়তান এক উচ্চ পদে আসীন ছিল (যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১২ ; ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৪ ; ইফিষীয় ২ ঃ ২)।

৪। স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে, শয়তানই ছিল শুরু থেকে তাদের বিদ্রোহের নেতা (যোহন ৮ ঃ ৪৪ ; ১ যোহন ৩ ঃ ৮)।

৫। শয়তানের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত পৃথিবীর রাজাদের উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, উচ্চাকাংখা এবং অতিরিক্ত

আত্ম-অহংকার থেকে তার পাপের শুরু হয়েছিল। (১ তীমথিয় ৩ ঃ ৬ পদের সাথে যিহিষ্কেল ২৮ ঃ ১১-১৯ এবং যিশাইয় ১৪ ঃ ১৩-১৪ পদের তুলনা করুন)।

পূর্ববর্তী শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শয়তান ঈশ্বরের অধীনে তার নিজ পদ সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল। সে ঈশ্বরের সেবা করবার চেয়ে বরং নিজের উচ্চাভিলাষ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিল। সে তার নিজের সৌন্দর্যের দ্বারা এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে ভেবেছিল সে বুঝি তার সৃষ্টিকর্তাকেও ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। সে ছিল স্বার্থপর, অসন্তুষ্ট এবং লোভী। সৃষ্টিকর্তা তাকে যা দিয়েছিলেন সে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে ঈশ্বর নিজের জন্য যা রেখেছিলেন তা-ও করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। শয়তানের মধ্যে আমরা পাপের যে লক্ষণগুলি দেখতে পাই সেগুলিই ছিল অবশিষ্ট মন্দ দূতগণের পাপের মূল কারণ।

এ সমস্তই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শয়তান তার দলবল নিয়ে যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তখন থেকেই পাপ এই মহাবিশ্বে জীবনের এক নিত্য-সঙ্গী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের পাপ ছিল আমাদের প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার শাসনের বিরোধিতার প্রতীক। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ব্যর্থ করাই এখন শয়তানের উদ্দেশ্য। সে এমন এক জগতের নেতা যা ঈশ্বর ও তাঁর শাসনের ঘোর বিরোধী।

৬। মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) তাঁর প্রতি তাঁর সৃষ্ট জীবদের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরই জগতে পাপ প্রবেশ করিয়েছিলেন।

খ) ভালোর সাথে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অনন্ত কাল ধরেই পাপ এই জগতে আছে।

গ) দায়িত্বশীল সৃষ্ট জীবেরা যখন তাদের সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে নিজেদের খুশীমত চলবার পথ বেছে নিয়েছিল তখনই পাপের শুরু হয়েছিল।

ঘ) শয়তান যখন তার নিজের উচ্চাভিলাষ ও আত্ম-অহংকার দ্বারা চালিত হয়ে এক উচ্চতর পদ লাভ করতে চেয়েছেন তখনই এই মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি হয়েছে।

ঙ। পছন্দ-অপছন্দ করবার ক্ষমতা যেমন দূতগণের জন্য তেমনি মানুষের জন্যও প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তাঁর আরাধনা করবার জন্য ঈশ্বর কারও উপরে জোর খাটান না।

মানব জাতির মধ্যে ঃ

আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর মানুষকে পাপ-স্বভাব থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে এক আদর্শ পরিবেশে স্থাপন করেছিলেন এবং তার প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঈশ্বর আদমকে এক শক্তিশালী মন এবং তার সময় ও শক্তি ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাকে এক সাহায্যকারী ও সঙ্গীনী হবাকে দিয়েছিলেন। এর পর সৃষ্টিকর্তা কতিপয় সরল নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন এবং এর অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে আদম-হবাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এই প্রথম নর-নারীর সঙ্গে ঈশ্বর এক গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।

ঈশ্বরের হুশিয়ারী আদম-হবার জন্য একটি সরল পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। সব রকম সুযোগ-সুবিধা ও পর্যাপ্তি মধ্যে একটি জিনিষই তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল ঃ একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খাওয়া। তাঁর ইচ্ছার প্রতি তাদের বাধ্যতা বা অবাধ্যতা যাচাইয়ের জন্যই এই পরীক্ষাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আদম-হবাকে নিজেদের বাছ-বিচারের ক্ষমতা ছাড়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপনের জন্য যান্ত্রিক রোবটের মত করে সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের ইচ্ছার ঝোঁক ছিল ঈশ্বরের অভিমুখে। কিন্তু এই ঝোঁক বা প্রবণতা গ্রহণ বা প্রত্যাখান করবার ক্ষমতা তাদের ছিল বলে তারা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি অনুশীলন করে ভেবে চিন্তে কোন একটিকে বেছে নিতে পারত। এই সামর্থ্য ছিল পরীক্ষার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

শয়তান যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল তখন তাকে পাপের লোভ দেখানোর কেউ ছিল না। কিন্তু প্রথম নর-নারীর বেলায় এই প্রলোভনকারী ছিল। আদম-হবাকে এদোন উদ্যানে রাখবার পরেই শয়তান হবার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে ঈশ্বর তাকে ও আদমকে ভাল ও উপকারী একটা জিনিষ দিচ্ছেন না। একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হোল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে হবা কোনই প্রতিবাদ করে নি। "তোমরা অবশ্যই মরবে না" (আদি ৩ ঃ ৪)—এই কথা বলবার দ্বারা শয়তান প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে একজন মিথ্যাবাদি আখ্যায়িত করেছিল। হবা যেমন কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি, তেমনি ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের পাশে শয়তানের মিথ্যা দাবিগুলি পরিমাপেরও চেষ্টা করেনি। বরং প্রলোভনকারী শয়তানের পরামর্শ অনুসরণ করে তার কি কি লাভ হবে সেই কথাই শুধু হবা চিন্তা করেছিল। তা তার ইন্দ্রিয়গুলির প্রতি, তার ক্ষুধার প্রতি এবং তার নব জাগ্রত উচ্চাকাংখার প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

এইরূপে হবা তার ইচ্ছা-শক্তির একটি কাজের দ্বারা এবং শয়তানের প্রতারণাক্রমে, ঈশ্বরের বাঞ্ছিত বিষয় নয়, কিন্তু তার নিজেরই বাঞ্ছিত বিষয় করতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছিল। আদি ৩ ঃ ১-৫ পদ থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, সে ১) এমন কিছু পেতে চেয়েছিল যা ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছিলেন ; ২) এমন কিছু জানতে চেয়েছিল যা ঈশ্বর প্রকাশ করেন নি ; এবং ৩) এমন কিছু হতে চেয়েছিল যা ঈশ্বরের আকাঙ্খিত ছিল না।

এইরূপে হবা ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল, আর তা ছিল পাপ। সে কি করতে যাচ্ছে তা সে চিন্তা করে দেখেছিল। ফলের দিকে চেয়ে তার মনে এই যুক্তি উদয় হয়েছিল যে, ফলগুলি যেহেতু ভাল খাদ্য তাই তা খাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় থাকতে পারে না। তার মনে আরও যুক্তির উদয় হয়েছিল যে, ফলগুলি দেখতে সুন্দর আর তা খেলে যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তা খাওয়া

অন্যায় হতে পারে না। এইরূপে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি ভুলে গিয়েছিল ঃ **ঈশ্বর ঐ ফল খেতে নিষেধ করেছেন!** সে যা দেখতে চেয়েছিল কেবল মাত্র তাই দেখেই সে আর আদম সজ্ঞানে ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হয়ে ঐ ফল খেয়েছিল। তাদের এই কাজের দ্বারা কি ঈশ্বরের গৌরব হবে ?—পরিণতি উপলব্ধি করবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটি নিয়ে তারা চিন্তা করেনি। তারা কি করতে যাচ্ছে এ বিষয়টি তারা আরও সতর্ক ভাবে বিবেচনা করে দেখেননি কেন ?

অতএব আমাদের আদি পিতা-মাতাগণ স্বেচ্ছায়ই ঈশ্বরের হুশিয়ারী অবহেলা করেছিলেন। তারা শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হলেও ঈশ্বরের নির্দেশের অবাধ্য হওয়ার জন্য কেউ তাদের উপর জোর খাটায় নি। এই অবাধ্যতা মানব জাতির মধ্যে পাপ উৎপন্ন করেছিল (রোমীয় ৫ ঃ ১২ পদ দেখুন), আর যে মনোভাব পাপ কাজে চালিত করেছিল তা আজও মানব স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান। আমি এটা অনুভব করেছি, আর আপনিও করেছেন। এইরূপে জগতে পাপ প্রবেশ করে মানব জাতির উপরে তার কু-প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সুন্দর সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিল। আজও আদমের প্রতিটি বংশধরের উপরে পাপের ফল বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তি আদমের কাছ থেকে এক পাপ স্বভাব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে যার সংশোধন করা না হলে আত্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

৭। আদি ৩ ঃ ২২-২৩ এবং রোমীয় ৫ ঃ ১২ পদ পড়ুন। তারপর এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক) তার নিজের জীবনে আদমের পাপের ফল কি হয়েছিল ?

....

খ) আদমের সকল বংশধরদের জন্য এর ফল কি হয়েছিল ?

....

৮। ঈশ্বরের দ্বারা আদম-হবাকে এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় সংগত কেন, তা আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন।

পাপের প্রকৃতি ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পাপের বিভিন্ন দিকগুলি সনাক্ত করতে পারা।

পাপ যদি কোন প্রাকৃতিক বস্তু হোত তাহলে ভালই হোত কারণ তাহলে আমরা তা আলাদা করতে পারতাম। আমরা তা ধ্বংস করবার জন্য বিজ্ঞানীদের কোন রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধ অথবা সিরাম খুঁজে বের করতে বলতাম। তখন বিশেষজ্ঞ দল গিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি লোকালয়ের সবাইকে ইনজেকশন দিতেন, যার ফলে পাপের ক্ষমতা ও পরিণতি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত। শীঘ্রই সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হোত, লোকেরা তখন ঈশ্বরের গৌরবার্থে জীবন যাপন করতে পারত। কিন্তু আমরা জানি যে পাপ কোন জীবানু বা ভাইরাস নয়। পাপের সত্যিকার প্রকৃতি কি?

এই পাঠের প্রথমাংশে আমরা পাপের একটা ছোট সংজ্ঞা দিয়েছি ঃ তা হোল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অবাধ্যতা ও তা পালন করতে না-পারা। তা হোল লোকদের যাবতীয় অন্যায় কাজ। আমাদের যা করা উচিত নয় তা করা, এবং যা করা উচিত তা না করা এ অন্তর্ভুক্ত।

হিব্রু ভাষার মূল পুরাতন নিয়মে এবং গ্রীক ভাষার মূল নূতন নিয়মে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ কাজ বর্ণনার জন্য অত্যন্ত অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাইবেলের যে পণ্ডিতগণ শব্দ গঠন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা এদের অন্তর্নিহিত ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দ গঠন সম্পর্কে তাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা পাপ কথাটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারি। পাপের জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি বিশেষণ ভিন্ন পথে ঈশ্বরের অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোন কাজ বা মনোভাব বর্ণনা করে। এখন আমরা এদের কয়েকটি বিশেষণের

প্রতি নজর দেব (বাইবেলের নতুন ও আধুনিক অনুবাদ সমূহে ব্যবহৃত বিশেষণগুলি হুবহু আমাদের প্রদত্ত মূল হিব্রু অথবা গ্রীক শব্দগুলি থেকে প্রাপ্ত বিশেষণগুলির মত না হতেও পারে।)

১। **আজ্ঞা লংঘন** (রোমীয় ৫ ঃ ১৪-১৭)। "অনধিকার প্রবেশ নিষেধ"—এই নোটিশ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই—এটি আসলে নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবারই ভিন্ন প্রকাশ। কারও সম্পত্তিতে বা অধিকারে যাতে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা না হয় সেই জন্য এই ধরণের নোটিশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লোকে যখন অন্যেরা তাদের সম্পত্তির বা জায়গা-জমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করুক তা চায় না, তখন তারা এইরূপ নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এটা নিবারণের জন্য তারা তাদের সম্পত্তি দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখে, কিম্বা এর সীমারেখা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে রাখে। অনেক সময় তারা সীমা-লংঘন বা অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রাপ্য শাস্তির কথাও উল্লেখ করে রাখে। তদ্রূপ ঈশ্বরও মানুষের জন্য কতিপয় নৈতিক সীমা রেখা স্থির করেছেন, যেগুলিকে আমরা **আইন** বলে থাকি। কেউ যখন এই আইন বা ঈশ্বরের আজ্ঞা লংঘন করে তখন সে পাপ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আইনকে অবহেলা করে। আইন লংঘন বা অমান্য করা পাপ (১ যোহন ৩ ঃ ৪)।

২। **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** (যাত্রা ২০ ঃ ২০)। কোন ব্যক্তি যখন পাপ করে তখন সে তার জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়। এই অর্থে পাপ হচ্ছে **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** বা **লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়া**। ঈশ্বর তার জন্য যা পরিকল্পনা করেছিলেন সে তা অর্জন করতে পারেনি। **লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া** কথাটি ধনুর্বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। তীর দিয়ে কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করতে না পারলে এই কথাটি ব্যবহৃত হোত।

৩। **স্বার্থপরতা** (গীতসংহিতা ১১৯ ঃ ৩৬ ; ফিলিপীয় ২ ঃ ৩)। মানুষের প্রথম অবাধ্যতার মূলে ছিল তার স্বার্থপরতা, কারণ

যা ঈশ্বর তাকে দিতে চাননি বলে মনে করেছিল তা-ই মানুষ পেতে চেয়েছিল। তা তার **অসাড় দম্ভ** বা **অহংকারের** প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

৪। **বিদ্রোহ** (যাত্রা ২৩ঃ২১; ১ শমূয়েল ২৪ঃ১১)। বিদ্রোহী হওয়া মানে কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া বা তার বিরুদ্ধে যাওয়া। তা হচ্ছে ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা থেকে **অপসরণ** (বিপথে চলে যাওয়া)। যিশাইয় ভাববাদি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি" (যিশাইয় ৫৩ঃ৬)। আজ লোকেরা ঠিক এই কাজই করছে। প্রত্যেকেই "যার যার নিজের কাজ করতে চায়"— অর্থাৎ তার নিজের খুশীমত চলতে চায়। সমগ্র জনগোষ্ঠী ও জাতি-গণের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। ঈশ্বর তাদের জন্য যে পথ ঠিক করে দিয়েছেন লোকেরা সে পথে চলতে চায় না।

৫। **দূষণ** (যাকোব ১ঃ২৭)। কেউ যখন ইচ্ছা পূর্বক পাপ করে তখন সে তার অন্যায় কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকে, কারণ তার বিবেক তাকে দোষী করে। পাপের ফলে যে অপরাধ বোধ জাগ্রত হয় তা তাকে তার দূষণ (অশুচিতা) সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সে নিজেকে নোংরা অনুভব করে। এই জন্যই শাস্ত্রে পাপ-দুষ্ট অবস্থা থেকে **শুচি** করবার কথা বলা হয়েছে (গীতসংহিতা ৫১ঃ২, ৭; ১ যোহন ১ঃ৭)।

সংক্ষেপে, পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্ট জীবদের দ্বারা তাঁর আইন-কানুন পালনে ব্যর্থতা। ঈশ্বরের গৌরব করা যার লক্ষ্য নয় এমন যে কোন কিছুই পাপ (রোমীয় ৩ঃ২৩)। মানুষের মধ্যে যা কিছু ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্র প্রকাশ করে না বা যা কিছু ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের পক্ষে অসঙ্গত তা পাপ।

৯। পাপের কোন একটি দিকের প্রতীক বিশেষণ গুলির সাথে তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞাটি মেলান।

...ক)	ঈশ্বরের পথে না চলে নিজের পথে চলতে চাওয়া।	১। সীমা লংঘন
...খ)	এর ফলে শুচি করবার প্রয়োজন হয়।	২। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া
...গ)	জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে না পারা।	৩। স্বার্থপরতা
...ঘ)	ঈশ্বর-কর্তৃক নিষিদ্ধ সীমা রেখা অতিক্রম করে যাওয়া।	৪। বিদ্রোহ
...ঙ)	ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যাওয়া—ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা থেকে অপসরণ।	৫। দূষণ

পাপের পরিণতি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ <u>যে উক্তিগুলি পাপের পরিণতি সম্পর্কে সত্য সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।</u>

আদি পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে প্রথম পাপের শোচনীয় পরিণতিগুলি পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যেমন নিশ্চয়রূপে বলেছিলেন, "সদসদ্-জ্ঞান-দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না," তেমনি তিনি তাদের সতর্ক করেও দিয়েছিলেন, "কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে" (আদি ২ ঃ ১৭)। ঈশ্বরের হুশিয়ারী অবহেলা করে যা নিষিদ্ধ তা গ্রহণ করবার ফলে সেই প্রতিজ্ঞাত পরিণতিই মানুষের আদি পাপের প্রধান পরিণতিগুলি কি হয়েছিল আমরা তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়েছিল ঃ

তারা ইচ্ছাপূর্বক ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এই জ্ঞান ও সচেতনতা অবিলম্বে আদম-হবাকে এক অপরাধের অনুভূতি দিয়েছিল। তাদের নির্দোষিতা অন্তর্হিত হয়েছিল, তাদের বিবেক তাদের ঐ কাজের জন্য দোষারোপ করেছিল। তারা পরস্পরের সামনে এবং ঈশ্বরের

সামনে নিজেদের উলংগতা অনুভব করেছিল, আর তাই তারা লজ্জায় ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করছিল। ঈশ্বর যখন তাদের কৃত কর্মের ব্যাপারে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন তারা একে অন্যকে দোষারোপ করবার চেষ্টা করেছিল। আদম দোষ দিয়েছিল হবাকে এবং হবা দোষ দিয়েছিল সাপকে (আদি ৩ঃ ১২-১৩)। আর এই শোচনীয় পাপের ফলে ঈশ্বরের সাথে তাদের সুন্দর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল। তাদের আত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল (আদি ২ঃ ১৭), এবং তাদেরকে পবিত্র স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; এর পরে তাদের জীবন ছিল একেবারে ভিন্ন, দুঃখ-কষ্টে পূর্ণ।

পাপ স্বভাবের জন্ম হয়েছিল ঃ

আদম-হবার পাপ শুধুমাত্র তাদের নিজেদের হৃদয়কেই কলুষিত করেনি অধিকন্তু তাদের সমস্ত বংশধরদের হৃদয়কেও দূষিত করেছে। বাইবেল বলে যে তাদের একটি পাপই ছিল দূষণকারী এমন একটি মূল উপাদান যা তাদের প্রতিটি বংশধরের মধ্যে, প্রতিটি মানব-সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে (রোমীয় ৫ঃ ১২)। আর এইভাবে সমগ্র জগৎ পাপের অধীনে এসেছে (গালাতীয় ৩ঃ ২২), এবং এই পাপের দাসত্ব বন্ধনের জন্যই আমরা ঈশ্বরের 'ক্রোধের সন্তান' (ইফিষীয় ২ঃ ৩) হয়েছি। এই পাপ স্বভাবের দরুন লোকদের পক্ষে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পাপ-দুষ্ট স্বভাব অনুসারে সে কি, বা তার স্বরূপ কি, তদনুসারে কাজ করে।

বাইবেল বলে যে আমরা এই পাপ স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি (গীতসংহিতা ৫১ঃ ৫)। আমরা শিশুদের নিখুঁত ও পাপ স্বভাব মুক্ত বলে মনে করতেই পছন্দ করি। কিন্তু আমরা যখন ভাই বোনকে পরস্পরের সাথে মারামারি করতে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে, স্বার্থপরতা মানব স্বভাবের একটি অংশ। শিশুর অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা ও তার পাপ স্বভাব থেকে জাত।

১০। কোন্ শাস্ত্রাংশে (বামে) পাপের দ্বারা মানব সত্তার কোন্ অংশ কলুষিত হওয়ার (ডানে) কথা বলা হয়েছে দেখান।

··ক) ১ তীমথিয় ৪ ঃ ২ ; তীত ১ ঃ ৫	১) বুদ্ধি
···খ) রোমীয় ১ ঃ ২৮ ; ১ করিন্থীয় ২ ঃ ১৪ ২ করিন্থীয় ৪ ঃ ৪ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ১৮	২) আবেগ বা অনুভূতি
··গ) ইফিষীয় ২ ঃ ১, ৫ ; কলসীয় ২ ঃ ১৩, ১৮	৩) ইচ্ছা
	৪) বিবেক
···ঘ) যিরমিয় ১৭ ঃ ৯-১০ ; ইফিষীয় ৪ ঃ ১৯	৫) আত্মা (মৃত)
···ঙ) রোমীয় ১ ঃ ২৮ ; ৭ ঃ ১৮-২০	

এই শাস্ত্রাংশগুলি আমাদের দেখায় যে মানব সত্তার প্রতিটি অংশ পাপের দ্বারা কলুষিত আর এই অবস্থায় ঈশ্বরের সন্তোষ জনক কোন কাজই সে করতে পারে না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, ঈশ্বর বিহীন কোন এক ব্যক্তি ভাল স্বভাবের এবং দয়ার স্বভাবের কাজ সম্পাদন কিম্বা উপলব্ধি করতে পারে না। এর মানে হল, আত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত না হলে সে এমন কিছুই করতে পারে না যা ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য। তার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাদৃশ্য ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমরা শুধু মাত্র আদমের পাপের পরিণতিগুলি এবং তার কাছ থেকে প্রাপ্ত পাপ স্বভাবের ফলগুলিই ভোগ করি তা নয়, আমরা আমাদের নিজেদের পাপের পরিণতিও ভোগ করি। আমি যদি অলস হই, কোন কাজ না করি, তাহলে আমাকে (এবং তেমনি আমার পরিবারকে) এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আমাদের যে শুধুমাত্র নিজেদের পাপের ফলই ভোগ করতে হয় তা নয়, অনেক সময় অপরের পাপের পরিণতি ও আমাদের ভোগ করতে হয়। যে দেশের সরকারী কর্মচারীগণ দুর্নীতি পরায়ণ, সে দেশের নাগরিকেরা ভাল সরকারের বিভিন্ন আশীর্বাদ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না। অতিরিক্ত মদ্যপায়ী পিতার সন্তানেরা একজন মাতা-

লের কাছ থেকে যেরূপ অন্যায় ব্যবহার পাওয়া সম্ভব তাই ভোগ করে। মাতাল ড্রাইভারের জন্যই বহু মোটর দুর্ঘটনা ঘটে ও লোকে প্রাণ হারায়। সাধারণ ভাবে সমাজ দুষ্কৃতি কারীদের কাছ থেকে অন্যায়-অত্যাচার ভোগ করে আবার তাদের জেল খানার খরচ ও বহন করে।

৬ষ্ঠ পাঠে আমরা দেখেছি যে মানুষের ভাল দিকটি প্রশংসনীয়, এখন আমরা তার দুঃখদায়ক দিকটির প্রতি দৃষ্টি দেব। ঈশ্বর-বিহীন মানুষ নৈতিকভাবে ভ্রষ্ট বা কলুষিত। শেষ-কালের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে আমরা সর্বত্র ভয়ানক অবস্থা দেখব। ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট হয়ে প্রেরিত পৌল এই কথাগুলি লিখেছেন ঃ

> কিন্তু ইহা জানিও, শেষ-কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্ম-প্রিয়, অর্থ প্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম নিন্দক, পিতা-মাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্‌বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয় নয়, বরং বিলাস প্রিয় হইবে ; লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১-৫)।

১১। নীচের কোন্ উক্তিটি পাপের পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা দান করে ?

ক) আজ আমরা শুধুমাত্র আদমের পাপ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের পাপ স্বভাবের জন্যই যে কষ্ট ভোগ করি তা নয়, অধিকন্তু অন্যদের পাপ কাজের পরিণতির জন্য ও আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়।

খ) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পাপের পরিণতি ভোগ করে, কিন্তু অন্যদের জীবনে তার পাপের কোন ফল বর্তায় না।

গ) লোকেরা অধিকতর আলোক প্রাপ্ত হওয়ার ফলে শেষ-কালের দিন গুলিতে পাপের পরিণতিগুলি অনেক হ্রাস পাবে।

দেহ রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হয়েছে ঃ

এদন উদ্যানে থাকা কালে অসুস্থতা এবং রোগ-ব্যাধি আদম-হবার অজ্ঞাত ছিল। পাপের ফল হিসেবেই বীজানু, ভাইরাস এবং সব ধরণের রোগ-ব্যাধির উদয় হয়েছে, এবং এর পর থেকে পাপ ও বিচার প্রসঙ্গে এগুলি দেখা গেছে (যাত্রা ১৫ ঃ ২৬, দ্বিঃ বিঃ ২৮ ঃ ৫৮-৬২)। পাপের ফলে যে প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছে যন্ত্রণা, ক্লান্তি এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদি হচ্ছে তারই অংশ, আর এর পরিণতি হচ্ছে দৈহিক মৃত্যু (আদি ৩ ঃ ১৬-১৯)। প্রকৃত পক্ষে মানুষের পতনের ফলেই মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি জীবন যাপন প্রক্রিয়ায়ও ঈশ্বরের কাছে আসবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন-যাপন এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার প্রচেষ্টায় মানুষ শয়তানের বিরোধিতার সম্মুখীন (আদি ৩ ঃ ১৫)।

এক প্রতিকূল পরিবেশ ঃ

পাপের দরুন যে অভিশাপ নেমে এসেছিল সমগ্র মহাবিশ্বকেই তা ভোগ করতে হচ্ছে (আদি ৩ ঃ ১৭-১৮)। জীব-জন্তুর মধ্যে হিংস্রতা দেখা যায়। যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৯ পদে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে ঈশ্বরের আগামী রাজ্যে বন্য প্রাণীদের মধ্যে হিংস্রতা থাকবে না, তারা পরস্পর শান্তিতে বাস করবে। এ থেকে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জাগে যে বন্য জীবনের বর্তমান শ্রেণী বিন্যাস পাপের অভিশাপেরই ফল ঃ সেখানে দুর্বল সবলের খাদ্য, এবং প্রকৃতির ঐক্য বা সঙ্গতি চূর্ণ-বিচূর্ণ।

উদ্ভিদ জীবনে ও পাপের ফল সপ্রকাশ। আগাছা ও কাঁটা গাছ ভাল গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। মানুষের কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত খাদ্য জন্মায় না। পরিবেশ থেকে আহরণের জন্য মানুষকে তার দেহের উপর দিয়ে অনেক ধকল সহ্য করতে হয়। প্রেরিত পৌল এর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

> কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ-প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে ·····এই প্রত্যাশায়···যে সৃষ্টি নিজে ও

ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত এক সঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে ও এক সঙ্গে ব্যথা খাইতেছে (রোমীয় ৮ : ১৯-২২)।

এক অনন্ত বিচ্ছেদ এবং শাস্তি ঃ

পাপের যে চরম ফলটি এখন আমরা উল্লেখ করতে যাচ্ছি সেটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখ জনক ফল। বাইবেল দেখায় যে অননুতপ্ত পাপীকে অনন্ত দণ্ড ভোগ করতে হবে। এই অবস্থা আমার কাম্য না হলেও স্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি চোখ বুজে থাকতে আমি সাহস পাই না।

১২। নীচের প্রতিটি দ্রষ্টব্য খুঁজে বের করুন এবং অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে সেগুলি কি বলে তা লিখুন।

ক) মথি ২৫ ঃ ৪১ ....

খ) মার্ক ৯ ঃ ৪৮ ....

গ) রোমীয় ২ ঃ ৮-৯ ....

ঘ) যিহূদা ১৩ ....

ঙ) প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১০-১১ ....

বাইবেলের লেখকেরা এই শাস্তিকে কখন ও কখন ও **ধ্বংস** বলে উল্লেখ করলেও, তা আসলে চিরকাল ধরে চলবে বা থাকবে (গীতসংহিতা ৫২ ঃ ৫ ; থিষলনীকীয় ১ ঃ ৬-৯ পদ দেখুন)। লক্ষ্য করবেন মথি ২৫ ঃ ৪৬ পদে স্বর্গ এবং নরক এই উভয়ের জন্য **অনন্ত** কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ অনন্ত দণ্ড (নরক) ; অনন্ত জীবন (স্বর্গ)। লোকেরা যদি তাদের পাপ থেকে মন না ফিরায় এবং তাদের পাপের সমস্যার সমাধান না করে, তাহলে তারা প্রভুর কাছ থেকে দূরে অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে।

পাপীর পুনরুদ্ধার ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ <u>কিভাবে একজন পাপীর পুনরুদ্ধার হয় এবং পুনরুদ্ধারের ফলগুলি কি, যে উক্তিগুলি তা ব্যাখ্যা করে সেগুলি নির্বাচন করতে পারা।</u>

হতাশার মধ্যে আশার আলো আছে ঈশ্বর তাঁর দয়ার দ্বার চালিত হয়ে আত্মিক মৃত্যুর ফলগুলি থেকে রেহাই পাবার একটি উপায় করেছেন। যারাই তাঁর এই অনুগ্রহের দান গ্রহণ করবে তাদের জন্য তিনি তাঁর সান্নিধ্যে এক অনন্ত গৌরবের পথ করেছেন। আপনি, আমি সকলেই, আত্মিক এবং দৈহিক এই উভয় জীবনে উদ্ধার পেতে পারি এবং পাপের প্রভাব দূরীভূত হতে পারে।

আত্মিক পুনরুদ্ধার ঃ

ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের আত্মিক পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন। যীশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমাদের বদলে মরেছেন। যোহন ৩ ঃ ১৬-১৭ পদে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

> কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়।

আমরা যদি আমাদের পাপ থেকে মন ফিরাই, আমরা যদি পাপ পরিত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত লই, তাহলে আমাদের পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এজন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর পরিত্রাণের দান গ্রহণ করতে হবে এবং তিনি আমাদের সাহায্য করবার যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা দাবি করতে হবে। এজন্য একটি বিশ্বাসের কাজ আবশ্যক, আর বাইবেল বলে যে "অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি" (ইফিষীয় ২ ঃ ৮)। একটি সর্বশেষ প্রয়োজন হচ্ছে স্বীকার করা যে "যীশুই প্রভু" (রোমীয় ১০ ঃ ৯)। আমরা যখন তাঁর উপরে বিশ্বাস করি, আমাদের পাপ স্বীকার করে সেগুলি পরিত্যাগ করি, এবং যীশুকে আমাদের জীবনের প্রভু হতে দেই তখন আমরা পরিবর্তিত। আমরা আত্মিক জীবন লাভ করি (ইফিষীয় ২ ঃ ১-৯, কলসীয় ২ ঃ ১৩).

আমরা খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি স্বরূপ হই ঃ "ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল ; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে" (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭)। প্রেরিত বিশ্বাসীদের এই উপদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পুরান স্বভাবকে খুলে ফেলে দেই এবং ঈশ্বরকে আমাদের এমন এক নতুন ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তোলাবার সুযোগ দেই যা ঈশ্বরের গৌরবজনক (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৭-২৮ ; কলসীয় ৩ ঃ ১-১৭)।

আমাদের প্রভু তাঁর মৃত্যুর দ্বারা পাপের পাওনা পরিশোধ করে এর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমরা নির্দোষ হই। তিনি আমাদের জন্য ক্ষমা অর্জন করে বিনামূল্যে আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি দান করেন। তিনি আমাদের এক নতুন স্বভাবও দান করেন। আমরা যদি ও এইরূপ দূষিত স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছি, তথাপি ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন। তদুপরি তিনি আমাদের ঈশ্বরের পুত্রের মর্যাদা দেন এবং ঈশ্বরের ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী করেন (রোমীয় ৮ ঃ ১৭)। আমাদের প্রভু আমাদের আত্মিক পুনরুদ্ধারের জন্য যে শুধুমাত্র এই সমস্ত বন্দোবস্তই করেন তা নয়, অধিকন্তু তিনি আমাদের উকিল অর্থাৎ আমাদের মধ্যস্থ রূপে কাজ করেন এবং সর্বশক্তিমান বিচারকর্তাকে আমাদের প্রতি দয়া করবার জন্য অনুরোধ করেন (ইব্রীয় ৭ ঃ ২৫ ; ১ যোহন ২ ঃ ১)।

পরিত্রাণরূপ দানটির সাথে রয়েছে নতুন বিশ্বাসীর জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব। তাকে অবশ্যই "আলোতে চলতে হবে" (১ যোহন ১ ঃ ৭ ; যোহন ১ ঃ ৪-৯ দেখুন)। খ্রীষ্টিয়ান যদিও এই জীবনে কখন ও সিদ্ধতা অর্জন করেন না, তবে তিনি **আলোতে** চলতে এবং এর প্রতি সাড়া প্রবণ হতে পারেন। এর ফলে দুটি বিষয় ঘটে ঃ ১) তিনি অন্যান্য বিশ্বাসীদের সহভাগিতা লাভ করেন, এবং ২) তিনি শুচিকৃত হন। বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মাকে ব্যর্থতা, ভুল মনোভাব, অথবা কোন প্রকার পাপ দেখিয়ে দেবার সুযোগ দেন তখন এই শুচি করণের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপনে তাকে অবশ্যই

এই সমস্ত পাপ স্বীকার করতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের সকল প্রলোভনকে প্রতিরোধ করবার সংকল্প নিতে হবে (রোমীয় ৮ : ৫)।

(পরিত্রাণের মতবাদটি সম্পর্কে আরও বিশদ অধ্যয়নের জন্য **খ্রীষ্টে নব জীবন : পরিত্রাণ সম্পর্কে একটি পাঠ্য পুস্তক**-নামক আই, সি, আই কোর্সটি পড়ুন।)

১৩। এই অংশের উপর ভিত্তি করে তাঁর আত্মা-ত্যাগের মৃত্যু দ্বারা আমাদের জন্য যীশুর অর্জিত তিনটি বিষয় আপনার নোট খাতায় উল্লেখ করুন।

দৈহিক পুনরুদ্ধার :

যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা আমাদের জন্য শুধুমাত্র আত্মিক পুনরুদ্ধারের বন্দোবস্ত করেছেন তা নয়, তিনি আমাদের দৈহক পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা ও করেছেন। অভিশাপের অংশ যে অসুস্থতা, খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃতুর ফলে তা এর শক্তি হারিয়েছে। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে রোগ-মুক্তি হচ্ছে খ্রীষ্টের সাধিত পুনরুদ্ধার কার্যের একটি অংশ। বাইবেলের সবচেয়ে সুন্দর কবিতাগুলির কোন কোনটি ঈশ্বরের দেওয়া আরোগ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন,
আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন ;
তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত,
ঈশ্বর কর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত।

কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,
আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন ;
আমাদের শান্তি জনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল,
এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

যিশাইয় ৫৩ : ৪-৫

১৪। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন তার পর ঐশ্বরিক আরোগ্য সম্পর্কে প্রতিটি অংশ কি বলে তা লিখুন।

ক) মথি ৮ ঃ ১৭ ....

খ) ১ পিতর ২ ঃ ২৪ ....

যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনে অসংখ্য রোগীকে সুস্থ করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি যাদের সেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন তাদের ও ঈশ্বরের রাজ্যের বানী প্রচার করতে রোগীদের আরোগ্য সাধন করতে আদেশ দিয়েছিলেন (মথি ১০ ঃ ৭-৮ ; মার্ক ১৬ ঃ ১৮ , লক ৯ ঃ ১-২ ; ১০ ঃ ৯ পদ দেখুন)।

যীশু স্বর্গে চলে যাওয়ার পরে তাঁর শিষ্যেরা এই পৃথিবীতে আরোগ্য সাধনের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বই খানি আরোগ্য সাধনের অলৌকিক কার্যে পরিপূর্ণ। তদুপরি যাকোব আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, মণ্ডলীর নেতাগণ রোগীদের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং ঈশ্বরের দ্বারা তাদের আরোগ্য আশা করবেন (যাকোব ৫ ঃ ১৪)। আর এ বিষয়টি যীশুর এই উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে, তিনি এসেছেন যেন আমরা পরিপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারি (যোহন ১০ ঃ ১০)।

এই জগত এখন পর্য্যন্ত রোগ–ব্যাধি ও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু সমগ্র মণ্ডলীর ইতিহাসে আমরা এই সাক্ষ্য পাই যে, যারা যীশুর উপরে নির্ভর করে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রার্থনার উত্তরে আরোগ্য লাভ করতে পারে। এইরূপে, কালভেরীর ক্রুশের উপরে আমাদের প্রভুর সাধিত কার্যের ফলে আমরা আত্মিক, দৈহিক এবং অনন্ত উপকার লাভ করতে পারি। আদমের মাধ্যমে মানব জাতির মধ্যে পাপ প্রবেশ করেছে; যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা পাপ এবং ফল থেকে মুক্ত হয়েছি। আসুন আমরা তাঁর পরিত্রাণ রূপ মহা দানের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রশংসা নিবেদন করি।

১৫। আমাদের আত্মিক এবং শারীরিক (দৈহিক) পুনরুদ্ধার সম্পর্কে যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) আত্মিক পুনরুদ্ধারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল এই যে, তা আমাদের পুনরায় ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় আনয়ন করে।

খ) আমাদের পাপের জন্য যীশু ক্রুশের উপরে মরেছেন বলে এখন মানুষ পাপের প্রাপ্য শাস্তি থেকে মুক্ত।

গ) আত্মিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অনুতাপ, পাপ থেকে ফেরা, এবং আলোতে চলা।

ঘ) অসুস্থতা হচ্ছে সেই অভিশাপেরই একটি অংশ যাকে আমাদের সকলকে জীবনের একটি অংশ বলে গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ঐশ্বরিক আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস।

চ) আলোতে চলার ফল হচ্ছে পাপ থেকে শুচি হওয়া এবং অন্য বিশ্বাসী-দের সঙ্গে সহভাগিতা।

ছ) নূতন নিয়মের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য লোক ঐশ্বরিক আরোগ্য লাভ করেছে।

জ) ঐশ্বরিক আরোগ্য লাভের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল মণ্ডলীর কোন একজন নেতার প্রার্থনা।

ঝ) আদম মানব জাতির উপরে যে সকল অশুভ ফল এনেছিল ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তকারী মৃত্যুর দ্বারা সে সবই পরাস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ পাঠ এই খানি। পরীক্ষাটির কাজ শেষ হলে পর ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পাঠ পুনরণীক্ষণ করুন, এবং ২য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। ছাত্র রিপোর্টের নির্দেশ মত কাজ করুন।

পরীক্ষা ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তর। এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন।

১। মানব জাতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি হয়েছিল ....
....পাপ থেকে।

২। এই মহাবিশ্বে পাপের উৎপত্তি হয়েছিল........ ....
.... —.... বিদ্রোহ থেকে।

৩। পাপের বাস্তবতার প্রমাণ গুলি হচ্ছে ....
....

৪। একজন পাপীর পুনরুদ্ধারের জন্য আবশ্যকীয় পদক্ষেপ বা ধাপ গুলি হচ্ছে ....
....

৫। পাপের সর্বপেক্ষা দুঃখজনকও ভয়ানক পরিণতি হচ্ছে ....

সত্য-মিথ্যা। উক্তিটি সত্য হলে পাশে স লিখুন। মিথ্যা হলে মি লিখুন।

......৬) শয়তান প্রথমে পাপ না করলে মানুষের পক্ষে পাপে পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

......৭) মানুষের পাপ স্বভাবের জনাই আইন-কানুন প্রয়োজন।

......৮) মানুষ তার নিজের স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তোষ্ট করতে পারে না,—বাইবেলে এর বহু নিদর্শন আছে।

..... ৯) বাইবেলের নিদর্শন অনুসারে অহংকার এবং স্বার্থপরতাই শয়তানের পতন ঘটিয়েছিল।

..... ১০) আজকের জগতে শয়তানের কৌশল হচ্ছে ঈশ্বরের কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ এক কার্যক্রম অনুসরণ করা।

..... ১১) ঈশ্বর নিষেধ করেছিলেন বলেই হবার দ্বারা ঐ ফল খাওয়া পাপ হয়েছিল।

......১২) মানব জাতির মধ্যে পাপ প্রবেশ করবার ফলে মানুষ এক মৃত আত্মিক স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। আপনার উত্তরের মধ্যে এই চিন্তাগুলি থাকা উচিত ঃ মানুষ ঈশ্বরের সেবা করবে কি করবে না, ঈশ্বর মানুষকে নিজেকে তা স্থির করবার ক্ষমতা দিয়েছেন।' এই মনোনয়নের জন্য একটি পরীক্ষার প্রয়ো-

জন ছিল। আমাদের আদি পিতা-মাতা হিসেবে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের অনুরাগ বা আগ্রহ অনুসরণ না করে নিজেদের স্বার্থপর বাসনাকে অনুসরণ করেছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছিল বলে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের এই পাপ স্বভাব লাভ করেছি। ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি ন্যায় সংগত ছিল, কারণ এর ফল ভোগ করতে হবে জেনেও তারা ইচ্ছাপূর্বক ভাল-মন্দের মধ্যে একটিকে বেছে নিয়েছিল।

১। ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা।

৯। ক) ৩) স্বার্থপরতা। ঘ) ১) সীমা লংঘন।
খ) ৫) দূষণ।
গ) ২) লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া। ঙ) ৪) বিদ্রোহ।

২। নতুন বংশ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা মন্দ তাই করেছিল (ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল)।

১১। ক) আজ আমরা শুধুমাত্র আদমের..............................

৩। সদাপ্রভুর সৃষ্টিতে যা মন্দ ইস্রায়েলীয়েরা বার বার তাই করেছিল।

১০। ক) ৪) বিবেক। ঘ) ২) আবেগ বা অনুভূতি।
খ) ১) বুদ্ধি। ঙ) ৩) ইচ্ছা।
গ) ৫) আত্মা।

৪। পাপ হচ্ছে ঈশ্বরের আইন-কানুনের প্রতি অবাধ্যতা ও তা পালন করতে না পারা। তা হচ্ছে লোকদের যাবতীয় অন্যায় কাজ।

১২। ক) যারা অভিশপ্ত তারা দিয়াবল ও তার দূতগণের সঙ্গে অনন্ত আগুনে যাতনা ভোগ করবে।
খ) যারা শাস্তি প্রাপ্ত তাদের নরকে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে কীট মরে না এবং আগুন ও কখন ও নিভে না।
গ) যারা পাপাচারী, তাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সংকট বর্তাবে।
ঘ) ঘোরতর অন্ধকার অনন্ত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।

ঙ) যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করে তারা জ্বলন্ত গন্ধকের আগুণে যাতনা ভোগ করবে তারা দিন-রাত কখন ও বিশ্রাম পায় না।

৫। আপনার উত্তরের মধ্যে এই ধারণাগুলি থাকতে পারে ঃ বাইবেলে পাপের বাস্তবতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিদর্শণ আছে ; আদম-হবার মধ্যদিয়ে এর আরম্ভ, কয়িনের পাপ এবং পরে ইস্রায়েল জাতির বারংবার পাপের বিবরণ বাইবেলে আছে। নূতন নিয়ম হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত ব্যবস্থার বিবরণ, এবং তাতে পাপের বহু উদাহরণ আছে। জগতের সর্বত্রই শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ লোকেরা জন্মগত ভাবেই স্বার্থপর ও বিদ্রোহী।

১৩। এদের যে কোনটি ঃ তিনি পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করেছেন ; তিনি আমাদের পাপের দণ্ড পরিশোধ করেছেন ; তিনি আমাদের ধার্মিক বা নির্দোষ করেন, আমাদের জন্য পাপের ক্ষমা অর্জন করেন, আমাদের বিনামূল্যে পরিপূর্ণ মুক্তি দান করেন। তিনি আমাদের এক নতুন স্বভাব দেন, আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী করেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য মিনতি করেন। তিনি আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে আলো দেখান।

৭। ক) তাকে মৃত্যুর শাস্তি পেতে হয়েছিল।
খ) মৃত্যু।

১৪। ক) তিনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের ব্যাধি সকল বহন করেছেন।
খ) তাঁর ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়েছ।

৬। ক) মিথ্যা।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) সত্য।
ঙ) সত্য।

১৫। ক) সত্য।
খ) মিথ্যা।
গ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।
ঙ) সত্য
চ) সত্য।
ছ) সত্য।
জ) মিথ্যা।
ঝ) সত্য।

তৃতীয় খণ্ড

ঈশ্বরের ব্যবস্থা

৮ম পাঠ

পবিত্র শাস্ত্রঃ ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশ

আগের পাঠগুলিতে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতি, মানুষের প্রকৃতি, পাপের উৎপত্তি ও প্রকৃতি, দূতগণ ও তাদের কার্যাবলী এবং পতিত মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এই সবগুলি মতবাদেরই প্রধান উৎস্য হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র, বাইবেল। তা হচ্ছে নিজের বিষয়ে ও তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশ।

একজন সার্বভৌম, প্রেমময়, ধার্মিক, ব্যক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর যে এক লিখিত বিবরণের মাধ্যমে তাঁর বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টির কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইবেন তা খুবই যুক্তি সংগত। আমরা ভয় ও ভক্তিতে অভিভূত হই যখন দেখি যে, পবিত্র শাস্ত্র লিখবার জন্য তিনি তাঁর ইচ্ছার প্রতি বশীভূত লোকদের ব্যবহার করেছেন। প্রায় ১৬০০ বছর ধরে ৪০ জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের লিখিত বিবরণ কিরূপ অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত ও আমাদের বাইবেলে সংকলিত হল তা বাস্তবিকই কৌতুহল জনক।

৩য় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করতে গিয়ে আমরা প্রথমে শাস্ত্রে প্রকাশিত মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে আলোচনা করব। দ্বিতীয়তঃ বাইবেল যে বাস্তবিকই ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য এ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দানকারী বিভিন্ন নিদর্শনগুলি পুনরীক্ষণ করব। তারপরে, ঈশ্বর পরিত্রাণ অপ্রাপ্ত লোকদের নিজের কাছে আহ্বান করবার, তাদেরকে বিশ্বাসে বাড়িয়ে তোলবার এবং উপযুক্ত সাক্ষীতে পরিণত করবার জন্য যে অপরিহার্য কাঠাম ব্যবহার করেন, সেই মণ্ডলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। এই কোর্সের শেষ পাঠে ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পরিত্রাণের লক্ষ্যগুলি অধ্যয়ন করব।

পাঠের খসড়া ঃ

একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন
পবিত্র শাস্ত্র লিখবার অনুপ্রেরণা
পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্ব
পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা
পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

★ পবিত্র শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা সম্পর্কিত বিশেষণগুলির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।

★ ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি লিখিত প্রত্যাদেশের প্রয়োজন কি তা বলতে পারবেন।

★ শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্ব এবং কর্তৃত্ব বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ বিশ্বাসীদের জীবনে এবং মণ্ডলীতে পবিত্র শাস্ত্রের কোন্ কর্তৃত্ব পদ পাওয়া উচিত তা আলোচনা করতে পারবেন।

★ শাস্ত্রের নির্ভুল অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। প্রথম পাঠে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে এই পাঠ খানি অধ্যয়ন করুন। পাঠের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে প্রদত্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যগুলি বের করে অবশ্যই পড়ুন। যত্নের সঙ্গে সমস্ত শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

২। মূল শব্দাবলীর মধ্যে যেগুলি আপনার কাছে নতুন, সেগুলির অর্থ পরিভাষা থেকে জেনে নিন।

৩। পাঠ শেষে পরীক্ষাটি দিন ও আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রত্যাদিষ্ট	ক্যানন	অনুপ্রেরণা	অসঙ্গতি
প্রামাণ্য	বিকৃত		
	মতবাদ		
	পত্রাবলী	সংরক্ষিত	
		বৈধ করা	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ ঈশ্বরের পক্ষে নিজের একটি লিখিত আত্ম প্রকাশ প্রদান করবার প্রয়োজন হয়েছিল কেন, যে উক্তিগুলিতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমাদের অধিকাংশ লোকদেরই স্মৃতি শক্তি দুর্বল। ঈশ্বর যদি আমার জীবনের কোন এক বিশেষ সময়ে সামনা সামনি ভাবে নিজেকে

আমার কাছে প্রকাশ করতেন, তাহলে অল্পকালের মধ্যেই আমি তাঁর এই আত্ম প্রকাশের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করতাম। শীঘ্রই ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে আমার স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে যেত। তাঁর এই আত্মপ্রকাশের কোন কোন অংশ আমি হয়ত স্পষ্ট ভাবে স্মরণ করতে পারতাম, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ঘটনাটির বিশদ বিবরণ হত অস্পষ্ট ও অবিশ্বাস্য। ঘটনাটি ঘটবার অব্যবহতি পরেই আমি যদি তার সমস্ত খুঁটি-নাটি বিষয় আমার কোন একজন সন্তানের কাছে বিশদ-ভাবে বর্ণনা করতাম, তাহলে আমার বলা সব কথা হুবহু মনে রাখা তার পক্ষেও সম্ভব হত না। অনেক বছর পরে সেই সন্তান যদি তার সন্তানদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করে, তাহলে সময়ের কারণে তার স্মৃতি হবে ঘোলাটে এবং তার বলা কাহিনী হবে অনেক বিকৃত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এই পদ্ধতিতে যদি ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের কাহিনী হস্তান্তরিত হত তাহলে তা খুব নির্ভর যোগ্য হত না।

পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত গল্প-কাহিনীতে বিরাট পরি-বর্তন সাধিত হতে পারে। তাই এ বিষয়টি খুবই পরিষ্কার যে, ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য এই পদ্ধতি মোটেই নির্ভর যোগ্য হত না।

আমাদের মহান এবং বিজ্ঞ ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর সুবন্দোবস্তের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর ভাল বাসা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন পথে তিনি আমাদের জাগতিক জীবন রক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন, যেমন তার বিস্ময়-কর পানি চক্র, যা পৃথিবীর পানিকে বিশুদ্ধ করে এবং যে পানি পৃথিবী থেকে উরে যায় তা আবার ফিরিয়ে দেয়। বায়ু মণ্ডলে তাঁর অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা ও অতি বিস্ময়কর। আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করে গাছ পালা বায়ু মণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি, অপরদিকে গাছ-পালা বায়ু মণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ পালার ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন আমরা প্রশ্বাসে গ্রহণ করি এবং আমাদের ছেড়ে দেওয়া কার্বন-ডাই অক্সাইড গাছেরা গ্রহণ করে তা দিয়ে তারা তাদের খাদ্য প্রস্তুত করে।

ঈশ্বর আমাদের দৈহিক প্রকৃতির জন্য যদি এত যত্ন নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই আমাদের আত্মিক

সমস্যাবলী সমাধানের ভার আমাদের নিজেদের হাতে ছেড়ে দেন নি। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ ছাড়া জাগতিক মানুষ তার হতাশাপূর্ণ অবস্থা এবং সাহায্যের প্রয়োজন সম্পর্কেও অজ্ঞান থেকে যেত। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ প্রয়োজন কেন তা বুঝতে হলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে **আত্ম প্রকাশ** কথাটির মানে কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এর মানে হল এই যে, অন্য কোন ভাবেই লোকদের পক্ষে ঈশ্বর এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হত না, তা ঈশ্বর তাদের কাছে **প্রকাশ করেন** বা **উন্মোচিত করেন**। এই সংজ্ঞাটি এবং তেমনি এই পাঠে ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দা-বলী স্মরণ রাখতে ভুলবেন না যেন।

১। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিচারে "**আত্ম প্রকাশ**" কথাটির সংজ্ঞা লিখুন। উত্তরটি লেখার জন্য আপনার নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ঈশ্বর যেহেতু অতি মহান ও প্রেমময়, এবং মানুষের পক্ষে তার পাপের সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন অতি তীব্র ভাবে, তাই আমরা আশা করব যে, তিনি কে, এবং মানুষের কাছ থেকে তিনি কি চান তা ঈশ্বর স্পষ্ট করে জানাবেন। অধিকন্তু, লোকেরা যাতে অবিকৃতভাবে এই জ্ঞান লাভ করতে পারে সে জন্য এই আত্ম প্রকাশের বিবরণ সংরক্ষণ করার বন্দোবস্ত করাটাই সবচেয়ে যুক্তি-যুক্ত হবে। তাই আমরা যেমন আশা করতে পারি, ঈশ্বর অত্যন্ত ভাল কারণেই তাঁর আত্ম প্রকাশকে লিখিত ভাবে রক্ষার বন্দোবস্ত করেছেন।

২। প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) লোকদের কাছ থেকে তিনি কি আশা করেন তা যেন তারা জানতে পারে, সেই জন্যই ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর একটি লিখিত আত্ম প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল।

খ) পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়াই ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের বিবরণ হস্তান্তরে নির্ভরযোগ্য পথ।

গ) লিখিত বিবরণের চেয়ে বরং পুরুষানুক্রমে মৌখিকভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়াই অধিকতর শ্রেয়, কারণ তাতে তা সময়ের উপযোগী রাখা যায় এবং মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

ঘ) লিখিত বিবরণ আমাদের এমন একটি নিশ্চিত মানদণ্ড দান করে যা ঘটনাকে নির্ভুলভাবে রক্ষা করে এবং কি ঘটেছিল তা আমরা হারিয়ে ফেলি না বা ভুলে যাই না।

পবিত্র শাস্ত্র ঃ লিখবার অনুপ্রেরণা ঃ

অনুপ্রেরণার সংজ্ঞা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ পবিত্র শাস্ত্র যে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত ; তার সংজ্ঞা ও নিদর্শন উল্লেখ করতে পারা।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন লোকদের জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও তাঁর উদ্দেশ্য সমূহের অভ্রান্ত প্রকাশ ; আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সেগুলি পবিত্র আত্মার **অনুপ্রেরণায়** মানব-লেখকদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত ঐশ্বরিক সত্য সমূহের লিখিত রূপ, ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ করলে তবেই কেবল তা জানা সম্ভব।

পবিত্র শাস্ত্র বলতে আমরা পুরাতন ও নূতন নিয়ম, অর্থাৎ বাইবেলের মোট ৬৬ খানি বইকে বুঝে থাকি। (অনেকে আবার এ্যাপোক্রিফাকে ও শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।)

অনুপ্রেরণা কথাটির দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার এমন একটি ক্রিয়াকে বুঝে থাকি যার মধ্যে দিয়ে তিনি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু ও তাদের লিখিত কথাগুলির নির্বাচনে শাস্ত্র লেখকদের পরিচালনা দিয়েছেন বা তদারকি করেছেন। তা ছিল একটি বিশেষ কাজের জন্য এক বিশেষ ক্ষমতা। ঈশ্বর শাস্ত্র লেখকদের মাধ্যমে যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা তিনি তাদের মনে ও হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তারা পবিত্র আত্মার পরিচালনা বা নির্দেশে তা লিখেছেন। ঈশ্বর তাদের দিয়ে যা বলাতে চেয়েছেন তাতে যেন কোন ভুল না হয়, কিম্বা কোন কিছু যেন বাদ পড়ে না যায় সেদিকে পবিত্র আত্মা লক্ষ্য রেখেছেন। তবুও একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বর তাঁর প্রকাশিত বিষয় লিপিবদ্ধ করবার জন্য

মানব লেখকদের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করেছেন। পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটি বইয়ের লিখন-শৈলী অথবা শব্দ চয়ন-এর লেখক এবং তার মানব চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বহন করে।

তারা যা লিখেছেন তা যে ঈশ্বরের লিখিত আত্ম প্রকাশের অংশ স্বরূপ হবে সে বিষয়ে অবশ্য মানব লেখকগণ সচেতন ছিলেন না। তা সত্ত্বেও, অনুপ্রেরণা এলে তারা বাধ্যভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কোন্ শব্দাবলী ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে তারা কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি যেন একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ লিখতে পারেন সেজন্য যারা স্বচক্ষে যীশুকে দেখেছিলেন, যীশুর জীবন সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্য ঈশ্বর লূককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (লূক ১ঃ ১-৪)। বিভিন্ন মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য, বিভিন্ন মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার জন্য এবং ব্যক্তি বিশেষকে কোন নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রেরিত পৌল অনেক সময় লেখনী ধরেছেন (১ করিন্থীয় ১ঃ১০-১৩; ৭ঃ১; গালাতীয় ১ঃ৬-৭; ১ তীমথিয় ১ঃ৩; ফিলীমন ১০)। তথাপি তিনি যা কিছু লিখেছেন সবই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায়।

লেখকেরা কি প্রকার লাভ করেছিলেন নূতন নিয়মের দু'টি শাস্ত্রাংশ থেকে সে বিষয়ে আমরা মূল্যবান ধারণা লাভ করি। প্রেরিত পৌল বলেন যে, "প্রত্যেক শাস্ত্র-লিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত" (২ তীমথিয় ৩ঃ১৬)। অর্থাৎ, তা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। পিতর বলেন ঃ

> শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন (২ পিতর ১ঃ২০-২১)।

লেখকগণ প্রায়ই তাদের নিজেদের অনুপ্রেরণার কথা, কিম্বা অন্য শাস্ত্র-লেখকদের অনুপ্রেরণার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে

উল্লেখ করতে গিয়ে তারা লিখেছেন যে, ঈশ্বর তাদের কাছে বলেছেন।

৩। নীচে উল্লিখিত প্রতিটি শাস্ত্রাংশ বের করে পড়ুন এবং ঈশ্বর যে এক মানব লেখকের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন—এটা বুঝানোর জন্য প্রতিটিতে কি বলা হয়েছে তা লিখুন।

ক) যাত্রা ১৭ ঃ ১৪ ……………………………………………

খ) যাত্রা ২৪ ঃ ৪ ……………………………………………

গ) যিশাইয় ৪৩ ঃ ১ ……………………………………………

ঘ) যিরমিয় ১১ ঃ ১ ……………………………………………

ঙ) আমোষ ১ ঃ ৩, ৬, ৯ …………………………………………

চ) ১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ৩৭ ………………………………………

ছ) ২ পিতর ৩ ঃ ১৫-১৬ ………………………………………

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পবিত্র শাস্ত্র লিখবার ব্যাপারে মানব লেখকদের উপরে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ছিল একটি বিশেষ কাজের জন্য এক বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা।

৪। এই উক্তিটির জন্য উপযুক্ত সম্পূরক বাক্যগুলি মনোনীত করুন ঃ পবিত্র শাস্ত্র লিখবার অনুপ্রেরণা বলতে বুঝায়—

ক) বাইবেলের কোন একটি প্রসঙ্গের ভিত্তিতে যে কোন ধরণের সৃষ্টি কাজ।

খ) একটি বিশেষ কাজের জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া একটি বিশেষ সামর্থ্য বা ক্ষমতা।

গ) পবিত্র শাস্ত্রে লিখিত প্রতিটি ধারণা ও কাজ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ঘ) ঈশ্বরের নিজের বিষয়ে ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে প্রকাশিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য মনোনীত লোকদের উপরে পবিত্র আত্মার পরিচালনা।

ঙ) পবিত্র শাস্ত্রের মানব লেখকদের ব্যবহৃত লিখন-শৈলী ও শব্দাবলী।

চ.) কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন কোন কথা ব্যবহৃত হবে, ইত্যাদি সহ পবিত্র শাস্ত্রের সমগ্র বিষয়-বস্তু।

অনুপ্রেরণার নিদর্শন ঃ

এখন আমরা অনুপ্রেরণার নিদর্শনগুলি অনুসন্ধান, করব। আমরা যীশুর দ্বারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র অনুমোদন, বাইবেলের ভাববাণীর পূর্ণতা এবং বাইবেলের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ঐক্য সম্পর্কে আলোচনার করব।

১। যীশু পুরাতন নিয়মের প্রতি তাঁর অনুমোদন দেখিয়েছেন। যীশু তিন পথে পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, সেগুলি চিরকাল থাকবে (মথি ৫ ঃ ১৭-১৮ ; লূক ১০ ঃ ২৬ ; ২১ ঃ ২২ ; যোহন ১০ ঃ ৩৫ পদ দেখুন)। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেছেন যে, শাস্ত্র তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় (মথি ২৬ ঃ ২৪ ; মার্ক ৯ ঃ ১২ ; লূক ১৮ ঃ ৩১ ; ২৪ ঃ ৪৪ ; যোহন ৫ ঃ ৩৯)। তৃতীয়তঃ, যীশু পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, তিনি এর কর্তৃত্ব স্বীকার করেছেন (মথি ৪ ঃ ৪, ৭, ১০ ; ২১ ঃ ১৩ ; ২৬ ঃ ৩১)।

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যীশু পুরাতন নিয়মের কোন বাক্যাংশ বা শিক্ষাকে মিথ্যা অথবা বাজে বলে কখনও মন্তব্য করেন নি। পুরাতন নিয়মের কোন অংশ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে তিনি অবশ্যই তা বলতেন। কিন্তু না, যিহূদিরা নিজেরা যে পবিত্র বই-গুলিকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে মেনে চলত যীশু সেগুলির প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুমোদন প্রকাশ করেছেন। পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রের প্রতি যীশুর ভক্তি ও অনুমোদন এবং তাঁর নিজের দ্বারা সেগুলির ব্যবহার, সেগুলি যে ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত তারাই এক শক্তিশালী নিদর্শন।

২। বাইবেলের ভাববাণী পরিপূর্ণ হয়েছে। বাইবেল প্রতিভাবান লেখকদের লেখা একটি বই মাত্র নয়। এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, যা এটাই ইংগিত করে যে, এর সাথে পবিত্র আত্মার যোগ আছে। মানুষের বুদ্ধি-মত্তাপূর্ণ যুক্তির দ্বারা কোন ভাবেই

এই সমস্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না। অথচ এদের অনেকগুলি ইতিমধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, আর বাকীগুলি যথা সময়ে পূর্ণ হবে।

যীশুর জন্ম-স্থান ঃ যে ছোট্ট গ্রামটিতে মশীহের জন্ম হবার কথা, প্রকৃত ঘটনা ঘটবার প্রায় ৭০০ বছর পূর্বেই মীখা ভাববাদি তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ "আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন ; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি" (মীখা ৫ ঃ ২)। যোষেফ এবং মরিয়মকে ঐ গ্রামটিতে পাওয়ার জন্য যে সব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি কল্পনা করুন। বিশুদ্ধ মানব দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ হয়ত বলবেন যে, তারা এতে প্রায় ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের পৌঁছানোর অল্প সময়ের মধ্যেই যীশুর জন্ম হয়েছিল। সর্বজ্ঞানী পবিত্র আত্মা জানতেন যে যিরূশালেমে স্বর্গীয় রাজার জন্ম হবে না, তাঁর জন্ম হবে ছোট্ট গ্রাম বৈৎলেহমে।

যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যীশুর জন্মের ১০০০ বছরেরও বেশী পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনাটি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন গীতসংহিতার লেখক। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। কার পক্ষে এতটা কল্পনা করা সম্ভব হত যে, বহু পুরুষের আকাংখিত সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ আনবেন, যিনি অনন্তকাল ধরে রাজত্ব করবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত, তাঁর এক বন্ধু ও সহযোগীই কিনা শেষে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বাইবেলে কিন্তু লেখা রয়েছে ঃ "আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল, ও আমার রুটি খাইত, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে" (গীতসংহিতা ৪১ ঃ ৯)।

যে ভাবে তাঁর মৃত্যু হবে। তৃতীয় যে ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাকে হতবাক করে সেটি হল সেই মনোনীত ব্যক্তিকে কিভাবে বধ করা হবে সে সম্পর্কে। দায়ূদ যখন গীত সংখ্যা ২২ লিখেছিলেন তখন ইস্রায়েলের

মধ্যে এই প্রকার মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন ছিল না। দায়ূদের সময়ে যিহূদীরা মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের পাথর মেরে বধ করত। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে ভিন্ন এক পদ্ধতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ঃ "...তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে' (১৬ পদ)। যিহূদীদের কাছে এটা অদ্ভুত শোনালেও রোমীয়দের ক্রুশারোপণ চিত্রের সাথে একেবারে মিশে যায়।

ভাববাণীর মধ্যে ক্রুশারোপণের বিশদ বিবরণও দেওয়া হয়েছে। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মিশর থেকে চলে যাওয়া উপলক্ষে তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে মোশিকে বিশেষ নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন। নিস্তার পর্বের মেষ-শাবকটি মেরে তার রক্ত দরজার উপরে ছিটিয়ে দিতে হবে। আর মাংসও বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করতে হবে। সেটিকে আস্ত রোস্ট করতে হবে। ঈশ্বরের এইরূপ নির্দেশের পেছনে সম্ভবতঃ কয়েকটি কারণ ছিল, তবে একটি কারণ একেবারে পরিষ্কার। **কোন হাড় ভাঙ্গা হবে না।** তারা যদি মাংস (আস্ত মেষ-শাবক) সিদ্ধ করত, তাহলে হাড় গুলো ভেঙ্গে যেত এবং অংশগুলি তাদের পাত্রে বসানো যেত। কিন্তু পবিত্র আত্মা জানতেন যে, ইস্রায়েলের নিস্তার পর্বীয় মেষ শাবক ছিল সিদ্ধ নিস্তার পর্বীয় মেষ-শাবকের একটি নমুনা মাত্র। এইরূপে তাঁর জন্মের ১০০০ বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি প্রহৃত হবেন, বিদ্ধ হবেন এবং অপবাদিত হবেন, কিন্তু তাঁর **একটি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না** (যিশাইয় ৫২ ঃ ১৩-১৫ এবং ৫৩ ঃ ১-১২ পদকে গীতসংহিতা ৩৪ ঃ ২০ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)।

৫। যোহন ১৯ ঃ ৩১-৩৭ পদ পড়ুন, এইমাত্র আলোচিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্বন্ধে আমরা কি জানতে পারি তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যান্য আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এমন সব পথে পূর্ণ হয়েছে যেগুলিকে একই সময়ে সংঘটিত মিলযুক্ত ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে ইস্রায়েলের পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে আরও যে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের

চোখের সামনে পূর্ণ হতে যাচ্ছে সেগুলির দিকে তাকান (যিশাইয় ৩৫ ঃ ১-২ ; যিহিষ্কেল ৩৭ ; সখরিয় ৮ ঃ ৭-৮ ; ১০ ঃ ৯)। দানিয়েলের পুস্তকের এত ভাববানী পূর্ণ হয়েছে যে সমালোচকরা বই খানিকে ভাববানী পুস্তকের বদলে একখানি ঐতিহাসিক বিবরণ বলে চালাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। দানিয়েল যে বাবিলের হাতে বন্দিত্বের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন সেগুলি ঐ সময়েই যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল আধুনিক পণ্ডিতেরা এ সম্পর্কে নতুন নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করছেন।

৩। **বাইবেলের প্রসঙ্গগুলির মধ্যে এক আশ্চর্য ঐক্য বিদ্যমান** যদিও ৪০ জন লেখক প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লিখেছিলেন, তবুও বাইবেলের বইগুলির মধ্যে একটি মাত্র প্রধান প্রসঙ্গ রয়েছে ঃ **তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের আত্ম বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের উদ্ধার সাধন**। পবিত্র শাস্ত্রে একটি মাত্র মতবাদগত পদ্ধতি, একটি নৈতিক মানদণ্ড, একটি পরিত্রাণ পরিকল্পনা এবং যুগ পর্যায় সম্পর্কে একটি মাত্র ঐশ্বরিক পরিকল্পনা আছে। বইগুলি পরস্পরের বিরোধিতা এবং মূল প্রসঙ্গটিকে খুলিয়ে ফেলবার বদলে এক সঙ্গতিপূর্ণ পথে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এক বিস্ময়কর আত্ম প্রকাশের দ্বারা নাটকীয় পথে অগ্রসর হতে হতে শেষে শয়তানের উপরে চরম বিজয়ের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়েছে। লেবীয় পুস্তক এবং যোহন লিখিত সুসমাচারের মত ভিন্ন প্রকৃতির বইগুলিও কিন্তু একই কাহিনী, একই মূল প্রসঙ্গ এবং একই কাজ উৎপাদন করে। চারটি সুসমাচারে আমরা খ্রীষ্টের জীবনের বিশদ বিবরণ পাই এবং তাদের প্রতিটি তাঁর চরিত্র ও পরিচর্যার এক একটি ভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করে। তথাপি একত্রে সেগুলি একতাপূর্ণ এক অখণ্ড বাইবেল গঠন করে।

৬। পূর্ববর্তী অংশ না দেখে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। নোট খাতা ব্যবহার করুন।

ক) শাস্ত্র যে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত তার তিনটি নিদর্শন উল্লেখ করুন।

খ) যীশু যে পুরাতন নিয়মের কর্তৃত্ব বা প্রামানিকতা মেনে নিয়েছেন তা তিনি কিভাবে দেখিয়েছেন ?

গ) বাইবেলের এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উদাহরণ দিন যা পূর্ণ হয়েছে।

ঘ) আদি পুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত বাইবেলের প্রধান প্রসঙ্গটি কি ?

পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্ব ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পুরাতন ও নূতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অদ্বিতীয় বিচারের মূলনীতি গুলি বলতে এবং শাস্ত্রীয় মানদণ্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি সনাক্ত করতে পারা।

আমরা যখন পবিত্র শাস্ত্রের অদ্বিতীয়ত্বের কথা বলি তখন আমরা বুঝি যে ঐশ্বরিক সত্য সম্পর্কে বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের **সম্পূর্ণ** লিখিত আত্ম প্রকাশ। আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর তাঁর আত্ম প্রকাশের বিবরণ লিখবার জন্য কয়েক জন মানব লেখক ব্যবহার করেছিলেন। ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ হতে কত সময় লেগেছিল তা ও আমরা আলোচনা করেছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে ঃ ১) এই আত্ম প্রকাশ কখন সম্পূর্ণ হয়েছিল ? ২) কি কি বিষয় ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত ? এখন আমরা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব।

ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশের পূর্ণতা ঃ

পুরাতন নিয়মের প্রতি যীশুর মনোভাব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি—তিনি এর বহু উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে এর প্রতি তাঁর অনুমোদন দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি আভাষ দিয়েছেন যে শিষ্যদের কাছে তাঁর আরও অনেক সত্য প্রকাশ করবার আছে ঃ

> তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে,
> কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না।
> পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ

দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ;
কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা
শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে
জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা
যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।
পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার ; এই জন্য বলিলাম,
যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে
জানাইবেন (যোহন ১৬ ঃ ১২-১৫)।

এই শাস্ত্রাংশে আমরা দেখি যে, পবিত্র আত্মা আরও অনেক সত্য প্রকাশ করবেন। **ভবিষ্যতের ঘটনাবলী** ("আগামী ঘটনা ও") **পথ-নির্দেশ এবং জ্ঞানালোক** ("যাহা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন"), এবং আরও **মতবাদগত সত্য** ("সমস্ত সত্যের") যা কিছু **ঈশ্বরের সন্তোষজনক পথে** ("তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন") জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয়তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যীশুর এই বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর অনুসারীদের সমস্ত সত্যে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ করবেন (১৩ পদ) অর্থাৎ তিনি (পবিত্র আত্মা) যীশুর শিক্ষা মালা বুঝতে ও জীবনে প্রয়োগ করতে তাদের সক্ষম করবেন।

২। নূতন নিয়মের বিবরণ মানব লেখকদের কাছে প্রকাশিত ও লিখিত হওয়ার আগেই তিনি এর প্রতি ইংগিত করেছেন। আপনি বলতে পারেন যে, তিনি আগেই তা **বৈধ** করেছেন। বৈধ করা মানে অনুমোদিত এবং প্রামাণ্য বলে ঘোষণা করা। এই পথে সুসমাচারগুলি, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ, পত্রাবলী, এবং প্রকাশিক বাক্য লেখকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, সেগুলির ব্যাখ্যা ও অনুমোদন করা হয়েছে।

পৌল, এবং অন্যান্য লেখকেরা এই আভাষ দিয়েছেন যে তারা যা লিখেছেন তা সবই ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রত্যাদিষ্ট। ইফিষীয় ৩ঃ ১-১২ পদে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পৌল বলেন যে তিনি, অন্যান্য প্রেরিত ও ভাববাদিগণ পূর্বে অজ্ঞাত সত্য সম্পর্কে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন। পিতরও পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রকাশিত বিষয় সমূহ লিখে রাখবার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন (১ পিতর ১ঃ ২০-২১)। ২ পিতর ৩ঃ ১৫-১৬ পদে তিনি প্রেরিত পৌলের লেখা মতবাদগত শিক্ষাকে শাস্ত্রলিপি বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৪ অথবা ৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুসমাচারগুলি এবং পত্রাবলীর অধিকাংশই ও মণ্ডলীগুলির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। পরে, ২৫ থেকে ৩০ বছর পর প্রেরিত যোহন প্রকাশিত বাক্য লাভ করেন। পবিত্র আত্মা প্রেরিতকে এই আত্ম প্রকাশ গ্রহণের ক্ষমতা দেন, এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক আত্ম প্রকাশ সম্পূর্ণ করেছেন। এখন যেহেতু পবিত্র শাস্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই আমরা এর সাথে কিছু যোগ বা এ থেকে কোন বিষয় বাদ দেব না। ঈশ্বর প্রায় ১৬০০ বছর ধরে ক্রমাগত ভাবে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। এর বেশী আমাদের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর তাঁর নিজের বিষয়ে এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু বলতে চান সবই তিনি বলেছেন।

এর অর্থ হোল, পবিত্র আত্মার যে বিশেষ অনুপ্রেরণার ফলে ঈশ্বরের বাক্য লিখিত হয়েছিল তা আজ আমাদের সময়ে ঘটবে না। তা শুধুমাত্র শাস্ত্র লেখকদের জন্যই ছিল। আমরা তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারি, কিন্তু তাঁর লিখিত আত্ম প্রকাশের সাথে কোন কিছু যোগ করবার জন্য নয়। পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা পাঠ, অধ্যয়ন এবং জীবনে প্রয়োগ করবার দ্বারা আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, ঈশ্বর সত্য সত্যই পরিষ্কার ভাবে, সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে কথা বলেছেন, আর তিনি আমাদের যা কিছু জানাতে চেয়েছেন তা তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন। এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন নেই, কিম্বা অভিপ্রেত ও নয়।

আমাদের জানা দরকার যে, ঈশ্বর আজও তাঁর মণ্ডলীর কাছে কথা বলেন। ঈশ্বরের বাক্য বলবার দানটির মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন। কিন্তু সমস্ত ভাববাণী গ্রহণ করবার জন্য সেগুলিকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের (বাইবেলের) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, তা অবশ্যই বিশ্বাসীদের গড়ে তোলবে, তাদের উৎসাহ ও সান্ত্বনা দান করবে (১ করিন্থীয় ১৪ঃ ৩)। প্রেরিতিক যুগে মণ্ডলীর জন্য সাধারণ নির্দেশরূপে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা হয়েছিল, এগুলি তার পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করতে পারে না ; কিম্বা সেগুলি বিরোধিও হতে পারে না।

৭। আমরা দেখেছি যীশু পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমে পুরাতন নিয়মকে বৈধতা দান করেছেন। নূতন নিয়মের শাস্ত্র সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ক) কোন্ শাস্ত্রীয় বচন আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে, যীশু আগেই নূতন নিয়মের শাস্ত্রকে বৈধতা দান করেছিলেন।

খ) আরও যে সত্য প্রকাশিত হবে তার মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হবে এ বিষয়ে কি বলেছেন ?

গ) এমন দু'টি শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করুন যা দেখায় যে, প্রেরিতেরা নিজেরাই তারা যা লিখেছিলেন তাকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকার করেছেন।

শাস্ত্রীয় মানদণ্ড ঃ

সর্বশেষ শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশের পরে প্রায় ২০০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রথমে পুরাতন নিয়মে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা এবং নূতন নিয়মে মানুষের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত আহ্বান এর অন্তর্ভূক্ত।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "প্রত্যাদিষ্ট সত্য সমূহের এতো সব বিবরণ কিরূপে একখানি বইয়ের মধ্যে আনা হোল ? কখন

এই কাজ হাতে লওয়া হয়েছিল ? বাইবেল গঠনের জন্য কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ?" আমরা এখন এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

পুরাতন নিয়ম গঠন ঃ

পুরাতন নিয়মের ৩৯ খানি বইকে আমরা একটি 'ক্যানন' বা প্রামাণ্য পুস্তক বলে থাকি। **ক্যানন** কথাটি এসেছে গ্রীক **'কান্নুন'** থেকে যার মূল অর্থ "একটি নল বা দণ্ড।" পরে এই কথাটিই একটি "মাপদণ্ড, একটি নিয়ম বা আদর্শ" বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের ক্ষেত্রে **ক্যানন** বা প্রামাণ্য বলতে সেই বইগুলিকে যেগুলিকে বিচারের কতিপয় মূলনীতির ভিত্তিতে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে তারা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য রূপে অনুমোদন লাভের জন্য সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করে।

সংক্ষেপে পুনরীক্ষণ করে দেখা যাক। ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের শুরুর বিবরণ মোশি খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫০ সালের দিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ আত্ম প্রকাশের বিবরণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দির দিকে লেখা হয়েছিল। মোশিকে পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানি বইয়ের লেখক বলে ধরা হয়, এই বইগুলিকে অনেক সময় **ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক** বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হিব্রু বাইবেলে এর পরেই ছিল **ভাববাদিগণের পুস্তক**—ভাববাদিদের কাছে প্রকাশিত বইগুলি যার অন্তর্ভূক্ত। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বইগুলি হচ্ছে **বিবিধ রচনা** (বা দলিল)। উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে (যেমন 'ইষ্টের' পূরীম উৎসবে পাঠ করা হয়েছিল) লিখিত বই, এবং কাব্য পুস্তক (গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, ইয়োব), অ-ভাববাদীয় ঐতিহাসিক পুস্তক (দানিয়েল, ইষ্রা, নহিমিয়, এবং বংশাবলী—যেগুলি এমন লোকদের লেখা যারা ভাববাদি ছিলেন না, যদিও দানিয়েলের মধ্যে ভাববাদি সুলভ গুণাবলী দৃষ্ট হয়েছে) ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। বাইবেলের যে ৩৯ খানি বইকে আমরা পুরাতন নিয়ম বলে থাকি হিব্রু বাইবেল সেই একই বইগুলি নিয়ে গঠিত।

যিহূদী ঐতিহাসিক যোষেফাসের (৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে ইষ্রা এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দির মহা-ধর্মধামের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে পুরাতন নিয়মের বইগুলি একত্রিত করা হয়েছিল। যে ৩৯ খানি পুস্তক আমাদের উল্লিখিত ব্যবস্থা, ভাববাদীগণ এবং বিবিধ রচনা (বা দলীল) এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রজাগণ সেগুলিকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণের একমাত্র আদর্শ জ্ঞান করত। ৭০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্যালেস্টাইনের জামনিয়াতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভাগুলির লিখিত বিবরণে, আমরা যে বইগুলিকে পুরাতন নিয়ম বলি, সেই ৩৯ খানি প্রামাণ্য বইয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

নুতন নিয়ম গঠন ঃ

যীশু খ্রীষ্টের আগে দুই শতাব্দি ধরে ইস্রায়েল বিদেশী জাতিদের হাতে অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন ভোগ করেছে। লোকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে "কেন ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করে এসব বন্ধ করছেন না ? ন্যায়-বিচারের কি কোনই আশা নেই ?"

উদ্বিগ্ন অন্তরের এই প্রশ্নগুলির জবাবেই বুঝি বা **প্রত্যাদিষ্ট সাহিত্য** নামে এক শ্রেণীর বই লেখা হয়েছিল (জগৎ-বিধ্বংসী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ সম্পর্কিত)। এই সময়ে এমন অনেক বই পুস্তক লেখা হয়েছিল যেগুলিকে বাইবেলের বিভিন্ন প্রাচীন লেখক-দের লেখা হিসেবে মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল। এই তথাকথিত ভাববাণী সমূহ এই দাবি করেছিল যে ঈশ্বর শীঘ্রই জগতের বিচার করবেন দুষ্টদের ভয়ানক শাস্তি এবং ধার্মিকদের পুরস্কার দেবেন। এই সমস্ত সাহিত্যের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও যিহূদীরা কিম্বা প্রাচীন মণ্ডলী কেউই একে পবিত্র শাস্ত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করেন নি। এই প্রকার সাহিত্যের একটি উদাহরণ হোল **এপোক্রিফা** নামে পরিচিত একটি পুস্তক সমষ্টি।

এই প্রকার পটভূমির মধ্যে যীশু এসেছিলেন, তিনি এসে পরিচর্যা করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন, পুনরুত্থান করেছেন এবং পুনরায় স্বর্গে পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। তিনি এসেছিলেন পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের জন্য আশা এবং আলো আনবার জন্য; কিন্তু তিনি দুষ্টদের শাস্তি দেননি, কিম্বা ধার্মিকদের পুরস্কৃত ও করেন নি। তিনি বরং মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীর সব জায়গায় সুসমাচার বাক্য প্রচার করতে বলেছি.লন। তিনি বিশেষ ভাবে বলেছেন যে, তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর শিষ্যদেরকে তার সব কিছুই প্রচার করতে হবে (মথি ২৮ : ২০)। তাই স্পষ্টতঃই তাঁর শিক্ষা মালার একখানি লিখিত বিবরণ থাকা প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রাচীন মণ্ডলী বিশ্বাসীদের সংখ্যায় যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে লাগল, সুসমাচার বাক্য প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বাসীরাও ততই পরিপক্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। প্রভুর পার্থিব জীবন কালে যারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তারাই এই পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন। বিশ্বাসীরা আত্মিক ভাবে যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলেন দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যায়, কৃষ্টিগত পার্থক্য, সমাজের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া এবং স্বীকৃতি ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও মতবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্নের উদয় হতে লাগল। প্রৈরিতিক নেতাগণ শিক্ষা-নির্দেশ সম্বলিত চিঠি লিখবার মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই চিঠিগুলি পত্রাবলী নামে পরিচিত এবং এগুলি তখনকার মণ্ডলীগুলিতে বিতরণ করা হয়েছিল। এই লেখাগুলি ছিল পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এগুলি পবিত্র শাস্ত্র রূপে গৃহিত হয়েছিল (২ পিতর ৩ : ১৫, ১৬)। পরে প্রেরিতগণ এবং মণ্ডলীর প্রথম যুগের নেতা ও বিশ্বাসীগণ বৃদ্ধ বয়সের দিকে এগোতে থাকলে পবিত্র আত্মা কোন কোন লেখককে যীশু খ্রীষ্টের জীবন লিপিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (২ পিতর ১ : ১২-১৫)। এই বিবরণ গুলিকে সুসমাচার বলা হয় (মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন লিখিত সুসমাচার)।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মণ্ডলী যখন এই ভাবে পরিপক্ক হচ্ছিল ঠিক তখনই তাদের মধ্যে "ভণ্ড ভ্রাতা" "ভণ্ড প্রেরিতগণ" এবং "খ্রীষ্ট বিদ্বেষীদের" উদয় হয়েছিল ; যারা মণ্ডলীতে তাদের ভুল শিক্ষা দিয়ে লোকদের বিপথে নেবার চেষ্টা করছিল। (পড়ুন ঃ ২ করিন্থীয় ১১ ঃ ১২-১৫ ; গালাতীয় ১ ঃ ৬-৯ ; ৩ ঃ ১১ ; কলসীয় ২ ; ১ তীমথিয় ৪ ঃ ১-৩ ; ২ থিষলনীকীয় ২ ; ২ পিতর ২ ; ১ যোহন ২ ঃ ১৮-১৯ ; এবং যিহূদা—এই শাস্ত্রাংশগুলিতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।) পবিত্র শাস্ত্রের মত অন্যান্য প্রকার সাহিত্য ও মণ্ডলীতে প্রচারিত হয়েছে। কালক্রমে মণ্ডলী তাই ঈশ্বরে প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র চিহ্নিত করে একে মণ্ডলীতে উপযুক্ত স্থান দেবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিল। এই পদক্ষেপের ফলে পবিত্র শাস্ত্র অন্যান্য সমস্ত সাহিত্য থেকে এক স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেছিল।

নূতন নিয়মের শাস্ত্রের জন্য মানদণ্ড বা ক্যানন ছিল ঃ

১। তা অবশ্যই কোন একজন প্রেরিতের দ্বারা লিখিত বা সমর্থিত হতে হবে।

২। এর বিষয়বস্তু এমন আত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে যে তাকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে চেনা যাবে।

৩। তা অবশ্যই সার্বজনীন ভাবে মণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে গৃহীত হতে হবে।

মণ্ডলী ইতিহাসের একেবারে শুরুতেই নূতন নিয়মের ২৭ খানি বইকে এই সকল মূলনীতির আলোকে পরিমাপ করা হয়েছিল এবং অলিখিত ভাবে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে এটা স্বীকৃত হয় ৩৯৭ সালে, যখন কার্থেজের মহাসভা (মণ্ডলীর একদল নেতাদের সভা) বর্তমানে নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ২৭টি বইকে নূতন নিয়মের প্রামাণ্য শাস্ত্র হিসেবে ঘোষণা দান করে। এইরূপে, পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত বিশ্বাসীদের কাছে আগেই যা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল চার্চ-কাউন্সিল পরে তাকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিপাদন করেছিল মাত্র।

৯। নূতন ও পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রকে প্রামাণ্য ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্ররূপে গ্রহণের আনুমানিক তারিখ এবং কারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন তা উল্লেখ করুন।

ক) পুরাতন নিয়ম ....

খ) নূতন নিয়ম ....

১০। নূতন নিয়মের প্রামাণ্য পুস্তক সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত মণ্ডলীর প্রাচীন লেখাগুলি মনোনয়নের জন্য বিচারের তিনটি মূলনীতি আপনার নিজের কথায় লিখুন। (উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।)

পাণ্ডুলিপির বিশ্বাস যোগ্যতা ঃ

পবিত্র আত্মার যে বিশেষ অনুপ্রেরণার অধীনে লেখকেরা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্য লিখেছিলেন তা তাদের আদি বা মূল পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আজ আমাদের কাছে আদি পাণ্ডুলিপিগুলির একটিও নেই বটে, কিন্তু সেই মূল দলিলগুলির নির্ভর যোগ্য অনুলিপি আমাদের কাছে আছে। এই অনুলিপিগুলির মধ্যে যেহেতু কিছুটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাই আমরা ঠিক ঠিক বলতে পারি না যে প্রতিটি অনুলিপিই ঈশ্বর অনুপ্রাণিত ছিল।

সে যা হোক, পবিত্র শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত ও হস্তান্তরের মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বহু নিদর্শন দেখতে পাই। প্রকৃত পক্ষে, এত সুদীর্ঘ বছর ধরে নির্ভুল ভাবে শাস্ত্র বাক্য রক্ষা করা ঈশ্বরেরই আশ্চর্য দুরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের নিদর্শন। আপনি সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন, "বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে যেহেতু কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান, তাই শাস্ত্রকে কতখানি নির্ভুল বলা চলে ?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা অবাধে এবং মহা নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি ঃ "তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর যোগ্য! এই প্রকার পার্থক্য কোন মতবাদগত বিশ্বাস বা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে না বা ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিকেও বদলে দেয় না।"

প্রকৃত ঘটনা হোল, বাইবেলের বহু পণ্ডিত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলি একে অন্যের সাথে এবং অন্যান্য নির্ভর যোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখবার জন্য বহু বছর ব্যয় করেছেন। তারা বহু গবেষণা কার্য সম্পন্ন করেছেন। সম্প্রতি মরু সাগরের কাছে বাইবেলের প্রাচীন অনুলিপি আবিষ্কারের ফলে এই কাজ অনেক সহজ সাধ্য হয়েছে।

এই সমস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান কার্যের ফল থেকে আমরা এই নিশ্চয়তা লাভ করি যে, আমাদের হাতে বাইবেলের যে অনুলিপি আছে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর যোগ্য। সেগুলি এই ইংগিত করে যে আমাদের হাতে বর্তমানে যে হিব্রু ও গ্রীক পাণ্ডুলিপি আছে তা বস্তুতঃ আদি পাণ্ডুলিপি গুলিরই অনুরূপ (যেগুলিকে **অটোগ্রাফ** বা **স্বহস্ত লেখ্য** বলা হয়), আর পুরাতন ও নূতন নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি সবই অক্ষত রয়েছে। ঈশ্বর, যিনি মানুষকে তাঁর প্রকাশিত বিবরণ লিখবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তিনি বহু যুগ ধরে তা রক্ষাও করেছেন। বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বাইবেল থেকে যদিও এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ লাভের জন্য পবিত্র আত্মার এক বিশেষ অনুপ্রেরণা আবশ্যক হয়েছিল (২ পিতর ১ঃ ২০-২১), তবুও বাইবেল থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি **না** যে, যারা শাস্ত্র অনুবাদ, হস্তান্তর ও এর অনুলিপি প্রস্তুত করেন তারাও একইরূপ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এর দ্বারা আমি অবশ্য এমন কথা বলতে চাই না যে, অনুবাদগুলি নির্ভর যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আমরা জানি যে, বর্তমানের [এবং অতীতের অধিকাংশ অনুবাদই দক্ষ পণ্ডিতদের দ্বারা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং করা হয়। তাদের অধিকাংশই অস্বাভাবিক উন্নত মান সম্পন্ন। কিন্তু একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, কোন একটি অনুবাদকে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও আচরণের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বলে গ্রহণ করতে পারি না। একটি অনুবাদের সাথে অপর একটি অনুবাদের তুলনা করে প্রগাঢ় পণ্ডিত্যের আলোকে প্রতিটির গুণাবলী বিবেচনা করাই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

১১। এই পাঠের আলোচনা অনুসারে শাস্ত্রীয় মানদণ্ড সম্পর্কে নীচের কোন উক্তিগুলি সত্য ?

ক) আমাদের হাতে আদি পাণ্ডুলিপি নাই বলে পবিত্র শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বইগুলি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না।

খ) **পবিত্র শাস্ত্রীয় মানদণ্ড** কথাটি এই ইংগিত করে যে বাইবেলের সকল পুস্তক এই মানদণ্ডের শর্তাবলী পূরণ করেছে ঃ সেগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট।

গ) আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, কারণ ঈশ্বর শুধুমাত্র তা লিখবার জন্যই অনুপ্রাণিত করেন নি, অধিকন্তু বহু শতাব্দি ধরে সেগুলি রক্ষাও করেছেন।

ঘ) ঈশ্বর যে শুধুমাত্র শাস্ত্র লেখকদেরই এক বিশেষ পথে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তা নয় কিন্তু অধিকন্তু যে পণ্ডিতেরা বাইবেল অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে তাদের ও তিনি অনুপ্রাণিত করেন, ফলে সকল অনুবাদই পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

ঙ) কিছু প্রত্যাদেশমূলক সাহিত্য, যেমন এপোক্রিফা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) আমাদের পুরাতন নিয়ম হিব্রু বাইবেলের মত একইরূপ।

ছ) পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে ৩৯ খানি এবং নূতন নিয়মে ২৭ খানি বই আছে।

পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা এবং বিশেষণের উপযুক্ত পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

শাস্ত্র পাঠ করবার সময় আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, শাস্ত্রের কোন কোন বিশেষ পদাবলী বা অংশ স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের কাজ এবং উদ্দেশ্য শিক্ষা দান করে বলে মনে হয় না। মানুষের কাছ থেকে তিনি কি আশা করেন সে গুলি তাও প্রকাশ করে না। এমন কি আপনি

হয়তো দেখে অবাক হয়েছেন যে কোন কোন অংশে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র উল্লেখও নেই। উদাহরণ স্বরূপ আমার মনে অনেক সময় প্রশ্ন জেগেছে যে, উপদেশক বইখানির কি মূল্য থাকতে পারে, আর কেনই-বা বইখানি ঈশ্বরের বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর অনেক উক্তি শাস্ত্রের অপরাপর অংশের শিক্ষার বিরোধিতা করে। এই বইখানি পড়লে আপনি দেখবেন "সকলই অসার" (১ ঃ ২)—এই প্রসঙ্গটি এর সর্বত্র জাল বিস্তার করেছে।

এই ধরণের বিশেষ পদাবলী বা অংশের সম্মুখীন হলে আমাদের অবশ্যই সতর্কভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে, যেন সেগুলির নির্ভুল অর্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এই পদ গুলির আগে ও পরে কি আছে তা আমাদের পড়তে হবে। উপদেশক বই খানির ক্ষেত্রে আমরা এই উক্তিগুলিকে যেন বইখানির অবশিষ্ট অংশ অথবা সমগ্র বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে আমাদের জীবনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার না করি। কি "অসার বা নিরর্থক" তা বুঝবার জন্য আমাদের অবশ্যই সমগ্র উপদেশক বইখানি পড়তে হবে। বইখানির শেষ অধ্যায়ে পেঁাছে সমগ্র বইখানির বানী আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। লেখক অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন যে **ঈশ্বরবিহীন** যে জীবন তা একেবারেই বাজে এবং নিরর্থক। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন একটি উপকারী পরামর্শের আকারে তিনি আমাদের তা দিতে চান ঃ

> তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ কর।……ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মানুষের কর্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন (১২ ঃ ১, ১৩-১৪)।

এই উদাহরণ থেকে আমরা একটি মূল্যবান শিক্ষা পাই ঃ **সমগ্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকেই সকল শাস্ত্রাংশের বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।** আমরা যদি এই মূল-

নীতিটি শিক্ষা করি ও তা জীবনে প্রয়োগ করি, তাহলে এক শক্ত ভিত্তির উপরে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তুলব। কোন একটি বিচ্ছিন্ন পদ বা শাস্ত্রাংশের উপরে আমরা আমাদের জীবন ও কাজের ভিত্তি স্থাপন করতে সাহস করি না। এই মূলনীতি অনুসরণ না করলে আমরা গুরুতর অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারি।

ঈশ্বর তাঁর বাক্যের শিক্ষা বুঝতে সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মা শাস্ত্র লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন আর যারা শাস্ত্র পাঠ করে তাদের মনকে তিনি আলোকিতও করে থাকেন। এর মানে বিশ্বাসী বাইবেলে যা পাঠ করেন তিনি যেন তা বুঝতে পারেন সে জন্য পবিত্র আত্মা তার মনকে জ্ঞানালোক দান করেন। পাপ মানুষের মনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে বলে পবিত্র আত্মার সাহায্যে ছাড়া কেহই উপযুক্তরূপে শাস্ত্র বুঝতে পারে না। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন আমাদের অন্তরে বাস করেন, তখন তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন এবং এর নির্ভুল অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন। (দেখুন ঃ রোমীয় ১ ঃ ২১ ; ইফিষীয় ১ ঃ ১৮ ; ৪ ঃ ১৮ ; ১ করিন্থীয় ২ ঃ ৬-১৬ ; এবং ১ যোহন ২ ঃ ২০, ২৭)।

অতএব বাইবেল হচ্ছে মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের বিবরণ। এর কোন কোন উক্তি পরস্পর বিরোধী মনে হলেও সমগ্র বই অথবা সমগ্র বাইবেলের আলোকে অর্থ করা হলে তাদের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। তদুপরি পবিত্র আত্মা আমাদের মনকে আলোকিত করেন যেন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের নির্ভুল অর্থ এবং তিনি আমাদের যে শিক্ষা দিতে চান তা বুঝতে পারি।

১২। উক্তিটি সম্পূর্ণ করে লিখুন ঃ সমগ্র .... শিক্ষার আলোকেই সকল শাস্ত্রাংশের বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

পবিত্র শাস্ত্রের কর্তৃত্ব ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের কোন্ কর্তৃত্বের স্থান লাভ করা উচিৎ, তা বলতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়ন করতে গিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয়। আমাদের জীবন ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমরা বাইবেলকে কি প্রকার গুরুত্ব দেব? শাস্ত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে ঈশ্বরের অনুভূতি প্রকাশ করে। **আমরা জানতে পারি যে শাস্ত্রই হবে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব** (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭)।

লোকদের সাথে তাঁর যোগাযোগের শুরুতেই ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, তিনি চান যেন তারা তাঁর আদেশমালা জেনে সেই মত কাজও করে, "আমি যে কোন বিষয় তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই যত্ন পূর্বক পালন করিবে; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহা হইতে কিছু হ্রাস করিবে না" (দ্বিঃ বিঃ ১২ ঃ ৩২)। এমন কি তিনি একথাও বলেছেন যে তারা তাঁর বাক্য বুঝেছে কিনা ও তা পালন করে কিনা তা দেখবার জন্য তিনি তাদের পরীক্ষা করবেন (দ্বিঃ বিঃ ১৩ ঃ ৩)।

কোন একজন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নের অর্থকারী যদি আপনার এলাকায় এসে একটা আশ্চর্য কাজ করে, কিম্বা কোন এক বিশেষ পথে একটা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তাহলে তাতেই কি সেই ব্যক্তি একজন প্রকৃত ভাববাদী হয়ে যাবেন? না, বরং যদি ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সাথে সেই ব্যক্তির কথার মিল থাকে, তবেই তা সম্ভব। (দেখুন ঃ দ্বিঃ বিঃ ১৩ ঃ ১-৩)।

পবিত্র শাস্ত্রে বারংবার এই মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্ময়কর ঘটনা, চিহ্ন কার্য, আশ্চর্য কাজ, অথবা এমন কোন বিষয় যা শুধুমাত্র চিত্ত বিনোদনের ব্যাপার, কিম্বা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যেতে পারে এমন কোন কিছু যার দ্বারা আমরা যেন বিপথে চালিত না হই।

যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক রক্ষার উপায় হচ্ছে তাঁর বাক্য অনুসারে জীবন যাপন করা। 'তোমরা যদি আমার আজ্ঞাসকল পালন

কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে" (যোহন ১৫ : ১০)। তাঁর প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়ার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসা দেখাতে পারি : "আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু" (যোহন ১৫ : ১৪)।

ঈশ্বরের বাক্যই সত্য স্বরূপ (যোহন ১৭ : ১৭)। তাই আমরা অবশ্যই এই বাক্যকে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত মণ্ডলীর জীবনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব স্বরূপ করব। আমাদের গীর্জাঘর গুলিতে আমরা মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে পুলপীট স্থাপন করি, কারণ সেখান থেকেই ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা হয়। এই চিত্রটি দায়ূদের এই কথার ব্যাখ্যা দান করে : "কেননা তোমরা সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ" (গীতসংহিতা ১০৮ : ২)।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাইবেলের শিক্ষাকে আমাদের পরিবার-পরিজন কিম্বা বন্ধু-বান্ধবদের উপরে স্থান দিতে হবে। এর সতর্কবানী এবং পথ-নির্দেশের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের আবেগকে অবশ্যই-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে।

এই জন্যই আমাদের মণ্ডলীগুলিতে সুস্থ বাইবেলের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই বিশ্বাসীর অন্তরে ধারাবাহিক বাইবেল অধ্যয়নের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলব। লোকেরা ঈশ্বরের গৃহে একত্রে মিলিত হবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্য ভালবাসে বলেই।

তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে,
কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।

যিশাইয়া ৪০ : ৮

১৩। এই অংশে আমরা যা শিক্ষা দিয়েছি তার ভিত্তিতে আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্য কোন্ কর্তৃত্বের আসন পাবার দাবিদার।

পরীক্ষা ঃ

মিল দেখানো ঃ

১। ডান পাশের বিশেষণগুলির সাথে তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞাগুলি মেলান।

…ক) অলিখিত কাহিনী এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের (বংশের) কাছে হস্তান্তর।

…খ) পবিত্র আত্মা যখন আমাদের শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করেন তখন যা ঘটে।

…গ) পবিত্র শাস্ত্রের আদি পাণ্ডুলিপি সমূহ।

…ঘ) যে লেখকগণ বাইবেলের বইগুলি লিখেছেন পবিত্র আত্মার দ্বারা তাদের পরিচালনা দেবার একটি বিশেষ কাজ।

…ঙ) ঈশ্বরের দ্বারা নিজেকে এবং তাঁর কার্যাবলী প্রকাশ, অন্যথায় যা জানা যেত না।

…চ) জগৎ বিধ্বংসী হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ সম্পর্কিত রচনাবলী।

…ছ) কোন বইগুলি ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট তা নির্ণয়ের জন্য কতিপয় মূলনীতি অনুসারে পরিমাপ পদ্ধতি।

১) প্রত্যাদেশমূলক সাহিত্য।
২) অটোগ্রাফ বা স্ব-হস্ত-লেখ্য।
৩) মৌখিকভাবে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত কাহিনী।
৪) ক্যানন বা মানদণ্ড।
৫) অনুপ্রেরণা।
৬) আলোকিত করণ।
৭) আত্ম প্রকাশ।

সত্য-মিথ্যা। যে উক্তিগুলি সত্য সেগুলির পাশে **স**, এবং যেগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে **মি** লিখুন।

…. ২। মণ্ডলী হচ্ছে বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব।

……৩। ঈশ্বরের বাক্যের সত্য বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই সমগ্র বাইবেলের শিক্ষার আলোকে অংশটির বিশ্লেষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

…… ৪। পবিত্র শাস্ত্র লিখবার যে অনুপ্রেরণা তার মধ্যে আদি পাণ্ডু-লিপি বা স্বহস্তলেখ্য প্রস্তুত, স্বহস্তলেখ্যের বিভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ এবং বিভিন্ন সংস্করণ প্রস্তুত, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

…… ৫। ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বাক্য রূপে বাইবেল যে নির্ভর যোগ্য সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, কারণ ঈশ্বর যে বহু শতাব্দি যাবৎ বাইবেলের নির্ভুল বিবরণ রক্ষা করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

……৬। শাস্ত্রীয় মানদণ্ডের মধ্যে গৃহীত সমস্ত বই ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে স্বীকৃত।

……৭। শাস্ত্রের এক নায়কত্ব বলতে বুঝায় যে, বাইবেলের ৬৬ খানি বইয়ের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের পরিপূর্ণ আত্ম প্রকাশের লিখিত বিবরণ পেয়েছি।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৮। কারণ তাহলে আমরা জানব যে পরবর্তী তথাকথিত যে কোন আত্ম প্রকাশ আমাদের প্রত্যাখান করতে হবে, যেহেতু সেগুলি ঈশ্বর ইতিমধ্যে যা প্রকাশ করেছেন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আর সেগুলি ঈশ্বরকে গৌরবান্বিতও করে না।

১। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আত্ম প্রকাশ বলতে বুঝায় যে, লোকেরা ঈশ্বর ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা অন্য কোন ভাবে জানতে পারত না, তিনি তাদের কাছে তা প্রকাশ করেন।

১০। সেগুলি অবশ্যই কোন একজন প্রেরিতের দ্বারা লিখিত বা সমর্থিত হতে হবে। বিষয় বস্তুর এমন আত্মিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যা থেকে বুঝা যাবে যে তা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট। তা অবশ্যই সমগ্র মণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত বলে গৃহীত হতে হবে।

৩। ক) "পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ……"

খ) "পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিলেন ……"
গ) "কিন্তু এখন…সদাপ্রভু এই কথা কহেন" (লেখক যিশাইয়)।
ঘ) "যিরমিয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল।"
ঙ) "সদাপ্রভু এই কথা কহেন"।
চ) "কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিম্বা আত্মিক বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সকল প্রভুর আজ্ঞা।"
ছ) "পৌল ও তাহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন।" (লক্ষ্য করুন যে ১৬ পদে পিতর পৌলের লেখাকে **শাস্ত্রলিপি** বলে স্বীকার করেছেন।)

৯। ক) খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সালে, ইস্রা এবং মহা ধর্মধামের সদস্যগণ কর্তৃক।
খ) ৩৯৭ খৃষ্টাব্দে, কার্থেজ এর মহাসভায়।

৪) খ) একটি বিশেষ কাজের জন্য পবিত্র আত্মার দেওয়া একটি বিশেষ সামর্থ্য।
ঘ) ঈশ্বরের নিজের বিষয়ে ও তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে ……
চ) কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং …… ……………

১২। সমগ্র বাইবেল।

৫। যাতে তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটে সেই জন্য ক্রুশারোপিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গবার প্রথা থাকলেও যীশুর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয়নি, কারণ সৈনিকেরা দেখেছিল যে তিনি আগেই মারা গিয়েছেন। তার পরিবর্তে তারা বর্শা দিয়ে তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করেছিল।

১১। ক) মিথ্যা। ঙ) মিথ্যা।
খ) সত্য। চ) সত্য।
গ) সত্য। ছ) সত্য।
ঘ) মিথ্যা।

৬। ক) যীশু ঈশ্বরের বাক্য হিসেবে পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি তাঁর সম্মান ও অনুমোদন দেখিয়েছেন। বাইবেলের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। বাইবেলে প্রসঙ্গের একতা বিদ্যমান।

খ) তিনি তা থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গ) একটি উদাহরণ হল যীশুর জন্ম স্থান যার বিষয়ে মীখা ভাববাদি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর একটি হল তাঁর মৃত্যুর ধরণ, যে বিষয়ে যিশাইয় ও দায়ূদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ঘ) মানুষের মুক্তি বা পুনরুদ্ধার।

১৩। আপনার উত্তর এই ধরণের হবে ঃ আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেলই হবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। তা আমাদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-ধারা এবং আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আমাদের তা বিশ্বস্তভাবে অধ্যয়ন করতে এবং এর শিক্ষা আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

৭। ক) যোহন ১৬ ঃ ১২-১৫ পদ।

খ) ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত পথ নির্দেশ ও জ্ঞানালোক, এবং আরও অনেক মতবাদগত সত্য।

গ) ইফিষীয় ৩ ঃ ৪-৫, ৯-১০ ; ২ পিতর ৩ ঃ ১৫-১৬ ; ২ পিতর ১ ঃ ২০-২১।

নোট

৯ম পাঠ

মণ্ডলী ঃ ঈশ্বরের লোকদের সমাজ

আপনি নিশ্চয়ই শিশুদের একত্রে খেলা করতে এবং তারা কিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা লক্ষ্য করেছেন। মানুষ যে এক সামাজিক জীব, এ থেকে আমরা তার উদাহরণ পাই—তার সমরূপ অন্যান্য লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের সাথে সহভাগিতা করা মানুষের একটি স্বভাব। তাই মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যীশু একইরূপ মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের একটি সমাজ অর্থাৎ তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন এর মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে। কারণ মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ, যীশু খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কই হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি।

পিতর বলেছেন, "পূর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ" (১ পিতর ২ ঃ ১০)। আমরা আগে বাইরে ছিলাম ; আমাদের পাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে রেখেছিল। কিন্তু যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করবার ফলে আমরা বিশ্বাসে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে এক নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছি। এই নতুন সম্পর্কের ফলে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথেও আমাদের এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের পরিবার, অর্থাৎ তাঁর মণ্ডলীর অংশ হয়েছি।

ঈশ্বর তাঁর গৌরবের জন্য, আমাদের আত্মিক জীবনের পুষ্টি সাধনের জন্য এবং অন্যদের কাছে সুসমাচারের বানী পৌঁছে দেবার জন্য যে মাধ্যমটি মনোনীত করেছেন, এই পাঠে আমরা সেই মাধ্যম বা মণ্ডলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। মণ্ডলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আমরা এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারব এবং আমাদের প্রভু এর উপরে কত বেশী মূল্য আরোপ করেছিলেন যার ফলে তিনি এর জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৫)।

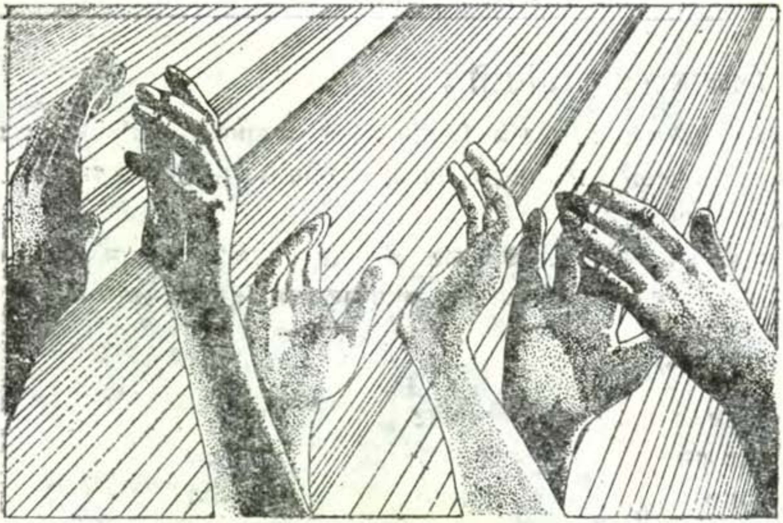

পাঠের খসড়া ঃ

মণ্ডলীর স্বরূপ
মণ্ডলীর শুরু
মণ্ডলীর সাদৃশ্য
মণ্ডলীর কাজ

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ মণ্ডলী কথাটির সংজ্ঞা দিতে এবং এর বাইবেল ভিত্তিক ও বাইবেল নিরপেক্ষ সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

★ কখন মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল তা বলতে এবং এর সপক্ষে বাইবেল ভিত্তিক প্রমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

★ মণ্ডলীর দ্বিবিধ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ মণ্ডলীর তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য এবং সেগুলি অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে প্রেরিত ২ অধ্যায়, ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১২-৩১ ; রোমীয় ১২ অধ্যায়, ইফিষীয় ৪ ঃ ১-১৬ ; ৫ ঃ ২২-৩৩ পদ পড়ুন।

২। ১ম পাঠের একই পদ্ধতি অনুসারে পাঠখানি অধ্যয়ন করুন। যে মূল কথাগুলি আপনার কাছে নতুন সেগুলির অর্থ-জেনে নিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

প্রতিবন্ধক	মতবাদগত	সম্পর্ক
আহ্বান	সক্রিয়	সামাজিক
সমাজ	ধর্মানুষ্ঠান	বিশ্বজনীন

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

মণ্ডলী স্বরূপ ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ <u>মণ্ডলী কথাটির বাইবেল ভিত্তিক সংজ্ঞাগুলি সনাক্ত করতে পারা।</u>

১। মনে করুন আলাপ প্রসঙ্গে আপনি কারও কাছে 'মণ্ডলী' কথাটি উচ্চারণ করেছেন। সেই ব্যক্তি এর আগে কখনও এই কথাটি শোনেন নি, তাই তিনি আপনাকে প্রশ্ন করেন, "**মণ্ডলী** মানে কি ?" আপনার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নোট খাতায় এর একটি ছোট উত্তর লিখুন।

আপনি যদি আজকের আরও অনেক লোকের মত হন, তাহলে উপরের প্রশ্নটির উত্তরে আপনি হয়তো এই ধরণের কিছু বলেছেন ঃ মণ্ডলী বা গীর্জা হচ্ছে যেখানে লোকেরা উপাসনায় মিলিত হয়।" আপনি যদি আরও সঠিক হতে চান তাহলে হয়তো বলেছেন ঃ "**মণ্ডলী** কথাটি এমন একটি সংগঠনের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে যা বিভিন্ন স্থানের একই

মতবাদের ধারক, একই নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত এবং একই উদ্দেশ্যের অধিকারী লোকদের সমষ্টি নিয়ে গঠিত।"

অধিকাংশ লোক মণ্ডলী কথাটির কি সংজ্ঞা দিয়ে থাকে উপরোক্ত দুটি উত্তর থেকেই সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, আর আধুনিককালে এই কথাটিকে যে অর্থে নেওয়া হয়ে থাকে তার প্রেক্ষিতে দুটি উত্তরই নির্ভুল। কিন্তু বাইবেলে যখন মণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে তখন এর উপরে উপরোক্ত উত্তরগুলির চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মণ্ডলী বলতে আমরা সাধারণতঃ কোন ঘর বা দালানের প্রতি ইংগিত করে থাকি, বাইবেলে কিন্তু তা নয়; বাইবেলে মণ্ডলী বলতে এক দল **লোককে** বুঝানো হয়েছে। আবার বাইবেলে মণ্ডলীকে কোন একটা **সংগঠন** বলা হয়নি। আজ যে লোকেরা মণ্ডলী কথাটিকে এই অর্থে নিয়ে থাকে, তারা ক্যাথলিক, ব্যাপ্টিষ্ট, মেথোডিস্ট অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় বুঝাতে মণ্ডলী কথাটি ব্যবহার করে।

বাইবেলগত অর্থে **মণ্ডলী** কথাটির দুটি সংজ্ঞা আছে। "মণ্ডলী" হচ্ছে গ্রীক **একলেশিয়া** (Ekklesia) কথাটির অনুবাদ। আর যে মূল শব্দগুলি নিয়ে গ্রীক **একলেশিয়া** কথাটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আমরা এর অর্থ হিসেবে এমন এক দল লোকের চিত্র পাই, যারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এবং যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়ে তারা ঈশ্বরের পরিবারের লোক হয়। তাদের প্রভুর নির্দেশ মত তারা সুসমাচারের বানী প্রচারে নিবিষ্ট চিত্ত। তারা এমন এক দল অনুগত লোকের সমাজ, যারা তাঁর ইচ্ছা সাধনে সংঘবদ্ধ। বিশদ অর্থে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকারকারী এই বিশ্বাসী সমাজ হচ্ছে **বিশ্বজনীন মণ্ডলী** যাকে **অদৃশ্য মণ্ডলীও** বলা হয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একই বিশ্বাস ও আনুগত্যের অধিকারী সব জায়গার সকল বিশ্বাসী এর অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষুদ্রতর অর্থে মণ্ডলী লোকদের একটি সমাবেশ বা সম্মেলনকে বুঝায়। এই লোকেরা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিশ্বাসীবর্গ,

যারা যীশু খ্রীষ্টে একই বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহভাগী, এবং যারা সমবেত উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হয়। তাদের বলা হয় একটি **স্থানীয় মণ্ডলী** বা **দৃশ্যমান** মণ্ডলী। নূতন নিয়মে স্থানীয় মণ্ডলীর অনেক উদাহরণ আছে :

রোমীয় ১ : ৭ : "রোমে ঈশ্বরের প্রিয় আহূত পবিত্র যত লোক আছেন, সেই সর্বজন সমীপেষু।"

১ করিন্থীয় ১ : ১ : "করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে............."

গালাতীয় ১ : ২ : "গালাতীয়ার মণ্ডলীগণের সমীপে.........."

ফিলিপীয় ১ : ১: "খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাহাদের এবং অধ্যক্ষগণও পরিচারকগণের সমীপে।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, নূতন নিয়ম অনুসারে মণ্ডলী ছিল ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ। মণ্ডলীর বর্ণনায় **সমাজ** কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা একত্রে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে সহভাগিতা ও অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে একত্রে যুক্ত বিশ্বাসীদের কথা বলে এই সামাজিক মনোভাব বর্ণনা করা হয়েছে প্রেরিত ২ : ৪২-৪৭ পদে :

তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। তখন সকলের ভয় উপস্থিত হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নকার্য সাধিত হইত। আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে এক সঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত ; আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত, তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল।

বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর মণ্ডলীকে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের মাধ্যম হিসেবে মনোনীত করেছেন ঃ

১। সমবেত উপাসনার বন্দোবস্ত করা (যোহন ৪ ঃ ২০-২৪ ; ইব্রীয় ১০ ঃ ২৫ পদে সাথে তুলনা করুন)।

২। বিশ্বাসীদের আত্মিক বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করা (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৩-১৬)।

৩। অপর লোকদের কাছে খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের সুখবর পৌঁছে দেওয়া (মথি ১৬ ঃ ১৮ ; ২৪ ঃ ১৪ ; ২৮ ঃ ১৮-২০)।
এই পাঠেই পরে আমরা এদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে আলোচনা করব।

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা প্রায়ই **ঈশ্বরের মণ্ডলী** অথবা **খ্রীষ্টের মণ্ডলী** এই ধরণের কথা দেখতে পাই। এই বিশেষণগুলি এই ইংগিত করে যে, মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি এর সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে আসে না, তা আসে এর মস্তক, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে।

এইরূপে, মণ্ডলী হচ্ছে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট একই ত্রাণকর্তার অধীনে উদ্ধার প্রাপ্ত পাপীদের এক সহভাগিতা। বিশ্বাসীদের এই সহভাগিতার মধ্যে একতা বিদ্যমান, কারণ পবিত্র আত্মার সাধিত এক মিলনের মাধ্যমে সভ্য-সভ্যাগণ পরস্পরের মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে এক।

নূতন নিয়মের বিবরণে আছে যে, নতুন বিশ্বাসীরা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করবার পরে তাদের জলের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যা খ্রীষ্টের সাথে তাদের সংযুক্তিকে স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করে (প্রেরিত ২ ঃ ৩৮ ; ৮ ঃ ১২-১৩ ; ৯ ঃ ১-১৯ ; ১০ ঃ ৪৭-৪৮)। যে নতুন বিশ্বাসীদের নিয়ে স্থানীয় মণ্ডলীগুলি গঠিত হয়েছিল এবং যারা বিশ্বজনীন মণ্ডলীর অংশ ছিলেন, তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ঃ

১। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণাকারী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন।

২। তারা বিশ্বাস স্বীকার করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন।

৩। তারা যত শীঘ্র সম্ভব এক সহভাগিতাকারী বিশ্বাসী সমাজ রূপে সংগঠিত হয়েছেন (প্রেরিত ১৩ ঃ ৪৩ পদকে ১৪ ঃ ২৩ পদের সাথে তুলনা করুন)।

৪। তাদের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ঃ সমবেত উপাসনায় একত্রে মিলিত হওয়া এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করা।

২। সঠিক সম্পূরক বাক্যগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন ঃ বাইবেলে ব্যবহৃত মণ্ডলী কথাটির মধ্যে এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত—

ক) একটি ঘর বা দালান, যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনায় মিলিত হয়।

খ) ঈশ্বরের প্রজাদের একটি সভা বা সম্মেলন যা একত্রে মিলিত হয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে একই বিশ্বাস ও আনুগত্যের সহভাগিতা করে।

গ) ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাসীদের এক সহভাগিতা, যারা একই ত্রাণ-কর্তায় বিশ্বাসী এবং যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সাথে ও এক।

ঘ) যে কোন আয়তনের যে কোন ধর্মীয় দল, সংগঠন বা সম্প্রদায়।

ঙ) বিশ্বব্যাপী সমগ্র বিশ্বাসী সমাজ যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করেন।

মণ্ডলীর শুরু ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ মণ্ডলীর কখন আরম্ভ হয়েছে এ সম্পর্কে বাইবেলের ২টি নিদর্শন এবং প্রাচীন বিশ্বাসীদের ৭টি কাজ উল্লেখ করতে পারা।

ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটি প্রথম দেখতে পাওয়া যায় পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে, অব্রাহামের পরিবারের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে আশীর্বাদ করবেন (আদি ১২ ঃ ১-৩)। মিশরে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের সময় এই প্রতিজ্ঞাটি সত্য প্রমাণিত হয় ঃ এর পরে ঈশ্বর ও অব্রাহামের মধ্যে স্থাপিত চুক্তির বিভিন্ন দায়িত্ব ও আশীর্বাদগুলি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করবার ফলে (আদি ২২ ঃ ১৭-১৮ পদের সাথে যাত্রা ১৯ ঃ ৪-৬ পদের তুলনা করুন) ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটি অধিকতর স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

কিন্তু পুরাতন নিয়মের ইতিহাস এই রায় দেয় যে, ইস্রায়েল জাতি তার সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে আশীর্বাদ করবার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রজাদের একটি সমাজ যদিও ছিল, কিন্তু তা এর আকাংখিত উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তথাপি জগতের মধ্য থেকে তাঁর নিজের জন্য একটি জাতিকে আহ্বান, পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করা, এবং তাদেরকে তাঁর পরিত্রাণ দান করবার যে উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ছিল তা ব্যর্থ হয়নি। ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা জীবনে ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজরূপে মণ্ডলী সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ভবিষ্যৎকাল সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করে তিনি বলেছেন, "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব" (মথি ১৬ : ১৮)। ইফিষীয় ১ : ১৯-২৩ পদে পৌল এই ইংগিত করেছেন যে, মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা এবং উদ্ধার প্রাপ্ত সমাজের মস্তক রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদের প্রভুর পক্ষে পুনরুত্থান করে স্বর্গে যাবার প্রয়োজন ছিল :

> .... যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন ; ফলত : তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন,......... .... আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন, সেই মণ্ডলী তাঁহার দেহ...... (২০, ২২-২৩ পদ)।

তাঁর নিজ লোকদের অর্থাৎ মণ্ডলীর পক্ষে এক অনন্ত মহাযাজক রূপে কাজ করবার জন্যও খ্রীষ্টের পুনরুত্থানও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল। তদুপরি, এর ফলে তিনি মণ্ডলীর সক্রিয়তার জন্য আবশ্যকীয় বরদানগুলি দিতে পেরেছেন (দেখুন ইব্রীয় ৪ : ১৪-১৬ ; ৭ : ২৫ ; ইফিষীয় ৪ : ৭ ১২)।

৩। নূতন নিয়মের উপরোক্ত শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে নীচের কোন্ উক্তিটি সত্য ?

ক) বাইবেল থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যা কালে যীশু মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

খ) পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই নিদর্শন পাই যে তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবার আগে যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থানও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল।

ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকার করা হয় যে, পঞ্চাশত্তমীর দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল, যদিও এর আগেও বিশ্বাসীরা একত্রে মিলিত হতেন। এখন আমরা এ সম্পর্কে বাইবেলের নিদর্শণগুলি দেখব।

১। স্বর্গে যাওয়ার ঠিক আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়।" (প্রেরিত ১ ঃ ৪-৫ ; এছাড়া আরও পাঠ করুন যোহন ১৪ ঃ ১২ ; ১৬ ঃ ৭-৮, ১৩-১৫)।

২। এর পরে যীশু এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, একবার পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হলে পর শিষ্যেরা কাছের এবং দূরের সমস্ত জায়গায় ক্ষমতার সঙ্গে সুসমাচারের সাক্ষী হবেন (প্রেরিত ১ ঃ ৮)।

৩। ঠিক যীশুর কথা মতই পঞ্চাশত্তমীর দিন শিষ্যেরা এবং অন্যান্য বিশ্বাসীরা যখন উপরের কুঠরীতে প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিলেন তখন পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়েছিল, তিনি তাদের জীবনে বাস করতে এসেছিলেন, আর তারা সকলে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২ ঃ ১-৪ ; যোহন ১৪ ঃ ১৭ পদের সাথে যোহন ৭ ঃ ৩৭-৩৯ এবং ১৪ ঃ ১৭ পদের তুলনা করুন)।

৪। তাছাড়া, ঐ একই দিন ৩০০০ লোক সুসমাচার বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়ে বিশ্বাসী সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিল। এইরূপে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা, বিশ্বাসীদের আত্মিক পুষ্টি সাধন এবং সুখবর প্রচার বা সাক্ষ্যদানে নিবিষ্ট একটি সমাজ রূপে কাজ আরম্ভ করেছিল।

এইরূপে পবিত্র আত্মার আগমণের দ্বারা এক নতুন যুগের আরম্ভ সূচিত হয়েছিল, ঈশ্বরের ত্রাণকারী অনুগ্রহ এবং পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য তাঁর বিশ্বজনীন আহ্বানের পক্ষে সাক্ষ্য দানের জন্য বিশ্বাসীদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রেরিতদের কার্য বিবরণ বইখানিতে আমরা দেখি যে, এই প্রথম দিনটি থেকে শুরু করে বিশ্বাসীরা বরাবরই একটি পরিবার বা এক সমবেত একক হিসেবে কাজ করেছেন। এই বিশ্বাসীগণের এবং প্রাচীন মন্ডলীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

১। তাদের একটি মতবাদগত আদর্শ বা মানদন্ড ছিল ঃ প্রেরিতগণের শিক্ষা (প্রেরিত ২ ঃ ৪২)।

২। অন্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা ছিল (প্রেরিত ২ ঃ ৪৩)।

৩। তারা জলের বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪১-৪২, ৪৭ ; দেখুন মথি ২৮ ঃ ১৯, ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৬)।

৪। তারা প্রকাশ্য উপাসনাও প্রার্থনার জন্য মিলিত হতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪৬ ; ৪ ঃ ২৩-৩১)।

৫। তারা অভাব গ্রস্তদের সাহায্য করতেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪১ ; ৪ ঃ ৩২-৩৫ ; ৬ ঃ ১-৭)।

৬। তারা অন্যান্য স্থানে গিয়ে সুসমাচার প্রচার এবং বিশ্বাসীদের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য লোক নিয়োগ করতেন (প্রেরিত ৮ ঃ ১৪-১৭ ; ১১ ঃ ২২)।

৭। যে লোকদের কাছে খ্রীষ্টের বানী পৌঁছানো হয়েছে, এবং নতুন খ্রীষ্টিয়ানদের বিভিন্ন অভ্যাস ও রীতি-নীতি ইত্যাদি সহ সুসমাচার বিস্তারের বিশেষ বিশেষ দিকগুলি সম্বন্ধে তারা অনুসন্ধান করতেন এবং খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মতবাদগত আদর্শ বা মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতেন (প্রেরিত ১১ ঃ ১-৩, ১৮ ; ১৫ ঃ ৪-৩৫)।

৪।। আপনার নোট খাতায় পঞ্চাশত্তমীর দিনে সংঘটিত এমন দুটি বিষয় উল্লেখ করুন যেগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যীশুর স্বর্গে চলে যাওয়ার অল্পকাল পরে ঐ দিনই মণ্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল।

৫। মন থেকে প্রাচীন বিশ্বাসীদের সাতটি কাজ উল্লেখ করুন যেগুলি তাদেরকে একটি মণ্ডলীর বা সম্মিলিত দেহের বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। নোট খাতায় উত্তর লিখুন, তার পর এই অংশে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেটির সঙ্গে আপনার উত্তর মেলান। এই তালিকার বিভিন্ন কাজের সাথে আপনার এলাকাস্থিত মণ্ডলীর কার্যাবলীর মিল আছে কি?

মণ্ডলীর সাদৃশ্য :

লক্ষ্য ৩ : যে বৈশিষ্ট্যগুলি মণ্ডলীর প্রকৃতি বর্ণনা করে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

কোন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টকে প্রভু বলে গ্রহণ করেন তখন পবিত্র আত্মা, যিনি তার পরিত্রাণ সম্পন্ন করেন, তিনি সেই ব্যক্তিকে অন্য সকল বিশ্বাসীদের সাথে একটি সমাজের মধ্যে যুক্ত করেন যাকে আমরা মণ্ডলী বা **খ্রীষ্টের দেহ** বলে থাকি। বাইবেলে মণ্ডলীকে একটি দেহ, একজন কণে, একটি দালান, একটি দ্রাক্ষালতা এবং শাখা-প্রশাখা, এবং একটি মেষ পালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বতন্ত্র বিশ্বাসী, স্থানীয় মণ্ডলী, এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর ক্ষেত্রেও এই একই প্রতীকগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

৬। নীচের প্রতিটি শাস্ত্রাংশ পাঠ করুন, তার পর প্রতিটিতে ডান পাশের কোন্‌টির বর্ণনা পাওয়া যায় তা দেখান :

...ক) লূক ১৫ : ৪-১০ (মেষপাল)	১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী
...খ) ২ করিন্থীয় ১১ : ২ (কণে)	২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী
...গ) ১ করিন্থীয় ৩ : ১৬-১৭ (দালান)	৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী
..ঘ) ইফিষীয় ১ : ২২-২৩ (দেহ)	
...ঙ) ইব্রীয় ১৩ : ২০ (মেষপাল)	
...চ) যোহন ১৫ : ১-৫ (শাখা-প্রশাখা)	

এই অনুশীলনী থেকে আমরা মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা ইংগিত পাই। একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসীর একার দ্বারা মণ্ডলী গঠিত হয় না। বহু-স্বতন্ত্র বিশ্বাসীদের মিলিত হওয়ার ফলেই মণ্ডলী গঠিত হয়। আমরা যদি মণ্ডলীকে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন হিসেবে দেখি তাহলে তা যে বিশ্বাসীদের একটি সমাজ—যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এই ধারণাটি আমাদের দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই বিশ্বাসীরা পরস্পরের সেবা করেন, পরস্পরকে ভালবাসেন এবং খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে পরস্পরকে সাহায্য করেন। সুতরাং দুই পথে মণ্ডলীর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ এর সাথে বিশ্বাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক জড়িত, এবং দ্বিতীয়তঃ তা হচ্ছে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সংযুক্তির দৃশ্যমান প্রকাশ।

১। মণ্ডলীতে বিশ্বাসীরা পরস্পরের সাথে এবং খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। একজন পাপী যখন সুস-মাচার বার্তার মুখো-মুখি হয়, তখন সে ঈশ্বরের সামনে একাকী দণ্ডায়মান হয়। সুসমাচার বাক্য গ্রহণ বা প্রত্যাখান করা সম্পূর্ণরূপে তার ব্যক্তিগত মনোনয়নের ব্যাপার, নিজের জন্য সে একাই কেবল এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু যেটিকেই মনোনীত করুক না কেন সে দেখতে পাবে যে অন্যেরাও সেই একই মনোনয়ন করেছেন। সুতরাং, পরিত্রাণ একটি অতি ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও তা কোন গোপন বিষয় নয়। তা আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবদ্ধ করে। প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে খ্রীষ্টের সাদৃশ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আত্মিক বৃদ্ধিও বিকাশের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

পরিত্রাণের সময়ে বিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টের সাথে যে সম্পর্কে প্রবেশ করেন, প্রেরিত পৌল তার বিষয় উল্লেখ করেছেন ঃ "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। আর এখন······ আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি

বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসই, যাপন করিতেছি ; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন" (গালাতীয় ২ ঃ ২০)। তিনি বিশ্বাসীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বলেছেন, "আমরা পরস্পর অংগ-প্রত্যংগ" (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৫)। এর অর্থ, একত্রে সকল বিশ্বাসীদের নিয়ে মণ্ডলী গঠিত হয়।

অতএব একটি দৃষ্টি কোণ থেকে প্রত্যেক বিশ্বাসী এমন এক ব্যক্তি, যিনি খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টিয় জীবনের বিভিন্ন ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে জীবন যাপন করেন। আর একটি দৃষ্টি-কোণ থেকে সকল বিশ্বাসীরা একত্রে আত্মিকভাবে পরস্পর সংযুক্ত, এবং তারা একত্রে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে **সম্মিলিতভাবে** তাঁর প্রতি কতিপয় দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ।

৭। পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ককে মাথা এবং দেহের মধ্যে যে সম্পর্ক তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ১ করিন্থীয় ১২ ঃ ১২-২৭ ; ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩ ; ৪ ঃ ৭-১৬, এবং কলসীয় ১ ঃ ১৮ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশগুলির ভিত্তিতে খ্রীষ্টের দেহ সম্পর্কে প্রতিটি সত্য উক্তিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) খ্রীষ্ট দেহের অনেক অংশ আছে।
খ) দেহের কোন কোন অংশ অন্যান্য অংশগুলির চেয়ে কম প্রয়োজনীয়।
গ) কোন একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী খ্রীষ্ট দেহের একজন সক্রিয় সভ্য না হয়েও খ্রীষ্টিয় পরিপক্কতা লাভ করতে পারেন।
ঘ) প্রত্যেক বিশ্বাসী খ্রীষ্ট দেহের একটি অংশ।
ঙ) খ্রীষ্ট তাঁর দেহে বা মণ্ডলীতে সব কিছুর উপরে প্রধান।
চ) প্রত্যেক বিশ্বাসী শুধুমাত্র খ্রীষ্টের কাছেই দায়ী।
ছ) দেহের কোন একটি অংগ যদি কষ্ট পায় তাহলে অন্যান্য অংগ গুলিও তার বেদনা অনুভব করবে ও তার সাথে কষ্ট ভোগ করবে।
জ) খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে যে সমস্ত বরদান দিয়েছেন প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার ব্যক্তিগত বৃদ্ধির জন্য সেগুলি প্রয়োজনীয়।

এই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, নূতন নিয়মের খ্রীষ্টিয় জীবন যে এক সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ছিল অর্থাৎ তা যে সকলে একত্রে ভোগ করতেন, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। নতুন বিশ্বাসীরা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই উপাসনা, সহভাগিতা ও সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে একত্রে মিলিত হতেন। নূতন জন্মের মাধ্যমে তাদের পুরাতন, স্বার্থপর স্বভাব দূরীভূত হয়েছিল, তারা পরস্পরের বিষয়ে যত্নবান ও সহভাগী একটি সমাজের অংশে পরিণত হয়েছিলেন।

বাইবেলে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে একত্রে মস্তকের প্রতি সাড়া প্রবণ একটি দেহের অংশ হওয়া একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন কতক দায়িত্ব আছে যেগুলি, আমাদের ব্যক্তিগত মনোনয়ন মস্তকের সাথে আমাদের নিজেদের সম্পর্ক অথবা আমাদের নিজেদের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। আমাদেরকে খ্রীষ্ট দেহের একটি অংশরূপে কাজ করতে হয়। প্রেরিত পৌল করিন্থের মণ্ডলীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কেন এ থেকে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়ঃ

> হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও (১ করিন্থীয় ১ঃ১০)।

মণ্ডলী, যা এক সম্মিলিত একক হিসেবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কিত, তার অংশ রূপে খ্রীষ্টের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হলে আমাকে অবশ্যই খ্রীষ্ট যীশুতে অপরাপর অংশগুলির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অতএব পবিত্র শাস্ত্রে মন্ডলীর যে চিত্র আমরা পাই তা হল লোকদের চিত্রঃ যে লোকেরা খ্রীষ্টের সাথে এবং তাঁর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

২। মণ্ডলী হচ্ছে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের সংযুক্তির এক দৃশ্যমান প্রকাশ। ঈশ্বর এমন ভাবে মন্ডলীর পরিকল্পনা করেছেন যেন বিশ্বাসীদের সম্পর্কের মাধ্যমে এর প্রকৃতি জানা যায়।

খ্রীষ্টের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেহেতু একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা, তাই শুধুমাত্র আমাদের জীবনের মাধ্যমেই তা চাক্ষুষরূপে বাস্তব হতে পারে। আমরা আমাদের বিশ্বাসের কথা অন্যদের বলতে পারি। আমাদের জীবনে যদি দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, এবং সত্যিকার খ্রীষ্টিয় ভালবাসা থাকে তাহলে লোকেরা বুঝবে যে খ্রীষ্টের সাথে আমাদের অদৃশ্য সংযুক্তি সত্যি বা বাস্তব। কিন্তু আমরা যদি মুখে যে সাক্ষ্য দেই সেই অনুযায়ী জীবন যাপন না করি, তাহলে ন-খ্রীষ্টিয়ানেরা হয়তো বলবে, "আপনার ক্রিয়াকলাপ এত জোরে চিৎকার করছে আমি আপনার কথা শুনতেই পাচ্ছি না।"

বিশ্বাসী সমাজের সম্মিলিত জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। দেহ (মণ্ডলী) এবং এর মস্তকের (খ্রীষ্ট যীশু) মধ্যকার সম্পর্কের সত্যতা মণ্ডলীর জীবনে দৃষ্ট হতে হবে। এই জন্যই পৌল ইফিষের বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "সম্পূর্ণ নম্রতাও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা সহকারে চল ; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগ বন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও" (ইফিষীয় ৪ ঃ ২-৩)।

পৌলের সময়ে প্রবল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, যা যিহূদীকে অযিহূদীদের থেকে এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত লোকদের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। সুসমাচারের বাক্য ছাড়া এই বাধাগুলি দূর করবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ইফিষীয় ২ ঃ ১১-২২ পদে বলা হয়েছে যে খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে এ সবেরই পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি যিহূদীও অযিহূদীদের মধ্যকার বাধাটিকে ধ্বংস করে তাদেরকে "পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক" করেছেন। খ্রীষ্টের সাথে যখন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সামাজিক পার্থক্য দূর হয় এবং তা সমস্ত লোককে একত্রে যুক্ত করে ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত করে।

একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক পটভূমির এই লোকদের ভাবেও উদ্দেশ্যে এক হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল (ফিলিপীয় ২ ঃ ২ পদ দেখুন)। তাদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়ার দরকার রয়েছে। এই আবশ্যকতাকে যীশু একটি নূতন আজ্ঞার মর্যাদা দিয়েছেন ঃ "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে

দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর ; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩ : ৩৪-৩৫)।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বাসীদের সমস্ত সম্পর্ক ভালবাসা যুক্ত হতে হব। এই মূলনীতিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈশ্বরের সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এটিকে একটি নির্ভুল পরিমাপ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে : "যে বলে, আমি জ্যোতিতে আছি আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রহিয়াছে" (১ যোহন ২ : ৯)। যোহন আরও বলেছেন :

> যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী ; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না। আর আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক (১ যোহন ৪ : ১৯-২১)।

এই কারণেই প্রেরিত পৌল করিন্থের খ্রীষ্টিয়ানদের তিরস্কার করেছিলেন, কারণ তারা ঈর্ষাও ঝগড়া-ঝাটির দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল সৃষ্টি করেছিল এবং কেউ বলছিল "আমি পৌলের" কেউবা "আমি এপোল্লোর" (১ করিন্থীয় ৩ : ৪)। এটা খ্রীষ্টিয় আচরণ ছিল না, তা ছিল অনাধ্যাত্মিক (জাগতিক) শিশুদের অনাধ্যাত্মিক আচরণ। এই আদেশ এবং উদাহরণগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যদি পরস্পরের সাথে ঐক্য বা সঙ্গতি হারিয়ে ফেলি তাহলে ঈশ্বরের সাথেও আমরা সঙ্গতি হারাই।

৮। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন) একটি আত্মিক সমাজ হিসেবে মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—

ক) একদল লোকের দ্বারা পরস্পরের সাথে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ।
খ) খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত সকল বিশ্বাসী বর্গ ।
গ) প্রতি নিয়ত খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা ।

৯। খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্কের একটি দৃশ্যমান প্রকাশ হিসেবে মণ্ডলীর প্রকৃতির এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে ঃ

ক) ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক আত্মিক ভালবাসার বন্ধন ।
খ) এমন একটি স্থান যেখানে লোকেরা উপাসনার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সামাজিক পটভূমি অনুসারে একত্রে মিলিত হয় ।
গ) ভালবাসার উপর ভিত্তি করে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত বিশ্বাসীদের স্থানীয় সম্মেলন বা সমাবেশ ।

অতএব আমরা দেখি যে মণ্ডলীর প্রকৃতি আত্মিক । কিন্তু তা একটি ব্যবহারিক বা বাস্তব সমাজ ও, যেখানে বিশ্বাসীরা প্রভুর সাথেও পরস্পরের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রকাশ করেন । অতএব, তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের এমন একটি সমাজ যেখানে আমরা সত্যিকার ভালবাসা দেখি ও উপভোগ করি । আত্মিক সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেহেতু ভালবাসা, তাই স্থানীয় মণ্ডলীতেও অবশ্যই এই ভালবাসার প্রকাশ ঘটতে হবে ঃ

> যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম । আমাদিগেতে ঈশ্বরের প্রেম ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি । ইহাতেই প্রেম আছে ; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয় ; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন । প্রিয়তমেরা, ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন, তখন আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য (১ যোহন ৪ ঃ ৮-১১) ।

১০। এই অংশে প্রদত্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন যেগুলি মণ্ডলীর প্রকৃতি বর্ণনা করে।

....

....

মণ্ডলীর কাজ ঃ

মণ্ডলী কি কাজ করে ? মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি ইফিষের বিশ্বাসীদের কাছে লেখা প্রেরিত পৌলের চিঠিখানি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর নিজ নামের গৌরবের উদ্দেশ্যেই বিশ্বাসীদের সমাজ গঠন করেছিলেন। আমাদেরকে উদ্ধার করবার সার্বিক উদ্দেশ্য হল যেন আমাদের দ্বারা "তাঁর প্রতাপের প্রশংসা হয়" (ইফিষীয় ১ ঃ ৬, ১২,১৪)।

যে প্রণালীতে মণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরব করে তা ত্রিমুখী।

১। **উর্ধ্বমুখী**, যখন বিশ্বাসীরা তাঁর উপাসনা করেন।
২। **অন্তর্মুখী**, যখন বিশ্বাসীরা পরস্পরকে গড়ে তোলেন।
৩। **বহির্মুখী**, যখন বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচারের কথা বলেন।

মণ্ডলী ঈশ্বরের উপাসনা করে ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ সমবেত উপাসনা সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে এবং উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে কি দেই, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

উপাসনা এমন একটি কাজ যার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভক্তি ও প্রশংসা পাবার যোগ্যতা স্বীকার করি। সমবেত উপাসনায় আমাদের প্রভু যীশুর মধ্যেও তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের জন্য যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর অনুগ্রহ দান দিয়েছেন, সেগুলির জন্য বিশ্বাসীরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসা ও সম্মান উৎসর্গ করেন। সত্যিকার উপাসনার লক্ষ্যস্থল হচ্ছেন **ঈশ্বর**, লোকেরা নয়। আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করি তিনি ঈশ্বর বলে (তার চরিত্র), এবং তাঁর কাজের জন্য।

ঈশ্বর আমাদের উপাসনার যোগ্য কেন, এই কোর্সের ১-৩ পাঠে তার বহু কারণ আমরা আলোচনা করেছি। গীতসংহিতা ১০৭ ঃ ১-৩ পদে আছে, "সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী। সদাপ্রভুর মুক্তগণ এই কথা বলুক, যাহাদিগকে তিনি বিপক্ষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন নানা দেশ হইতে।"

যীশু বলেছেন যে ঈশ্বর এমন লোকদের চান যারা "আত্মায় ও সত্যে" (যোহন ৪ ঃ ২৩) তাঁর আরাধনা করবে। এর মানে আমাদের আরাধনাকে হতে হবে অকপট বা বিশুদ্ধ, আর যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক হবে এর ভিত্তি। এ হল গিয়ে তাঁর আত্মার সাথে আমাদের আত্মার যোগাযোগ। যে সকল প্রতিবন্ধকতা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতাকে ব্যাহত করত পরিত্রাণের মাধ্যমে সেগুলি ঈশ্বর চিরতরে দূর করেছেন (ইব্রীয় ৪ঃ ১৬ ; ১০ ঃ ১৯-২২ পদ দেখুন)। আমরা ঈশ্বরের জন্য কি করি, তা নয়, কিন্তু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তা জানা ও মেনে নেওয়ার উপরেই সত্যিকার খ্রীষ্টিয় উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত।

যে পৌত্তলিকেরা কাঠ, পাথর বা মাটির তৈরী দেবতাদের পূজা করে, আমাদের আরাধনা সেরূপ নয়। দেবতাদের ক্রোধ শান্ত করা, কিম্বা তাদের অনুগ্রহ লাভ করাই পৌত্তলিকদের পূজার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজাগণ যখন তাঁর আরাধনা করেন তখন তারা স্বীকার করেন যে তিনি বিনামূল্যে তাদের প্রতি দয়া এবং অনুগ্রহ করেছেন (গীতসংহিতা ১১৮ ঃ ১)। আরাধনা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। প্রশংসা জ্ঞাপন এবং ভক্তি অর্পণ এই উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

আমরা প্রায়ই একান্তে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি, করেও থাকি, কিন্তু সমবেত উপাসনার মূল্য বুঝা উচিৎ। সমবেত উপাসনা হচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক প্রশংসার ঐক্যতান। ঈশ্বরের পরিবারের

লোক যখন তাঁর গৌরব করবার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হয়, যখন প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈশ্বরের প্রজাদের একত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সমবেত উপাসনার মধ্যে এমন এক সক্রিয় শক্তি রয়েছে একাকী উপাসনায় যা কোন ব্যক্তি লাভ করতে পারেন না। এর মানে আমরা যখন উপাসনায় একত্রে মিলিত হই তখন এমন এক আত্মিক শক্তি লাভ হয়, যা থেকে প্রত্যেক উপাসক উপকৃত হন ও শক্তি লাভ করেন। অন্য বিশ্বাসীদের সাথে উপাসনায় যোগ দিয়ে আমি ঈশ্বরের আরাধনা থেকে সাহায্য লাভ করে থাকি। এই জন্য পবিত্র শাস্ত্র আমাদের বলে "আইস আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেমও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি ; এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি—যেমন কাহারও অভ্যাস—বরং পরস্পরকে চেতনা দিই" (ইব্রীয় ১০ ২৪-২৫)

সমবেত উপাসনায় মণ্ডলী পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে গান, প্রার্থনা ও বাক্যের পরিচর্যা, ইত্যাদি বিভিন্ন পথে ঈশ্বরের গৌরব চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে উপাসনার ধরাবাধা নিয়ম অনুসরণ করে গেলেই উপাসনা হয় না। আমরা সঙ্গীতের সৌন্দর্য, প্রচারকের ক্ষমতা, অথবা অন্য লোকদের সঙ্গ উপভোগ করেও ঈশ্বরের উপাসনা করতে ব্যর্থ হতে পারি। স্মরণ রাখুন, সমস্ত সত্যি-কার উপাসনার উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বরের গৌরব করা। তিনিই হবেন আমাদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু।

বাইবেলে সমবেত উপাসনার বহু উদাহরণ আছে আমরা এদের কয়েকটি দেখব ঃ

নহিমিয় ৮ ঃ ৬ ঃ "পরে ইষ্রা মহান্ ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলেন। আর সমস্ত লোক হাত তুলিয়া উত্তর করিল, আমেন, আমেন, এবং মস্তক নমন পূর্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল।"

২ বংশাবলী ২৯ ঃ ২৮ ঃ "সমস্ত সমাজ প্রণিপাত করিল, গায়কেরা গান করিলও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল।"

প্রেরিত ২ ঃ ৪৬-৪৭ ঃ "তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসেও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত।"

প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১৩ ঃ "পরে স্বর্গেও পৃথিবীতেও পৃথিবীর নীচে ও সমুদ্রের উপরে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম, 'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতিও মেষ-শাবকের প্রতি ধন্যবাদও সমাদর গৌরবও কর্তৃত্ব যুগ-পর্যায়ের যুগে যুগে বর্তুক।"

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান প্রার্থনা এবং প্রশংসা করা ছাড়াও যীশুর আদিষ্ট জলের বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ-এই দু'টি ধর্মানুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যেও মণ্ডলী একত্রে উপাসনায় মিলিত হয়। জলের বাপ্তিস্মে তাদের অন্তরের পরিবর্তনের একটি চিহ্ন হিসেবে নতুন বিশ্বাসীদেরকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করা হয়। প্রভুর ভোজ পালন করা সম্পর্কে যীশু বলেছেন, "আমার স্মরণার্থে ইহা করিও। কারণ যতবার তোমরা এই রুটী ভোজন কর, এবং এই পান পাত্রে পান কর, ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।" এই ধর্মানুষ্ঠানগুলি পালন করা সমবেত উপাসনার একটি কাজ। (দেখুন মথি ২৮ ঃ ১৯ ; ১ করিন্থীয় ১১ ঃ ২৩-২৬)।

১১। সমবেত উপাসনা সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি সত্য? আপনার মনোনীত উত্তরগুলিতে টিক্ চিহ্ন দিন।

ক) সমবেত উপাসনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ক্রোধ শান্ত করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করা।

খ) আত্মায়ও সত্যে উপাসনা করবার জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের সরলতা এবং যীশু খ্রীষ্টের সাথে এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

গ) সমবেত উপাসনা বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং শক্তি দান করে।

ঘ) আত্মিক উপাসনা সর্বদাই ঈশ্বর-কেন্দ্রিক।

ঙ) পবিত্র শাস্ত্রে সমবেত উপাসনায় মিলিত হবার আদেশ এবং এর উদাহরণ আছে।

১২। আমরা উপাসনায় ঈশ্বরের উদ্দেশে কি দান করি তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন তিনটি কথা উল্লেখ করুন।

....

মণ্ডলী নিজেকে গেঁথে তোলে :

লক্ষ্য ৫ : গেঁথে তোলা মানে কি, এবং পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান, ফল এবং মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

মণ্ডলীর কার্যাবলী সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নিদর্শন অনুসন্ধান করে একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় : ঈশ্বর সমাজের মধ্যে বিশ্বাসী-দের প্রতি সদা আচরণের পক্ষ সমর্থনকারী। মণ্ডলী সম্পর্কে দেহের ধারণাটি আরোপ করে আমরা সমাজের এই কার্যাবলী ভালভাবে বুঝতে পারি। আত্মিক দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর কার্যাবলী ব্যাখ্যার জন্য পবিত্র শাস্ত্রে দেহের উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে (রোমীয় ১২ : ৪-৮, ১ করিন্থীয় ১২ : ৪-৩১, এবং ইফিষীয় ৪ : ৭-১৬ পদ দেখুন)। দেহের সুস্থ কার্যকলাপের জন্য প্রত্যেক সভ্যও তার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মানব দেহ একটি অত্যন্ত জটীল সমন্বয়ে গঠিত। এর বহু অংশ আছে, যাদের প্রতিটির কাজ ভিন্ন। তেমনি খ্রীষ্ট দেহেরও অনেক অংগ-প্রত্যংগ (সভ্য-সভ্যা)। প্রত্যেক সভ্য এক বা একাধিক বরদান বা সামর্থ্যের অধিকারী, যার ফলে তিনি সমগ্র দেহের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কিছু করতে সক্ষম হন। এই সমস্ত বরদানগুলি কি কি? খ্রীষ্ট দেহের সভ্য-সভ্যাগণ কত বহু-বিচিত্র বরদান লাভ করতে পারেন এগুলির তালিকা থেকে তা দেখা যাবে।

১। রোমীয় ১২ : ৪-৮ : ভাববাণী, সেবা, শিক্ষাদান, উপদেশ দেওয়া (উৎসাহ দান), দান করা, নেতৃত্বদান, দয়া করা।
২। ১ করিন্থীয় ১২ : ৮-১০ : প্রজ্ঞার বাক্য, জ্ঞানের বাক্য, বিশ্বাস, আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ দান, আশ্চর্য কাজ

করবার ক্ষমতা, ভাববাণী, বিভিন্ন প্রকার আত্মাদের চিনে নেবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষার অর্থ বলবার ক্ষমতা। (২৮-৩০ পদও দেখুন)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন বরদানের অধিকারী লোকদের মণ্ডলীতে অর্থাৎ বিশ্বাসীদের সমাজে দেওয়া হয় "যেন ঈশ্বরের সব লোকেরা তাঁরই সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং এই ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১২)। এর মানে এই যে, বিশ্বাসীরা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল জীবন যাপন করেন। খ্রীষ্ট দেহের প্রত্যেক সভ্য-সভ্যারই দেবার মত একটি সেবা, একটি প্রতিভা অথবা কোন বিশেষ অবদান রয়েছে, এবং প্রত্যেকেরই অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সেবা বা অবদান প্রয়োজন। দেহের সম্মিলিত সভ্য-সভ্যাদের জন্য ঈশ্বর প্রেরিত, ভাববাদী, সুখবর প্রচারক, পালক এবং শিক্ষকদের দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪ ঃ ১১)।

আমাদের আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে খ্রীষ্টের দেহ হচ্ছে এক **আত্মিক জীব** যা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত। এর মানে তা শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তিদের সমাবেশ নয়। খ্রীষ্টে বিশ্বাসী সকলেই তাঁর দেহে একত্রে যুক্ত, কারণ তারা মস্তকের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিৎ যে আমাদের একতা আসে খ্রীষ্টের কাছ থেকেই। সভ্য-সভ্যাগণ **খ্রীষ্টের অংশ বলে তারা পরস্পরের অংশ।** দেহ মস্তকের সেবা করবার জন্যই জীবিত থাকে। মানব দেহের বেলায় মাথা যখন মরে যায় তখন দেহের কোনই প্রয়োজন থাকে না। খ্রীষ্টকে যদি আমরা আমাদের মস্তক রূপে স্থান না দেই, তাহলে কোনই প্রয়োজন নেই। সর্দ্দি শহরের মণ্ডলীকে যীশু বলেছেন, "আমি তোমার কাজের কথা জানি। জীবিত আছ বলে তোমার বেশ সুনাম আছে, কিন্তু আসলে তুমি মৃত" (প্রকাশিত বাক্য ৩ ঃ ১)। মণ্ডলী যাতে নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে সেজন্য তাকে অবশ্যই উপাসনার মধ্য দিয়ে তার মস্তক যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। 'গেঁথে তোলা" মানে "আত্মিক

শিক্ষা দান করা বা আত্মিক উন্নতি সাধন করা, নির্মাণ করা বা প্রতিষ্ঠিত করা।"

ঈশ্বর এই আত্মিক জীব বা মণ্ডলীতে সঙ্গতি বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। মানব দেহের বিভিন্ন অংশগুলি যেমন একে অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দেয়, ঠিক তেমনি আত্মিক দেহ ও বিশ্বাসীদের পারস্পরিক প্রয়োজনে সাড়া দেয়। কোন একজন সভ্য যদি কষ্ট পায় তবে অন্যেরাও সেই কষ্টের সহভাগী হয়; কোন সভ্য যদি আনন্দ করে তবে অন্যেরাও সেই আনন্দের সহভাগী হয় (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২৪-২৬)। এর কারণ "গোটা দেহটা এমন ভাবে বাঁধা আছে যে, প্রত্যেকটি অংশ যার যার জায়গায় থেকে দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেকটি অংশ যখন ঠিক ভাবে কাজ করে, তখন গোটা দেহটাই মাথার পরিচালনায় বেড়ে ওঠে এবং ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৬)।

অনেক সময় দেহকে গড়ে তোলবার প্রক্রিয়ায় দেহকে অবশ্যই নিজেকে শুচি করতে হবে। এ জন্য পাপ করেছে এমন একজন সভ্যকে শাসন করবার প্রয়োজন হতে পারে। যীশুও এর কথা বলেছেন (মথি ১৮ ঃ ১৫-২০), এবং ভালবাসার সঙ্গে এই প্রকার ব্যক্তিদের মোকাবিলা করতে বলেছেন। কিন্তু তারা যদি শুনতে বা অনুতাপ করতে না চায়, তাহলে বিশ্বাসীদের সমাজ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে (উদাহরণ হিসেবে ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ৯-১৩ পদ ও দেখুন)।

খ্রীষ্ট দেহের অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্কের মধ্যেই পবিত্র আত্মা তার (বিশ্বাসীর) মধ্যে তাঁর ফল উৎপন্ন করেন। গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদে পবিত্র আত্মার যে ফল উল্লেখ করা হয়েছে তা খ্রীষ্টের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইংগিত করে, আমরা যখন পরস্পরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি তখনই এইগুলি উৎপন্ন হয়। এগুলি হচ্ছে ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা এবং আত্ম-সংযম।

১৩। নীচের বাক্যগুলি পূরণ করুন ঃ

ক) মণ্ডলী নিজেকে গেঁথে তোলে। গেঁথে তোলা মানে—

....

খ) পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল ....

....

গ) পবিত্র আত্মার ফল এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে সম্পর্ক তা হল ....

....

খ্রীষ্ট ধর্ম এক নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন-যাপন নয়। প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বইখানি পড়লে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্ট দেহ ঈশ্বরের গৌরবার্থে একতাবদ্ধ বিশ্বাসীদের এমন এক সহভাগিতা যা ঈশ্বরের আরাধনা ও পারস্পরিক সহভাগীতায় নিবিষ্ট, যা ঈশ্বরের ভালবাসায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অন্যদেরকে তাঁর রাজ্যে আনায়ন করে। মণ্ডলী তাদেরই জন্য, যারা খ্রীষ্ট দেহের সভ্য-সভ্যাদের আত্মিক বৃদ্ধি, ক্রম-বিকাশও পরিপক্কতার কাজে উৎসর্গ-চিত্ত। যখন এরূপ ঘটে, তখন মণ্ডলী তার তৃতীয় কাজটি করতে প্রস্তুত, এই কাজটি হল অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচারের বাণী বলা।

মণ্ডলী জগতের কাছে সুখবর প্রচার করে ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ মণ্ডলীর দায়িত্ব সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা কিভাবে কার্যে পরিণত করতে হবে, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

নিঃস্ব লোকদের প্রতি যীশুর প্রথম আহ্বান হচ্ছে "এস" (মথি ১১ ঃ ২৮), তারা পাপের ক্ষমা লাভ করে ঈশ্বরের দ্বারা গ্রাহ্য হলে পর তাদের বলা হয়েছে, 'যাও" (মথি ২৮ ঃ ১৯)। প্রতিটি এলাকার বিশ্বাসী সমাজ, বিশ্বাসে গড়ে উঠলে পর তাকে তার শক্তি বাইরের অবিশ্বাসী জগতের জন্য ব্যবহার করতে হবে। মানুষকে জয় করবার

জন্য ঈশ্বর মানুষকেই ব্যবহার করেন। বিশ্বাসীরা যখন অন্য লোকদের কাছে সুখবর বলেন, অর্থাৎ তারা যখন সুসমাচার প্রচার করেন, তখন এর দ্বারা মণ্ডলী ঈশ্বরেরই গৌরব করে। **সুসমাচার প্রচার** কথাটির আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে "সুসমাচারের বাণী ঘোষণা করা।" ঈশ্বর পাপী মানুষের জন্য যে পরিত্রাণের বন্দোবস্ত করেছেন তা সব লোককে জানানো মণ্ডলীর একটি দায়িত্বও বিশেষ অধিকার।

বিশ্বাসীদের জগতের মধ্য থেকে ডেকে বের করে আনা হয়েছে যেন তারা আর জগতের মূল্যও আনুগত্যের দ্বারা পরিচালিত না হন। তথাপি তাদেরকে ন-খ্রীষ্টিয়ান জগতের কাছে সুসমাচারের বাণী **বয়ে নিতে** বলা হয়েছে। যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, "আমি যেমন এই জগতের নই, তারাও তেমনি এই জগতের নয় ···তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছিলে, তেমনি আমিও তাদের জগতে পাঠিয়েছি" (যোহন ১৭ ঃ ১৬, ১৮)। বিশ্বাসীদেরকে জগতের ন-খ্রীষ্টিয়ান জীবন পদ্ধতি থেকে নিজেদের আলাদা (বা দূরে) রাখতে হবে, আর তা সত্ত্বেও জগতকে পরিবর্তিত করবার কাজে তাদের অংশ নিতে হবে। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা **'প্রেরিত'** (যাদের পাঠানো হয়েছে) বলে, আমাদের উপরে **অর্পিত দায়িত্ব রয়েছে।**

মথি ১৩ ঃ ৩৮ পদে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্র বা পরিধি উল্লেখ করা হয়েছে, যীশু বলেন "জমি (ক্ষেত্র) এই জগত।" তিনি তাঁর অনুসারী-দের বলেছেন, 'তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর ····· ······· বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও" (মথি ২৮ ঃ ১৯-২০ ; মার্ক ১৬ ঃ ১৫)। এইরূপে, মণ্ডলী সব জায়গার লোকদের কাছে সুসমাচার বাক্য বলতে বাধ্য।

সুসমাচার প্রচারের দায়িত্বটি খ্রীষ্টিয়ানদের কোন পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মার শক্তিলাভ করলে পরে বিশ্বাসীরা "যিরুশালেম, সারা যিহূদিয়াও শমরীয়া প্রদেশ এবং পৃথিবীর

শেষ সীমা পর্যন্ত" সুসমাচারের সক্রিয় সাক্ষী হবেন। লোকেরা যখন পরিত্রাণ পেয়ে খ্রীষ্ট দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়, কারণ এই প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টিয়ানেরা সত্যিকারভাবে উৎপাদনশীল ও ফলবান বিশ্বাসীতে পরিণত হন, আর তাদের ব্যাপারে এটাই খ্রীষ্ট চান (যোহন ১৫ ঃ ১-৮)।

১৪। আমরা আমাদের সুসমাচার বিস্তারের দায়িত্বটিকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখব, প্রেরিতদের কার্য বিবরণী বই খানিতে আমরা এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করি। নীচের পদগুলি পড়ুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেরিতেরা কি করেছিলেন তা বলুন ঃ

ক) প্রেরিত ৪ ঃ ১৬-২০ ঃ ....

খ) প্রেরিত ৪ ঃ ৩১ ঃ ....

গ) প্রেরিত ৫ ঃ ৪০-৪২ ঃ ....

আজ পৃথিবীতে প্রায় ৪˙৭ বিলিয়ন (৪৭০ কোটি) লোক বাস করে। এদের মধ্যে প্রায় ৩১০ কোটি (৩˙১ বিলিয়ন) লোকের কাছে এখন পর্যন্ত সুসমাচারের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য পৌঁছেনি। ক্ষেত্রের মালিক প্রভু আমাদেরকে তাদের কাছে তাঁর সুখবর ঘোষণা করতে বলেছেন। তিনি সমগ্র জগতে তাঁর সেবকদের উপরে পবিত্র আত্মা বর্ষণ করছেন এবং সুসমাচার প্রচারে অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়ে মণ্ডলীকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন তো বটেই, তাছাড়া তার এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বহু কার্যকর মাধ্যমও দিয়েছেন, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সাহিত্য বড় বড় প্রচার সভা ইত্যাদি। এই সমস্ত উপায়ে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্র আগের চেয়ে অনেক প্রসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও লোকদের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়টি আজও প্রত্যেক বিশ্বাসীর দ্বারা তার নিজ নিজ অবস্থানে ফলপ্রসূ সাক্ষ্য দান এবং খ্রীষ্টের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপরে নির্ভরশীল।

যাদেরকে খ্রীষ্টের পক্ষে জয় করে জগতের মধ্য থেকে বের করে আনা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যেন খ্রীষ্টের রাজদূত হিসেবে আবার

জগতে ফিরে যান, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। নতুন প্রত্যয় এবং নতুন আদর্শ নিয়ে প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন তাঁর প্রতিনিধিরূপে জগতে ফিরে যান এবং সকল মানুষের কাছে পরিত্রাণের সুখবর প্রচার করেন সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই পথে মণ্ডলী ঈশ্বরের গৌরব করতঃ বাধাভাবে ও ফলপ্রসূভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

১৫। সংক্ষেপে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

ক) পাপীর প্রতি খ্রীষ্টের আদেশ কি (একটি কথা) ?..................

খ) বিশ্বাসীর প্রতি খ্রীষ্টের আদেশ কি (একটি কথা) ?..................

গ) এর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মণ্ডলীকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজটি দিয়েছেন ? ....

ঘ) হারিয়ে যাওয়া লোকদের জয় করবার জন্য ঈশ্বর কাকে ব্যবহার করেন ? ....

ঙ) যীশু বলেছেন বিশ্বাসীরা এই **জগতের** নয় ? এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন ? ....

চ) বিশ্বাসীরা এই **জগতের মধ্যে** আছে—এই কথার দ্বারা যীশু কি বুঝিয়েছেন ? ....

ছ) প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ বইখানিতে প্রেরিতদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা পাই দায়িত্ব পালনে মণ্ডলীর কিরূপ মনোভাব থাকা উচিৎ ? ....
....

পরীক্ষা ঃ

বাছাই ঃ প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।

১। বাইবেলগত ভাবে "মণ্ডলী" কথাটির অর্থ—

ক) একইরূপ বিশ্বাসের ধারক এক দল লোক।

খ) এমন এক দল লোক যারা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

গ) এমন একটি স্থান উপাসনার জন্য যেখানে লোকেরা একত্রে মিলিত হয়।

ঘ) একই মতবাদগত ধারণা পোশণকারী লোকদের কয়েকটি দল।

২। বাইবেলে মণ্ডলীর জন্য অনেক অংশ সমন্বয়ে গঠিত একটি দেহের যে উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই ইংগিত করে যে,—

ক) যে লোকেরা ঈশ্বরের নামে একত্রে মিলিত হয়, তাদের নিয়ে একটি মণ্ডলী গঠিত হয়।

খ) তাঁর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিই খ্রীষ্টের মণ্ডলী স্বরূপ হয়।

গ) মণ্ডলী এমন লোকদের নিয়ে গঠিত খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হেতু যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

ঘ) প্রতিটি ধর্ম-সভা অন্য সব ধর্ম-সভার মত একই পথে গঠিত।

৩। স্থানীয় বা দৃশ্যমান মণ্ডলী হচ্ছে—

ক) খ্রীষ্টের সমগ্র দেহ।

খ) কোন একটি বিশেষ স্থানের বিশ্বাসীবর্গ, যারা যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসের সহভাগিতা করেন এবং যারা উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হন।

গ) একটি খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের সকল বিশ্বাসীবর্গ।

ঘ) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।

৪। "বিশ্বাসীদের সমাজ" কথাটি এই ধারণা দেয়?

ক) পরিচালনা।

খ) এক অদৃশ্য মণ্ডলী।

গ) ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার লোক।

ঘ) একত্রে ভোগও সহভাগিতা করা।

৫। বাইবেলে আমরা এই নিদর্শন পাই যে মন্ডলীর আরম্ভ হয়েছিল—

ক) পৃথিবীতে যীশুর পরিচর্যা কালে।

খ) যীশুর স্বর্গারোহণের সময়ে।

গ) পঞ্চাশত্তমীর দিন।

ঘ) পৌলের মন পরিবর্তনের পরে।

৬। মণ্ডলীর আত্মিক প্রকৃতির দৃশ্যমান প্রকাশ দেখা যায় 'এর' মধ্যে—

ক) বিশ্বাসীদের একতা এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা।

খ) বিশ্বাসীদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাস।

গ) পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান।

ঘ) গান, প্রার্থনা, এবং প্রচার।

৭। কোন ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে ভালবাসেন তার সর্বোত্তম প্রমাণ কি?

ক) তিনি অন্য লোকদের ভালবাসেন।

খ) তিনি প্রার্থনা ও আরাধনায় অনেক সময় ব্যয় করেন।

গ) তিনি কোন একটি স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্য হন।

ঘ) তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য দেন।

৮। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পবিত্র আত্মার বরদানগুলি দেওয়া হয়—

ক) ব্যক্তিগত ভাবে পরিচর্যা করতে চায় এমন যে কোন ব্যক্তিকে।

খ) মণ্ডলীতে,—একে গেঁথে তোলবার জন্য, এবং বিশ্বাসীরা যখন পরস্পরের পরিচর্যা করেন তখন তাদের মাধ্যমে এগুলি কাজ করে।

গ) জগতে সুসমাচার প্রচারে বিশ্বাসীদের সাহায্য করবার জন্য।

ঘ) বরদান প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টের মত চরিত্র উৎপাদনের জন্য।

৯। খ্রীষ্টের দেহ রূপে মণ্ডলীর যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে মণ্ডলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আসবে—

ক) এর সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে।

খ) এর কার্যাবলী থেকে।

গ) এর মস্তকের কাছ থেকে।

ঘ) এর সভ্য-সভ্যাদের মেলা-মেশাও সহভাগিতা থেকে।

১০। **সংক্ষিপ্ত উত্তর।** নীচের প্রতিটি ক্ষেত্রে মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করুন।

ক) ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিচারে : ....

খ) নিজের সাথে সম্পর্ক বিচারে : ....

গ) জগতের সাথে সম্পর্ক বিচারে : ....

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৯। গ) ভালবাসার উপর ভিত্তি করে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত বিশ্বাসীদের স্থানীয় সম্মেলন বা সমাবেশ।

১। আপনার উত্তর।

১০। তা হচ্ছে বিশ্বাসীবর্গ ও খ্রীষ্টের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক। তা হচ্ছে বিশ্বাসীদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক।

২। আপনাকে খ), গ), এবং ঙ) গোল চিহ্নিত করতে হবে।

১১। সবগুলিই সত্য, কেবল (ক) বাদে।

৩। খ) পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই নিদর্শন পাই যে, তাঁর মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করবার আগে যীশু মৃত্যু পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের প্রয়োজন ছিল।

১২। এদের মধ্য থেকে যে কোন তিনটি ঃ গৌরব, সম্মান ভক্তি প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, বাধ্যতা

৮। খ) খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত সকল বিশ্বাসীবর্গ।

৪। যীশুর প্রতিজ্ঞা মতই শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় ৩০০০ লোক সুসমাচারের বাণী গ্রহণ করেছিলেন এবং বিশ্বাসী সমাজের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৩। আপনার উত্তরগুলি নিম্নরূপ হওয়া উচিত ঃ

ক) গড়ে তোলা, প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষা দেওয়া, উন্নতি করা, শক্তিদান করা, বা শাসন করা।

খ) বরদানগুলি মণ্ডলীতে দেওয়া হয়, অথবা অন্য কথায়, সমগ্র মণ্ডলীর উপকারের জন্য সেগুলি দেওয়া হয়। সমবেত উপাসনার মধ্যে বরদানগুলি প্রকাশিত হয়।

গ) অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা

আমাদের মধ্যে তাঁর ফল উৎপন্ন করেন। এই সম্পর্ক ছাড়া আত্মিক ফল বৃদ্ধি পেতে পারে না।

৫। এই অংশে প্রদত্ত তালিকার সাথে আপনার উত্তর মেলান। তার পর আপনার স্থানীয় মণ্ডলীর কার্যাবলীর সাথে সেগুলির তুলনা করুন।

১৪। ক) তারা যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা না বলে থাকতে পারেন নি।
খ) তারা সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য বলেছেন।
গ) যীশুই যে খ্রীষ্ট এই সুখবর প্রচারে ও শিক্ষাদানে তারা কখনও বিরত হন নি।

৬। ক) ১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী।
খ) ২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী।
গ) ২) একটি স্থানীয় মণ্ডলী।
ঘ) ৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।
ঙ) ৩) বিশ্বজনীন মণ্ডলী।
চ) ১) একজন স্বতন্ত্র বিশ্বাসী।

১৫। ক) এস।
খ) যাও।
গ) পবিত্র আত্মা।
ঘ) বিশ্বাসীবর্গ (মণ্ডলী)।
ঙ) জগতের জীবন পদ্ধতি থেকে বিশ্বাসীরা নিজেদের আলাদা করেছেন, আর তারা আর এর অধীনে চলেন না।
চ) বিশ্বাসীদের একটি দায়িত্ব রয়েছে ঃ জগতের কাছে সুসমাচারের বাণী পেঁৗছে দেওয়া বা একে রক্ষা করা।
ছ) এই মনোভাব যে, সমগ্র জগতে সুসমাচার পেঁৗছে দেবার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই তাকে করতে হবে।

৭। এইগুলি সত্য ঃ ক), ঘ), ঙ), ছ) এবং জ)

১০ম পাঠ

ভবিষ্যৎ : আত্ম প্রকাশ, পুরস্কার এবং বিশ্রাম

তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতা সম্পর্কে বাইবেলে অনেক কিছুই বলা হয়েছে। পঞ্চাশত্তমীর পরে তার প্রথম বাণীতে পিতর বলেন যে ভবিষ্যতে ঈশ্বর সব কিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন (প্রেরিত ৩ : ২১)। পরে, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষী ভাষায় প্রেরিত পৌল খ্রীষ্টিয়ানদের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেছেন (রোমীয় ৮ : ১৮-২৫)। তিনি বলেছেন যে, সৃষ্টি ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনা প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

মানুষের পতন ঘটার পর থেকেই প্রকৃতি অভিশাপের শোচনীয় ফল ভোগ করে আসছে। আর অভিশপ্ত কঠিন পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণে ব্যর্থ হয়ে মানুষও আর্তনাদ করে ফিরছে। তার দেহ নানা রোগ-ব্যাধি ও ক্ষয়ের শিকার হয়েছে। মানুষ যদি তার সৃষ্টি কর্তার রবে অবধান করে, তাহলে তার জন্য (সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ সহ) রয়েছে এই আশীর্বচন : "অভিশাপ আর থাকবে না" (প্রকাশিত বাক্য ২২ : ৩)। সময় আসছে যখন ঈশ্বর এই সমস্ত সমস্যার উৎসের মোকাবিলা করবেন। শয়তান সহ সমস্ত দুষ্ট লোকদের বিচার করা হবে এবং স্বর্গে চিরকাল তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য যীশু ধার্মিকদের নিতে আসবেন। এটাই হচ্ছে বিশ্বাসীদের গৌরবময় প্রত্যাশা।

এই পাঠে আমরা বাইবেলের ভাববাণীর পূর্ণতা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণতা সাধন সম্পর্কে আলোচনা করব। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা করে আপনি যে প্রত্যাশা লাভ করবেন তা আপনাকে নিজেকে গভীরভাবে অনুসন্ধানে চালিত করুক এবং প্রভুর আগমণের জন্য প্রস্তুত হতে বাধা দানকারী সব কিছু থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক।

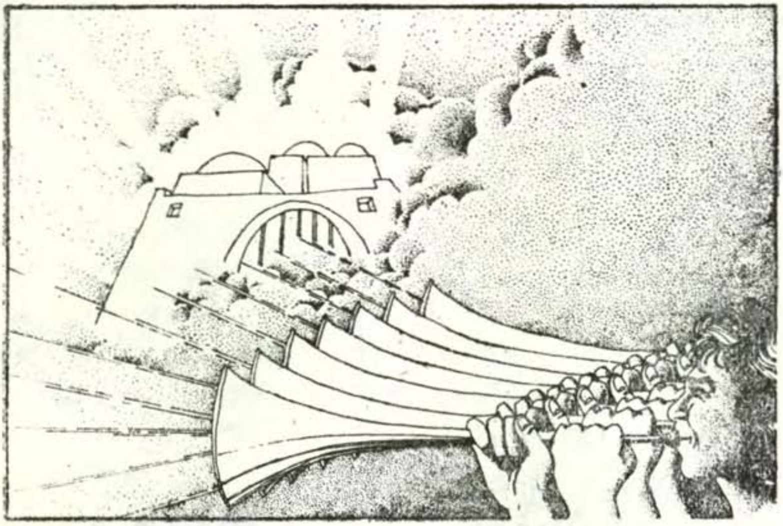

পাঠের খসড়া ঃ

গৌরবময় প্রত্যাশা
মহা ক্লেশ-কাল
যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ
বর্ষ সহস্র (মিলোনিয়াম)
শয়তান ও মৃত দুষ্ট লোকদের বিচার
নতুন সৃষ্টি

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

★ শেষ-কালীন ঘটনাবলীর ক্রম পর্যায় এবং প্রতিটি ঘটনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

★ মহাক্লেশের প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

★ বর্ষ সহস্রের প্রমাণ এবং উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করতে পারবেন।

★ বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

১। এই পাঠের পটভূমি হিসেবে মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায়, লূক ২১ অধ্যায়, ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়, ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭, ২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২, এবং প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায় পড়ুন। তাছাড়া পাঠের মধ্যে পদত্ত অপর যে কোন শাস্ত্রীয় দ্রষ্টব্যও অবশ্যই পড়ুন। স্বাভাবিক পথেই পাঠ অধ্যয়ন এবং পাঠ শেষে পরীক্ষার কাজ করুন।

২। ৮ম-১০ম পাঠ পুনরীক্ষণ করুন, তার পর ৩য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। কাজ শেষ হলে উত্তর পত্রটি আপনার আই-সি-আই শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

জঘন্য	অবিনশ্বর	বিশ্রাম বৎসর
ঈশ্বর নিন্দা	নশ্বর	সময়-কাঠাম
ঈশ্বরত্ব-আরোপ	নবীনীকৃত	প্রতিপন্ন করা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

গৌরবময় প্রত্যাশা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ গৌরবময় প্রত্যাশার সাথে সম্পর্কিত কথাগুলির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে পারা।

তীতের কাছে লেখা তার চিঠিতে প্রেরিত পৌল বলেন যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার সমস্ত লোকদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। তা তাদের কাছে একটি নৈতিক মনোনয়ন উপস্থিত করে ঃ তারা সমস্ত ঈশ্বর-ভক্তি হীনতা এবং জাগতিক ভোগ-পরায়ণতাকে বাদ দিয়ে গৌরবময় প্রত্যাশার অপেক্ষায় এই মন্দ সময়ে ঈশ্বর-ভক্ত ও আত্ম-সংযত জীবন যাপন করবে

কি না। তিনি বলেন যে এই **গৌরবময় প্রত্যাশা** হচ্ছে আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমাপূর্ণ প্রকাশ (তীত ২ ঃ ১১-১৪)। তাঁর এই প্রকাশের ফলে যা কিছু ঈশ্বর-বিরোধী সে সবেরই বিনাশ হবে। শেষ-কালীন ঘটনাগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা প্রথমে বিশ্বাসীর **গৌরবময় প্রত্যাশার** প্রতি দৃষ্টি দেব।

আমাদের প্রভু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ১২ জন শিষ্যের কাছে বিশ্বাসীর প্রত্যাশার ভিত্তি কি তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর পিতার বাড়ীতে অনেক জায়গা আছে। তিনি বলেছেন যে তিনি তাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন (যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য)। তিনি তাদের নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি যেমন সত্যি সত্যিই তাদের ছেড়ে যাচ্ছেন, তেমনি সত্যি সত্যিই তাঁর সঙ্গে বাস করবার জন্য তাদের নিয়ে যেতে আবার আসবেন (যোহন ১৪ ঃ ১-৩)।

যীশুর স্বর্গারোহণের পরে আবির্ভূত স্বর্গদূতগন এই প্রত্যাশার বাণীটিকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। তারা বলেছেন ঃ "যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই যীশুকে যেভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে দেখলে সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন" (প্রেরিত ১ ঃ ১১)। প্রেরিত পৌল ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ-ক্রমে ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আগ্রহের সঙ্গে তাদের দেহের "মুক্তির" অপেক্ষা করেন (রোমীয় ৮ ঃ ২৩); প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন-কালে যা রূপান্তরিত হবে (ফিলিপীয় ৩ ঃ ২০-২১)।

পবিত্র শাস্ত্র থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে, প্রভু আগমণের দু'টি দিক রয়েছে ঃ ১) বিশ্বাসীদের জন্য আগমণ, এবং ২) বিশ্বাসীদের সঙ্গে আগমণ। বিশ্বাসীদের **জন্য** তাঁর আগমণ হচ্ছে **র‍্যাপচার বা আকাশে তুলে নেওয়া**, এবং বিশ্বাসীদের **সঙ্গে নিয়ে** তাঁর আগমণকে বলা হয় **প্রকাশ প্রাপ্তি**। শেষ-কালীন ঘটনাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে যথা সময়ে এই ঘটনা দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমরা প্রথমে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া

(র‍্যাপচার) এবং বিশ্বাসীদের পুরস্কার এবং তাদের সাথে অন্যান্য ঘটনাবলীর সম্পর্ক আলোচনা করব।

১। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন) গৌরবময় প্রত্যাশা হচ্ছে ঃ

ক) খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি, যখন তিনি তাঁর নিজ লোকদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া, যখন খ্রীষ্ট তাদের জন্য আসবেন।
গ) শেষ-কালীন সমস্ত ঘটনাবলী।

আকাশে প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসীদের মিলন (র‍্যাপচার) ঃ

ঈশ্বর যখন তাঁর সার্বভৌম প্রজ্ঞা দ্বারা সুসমাচার বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে স্থির করবেন, তখন তিনি তাঁর কর্মসূচী সমাপ্ত বা সম্পূর্ণ করবার কাজ আরম্ভ করবেন।

২। মথি ২৪ ঃ ৩৬ পদের সাথে মথি ২৪ ঃ ১৪ পদের তুলনা করুন। এই পদগুলি অনুসারে তাঁর নিজের লোকদের জন্য যীশুর ফিরে আসবার সময় সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি ? ....

১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৭ পদে আমরা পড়ি যে, প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিশ্বাসীদের "আকাশে তুলে নেওয়া হবে" এবং যোহন ১৪ ঃ ১-৩ পদের প্রতিজ্ঞাত বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৫২ পদে পৌল এই ইংগিত করেছেন যে, সকল বিশ্বাসীদের জাগতিক দেহ পরিবর্তিত হবে, মুহূর্তের মধ্যে তাদের নশ্বর দেহকে রূপান্তরিত করে স্বর্গের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হবে। এই ঘটনা ঘটবে হঠাৎ। বিশ্বাসীরা যে যেখানে থাকবেন সেখান থেকেই হঠাৎ করে তাকে তুলে নেওয়া হবে। এই আকস্মিক ঘটনাকে বাইবেলে রাতের বেলা চোর আসার সাথে তুলনা করা হয়েছে (১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২)।

বিশ্বাসীদের জন্য সুস্পষ্ট বাণী হচ্ছে ঃ যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করে তাদের উপরে শাস্তি বর্তাবে এটা জেনে বিশ্বাসীদের প্রাত্যহিক জীবনে

সদা সতর্ক ও আত্ম-সংযত জীবন-যাপন করতে হবে (১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১-১১)। তাই বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা হল ঃ ১) ঈশ্বরের আগামী ক্রোধ থেকে মুক্তি, ২) তাদের প্রভুর দর্শন লাভ, এবং ৩) তাঁর মত (সদৃশ) হওয়া (১ যোহন ৩ ঃ ২)।

৩। ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭ পদ পড়ুন, তারপর শূন্য স্থানে উপযুক্ত কথা বসিয়ে নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুন ঃ

ক) দুই শ্রেণীর বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে ঃ
………………… এবং ………………………………।

খ) প্রভুর পুনরাগমন সম্পর্কে বিশ্বাসীদের প্রত্যাশার ভিত্তি……………
……………………………উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গ) প্রেরিত পৌল এই ইংগিত করেছেন যে অবিশ্বাসীরা দুঃখ-যাতনায় ভোগে কারণ তাদের দেহের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবনের কোন …………………নাই।

১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৫৪ পদ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা এই ইংগিত পাই যে, বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার সময় কতিপয় পরিবর্তন সাধিত হবে। আকাশে তুলে নেবার মুহূর্তে, জীবিত বিশ্বাসীরা 'নশ্বর' দেহ থেকে 'অবিনশ্বর বা অক্ষয়' দেহ লাভ করবেন—এটা হবে চোখের নিমিষে। এর অর্থ হল তারা কখনও মরবেন না। যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে মারা গিয়েছেন প্রথমে তাদের পুনরুত্থান হবে এবং যা 'ক্ষয়শীল' তা থেকে যা 'অক্ষয়' তাতে রূপান্তরিত হবেন। যেহেতু রক্ত-মাংস-অর্থাৎ আমাদের বর্তমান জাগতিক দেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তাই সেগুলি এক প্রকার মহিমান্বিত দেহে রূপান্তরিত হবে। আমরা এই মহিমাপ্রাপ্ত দেহের সব কিছু বুঝতে না পারলেও জানি তা আর কখনও ব্যাথা-বেদনা, রোগ-ব্যাধি অথবা মৃত্যু-ভোগ করবে না, আর তা হবে অনন্ত জীবি।

বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়ার ঘটনা হঠাৎ করে ঘটবে, আর পিতা ঈশ্বর ছাড়া এর সঠিক সময় আর কেউ জানে না। কিন্তু তবুও

এর সময় সম্পর্কে আমাদের কিছুটা আভাষ-ইংগিত দেওয়া হয়েছে। যীশু বলেছেন যে, আকাশে নানা রকম চিহ্ন বা বিশৃংখলা দেখা যাবে, যার ফলে পৃথিবীর জাতিগণের মধ্যে নানা দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে। আকাশের বিভিন্ন চিহ্ন ছাড়াও পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে (লূক ২১ ঃ ১০, ২৫-২৮ পদ দেখুন)। এই ঘটনাগুলি হচ্ছে শেষ-কাল আগমণের সংকেত। এগুলি থেকে বিশ্বাসীরা যেমন বুঝতে পারেন যে শীঘ্রই খ্রীষ্টের সাথে তাদের মিলন ঘটবে, তেমনি যেসব প্রিয় পরিজনেরা আগে প্রভুর কাছে চলে গিয়েছেন তাদের সাথেও হবে পুনর্মিলন।

৪। বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়ার মুহূর্তে জীবিত ও মৃত এই উভয় প্রকার বিশ্বাসীদের জাগতিক দেহের কি হবে, সংক্ষেপে বলুন। ………
……………………………………………………………………

বিশ্বাসীদের পুরস্কার ঃ

বাইবেলের বিভিন্ন অংশ থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে তাদের খ্রীষ্টিয় আচরণের ভিত্তিতে বিশ্বাসীদের পুরষ্কৃত করা হবে (মথি ১৬ ঃ ২৭; ২ যোহন ৮ পদ; প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ১২ পদ দেখুন)। করিন্থের মণ্ডলীকে লিখতে গিয়ে প্রেরিত পৌল বলেছেন, "আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচার-আসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে" (২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১০)। যে মূল গ্রীক শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'বিচার-আসন' সেটি হল **বীমা**-একটি **পুরস্কার পর্যালোচনা স্থল** বুঝাতে যা ব্যবহৃত হত। এইরূপ একটি স্থান বা আসনের ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেখানে দাঁড়িয়ে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিচারকেরা প্রতিযোগিতা পর্যালোচনা করেন যেন তারা প্রকৃত বিজয়ীদের স্থির করে তাদের পুরস্কার দিতে পারেন। প্রতিটি বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের কাছে তার নিজের জবাব দিহি পেশ করা (রোমীয় ১৪ ঃ ১০-১২)।

ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের বিচার মানে আমাদের খ্রীষ্টিয় সেবা কার্য-পর্যালোচনা। আমরা ঈশ্বরের জন্য কি **পরিমাণ** কাজ করেছি, তা

নয়, কিন্তু আমাদের কাজের **গুণগত মানই** পরীক্ষা করা হবে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সেবা করেছি? তা কি তাঁর প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ আরাধনা ছিল? অথবা আমরা কি আমাদের প্রতিভা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই সেবা করেছি? বাইবেল পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে যে আমাদের কাজের গুণ-মান পর্যালোচনা করা হবে এবং যে সেবা উৎকৃষ্ট সেবার মর্যাদা লাভ করবে তাই-ই পুরস্কৃত হবে। যে সেবা স্বার্থপরতা এবং অহংকারের দ্বারা চালিত তা পুরস্কৃত হবে না (১ করিন্থীয় ৩ ঃ ১১-১৫ পদ দেখুন)।

এই পর্যালোচনা বা পুনরীক্ষণের সময়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে সনাক্ত করা না হলেও কোন কোন বাইবেল পণ্ডিত মনে করেন যে, এটা হবে বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার পরে। ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ যারা প্রত্যাখান করেছে তারা সবচেয়ে শোচনীয় অমঙ্গল, যাতনা ও বিশৃংখলার মধ্যে পতিত হবে পৃথিবীতে যা কখনও দৃষ্ট হয়নি। কিন্তু প্রভুর বিশ্বস্ত দাসগণ তাঁর কাছে গ্রাহ্য হবেন।

৫। (সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি মনোনীত করুন।) শাস্ত্রে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের কাছে তার সেবা কার্যের বিবরণ দিতে হবে, এবং প্রত্যেকে ঃ

ক) তার সেবা বড় হোক কিম্বা ছোট হোক একই পুরস্কার লাভ করবে।

খ) তার সেবার গুণমান ও পরিমাণ এই উভয়ের ভিত্তিতে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

গ) তার সেবার উদ্দেশ্য বা গুণমানের উপর ভিত্তি করে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

ঘ) হয় পুরস্কার কিম্বা শাস্তি লাভ করবে।

৬। আপনার নোট খাতায় নীচের প্রতিটি কথার এক একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন ঃ

ক) বিশ্বাসীর মহিমা প্রাপ্ত দেহ।

খ) যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি।

গ) আকাশে তুলে নেওয়া (র‍্যাপচার)।

ঘ) **গৌরবময় প্রত্যাশা।**

ঙ) যীশু খ্রীষ্টের বিচার-আসন।

মহা ক্লেশ ঃ

মথি ২৪ অধ্যায়, মার্ক ১৩ অধ্যায় এবং লূক ২১ অধ্যায়ে শেষ কাল সম্পর্কিত আলোচনায় যীশু তাঁর শিষ্যদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন ঃ (১) বর্তমান মন্দির কখন ধ্বংস করা হবে ? এবং (২) আপনার পুনরাগমন এবং শেষ যুগের চিহ্নগুলি কি ?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জন্য যীশু যে উত্তর দিয়েছিলেন সেগুলি এমন ভাবে একত্রে মেশান যে, তাঁর উত্তরের কোন্ অংশ মন্দির ধ্বংস ও যিহূদীদের ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার (বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বার) কথা বলে—যা অতি শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছিল, আর কোন্ অংশ "যুগের শেষে" যীশুর পুনরাগমনের বিভিন্ন চিহ্নের কথা বলে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

যীশু শেষ কালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে দানিয়েল ভাববাদির কয়েকটি ভাববাণী উল্লেখ করেছেন (মথি ২৪ ঃ ১৫)। আর এর ফলে যীশুর উত্তর উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যিহূদী জাতির ইতিহাস এবং বর্তমানে আমাদের আলোচ্য ঘটনাবলীর সাথে তাদের সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে আমরা বিশেষ উপকৃত হব। ঈশ্বর যিহূদী জাতি এবং তাদের রাজধানী নগর যিরূশালেম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর একটি সাধারণ রূপ রেখা দিয়েছেন (দানিয়েল ৯ ঃ ২৪-২৭)। এই রূপরেখা বা চিত্রটি এমন একটি সময় কাঠামোর উপরে প্রতিষ্ঠিত যিহূদী জাতির অতীত ইতিহাস এবং তাদের ভবিষ্যৎ এই উভয়ই যার অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তুতি হিসেবে দানিয়েল ৯ অধ্যায় পড়ুন।

বাইবেলের ইতিহাসে ও ভাববাণীতে যিহুদী জাতির চিত্র ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ দানিয়েল ৯ অধ্যায় এবং আমোষ ৯ অধ্যায়ে প্রদত্ত ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর তালিকা থেকে এদের মধ্যে যেগুলি ইতিমধ্যেই ঘটেছে সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

দানিয়েলের দর্শন ঃ

পবিত্র শাস্ত্রে আমরা পড়ি যে, প্রতি সপ্তম বছরে ভূমির বিশ্রামকাল পালনে যিহূদী জাতির ব্যর্থতার কারণে ঈশ্বর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তারা সত্তর বছর যাবৎ শত্রু-দেশে নির্বাসিত থাকবে। (বিশ্রাম বৎসর এবং তা পালন করতে না পারার ফল সম্পর্কে জানবার জন্য লেবীয় ২৫ ঃ ২-৭, এবং ২৬ ঃ ১৪-১৬, ৩১-৩৫ পদকে ২ বংশাবলী ৩৬ ঃ ২১ পদের সাথে তুলনা করুন।) দেখা যায় যে লোকেরা ৪৯০ বৎসর যাবৎ বিশ্রাম বৎসরগুলি পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের এই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাববাণীটি ২৪-২৭ পদে উল্লিখিত সত্তর গুণ সাত বছর, বা সত্তর 'সপ্তাহ' বৎসর-কাল যাবৎ আবর্তিত।

ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তর সপ্তাহ

"তোমার জাতির (যিহূদী জাতি) ও তোমার পবিত্র নগরের (যিরূশালেম

সম্বন্ধে সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে"

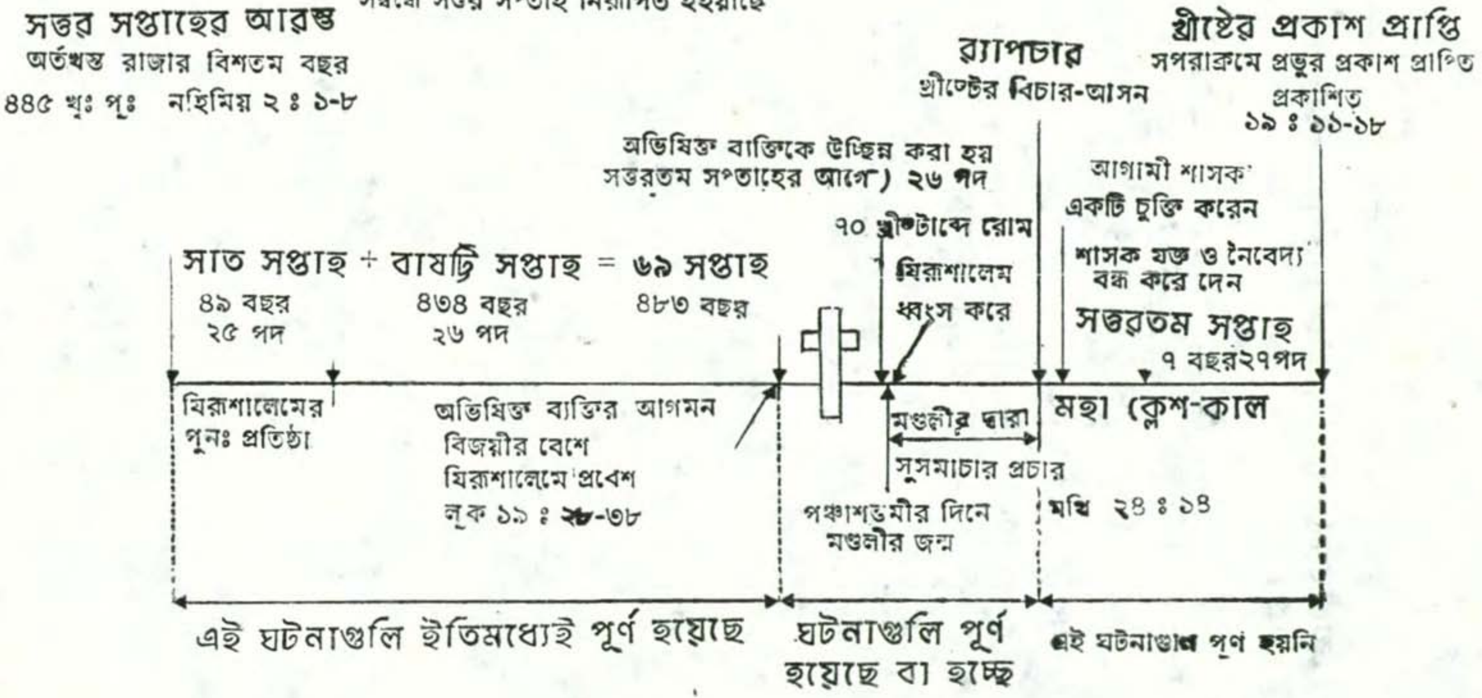

ইস্রায়েল জাতি বছরের 'সপ্তাহ' গণনায় অভ্যস্ত ছিল, কারণ প্রতি **সপ্তম** বছর ছিল ভূমির জন্য **বিশ্রাম-বছর** (লেবীয় ২৫ ঃ ৩-৪)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মহা জুবিলি যা প্রতি পঞ্চাশতম বছরে অনুষ্ঠিত হোত, তা এই গুরুত্বপূর্ণ **বছর-সপ্তাহ** সাত গুণ সাত বছর, বা সপ্তাহ বছরের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হত (লেবীয় ২৫ ঃ ৮-৯ পদ দেখুন)। এই পঞ্চাশতম বছরে সমস্ত ঋণ বাতিল করা হোত, দাসদের মুক্তি দেওয়া হোত এবং জমি-জমা মূল স্বত্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোত।

৭০ বছরের বন্দি জীবন যখন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে তখন একজন দূত পাঠিয়ে দানিয়েলের মাধ্যমে যিহূদী জাতির সাথে ঈশ্বরের আচরণে এক নতুন যুগের আরম্ভ ঘোষণা করা অস্বাভাবিক ব্যাপার বৈকি। দানিয়েলের ভাববাণী থেকে আপনি দেখতে পাবেন যে যতকাল যাবৎ বিশ্রাম বৎসর লংঘন করা হয়েছিল এই নতুন যুগের বিস্তারও তত বৎসর হবে, অর্থাৎ **৪৯০ বছর** (সত্তর গুণ সাত বৎসর)। দানিয়েলের দর্শনে কি কি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে আমরা সংক্ষেপে সেগুলি পর্যালোচনা করব, পরে আমরা দর্শনটির ব্যাখ্যা পাঠ করব।

১। ভাববাণীটি দানিয়েলের আপন জাতি যিহূদী, এবং তাঁর পবিত্র নগরী যিরূশালেম সম্পর্কে (২৪ পদ)।

২। ভাববাণীটির সাথে সংশ্লিষ্ট সময় কাল হচ্ছে সত্তর গুণ সাত বছর, অর্থাৎ এর মানে ৪৯০ বছর।

৩। এই সময় কালে যে সমস্ত কার্যাবলী সুসম্পন্ন হবে ঃ

- ক) অধর্ম সমাপ্ত করা।
- খ) পাপ শেষ করা।
- গ) অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা।
- ঘ) মহা পবিত্রকে (বা অতি পবিত্র স্থানকে) অভিষেক করা।
- ঙ) অনন্তকাল স্থায়ী ধার্মিকতা আনা (২৪ পদ)।

৪। প্রথমে সংশ্লিষ্ট সময়-কাল ছিল সাত গুণ সাত (৪৯ বছর) এবং বাষট্টি গুণ সাত (৪৩৪ বছর), সর্বমোট উনসত্তর গুণ সাত (৪৮৩ বছর—২৫ পদ দেখুন)।

৫। এক সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে সময়ের **আরম্ভ** হয়েছে ঃ যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করবার আজ্ঞা ঘোষণা করা হলে।

৬। এক সুনির্দিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক সময় কালের সমাপ্তি ঃ অভিষিক্ত ব্যক্তির আগমন এবং অল্প কালের মধ্যেই তাকে বধ করা (২৫-২৬ পদ)।

৭। দুই জন শাসক দেখা যায় ঃ **অভিষিক্ত ব্যক্তি** (যীশু), এবং **আগামী নায়ক** (খ্রীষ্টারী)—যার প্রজাগণ নগর ও ধর্মধাম ধ্বংস করবে (২৫-২৬ পদ)।

৮। এর পরে সর্বশেষ সাত বছর (বা সপ্তাহ বছর) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, এই সময় আগামী নায়ক (খ্রীষ্টারী) সাত বছর কালের জন্য যিহূদী জাতির সঙ্গে একটি চুক্তি বা নিয়ম স্থাপন করবে। কিন্তু এই সময় কালের অর্ধ পথ, অর্থাৎ সাড়ে তিন বছর পরে এই আগামী নায়ক তার চুক্তি ভঙ্গ করবে, সে যিহূদি ধর্ম-কর্ম বন্ধ করে দেবে এবং নিজে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে মন্দির ধ্বংস করে দেবে।

৭। পূর্ববর্তী তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দানিয়েলের দর্শনে যে সময় কাল আলোচিত হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে—

ক) যিহূদী জাতি কতবার তাদের বিশ্রাম বৎসর পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

খ) যে শাসকেরা যিহূদী জাতির উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে তাদের সংখ্যা।

গ) এক বছরে মোট সপ্তাহের সংখ্যা।

দর্শনটির অর্থ ব্যাখ্যা ঃ

এখন আমরা এর উল্লেখযোগ্য দর্শনটির অর্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করব, দানিয়েল ৯ ঃ ২৫ পদে এর আরম্ভ হয়েছে ;

অতএব তুমি জ্ঞাত হও, বুঝিয়া লও, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ করিবার আজ্ঞা বাহির হওয়া অবধি অভিষিক্ত ব্যক্তি, নায়ক, পর্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষট্টি সপ্তাহ হইবে, উহা চক ও পরিখাসহ পুনরায় নির্মিত হইবে, সংকট কালেই হইবে। সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং তাঁহার কিছুই থাকিবে না (২৫-২৬ পদ)।

লক্ষ্য করবেন যে অর্তক্ষস্ত রাজার বিশতম বছরে যিরূশালেম পুনঃস্থাপন ও পুনঃনির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল (নহিমিয় ২ : ১-৮)। সতর্ক ভাবে ঐতিহাসিক বিবরণাদি পর্যালোচনা করে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, এই আদেশ ৪৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দেওয়া হয়েছিল। নগরটি বাস্তবিকই সংকট কালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। অতঃপর এর ৪৩৪ বছর পরে হুবহু ভাববাণীর কথা মতই সেই অভিষিক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। বাইবেলের পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সতর্ক ভাবে হিসাব করে বের করেছেন যে, অর্তক্ষস্ত রাজার আদেশের ঠিক ৪৮৩ বছর পরে সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু তাঁর পৃথিবীর পরিচর্যা শেষে বিজয়ীরূপে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন (লূক ১৯ : ২৮-৩৮)। আর এর অল্প দিন পরেই ক্রুশারোপণের মাধ্যমে তাঁকে বধ করা (উচ্ছিন্ন করা) হয়েছিল।

দানিয়েলের দর্শনে এর পরে স্বর্গদূত তাকে বলেছেন যে আগামী শাসন কর্তার (নায়কের) প্রজারা অভিষিক্ত ব্যক্তির উচ্ছিন্ন হওয়ার পরে যিরূশালেম নগরী ও ধর্মধাম বিনষ্ট করবে (২৬ পদ)। ভাববাণীর এই অংশটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে, ঐ সময় রোমীয় সৈন্যেরা যিরূশালেম নগরী ধ্বংস করে, এর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে, ধর্মধাম (মন্দির) পুড়িয়ে দেয় এবং এর গাঁথুনির পাথরগুলিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (মথি ২৪ : ২)। এই সময়েই একটি সার্বভৌম (স্বায়ত্ব শাসিত) জাতি হিসেবে যিহূদী জাতি অর্থাৎ ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। এই জাতির লোকেরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং ঈশ্বর যে দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যগুলির কথা বলেছিলেন (দানিয়েল ৯ : ২৪) সেগুলি আপাততঃ মূলতবী রয়েছে বলে বোধ হয়েছে।

দানিয়েলের দর্শনের সর্বশেষ সাত এর বা সত্তরতম সপ্তাহের ঘটনাবলী এখন পর্যন্ত সাধিত হয়নি। শেষ কাল বিচারে যিহূদি জাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার এই সর্বশেষ সময়টির ব্যাপারে আমরা বিশেষ ভাবে আগ্রহী। তাই, এমন কি ঘটেছে যার ফলে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সময় কাঠামোতে ভাঙ্গন ধরেছে, তা আমাদের অবশ্যই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমরা যিহূদী জাতির প্রাচীন কাল নিয়ে শুরু করব।

ইস্রায়েল জাতি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করলে পর ঈশ্বর পরিষ্কার ভাবেই তাদের বলেছেন যে তারা যদি তাঁর ব্যবস্থার প্রতি **বাধ্য** থাকে তাহলে তারা আশীর্বাদের ভাগী হবে (দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ঃ ১-১৪)। আর তারা **অবাধ্য** হলে তাদের উপর কি কি অমঙ্গল বর্তাবে তা-ও তিনি পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন (লেবীয় ২৬ঃ ১৪-৪৫; দ্বিঃ বিঃ ২৮ঃ ১৫-৬৮)। বাইবেলে আমরা এই ইংগিত পাই যে, তাদের অবাধ্যতা এবং দুরারোগ্য পাপ প্রবণতার ফলে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রজাদেরকে তাদের নিজ দেশ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছেন। তারপর দেশটিকে তিনি জন বসতি শূন্য করেছেন (যিশাইয় ৬ঃ ১১-১২; ১৭ঃ ৯; ৬৪ঃ ১০)। পূর্বে ৭০ বছরের নির্বাসিত জীবন লোকদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব রোমীয়দের বিজয়ের ফলে যিহূদী জাতির লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারীতে পরিণত হয়েছিল এবং শত্রুভাবাপন্ন পরজাতীয় দেশে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

এইরূপে **মনোনীত জাতি** ইস্রায়েলকে কিছু কালের জন্য প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রেমময় ও দয়ালু ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রজাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবেন না (লেবীয় ২৬ঃ ৪৩-৪৫), কিন্তু তাদের স্মরণে রাখবেন এবং পৃথিবীর প্রান্ত থেকে তাদের সংগ্রহ করবেন (যিশাইয় ১১ঃ

১১-১২)। বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা যিহূদীদেরকে তাদের 'পিতা' অব্রাহামকে অনন্ত অধিকারের জন্য প্রদত্ত দেশে একত্রিত করবেন (যিরমিয় ১৬ ঃ ১৪-১৬)।

৮। কোন্ ঘটনাটি (দানিয়েলের ভাববাণীর একটি পূর্ণতা) জাতি হিসেবে যিহূদীদের সমাপ্তি চিহ্নিত করেছিল এবং তারা পৃথিবীর সব জায়গায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল ?

....

ইস্রায়েলের প্রত্যাবর্তন ঃ

অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় হোল বহু শতাব্দি যাবৎ অমানুষিক নির্যাতন ভোগের পরে বর্তমান শতাব্দির শুরুতে যিহূদী জাতির লোকেরা আবিষ্কার করে যে, এখন আর তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। ফলে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আর এর ফল হিসেবে তারা প্রতিজ্ঞাত দেশের সাথে তাদের প্রাচীন সংযোগের কথা ভুলে যেতে শুরু করে।

কিন্তু ডক্টর থিওডোর হার্সেল নামে ইউরোপের একজন ইহুদি নেতা উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে রাশিয়ায় ইহুদিদের (যিহূদী) উপর নির্যাতন ঘটতে দেখে শংকিত হন। অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে মনে করে তিনি প্যালেস্টাইনে তাদের একটি জাতীয় বাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করেন। তার এই "জাইওনিস্ট আন্দোলন" গড়ার চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ জার্মানীর যিহূদীরা বলেছিল, "আমরা জাইওন (সিয়োন = যিরূশালেম) সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। জার্মানীই আমাদের প্যালেস্টাইন আর মিউনিকই আমাদের যিরূশালেম।"

ইউরোপ যখন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন যিহূদীদের জীবনও কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে 'জাইওনিস্ট আন্দোলন' বৃটিশ সরকারের উপরে চাপ দিতে

থাকলে তা শেষে বেলফোর ডিক্লেয়ারেশন (বেলফোর ঘোষণা পত্র) প্রকাশ করে। এই দলিলে প্যালেস্টাইনে যিহূদীদের একটি বাসভূমি প্রতিষ্ঠার কাজে বৃটিশ সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের পরে বৃটেন পবিত্র দেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে যিহূদীদের পালেস্টাইনে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হয়। বহু যিহূদী স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল এবং যে আরবেরা বহু শতাব্দি ধরে সেখানে বাস করছিল, তাদেরই পাশাপশি বসতি স্থাপন করেছিল।

এর পরে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ লেগে গেল এবং যিহূদীদের উপরে অত্যাচারও বেড়ে গেল বহু গুণ। ইউরোপে এই নির্যাতন এমন ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছিল যে, বহু যিহূদী সম্যক ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, ইউরোপ থেকে বেরিয়ে তাদের প্রাচীন দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষার অন্য কোন পথ তাদের নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বহু যিহূদী পরজাতীয় দেশগুলি থেকে তাদের আস্তানা উঠিয়ে প্যালেস্টাইনে ফিরে এলো। ১৯৪৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি ফিরে আসা যিহূদীরা আধুনিক ইস্রাইল রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণা করল। শীঘ্রই আমোষ ৯ : ১৪-১৫ পদের ভাববাণী আক্ষরিক ভাবে পূর্ণ হতে শুরু করল :

> আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের বন্দিদশা ফিরাইব; তাহারা ধ্বংসিত নগর সকল নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। আর আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব; আমি তাহাদিগকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না; তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

দেশটি আপাতঃদৃষ্টে প্রায় ২০০০ বছর যাবৎ মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে, তা একটা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে (যিশাইয় ৩৫ : ১-২)। যিশাইয় ভাববাদির ভাববাণী অক্ষরে

অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। পতিত স্থান সকল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, ধ্বংসিত নগরগুলি আবার লোক বসতি পূর্ণ হয়েছে, সেগুলি পুনঃ নির্মিত ও শক্তিশালী হয়েছে (যিহিষ্কেল ৩৬ ঃ ৩৩-৩৬ ; এছাড়া যিশাইয় ৬১ ঃ ৪ পদ দেখুন)।

একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রতিশ্রুতির দেশকে যিহূদীদের জন্য প্রস্তুত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যিহূদীদেরকে তাদের স্বদেশের জন্য প্রস্তুত করেছে। আর আগামীতে একটি যুদ্ধ তাদেরকে তাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করবে।

যারা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত, তারা জানেন যে, যিহূদীরা তাদের প্রাচীন বাসভূমিতে ফিরে আসবার ফলে ঐ দেশের দীর্ঘকাল বসবাসকারী বহু প্যালেস্টাইনী জায়গা জমি হারিয়ে বাস্তুহারায় পরিণত হয়েছে এবং মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য বহু দেশে গিয়ে শরণার্থী হয়েছে। আর তা যিহূদী ও তাদের আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান মন-কষাকষির সৃষ্টি করেছে। পরে আমরা দেখতে পাব যে, এই অবস্থা পরিশেষে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত ভাববাণীর পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করবে।

ভাববাণীর এই চিত্রটি স্মরণে রেখে আমরা এখন দানিয়েল ৯ ঃ ২৭ পদের বিষয়-বস্তু আলোচনা করব যার সংশ্লিষ্ট বিষয় হোল "আগামী নায়ক", এবং ২৪ পদে ঈশ্বরের আদিষ্ট বিষয়গুলির সম্পূর্ণতা।

৯। এই অংশে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে ভাববাণীর যে ঘটনাগুলি ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে সেগুলিতে টিক চিহ্ন দিন।

ক) অবাধ্যতা হেতু ৭০ বছর যাবৎ যিহূদীদের নির্বাসন ভোগ।

খ) ৭০ বছর নির্বাসিত জীবনের পরে যিরূশালেম নগরীর পুনঃস্থাপন ও নির্মাণ।

গ) অভিষিক্ত ব্যক্তির আগমন।

ঘ) খ্রীষ্টারীর আগমন।

ঙ) অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করা (বধ করা)।

চ) আগামী নায়কের প্রজাগণ পবিত্র নগরী এবং মন্দির ধ্বংস করে।
ছ) এক সার্বভৌম জাতি হিসেবে যিহূদী জাতির সমাপ্তি।
জ) আমোষ ৯ অধ্যায়ের এই ভাববাণী ঃ ইস্রায়েল জাতিকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তারা স্বদেশে ফিরে এসে আবার ফলের বাগান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।
ঝ) যিহূদী জাতি এবং **আগামী নায়কের** মধ্যে চুক্তি যা সাড়ে তিন বছর পরে ভঙ্গ করা হবে।

দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ খ্রীষ্টারির সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং হরমাগিদোনের যুদ্ধ সম্পর্কে সত্য উক্তিগুলি সনাক্ত করতে পারা।

আমরা দেখেছি যে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করবার (বধ করবার) পরে জাতি হিসেবে ইস্রায়েলের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছিল। এই একই সময় কাঠামোর মধ্যে মণ্ডলী জন্ম লাভ ক'রে তার ঈশ্বর-দত্ত দায়িত্ব সম্পাদন করতে আরম্ভ করেছিল। রোমীয় ৯-১১ অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল ঘোষণা করেছেন যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু মধ্যবর্তী কালে বিশ্বাসীদের দ্বারা জগতের লোকদের কাছে খ্রীষ্টের সুখবর বলবার মাধ্যমে ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর সুসমাচার প্রচারের মাধ্যম রূপে কাজ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। অভিষিক্ত ব্যক্তির উচ্ছেদ এবং ইস্রায়েল সম্পর্কে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সম্পূর্ণতা সাধনের মধ্যবর্তী সময়ে মণ্ডলী তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

শাস্ত্রীয় নিদর্শন এই সত্যটির প্রতি ইংগিত করে যে মণ্ডলী প্রভুর আগমনের অপেক্ষারতা, যিনি এসে তাকে তুলে নেবেন (১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৫০-৫২, ১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭)। মণ্ডলীর মাধ্যমে কার্যরত পবিত্র আত্মা আগামী নায়কের (শাসকের) দুষ্ট পরিকল্পনা প্রতিহত করছেন বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ১-১২)। মণ্ডলীকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাশে তুলে নেওয়া

হলে পরেই এই স্বেচ্ছাচারী শাসক প্রকাশিত হবে। তখন ঈশ্বর আবারও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন এবং সত্তরতম সপ্তাহের ঘটনাবলী একে একে সম্পন্ন হবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে দানিয়েল ৯ ঃ ২৪-২৭ পদের কথাগুলি যিহূদী জাতি সম্পর্কে। এই সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যিরমিয় ভাববাদি ইস্রায়েলের অভিজ্ঞতাকে সন্তান প্রসবকারী একজন মায়ের যাতনার সাথে তুলনা করেছেন (যিরমিয় ৩০ ঃ ১-১১)। এই সময়ের দুঃখ-কষ্ট হবে ইতিহাসে নজির বিহীন। তা হবে "যাকোবের সংকট কাল" (৭ পদ)। এর মানে "ইস্রায়েল জাতির দুঃখ-কষ্টের কাল।" এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট কিরূপে আসবে ?

খ্রীষ্টারী ঃ

আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে দানিয়েল ৯ ঃ ২৬ পদে আগামী নায়কের (শাসকের) কথা বলা হয়েছে এবং ২৭ পদে তার কার্যাবলী প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন যে, এই ব্যক্তি অনেকের সঙ্গে "এক সপ্তাহের" (সাত বছরের) জন্য একটি চুক্তি স্থাপন করবে। দৃশ্যতঃ মধ্যপ্রাচ্যে যিহূদী ও তাদের আরব প্রতি-বেশীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে ও একটি বড় ধরণের সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করতে উদ্যত হবে। এইরূপ সময়ে **আগামী শাসক** (খ্রীষ্টারী) শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হবে। তার কূটনৈতিক সাফল্য একটি মহান বিজয় রূপে অভিনন্দিত হবে, জগতের লোকেরা এক অদ্বিতীয় ব্যক্তি রূপে তার প্রশংসা করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ৪)।

ইস্রায়েল তার শান্তির নিশ্চয়তার জন্য এই শান্তি স্থাপনকারীর উপর নির্ভর করবে। ব্যয়বহুল সামরিক অস্ত্র-সজ্জার চিন্তা মুক্ত হয়ে যিহূদী জাতির লোকেরা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবে ঃ তারা দেশের উন্নয়ন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, এবং আরও অনেক স্থানচ্যুত লোকদের জন্য

বাসস্থান ও কর্ম সংস্থানের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হবে। শান্তি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে সেই **শান্তি স্থাপনকারীকে** "অবাধ্যতার পুরুষ" বলে চেনা যাবে (২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৩)।

কিছুকালের জন্য সমগ্র এলাকার অবস্থা ভালই যাবে, কিন্তু চুক্তি কালের মাঝামাঝি সময়ে শাসক তার কথা ভঙ্গ করবে (দানিয়েল ৯ ঃ ২৭)। বাইবেলের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে ইস্রায়েলের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হরণ করবে। তাদের নিষ্ঠাবান উপাসনার বদলে সে মন্দিরে জঘন্য বস্তু স্থাপন করে তা মারাত্মক ভাবে অপবিত্র করবে। সে যেহেতু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করবে (নিজের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করবে) এবং সকলের আরাধনা (পূজা) চাইবে (দেখুন ২ থিষলনীকীয় ২ ঃ ৪, ৮-১১ ; প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৩-১৫), তাই সে মন্দিরে নিজের একটি মূর্তি স্থাপন করবে এবং যিহূদীদেরকে ঐ মূর্তির পূজা করতে হবে নতুবা মরতে হবে। এক বিশেষ প্রতিনিধি তাকে সাহায্য করবে, যাকে আমরা বলতে পারি তার "প্রচার মন্ত্রী।" এই ভণ্ড ভাববাদী নানা আশ্চর্য কাজ সাধন করবে এবং লোকদের উপরে এক শক্তিশালী মন্দ প্রভাব বিস্তার করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৩ ; ১৬ ঃ ১৩)।

যীশু এই চরম ঈশ্বর নিন্দার কাজের প্রতি ইংগিত করে একে "সর্বনাশা ঘৃণার বস্তু" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ঃ "নবী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে সর্বনাশা ঘৃণার জিনিষের কথা বলা হয়েছিল, তা তোমরা পবিত্র জায়গায় রাখা হয়েছে দেখতে পাবে। সেই সময় যারা যিহূদীয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক" (মথি ২৪ ঃ ১৫-১৬)। শেষ কালের অমঙ্গলে চক্র যখন ইস্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করতে চাইবে তখন যিহূদীরা কিরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হবে শক্তিশালী প্রতীকী ভাষা থেকে আমরা তা জানতে পারি (দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১২ ঃ ১৩-১৭ ; দানিয়েল ১২ ঃ ১, ৬-৭)।

এই একই সময়-কালে অযিহূদীদের ও নানা প্রকার বিশৃংখলা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে, কারণ পৃথিবী-বাসীদের উপরে তিন দফা শাস্তি আসবে। প্রকাশিত বাক্য ৬, ৮, ৯, ১৫ এবং ১৬ অধ্যায়ে, সময়ের সাথে সাথে "আগামী শাসকের" রাজ্যের উপরে ঈশ্বরের যে ক্রম বর্দ্ধমান ক্রোধ নেমে আসবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মন্দ শাসক নিজেকে শক্তিশালী করবার প্রয়াসে অর্থ ও ঋণদানের উপরে বিশ্বব্যপী নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করবে। এই পথে সে লোকদেরকে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করতে সক্ষম হবে,, কারণ এই শাসকের জন্য আবশ্যকীয় পরিচয় চিহ্ন গ্রহণ না করে কেউই ব্যবসা করতে পারবে না (প্রকাশিত বাক্য ১৩ ঃ ১৬-১৭)। এইরূপে এক বিশ্বব্যাপী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সে বাধার সম্মুখীন হবে। এইরূপে, যুদ্ধ-বিগ্রহ-ই হবে তার সাত বছর কাল শাসনের শেষ অর্দ্ধাংশের বৈশিষ্ট্য।

ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে যিহিষ্কেল ভাববাদি বলেছেন, "অবাধ্যতার পুরুষের" দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তা ভোগকারী ইস্রাইল উত্তরাঞ্চলীয় জাতিদের এক মৈত্রী জোটের দ্বারা আক্রান্ত হবে। এই যুদ্ধে ঈশ্বরবিহীন জাতিগুলি ইস্রাইলকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁর প্রজাদের জন্য চিন্তা করেন তা তারা ভাবেনি। আক্রমণ এলে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের রক্ষা করবেন এবং আক্রমণকারীদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন (যিহিষ্কেল ৩৮ ও ৩৯ অধ্যায়)। অন্যান্য শক্তি ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং "অবাধ্যতার পুরুষকে" তার শাসন কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হবে।

হর্‌মাগিদোন ঃ

দানিয়েলও উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন স্থানে শত্রু পক্ষের উদয় হবে। আর "অবাধ্যতার পুরুষ" একে একে তার শত্রু পক্ষকে নির্মূল করতে অগ্রসর হবে (দানিয়েল ১১ ঃ ৪০-৪৫)। শেষ সময়ের

দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মতানৈক্যের (মতের অমিল) ফলে তার সমস্ত পৃথিবীর উপর সার্বভৌম শাসনে ফাটল ধরবে। শেষ সময় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বর পৃথিবীর সৈন্যদের একত্রিত করবেন এবং **হর্‌মাগিদোন** (প্রকাশিত বাক্য ১৬ ঃ ১৬) নামক স্থানে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

কিন্তু হর্‌মাগিদোনের যুদ্ধের ফলাফল মানুষের আধুনিকতম অস্ত্র-শস্ত্র, সেনাবাহিনীর আয়তন, কিম্বা যোদ্ধাদের উৎসর্গ চিত্ততার দ্বারা নির্ণীত হবে না। **এই পৃথিবী-গ্রহের বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে একত্রিত সৈন্যবাহিনীকে ঈশ্বর বিস্ময়ে হতবাক করে দেবেন।** ফল হবে এতই ভয়ানক যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না (প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১৯-২১ পদ দেখুন)।

উদ্ধত লোকেরা যে এই যুদ্ধে কেবল ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করবে, তা নয়, তারা ইস্রাইলকে ধ্বংস করতে চাইবে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আবির্ভূত হওয়ার ফলে কয়েকটি ঘটনা ঘটবে। ইস্রাইল তার শত্রুদের বিনাশ দেখে হঠাৎ করেই তাদের মনে পরিবর্তন আসবে (দেখুন সখরিয় ১৪ ঃ ৪-৫, ১২-১৫)। তাদের পিতৃপুরুষেরা যাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল সেই যীশুকেই তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখবে। এখন সেই বিদ্ধ ব্যক্তিই তাদের মহান উদ্ধার সাধন করেছেন। তাঁর আবির্ভাবে যিহূদীদের মধ্যে যারা জীবিত তারা শোকে বিহবল হবে (সখরিয় ১২ ঃ ১০-১৩ ঃ ১)। এবং যিনি প্রভুর নামে আসেন তারা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে। দানিয়েল ৯ ঃ ২৪ পদে উল্লিখিত ঈশ্বরের পরিকল্পনার আরও অনেক বিষয়ের প্রতি এখন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পরের অংশে আমরা তা দেখতে পাব।

১০। খ্রীষ্টারীর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা এবং হরমাগিদোনের যুদ্ধ সম্পর্কে নীচের কোন্ উক্তিগুলি সত্য ?

ক) খ্রীষ্টারীর অন্যান্য নাম হল **আগামী নায়ক** এবং **অবাধ্যতার পুরুষ**।

খ) যে অভিষিক্ত ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

গ) মণ্ডলীর জন্ম হলে পর ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন।

ঘ) আগামী নায়কের আবির্ভাবের আগে মণ্ডলীকে "তুলে নেওয়া হবে" (র‍্যাপচার)।

ঙ) ইস্রায়েল জাতিকে শেষ-কালের দুঃখ-কষ্ট ও মহা ক্লেশ থেকে রক্ষা করা হবে।

চ) খ্রীষ্টারি ইস্রাইলের সাথে সাত বছর মেয়াদি শান্তি-চুক্তি পূর্ণ করবে। তা হবে বিশ্বব্যাপী মহা শান্তি ও সম্মৃদ্ধির সময়।

ছ) শাস্ত্রে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে খ্রীষ্টারি ইস্রাইলের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং পবিত্র মন্দিরের অবমাননা করবে।

জ) খ্রীষ্টারি সমগ্র পৃথিবীর উপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ-করবে এবং ব্যবসা করতে ইচ্ছুক প্রত্যেকের উপরে জোর পূর্বক তার পরিচয় চিহ্ন আরোপ করবে।

ঝ) হরমাগিদোনের যুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র-শাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একত্রিত সেনাবাহিনীই প্রথম আঘাত হানবে।

ঞ) শেষ-কালে যিহূদী জাতির কাছে যীশু তাদের প্রভু হিসেবে প্রকাশিত হবেন।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ কোন অবস্থার ফলে খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে তা ব্যাখ্যা করতে এবং দুই পরস্পর বিরোধী নেতার ফল কি হবে তা বর্ণনা করতে পারা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঃ

যখন মহাক্লেশ-কালীন ঘটনাবলী ঘটবে তখন বিশ্বাসীরা তাদের প্রভুর সঙ্গে থাকবেন। পাপাচারের জোয়ারে মানুষের পাপ যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পেঁাছবে তখন প্রভুর-আগমণের দ্বিতীয় দিকটি সংঘটিত হবে ঃ

জগতের লোকদের কাছে এবং পৃথিবীর সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর কাছে তাঁর প্রকাশ প্রাপ্তি (প্রকাশিত বাক্য ১ ঃ ৭ ; ১৯ ঃ ১১-২১)। এই সময়ে বিশ্বাসীরা ও প্রভুর সঙ্গে পৃথিবীতে আসবেন (কলসীয় ৩ ঃ ৪)।

অতএব, এই সময়ে দু'টি অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যে তা আর সহ্য করা যাবে না। প্রথমটি হল **মানুষের ঈশ্বর ভক্তি-হীনতা** এবং **স্বার্থপরতা**। এই কারণে দুই জন স্বর্গদূত চিৎকার করে বলেন যে পৃথিবীর ফসল পুরোপুরি পেকে গেছে (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৫)। বিচারের উদ্দেশ্যে ফসল সংগ্রহের সময় হয়েছে। যে ঈশ্বর মানুষকে পছন্দ-অপছন্দ করবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তিনি আর তাকে তার বিকৃত কামনা-বাসনা অনুসরণ করতে দেবেন না। সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, তারা চুপ হয়ে যাবে। চিরতরে পাপের সমস্যাটির সমাধান করা আবশ্যক। সেই দুই স্বর্গদূতের ঘোষণার প্রতি সাড়া দিয়ে আর একজন স্বর্গদূত (আলংকারিক ভাষায়) পৃথিবীর উপরে তার কাস্তে লাগিয়ে আঙ্গুর, কেটে জড় করবেন এবং ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতীক, আঙ্গুর মাড়াই করবার গর্তে সে সব ফেলে দেবেন (প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৯)।

দ্বিতীয় আর একটি অবস্থা ঈশ্বর সহ্য করবেন না, তা হল **ইস্রায়েলের উপর নির্যাতন**। আমরা যেমন দেখেছি, প্রভুর ভ্রাতৃগণকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই হবে অবাধ্যতার পুরুষের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঈশ্বর চিরকাল দাঁড়িয়ে থেকে এই মন্দ উদ্দেশ্য সাধিত হতে দেবেন না। তাঁর হস্তক্ষেপ করবার সময় আসবে, আর তা তাঁকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে সাহায্য করবে।

১১। (একটি উত্তর মনোনীত করুন)। প্রকাশিত বাক্য ১৪ ঃ ১৯ পদের আলংকারিক ভাষার অর্থ এই যে, এমন এক সময় আসবে যখন ঈশ্বর—

ক) পৃথিবীর সকল গাছ-পালা ধ্বংস করবেন।

খ) তাঁকে অগ্রাহ্যকারী পাপী লোকদের উপরে তাঁর চরম শাস্তি আনবেন।

গ) মণ্ডলীকে (আকাশে) "তুলে নেবেন"
ঘ) দুষ্ট লোকদের নিজেদের দ্বারাই তাদের ধ্বংস ঘটাবেন।

প্রকৃত ঘটনা ঃ

প্রথম বার যীশু যাতনা-ভোগকারী দাস হিসেবে জগতে এসেছিলেন। তিনি অজ্ঞাত-অপরিচিত ছোট একটি গ্রামে কোন রকম আচার-অনুষ্ঠান বা স্বীকৃতি ছাড়াই এসেছিলেন। যিহূদার এক নির্জন পর্বত-পার্শ্বে স্বর্গীয় বাহিনী যখন তাঁর জন্মকে স্বাগত জানাচ্ছিল তখন কয়েকজন মেষ পালক সেই মহিমা দেখেছিল (লূক ২ ঃ ৮-১৫)। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় আগমণে তিনি সেই **একই** দেশে গৌরব ও সম্মানের সঙ্গে আসবেন। এই বার তিনি আর মানুষকে অনুরোধ করবেন না। তিনি আসবেন ধ্বংস করতে, জয় করতে, এবং জোর-পূর্বক তাঁর কর্তৃত্ব আরোপ করতে।

স্বর্গীয় সেনা-বাহিনী তাদের নেতা যীশুর সঙ্গে আসবেন, আর পৃথিবীর মানুষ তা দেখতে পাবে। আমাদের প্রভু এবং **অবাধ্যতার পুরুষের** সেনাবাহিনীর মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধে স্বর্গীয় বাহিনী অংশ গ্রহণ করবে। আমাদের প্রভুর প্রকাশ প্রাপ্তিতে কি কি ঘটবে আমরা সংক্ষেপে তা লক্ষ্য করব ঃ

১। এর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হবে বিশ্ব-ব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটার (প্রকাশিত বাক্য ১৬ ঃ ১২-২১ ; ১৯ ঃ ১১-২১)।
২। আমাদের প্রভু নিজেকে রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হিসেবে প্রকাশ করবেন। শয়তান, যে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর রাজ্যগুলির উপরে তার কর্তৃত্ব আরোপ করেছে, তাকে অপসারণ করা হবে এবং ন্যায়-সংগত রাজা যীশু তাঁর রাজকীয় পদ গ্রহণ করবেন।
৩। যীশু শয়তানের শক্তি সমূহের নেতাদের আগুণের হ্রদে নিক্ষেপ করবেন, ফলে তাদের কোন ক্ষমতা থাকবেনা (প্রকাশিত বাক্য ১৯ ঃ ১৯-২১)।

৪। অবশ্য, আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবার বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে। আমাদের প্রভুর ফিরে আসবার ফলে যিহূদী জাতির লোকেরা অনুতপ্ত ও শোকাভিভূত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাবে। এমন এক আত্মিক নবায়ন ঘটবে যা ইতিহাসে নজির-বিহীন ঃ আত্মিকভাবে অন্ধ এই সমস্ত লোকেরা তাদের কঠিন প্রস্তরময় হৃদয়ের বদলে মাংসময় হৃদয় লাভ করবে, সেই সঙ্গে তাদের সৃষ্টি কর্তার আজ্ঞা পালনের জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি ও তাদের দেওয়া হবে (যিহিষ্কেল ৩৬ ঃ ২৬-২৭)।

৫। পরিশেষে মহিমার সঙ্গে আমাদের প্রভুর আগমণের ফলে বিশ্ব-ব্যাপী এক ধার্মিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—তা হবে বর্ষ–সহস্র বা মিলেনিয়াম যুগ। মথি ২৫ ঃ ৩১-৪৬ পদে এই রাজ্যে প্রবেশের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলী অত্যন্ত পরিষ্কার-ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রভুর ভ্রাতৃগণের, অর্থাৎ যিহূদীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই তা নির্ণীত হবে বলে প্রতীয়মান হয় (মথি ২৫ ঃ ৪০ পদ, তৎসহ আদি ১২ ঃ ১-৩ পদ দেখুন)। এই মিলেনিয়াম বা বর্ষ-সহস্র যুগই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য।

১২। কোন্ দু'টি অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে এবং সকল যুগের উদ্ধার প্রাপ্তরা তাঁর সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ?

....

১৩। পরস্পর বিরোধী দুই শক্তি যখন শেষবারের মত সামনা-সামনি হবে তখন তাদের নেতাদের কি পরিণতি ঘটবে ?

....

বর্ষ-সহস্র যুগ (মিলেনিয়াম) ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ বর্ষ-সহস্র রাজত্বকালের উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত করতে এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারা।

বর্ষ-সহস্র রাজত্বকালের উদ্দেশ্যাবলী ঃ

আমাদের প্রভুর দ্বিতীয় আগমণ প্রসঙ্গে বাইবেলে এক ধার্মিকতা ও শান্তি, এবং ন্যায় বিচার ও প্রাচুর্য্যের যুগের কথা বলা হয়েছে (যিশাইয় ২ ঃ ১-৪ ; ৬৫ ঃ ২০-২২ , মীখা ৪ ঃ ১-৫)। প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১-৭ পদে এই সময় কালকে ১০০০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মিলেনিয়াম কথাটির উৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে হাজার বছর (মিলে= হাজার, এনাম=বছর), যার সহজ মানে "এক হাজার বছর।" কিন্তু বাইবেলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পথে এই রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভুর প্রার্থনায় একে শুধুমাত্র "তোমার রাজ্য" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ৬ ঃ ১০), অপর পক্ষে লূক ১৯ ঃ ১১ পদে একে "ঈশ্বরের রাজ্য" বলা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১১ ঃ ১৫ পদে "আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে একে "এক অনন্ত কলীন কর্তৃত্ব এবং এক ধ্বংসাতীত (যা ধ্বংস হবে না) রাজ্য" বলা হয়েছে (১৪ পদ)।

এই রাজ্যের উদ্দেশ্যগুলি কি? প্রথমতঃ শুরুতে ঈশ্বর পৃথিবীতে এক যথাযথ নৈতিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যাকে শয়তানের প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আর পৃথিবী এই মন্দ আত্মার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই জন্য, শয়তানের কর্তৃত্বের উপরে জয় লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করা আবশ্যক। অভিশাপের প্রভাব দূর করে এবং শয়তানকে বন্দি করে প্রভু যখন সমতায় ও সত্যে জগৎ শাসন করবেন, তখন মানুষ তাঁর ভালবাসা, ন্যায়-পরতা এবং যত্ন দেখতে পারে। ফল হিসেবে মানুষ প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে। তাঁর মঙ্গলময় রাজ্যে আমাদের প্রভু লক্ষ্য রাখবেন যেন মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো হয়, যেন সবাই ন্যায়-বিচার পায়, এবং পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকে।

দ্বিতীয়ঃ, ভাববাণীর পূর্ণতার জন্যও এই বর্ষ-সহস্র যুগের প্রয়োজন। ঈশ্বর দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার বংশধরগণ অনন্ত-কাল রাজত্ব করবেন (২ শমূয়েল ৭ ঃ ৮-১৭ ; গীতসংহিতা ৮৯ ঃ ৩-৪, ১৯-

৩৭ ; যিরমিয় ৩৩ ঃ ১৪-২৬)।   আমরা দেখেছি যে, এই শাসনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে ; এই ভববাণী এখনও পূর্ণ হবার অপেক্ষায় আছে। সময় পূর্ণ হলে পর দায়ূদের বংশ জাত মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ইস্রাইলে দায়ূদের সিংহাসনে বসে তিনি কখনও শাসন করেন নি। তাই এই ভাববাণী ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে (এ ছাড়া দানিয়েল ২ ঃ ৩৪-৩৫, ৪৪-৪৫ ; এবং রোমীয় ৮ ঃ ১৮-২৫ পদে ও অনুরূপ ভাববাণী রয়েছে)।

এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ঃ

অভিষিক্ত ব্যক্তির রাজত্বকালে কিরূপ শাসন ও আত্মিক অবস্থা বিরাজ করবে বহু শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা তা জানতে পারি। আসুন আমরা সতর্কতার সঙ্গে এগুলি পর্যালোচনা করি ঃ

১। তা হবে পৃথিবীতে একটি সত্যিকারের রাজত্ব (সখরিয় ১৪ ঃ ৯)।

২। পৃথিবীতে অবস্থিত সমস্ত লোক এই শাসনের আওতায় আসবে (গীতসংহিতা ৭২ ঃ ৮-১১, দানিয়েল ৭ ঃ ১৪, মথি ২৫ ঃ ৩১-৩২)।

৩। অভিশাপ দূর হওয়ার ফলে ভূমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। দুর্ভিক্ষ কিম্বা খাদ্যাভাব আর থাকবে না (যিশাইয় ৩৫ ঃ ১, মীখা ৪ ঃ ১-৪)।

৪। সমস্ত লোক প্রভুর আদেশ (আইন) পালন করবে। এই শাসন যেমন দয়ালু ও মঙ্গলকর হবে, তেমনি তা হবে কঠোর। এর ফলে নিখুঁত বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যে কেউ এর অবাধ্য হবে সে শাস্তি ভোগ করবে (গীতসংহিতা ২ ঃ ৯ ; যিশাইয় ১১ ঃ ৪ ; ৬৫ ঃ ২০ ; সখরিয় ১৪ ঃ ১৬-১৯)।

৫। যিহূদী এবং অযিহূদী যারাই 'মহা-ক্লেশ কালের' পরে বেঁচে থাকবে তারাই হবে এই পৃথিবীর রাজ্যে খ্রীষ্ট রাজের প্রজাকুল।

৬। শান্তি-রাজের রাজত্বে শান্তিই হবে এই রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শয়তানের কু-প্রভাব থাকবে না বলে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হবে না (যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৭)।

৭। দৃশ্যতঃ উদ্ধার প্রাপ্ত বিশ্বাসীরা রাজ্য প্রশাসনে সাহায্য করবেন। প্রেরিতগণ ইস্রায়েলের উপরে শাসন কার্য পরিচালনা করবেন, এবং দায়ূদের পুনরুত্থান ঘটবে ও তিনি আমাদের প্রভুর অধীনে তাঁর প্রতিনিধিরূপে শাসন করবেন বলে প্রতীয়মান হয় (১ করিন্থীয় ৬ ২-৩ ; প্রকাশিত বাক্য ৫ ঃ ১০ ; মথি ১৯ ঃ ২৮ ; ২৫ ঃ ৩১ ; যিরমিয় ৩০ ঃ ৯ ; যিহিষ্কেল ৩৭ ঃ ২৪-২৫)।

৮। প্রাণী-রাজেও এক অতি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটবে। হিংস্র প্রাণীরা শান্ত ও নিরীহ হবে এবং নিরীহ প্রাণীরা হবে ভয় শূন্য। তারা একত্রে শান্তিতে বাস করবে (যিশাইয় ১১ ঃ ৬-৯)।

৯। ঈশ্বরের প্রতি এবং আত্মিক বিষয় সমূহের প্রতি লোকদের আগ্রহ থাকবে। তারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করবে, ফলে সব জায়গার সব লোকেরা ঈশ্বরকে ভাল করে জানবে (যিশাইয় ২ ঃ ৩ ; ১১ ঃ ৯ ; সখরিয় ৮ ঃ ২০-২৩)।

১৪। নীচের কোন্ গুলি বর্ষ-সহস্র কালীন রাজত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ?

ক) শয়তান এবং পাপিষ্ঠ মৃত লোকদের মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবার সর্বশেষ সুযোগ দেওয়া।

খ) দায়ূদের বংশধরদের সম্বন্ধে যে ভাববাণী করা হয়েছে তার পূর্ণতা সাধন।

গ) ঈশ্বরের গৌরব রক্ষা করা এবং তাঁর পথই যে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথ তা প্রতিপন্ন করা।

১৫। বর্ষ-সহস্র যুগের রাজত্বে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি অবস্থা কি হবে, আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ক) প্রাণী জগত।

খ) প্রভুর আইন-কানুন।

গ) এই রাজ্যের স্থান।

ঘ) উদ্ধার প্রাপ্ত যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সঙ্গে ফিরে আসবেন।

ঙ) দায়ূদ রাজা।

চ) যে যিহূদী ও অযিহূদীরা মহা-ক্লেশ কালের পরে জীবিত থাকবে।

ছ) ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মিক বিষয় সমূহ।

জ) খাদ্য উৎপাদন।

শয়তান এবং পাপীষ্ঠ মৃত লোকদের বিচার ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ বর্ষ-সহস্র বা মিলেনিয়ামের পরে শয়তানকে কিছু কালের জন্য মুক্ত করা হবে কেন এবং 'বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসনের বিচারের' উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারা।

শয়তানের সর্বশেষ প্রতারণা ঃ

বর্ষ-সহস্র যুগের শেষে শয়তানকে তার বন্দী দশা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ৭-১০)। সারা পৃথিবীতে গিয়ে সে আবার লোকদের প্রতারণা করবে। তাদেরকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে উৎসাহ যোগাবে। আমরা জানতে পারি যে, বহু লোক তার সঙ্গে যোগ দেবে এবং তাদের রাজধানী নগরে ঈশ্বরের প্রজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি নেবে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, "যে লোকেরা যীশু রাজার দয়ার রাজত্বে জীবন যাপন করেছে তারা কি করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠতে পারে ? আর তাঁর বিরোধিতা করে সফল হতে পারবে এটাই-বা তাদের কি করে বিশ্বাস করানো সম্ভব ?" আপনাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে মিলেনিয়াম যুগে শয়তান বন্দী থাকবে। সকল লোকদের রাজ্যের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। তারা আমাদের প্রভুর প্রতি বাধ্য থাকলে ও অনেকে তাঁরা ত্রাণকারী অনুগ্রহ (পরিত্রাণ) গ্রহণ করবে না। ত্রাণ-কর্তাকে গ্রহণ করবার জন্য ঈশ্বর তাদের উপর জোর খাটাবেন না। এই রূপে বর্ষ-সহস্র রাজত্ব কালের শেষে দেখা যাবে যে, অনেকে পরিত্রাণ

লাভের জন্য খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরে শয়তান যখন আরও প্রতারণা-বড় মিথ্যা-নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন এই লোকদের বিদ্রোহ করবার সুযোগ হবে। পছন্দ-অপছন্দ করবার অধিকার ব্যবহারের সুযোগ তাদের হবে।

এটি হবে এক বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহ, আর শয়তান প্রকৃতই ঈশ্বরের প্রজাদের শিবিরের বিরুদ্ধে তার সৈন্য পরিচালনা না করা পর্যন্ত তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু ঈশ্বর বিদ্রোহীদের উপরে আগুন নিক্ষেপ করবেন, তাতে তারা পুড়ে মরবে। তাদের নেতা শয়তানকে অনন্তকালের জন্য বন্দী করে আগুণের হ্রদে ফেলা হবে, সেখানে সে সেই জন্তু ও ভণ্ড ভাববাদীর সঙ্গে তার অবাধ্যতার ফল ভোগ করবে।

বৃহৎ শ্বেত-সিংহাসনের বিচার ঃ

দিয়াবলের দ্বারা পরিচালিত এই সর্বশেষ বিদ্রোহের পরে বিচারের সময় উপস্থিত হবে। সেটি হবে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত—সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে হাজির হবে। যারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ না করে মরেছে বৃহৎ শ্বেত সিংহাসনের সামনে বিচারের উদ্দেশ্যে তাদের পুনরুত্থান হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০ ঃ ১১-১৫)। যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে মারা গিয়েছে, মণ্ডলীকে স্বর্গে তুলে নেবার সময় (র‍্যাপচার) আগেই তাদের পুনরুত্থান ঘটবে, তা বোধ করি আপনার স্মরণ আছে (১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৩-১৭)।

যারা বৃহৎ শ্বেত সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবে তাদের কাজ এবং জীবন পুস্তকে তাদের নাম আছে কিনা তার ভিত্তিতে তাদের বিচার হবে। বিচারের সময় প্রত্যেকের কাজ পর্যালোচনা করা হবে। এই লোকেরা যেহেতু ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ না করে মরেছে, তাই জীবন পুস্তকে তাদের নাম থাকবে না। তখন পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে অনন্ত শাস্তি দিয়ে আগুণের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে। এই অনন্ত নির্বাসনের স্থানটি যে শুধুমাত্র অগ্নিময় তা নয়, তা একটি অন্ধকার-

চ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর স্থান। যীশু এই ভয়ানক আতঙ্কের কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন যে লোকেরা সেখানে কান্নাকাটি করবে এবং দাঁতে দাঁত ঘষবে (মথি ৮ : ১২ ; ১৩ : ৪২ ; ২২ : ১৩ ; ২৪ : ৫১ ; ২৫ : ৩০)। এই ভাবে ঈশ্বর সমস্ত মন্দের অবসান ঘটাবেন এবং একে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করবেন।

১৬। নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করে লিখুন।

ক) মিলেনিয়ামের পরে কিছু কালের জন্য শয়তানকে মুক্ত করবার কারণ হল ....

খ) বৃহৎ শ্বেত-সিংহাসনের বিচারের উদ্দেশ্য হল ....

নূতন সৃষ্টি ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ ঈশ্বর যে নূতন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করবেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি তার একটি অংশ হওয়ার আশা করতে পারেন, তা বলতে পারা।

প্রেরিত পিতর বর্তমান জগৎ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, তা পুড়িয়ে ফেলা হবে। আগুণের দ্বারা পৃথিবীকে নূতনীকরণ করা হবে, এটরূপ ইংগিত আছে (যিশাইয় ৬৫ : ১৭, ২ পিতর ৩ : ৭)। সে যা হোক, প্রেরিত বলেন যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরে "আমরা এমন নূতন আকাশ মণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষা করি যার মধ্যে ধার্মিকতা বাস করে" (২ পিতর ৩ : ১০-১৩)। এইরূপে পরিশেষে ঈশ্বর তাঁর অনুগত প্রজাদের তাঁর গৌরবময় ও অনন্ত সৃষ্টিতে আনবেন।

মিলেনিয়াম (বর্ষ-সহস্র) যদিও এক সত্যিকার স্বর্ণ যুগ হবে, তবুও বিশ্বাসীরা এই যুগকে পেরিয়ে আর একটি নতুন যুগে প্রবেশ করবেন, যেখানে পিতা ঈশ্বরই হবেন সর্বেসর্বা। এই নূতন সৃষ্টিতে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি যে নগর প্রস্তুত করে-

ছেন। তার মহিমা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না (১ করিন্থীয় ২ ঃ ৯-১০); এর সৌন্দর্য আমাদের জানা সমস্ত সৌন্দর্যকে হার মানায় (প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায়)।

কেউ মন্তব্য করেছেন যে, অনন্ত জীবন পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য বর্জিত নয়। কিম্বা তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর অবসর নেবেন না। তিনি জীবিতদের ঈশ্বর আর আমরা তাঁরই মত হব। তিনি এমন এক বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন যা অনবরত নবীনীকৃত হচ্ছে (বা নূতন হচ্ছে)। আমরা এখন অস্পষ্ট প্রতিফলণ (বা ছবি) দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আগামী যুগে অনন্ত জগতে প্রবেশ করে আমরা ঈশ্বরের চির-নবীন সৃষ্টির বিস্ময় স্পষ্টভাবে দেখতে পাব (১ করিন্থীয় ১৩ ঃ ১২)। যে প্রাচীনেরা (নেতারা) ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে তাঁর প্রশংসা গান করেন, আমরা তাদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি ঃ

> হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছা হেতু সকলই অস্তিত্ব প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।
>
> প্রকাশিত বাক্য ৪ ঃ ১১

'যীশু আবার আসবেন' (প্রেরিত ১ ঃ ১১), স্বর্গদূতদের এই কথা বলবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অতীত ইতিহাসের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি। এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটেছে। অনেক ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা চক্র আমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে ঃ **আমরা এখন ঈশ্বরের পরিকল্পনার শেষ ধাপের প্রান্ত-সীমায় অবস্থান করছি।** আমরা আনন্দিত, কারণ আমরা চরম উদ্ধার দিনের খুব কাছে এসে পড়েছি। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নূতন সৃষ্টি আমাদের অপেক্ষায় আছে ; সেখানে যীশুই রাজা। যীশু বলেন "দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি ; ধন্য সেই জন, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল পালন করে" (প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ৭)। প্রভুর উদ্ধার প্রাপ্তরা, অর্থাৎ আমরা উত্তরে বলি "আমেন ; প্রভু যীশু, আইস।"

১৭। আমরা এই পাঠ শেষ করতে যাচ্ছি, এখন আপনি নিজের মধ্যে অনুসন্ধান করুন এবং ঈশ্বর যে নূতন সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করবেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি তার একটি অংশ হতে আশা করেন, তা আপনার নোট খাতায় লিখুন (দেখুন প্রকাশিত বাক্য ২২ ঃ ১২-১৭)।

এই কোর্সটি শেষ করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের বাক্য এবং বিশেষ করে এই ভাববাণী বাক্যটি অধ্যয়নের একটি নৈতিক মূল্য রয়েছে ঃ

> প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান ; এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব ; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব। আর তাঁহার উপরে এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ (১ যোহন ৩ ঃ ২-৩)

পরীক্ষা ঃ

সত্য-মিথ্যা ঃ উক্তিটি **সত্য** হলে পাশের খালি জায়গায় 'স' এবং **মিথ্যা** হলে 'মি' লিখুন।

... ১। র‍্যাপাপচারের (বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার) পরে পৃথিবীর যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে, সেগুলিই হচ্ছে "গৌরবময় প্রত্যাশা।"

... ২। র‍্যাপচার (বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া) এবং খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। প্রথম ঘটনায় তিনি তাঁর নিজ লোকদের **জন্য** আসেন, এবং দ্বিতীয় ঘটনায় তারা খ্রীষ্টের **সঙ্গে** পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

... ৩। যীশু কবে ও কখন ফিরবেন তা দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের "সপ্তাহের" তালিকাগুলি থেকে নির্ণয় করা যায়।

… ৪। বিশ্বাসীদের যখন আকাশে তুলে নেওয়া হবে তখন জীবিত ও মৃত এই উভয় প্রকার বিশ্বাসীদেরই তুলে নেওয়া হবে।

… ৫। বিভিন্ন বিশ্বাসীদের পুরস্কারের মাত্রা বা ধাপ থাকবে, বাইবেলে এইরূপ ইংগিত পাওয়া যায়।

… ৬। দানিয়েল ৯ অধ্যায়ের অধিকাংশ ভাববাণী ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে।

… ৭। যে অভিষিক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছিন্ন করা হয়েছে, সে হল খ্রীষ্টারি।

… ৮। মহা ক্লেশ-কাল সাত বছর স্থায়ী হবে এবং এই সময়ে মাঝ পথে এসে খ্রীষ্টারি যিহূদীদের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ করবে।

… ৯। অবাধ্যতা হেতু ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছিল।

… ১০। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ইস্রাইল জাতির পুনর্জন্মের মাধ্যমে একটি ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে।

…১১। খ্রীষ্টারি ১০০০ বছর কাল পর্যন্ত জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।

… ১২। শুধুমাত্র যিহূদী জাতির লোকদেরই ব্যবসা করবার জন্য খ্রীষ্টারির পরিচয় চিহ্ন বহন করতে হবে।

…১৩। হরমাগিদোনে যিহূদী জাতি এবং তার শত্রুদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে যিরূশালেম এবং এর সমস্ত অধিবাসীদের ধ্বংস করে ফেলা হবে।

…১৪। যিহূদীদের উপর অত্যাচার এবং মানব জাতির ঈশ্বর-ভক্তিহীনতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছবে তখনই যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি ঘটবে।

১৫। যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি কালে অবাধ্যতার পুরুষ এবং তার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা হবে, এবং যীশু রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু রূপে প্রকাশিত হবেন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট পূরণ করে ৩নং উত্তর পত্র আই-সি-আই শিক্ষকের কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন।

শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৯। ক, খ, গ, ঙ, চ, ছ, এবং জ এ বর্ণিত ঘটনাবলী ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়েছে। ঘ, এবং ঝ এর ঘটনাগুলি এখন পর্যন্ত ঘটেনি।

১। খ) বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া, যখন খ্রীষ্ট তাদের জন্য আসবেন।

১০। ক সত্য। চ মিথ্যা।
খ সত্য। ছ সত্য।
গ মিথ্যা। জ সত্য।
ঘ সত্য। ঝ মিথ্যা।
ঙ মিথ্যা। ঞ সত্য।

২। সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারিত হলে পরই তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর ফিরে আসবার দিন-ক্ষণ কেউ-জানে না।

১১। খ) তাঁকে অগ্রাহ্যকারী পাপী লোকদের উপরে তাঁর চরম শাস্তি আনবেন।

৩। ক) জীবিত, মৃত।
খ) প্রভুর নিজের কথা।
গ) আশা।

১২। মানুষের চরম পাপ বা ঈশ্বর ভক্তি-হীনতা এবং স্বার্থপরতা, ইস্রাইল জাতির উপরে চরম নির্যাতন।

৪। তারা উভয়ে নতুন, রূপান্তরিত দেহ লাভ করবেন যা অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী।

১৩। শয়তান ও তার সেনা বাহিনীকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে আগুণের হ্রদে ফেলে দেওয়া হবে। রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু রূপে যীশু তাঁর ন্যায় সংগত স্থান গ্রহণ করবেন।

৫। গ) তার সেবার উদ্দেশ্য বা গুণ-মানের উপর ভিত্তি করে একটি পুরস্কার লাভ করবে।

১৪। খ, ও গ, বর্ষ-সহস্র যুগের রাজত্বের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে।

৬। ক) এক অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী দেহ, বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেবার মুহূর্তে তাদের মর-দেহের বদলে তারা এই দেহ লাভ করবেন।

খ) যখন যীশু তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ লোকদের সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

গ) যখন যীশু তাঁর নিজ লোকদের তুলে নেবার জন্য আসবেন। প্রথমে খ্রীষ্টে মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান ঘটবে, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য জীবিত বিশ্বাসীদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে।

ঘ) যীশুর দ্বিতীয় আগমণ (র‍্যাপচার)।

ঙ) একটি "পর্যালোচনার স্থান" যেখানে বসে যীশু বিশ্বাসীদের কার্যাবলী বিচার করবেন এবং তাদের খ্রীষ্টিয় জীবন ও সেবার গুণ-মানের উপর ভিত্তি করে পুরস্কার দেবেন।

১৫। ক) সকল প্রাণীরা শান্তিতে মিলেমিশে বাস করবে।

খ) পালন করা হবে ; নিখুঁত বিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ) পৃথিবী।

ঘ) খ্রীষ্টের সঙ্গে শাসন পরিচালনা করবেন।

ঙ) খ্রীষ্টের অধীনে তাঁর প্রতিনিধিরূপে শাসন করবেন।

চ) তারা হবে স্বর্গীয় রাজার প্রজাকুল।

জ) এগুলির বিষয়ে সকলে আগ্রহী হবে ও অধ্যয়ন করবে।

ঝ) প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হবে।

৭। ক) যিহূদী জাতি কতবার তাদের বিশ্রাম বৎসর পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬। ক) পৃথিবী-বাসীদেরকে ঈশ্বরের পক্ষে কিম্বা তাঁর বিরুদ্ধে মনোনয়নের সুযোগ দেওয়া।

খ) জীবন-পুস্তকে নাম আছে কি নেই তার ভিত্তিতে পাপীষ্ঠ লোকদের ঈশ্বরের শাস্তি বিধান করা।

৮। ৭০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের ধ্বংস সাধন।

১৭। আপনার উত্তর। যারা যীশুকে তাদের জীবনের প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে, যাদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে, এবং যারা তাঁর আগমণের অপেক্ষায় আছেন নূতন সৃষ্টি তাদের সকলেরই জন্য।

BIBLIOGRAPHY

Eclou, Lee. The Church : Picture of Christ's Body. Wheaton, Illinois : Harold Shaw Publishers, 1981.

Henry, Carl F., ed. Basic Christian Doctrines. Grand Rapids, Michigan : Baker Book House, 1962.

Nelson, P. C. Bible Doctrines. Revised edition. Springfield, Missouri : Gospel Publishing House, 1981.

Richards, Lawrence O. A New Face for the Church. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1970.

Ryrie, Charles C. Understanding Bible Doctrines. Chicago : Moody Press, 1983.

Shelley, Bruce L. What Is the Church ? Wheaton, Illinois : Victor Books, 1978.

Sproul, R. C. Basic Training : Plain Talk on the Key Truth of the Faith. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1982.

Thiessen, Henry C. Introductory Lectures in Systematic Theology. Revised Edition. Grand Rapids, Michigan : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1979.

পরিভাষা

১ম পাঠ

বৈশিষ্ট্য	··· কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলী, বা বিশেষত্ব, যে সকল গুণাবলীর দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে চেনা যায়।
জৈবতন্ত্র	··· জীবের বেঁচে থাকবার জন্য অপরিহার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির কোন একটি যেমন রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র, হজমী প্রক্রিয়া, ইত্যাদি।
সত্তা	··· অস্তিত্ব, যে ব্যক্তি বা বস্তু বর্তমান।
নৈর্ব্যক্তিক	··· যার ব্যক্তিত্ব নেই বা অপ্রকাশিত ; ব্যক্তির অপরিহার্য গুণাবলীর অভাব ; ব্যক্তিত্বহীন।
সত্ব	··· মূল উপাদান ; সার বস্তু।
অশরীরী	· শরীর বা দেহ নাই।
অদ্বিতীয়	··· যার মত দ্বিতীয় অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তু নাই।
অবিভাজ্যতা	·· বিভিন্ন অংশে বা উপাদানে ভাগ করা যায় না এমন।
যৌগিক	··· একাধিক উপাদানে গঠিত।
স্বয়ম্ভুর	··· নিজে থেকে অস্তিত্ববান ; অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপরে নির্ভরশীল নন।
অনাদি	··· যার কোন আরম্ভ বা উৎপত্তি নাই, যিনি নিজে থেকে অস্তিত্বে এসেছেন, ঈশ্বর।
অমরত্ব	··· মৃত্যু বা ধ্বংস নাই এমন।
অভিন্ন	··· একই ; ভিন্ন নয়।
রহস্য	··· গোপন বিষয় ; নিগূঢ়তত্ত্ব।
ধর্মতত্ত্ববিদ্	··· ধর্মের গোপন বিষয়গুলি সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তি।

২য় পাঠ

জেরা	··· কৈফিয়তের জন্য প্রশ্ন করা।
প্রায়শ্চিত্ত	··· খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যুর মাধ্যমে পাপীদের সাথে ঈশ্বরের পুনর্মিলন।
অভিভূত	··· সম্পূর্ণরূপে পরাজিত বা আচ্ছন্ন হওয়া; হতবুদ্ধি হওয়া।
অগাধ	··· অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক, অতল, সীমাহীন।
উপেক্ষা	··· অবহেলা।
দূরদর্শিতা	··· ঈশ্বরের বিচক্ষণ পরিচালনা ও সদয় তত্ত্বাবধান।
অধিক্রমণ-করা	··· একটি জিনিষের অংশ বিশেষ অপর একটি জিনিষের অংশ বিশেষের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া।
ঐকমত্য	··· মতের মিল বা একতা।
সান্নিধ্য	··· নৈকট্য, সাহচর্য।

৩য় পাঠ

অবতার	··· (খ্রীষ্টের) দেহ ধারণ।
স্বতন্ত্র	··· আলাদা, পৃথক।
অসাধারণ	··· সাধারণতঃ দেখা যায় না, বিস্ময়কর, বিশিষ্ট।
মানবত্ব	··· মানব অবস্থা, মানুষের মত রক্ত-মাংসে গঠিত।
বংশ সূত্র	··· এক সাধারণ পূর্ব পুরুষ থেকে সরাসরি পথে বা সোজা রেখায় জাত; এক সাধারণ পূর্ব পুরুষের বংশধরগণ।
মধ্যস্থ	··· দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যে ব্যক্তি তাদের পুনর্মিলিত করে বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।
নশ্বর	··· যা অস্থায়ী, ধ্বংসশীল, বা মরণশীল।

পুনর্মিলন ·· আলাদা থাকার পরে আবার মিলন।

অলৌকিক ··· জগতে (পৃথিবীতে) যা সম্ভব নয়, মানব শক্তিতে যা সম্ভব নয়, অতিজাগতিক বা অতি মানবীয়।

ঈশ্বরত্ব ··· ঈশ্বরের স্বভাব বা সত্ব ; ঈশ্বর।

অবতারত্ব ··· মানব দেহ ধারণের অবস্থা (খ্রীষ্টের)।

৪র্থ পাঠ

নিমজ্জিত করা ·· ডুবানো।

সংবেদন-শীলতা ··· সহজে (বা দ্রুত) অনুভব করে ও সাড়া দেয় এমন।

নূতন জন্ম ·· পুরানো পাপ স্বভাবের মৃত্যু ঘটিয়ে নূতন ঐশ্বরিক স্বভাব (বা ঐশ্বরিক জীবন) লাভ করা, খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে জল ও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভের ফলে যা ঘটে থাকে।

সুপ্ত সম্ভাবনা ··· যে সম্ভাবনা এখনও বিকশিত হয়নি, কিন্তু লালন পালনের ফলে যেগুলির বিকাশ (বা প্রকাশ) ঘটানো যায়।

অকৃত্তিম ··· অকপট, সত্যিকার, খাঁটি।

কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক ··· কর্তৃত্ব (ক্ষমতা বা প্রভুত্ব) প্রকাশক।

বিচক্ষণ ··· সুবিচার পূর্ণ বা সুবিবেচনা পূর্ণ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ বুদ্ধিমত্তা পূর্ণ।

প্রতিপন্ন করা ··· প্রমাণ করা, দৃঢ়ীকৃত করা।

৫ম পাঠ

শত্রু ··· যে অন্য কারও ক্ষতি করবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করে, যে অন্য কারও প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করা।

বিপক্ষতা ··· বিরোধিতা, শত্রুতা।

অটল	স্থির, দৃঢ়।
পরিণতি	··· শেষ ফল।
হস্তক্ষেপ	··· বাধা দেওয়া, মধ্যস্থতা।
আকস্মিক	··· হঠাৎ; যা আশা করা হয়নি এমন।
বিদ্রোহ	··· অবাধ্যতা, বিরোধিতা করা।
অতিমানবিক	··· যা মানুষের শক্তিতে সম্ভব নয়।
অভিনয়	··· নাটকের কোন চরিত্র বা ভূমিকা অনুকরণ (নকল) করে দেখানো, ভান করা।
অভিপ্রায়	··· উদ্দেশ্য।
ব্যতিক্রমী	··· (আইন, শর্ত, নিয়ম ইত্যাদি) লংঘন করে বা বিরোধিতা করে এমন।

৬ষ্ঠ পাঠ

অমরত্ব	··· মৃত্যু বা ধ্বংশ নাই এমন অবস্থা।
অবিনশ্বর	··· যার ধ্বংস বা বিনাশ নাই।
বিবেক	··· ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও বাস্তবতা সম্পর্কে নিজের অন্তরস্থ জ্ঞান বা বিচার-বিবেচনা।
সহজাত-প্রবণতা	··· স্বাভাবিক ঝোঁক; স্বাভাবিক ভাবে কোন কিছু করবার ইচ্ছা বা আগ্রহ।
অভ্রান্ত	··· নির্ভুল; সত্য।
সাদৃশ্য	··· মিল।
উপদেষ্টা	·· যিনি উপদেশ ও পরামর্শ দেন।

৭ম পাঠ

দূষণ	··· অশুচি হওয়া; নোংরা হওয়া, বা অপবিত্র হওয়া; অপরিষ্কার বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া।

অবাধ্যতা … নিয়ম বা আদেশ মানা।

ইচ্ছাকৃত … নিজের ইচ্ছায় করা।

শত্রুতাপূর্ণ … ঝগড়াঝাটি বা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পূর্ণ ; যেখানে পরস্পর পরসস্পরের অমঙ্গলের বা ক্ষতির চেষ্টা করে।

অপসারণ … ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া ; পদচ্যুত করা (বরখাস্ত করা) ; স্থানান্তর করা।

ঝোঁক … কোন কিছুর প্রতি বিশেষ আগ্রহ বা ইচ্ছা।

প্রত্যাদিষ্ট … ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত বা অনুপ্রাণিত।

প্রামাণ্য … নির্ভর যোগ্য, বিশ্বাস যোগ্য।

ক্যানন … বাইবেলের যে বইগুলি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর দ্বারা আসল এবং ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে গৃহিত সেগুলির প্রামাণ্য তালিকা।

বিকৃত … যার বিশুদ্ধতা বা নির্ভর যোগ্যতা নষ্ট হয়েছে ; দূষিত।

মতবাদ … তাত্ত্বিক শিক্ষা ; যা সত্য বলে শিক্ষা দেওয়া হয় ; বাইবেলে বর্ণিত কোন সত্য।

অনুপ্রেরণা … চালনা ; ঐশ্বরিক বা পবিত্র আত্মার চালনা ; ঐশ্বরিক প্রভাব।

সংরক্ষিত … রক্ষা প্রাপ্ত বা কৃত ; ধ্বংসের হাত থেকে বা ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদে রাখা হয়েছে এমন।

বৈধ করা … ন্যায় সংগত করা, বা যুক্তি সংগত করা ; আইন সংগত করা।

৯ম পাঠ

প্রতিবন্ধক … বাধা।

আহ্বান … ডাক ; নিমন্ত্রণ।

সমাজ	·· সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) দ্বারা চালিত জনগোষ্ঠী।
সক্রিয়	··· প্রাণবন্ত ; কাজ করতে সক্ষম, বা কাজ করে এমন।
ধর্মানুষ্ঠান	··· ধর্মীয় অনুশাসনে বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান।
সম্পর্ক	··· যোগাযোগ আছে এমন ; আত্মীয়তা।
সামাজিক	··· অন্যদের সাথে পরস্পর নির্ভরশীল ও সহযোগিতা পূর্ণ সম্পর্ক গঠনের ঝোঁক।
বিশ্বজনীন	··· সকল স্থানের সকল মানুষের জন্য।

১০ম পাঠ

জঘন্য	··· অত্যন্ত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে এমন।
ঈশ্বর নিন্দা	··· ঈশ্বরের বিষয়ে অপমান জনক কথা বলা।
ঈশ্বরত্ব-আরোপ	··· কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ঈশ্বরের মত পূজা করা।
নবীনীকৃত	··· নতুন করা হয়েছে এমন ; পুনরায় জীবন দেওয়া হয়েছে, বা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আনা হয়েছে এমন।
বিশ্রাম-বৎসর	··· প্রতি সপ্তম বছরে জমির জন্য বিশ্রামের বছর। প্রাচীন যিহূদীয়াতে এই নিয়ম পালিত হত।
সময় কাঠাম	··· এমন একটি সময় কাল যার আরম্ভ এবং সমাপ্তি (শেষ) কোন বিশেষ ঘটনা বা ঘটনাবলীর দ্বারা চিহ্নিত।

উত্তর মালা

১ম পাঠ

১। ক) আত্মা

২। ক) তার সন্তোষ জনক পথে জীবন যাপন করব এবং আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সময়ে তাঁর উপরে নির্ভর করব।

৩। গ) আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করতে ও সক্ষম।

৪। গ) প্রজ্ঞা।

৫। মিথ্যা।

৬। মিথ্যা।

৭। সত্য।

৮। সত্য।

৯। সত্য।

১০। মিথ্যা।

২য় পাঠ

১। সত্য।

২। মিথ্যা।

৩। সত্য।

৪। মিথ্যা।

৫। সত্য।

৬। সত্য।

৭। মিথ্যা।

৮। সত্য।

৯। সত্য।

১০। সত্য।

১১। সত্য।

১২। মিথ্যা।

১৩। সত্য।

১৪। মিথ্যা।

৩য় পাঠ

১। ক, খ, এবং ঘ খ্রীষ্টের মানবত্বের প্রমাণ দেয়।

২। খ) তাঁর আচরণ, দাবী এবং গুণাবলী প্রমাণ করেছে তিনি একজন মানুষ মাত্রের চেয়ে ও বেশী কিছু।

৩। ঘ) প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানব ছিলেন।

৪। খ) একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি যিনি আমাদের মানবত্ব ধারণ করেছিলেন।

৫। ক) মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনাকে সক্রিয় করা।

৬। ক) তা ছিল এমন একটি কাজ, আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধের জন্য যা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

৭। অবতার (মানব দেহ ধারণ) প্রয়োজনীয় ছিল কেন ক, খ এবং ঘ।

৮। খ) তাদের পাপ স্বভাবকে মেরে ফেলতে হবে, কারণ পরিত্রাণ পবিত্র জীবন যাপন সম্ভব করে তোলে।

৯। ক, খ, ঘ, এবং ঙ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান কার্য্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১০। ক) খ্রীষ্টের পরিচর্যার একটি নতুন অংশ সম্পন্ন করেছে ঃ এর ফলে সার্বভৌম প্রভু হিসেবে তিনি মণ্ডলীর যত্ন নেন ও একে গড়ে তোলেন, এবং তিনি সব জায়গায় বিরাজ করেন।

৪র্থ পাঠ

১। সত্য।
২। সত্য।
৩। সত্য।
৪। মিথ্যা।
৫। সত্য।
৬। মিথ্যা।
৭। মিথ্যা।
৮। সত্য।
৯। মিথ্যা।
১০। সত্য।
১১। মিথ্যা।
১২। সত্য।
১৩। সত্য।
১৪। সত্য।
১৫। মিথ্যা।
১৬। সত্য।
১৭। সত্য।
১৮। মিথ্যা।
১৯। সত্য।
২০। মিথ্যা।

৫ম পাঠ

১। সত্য।
২। সত্য।
৩। মিথ্যা।
৪। সত্য।
৫। সত্য।
৬। সত্য।
৭। মিথ্যা।
৮। সত্য।
৯। সত্য।
১০। সত্য।
১১। মিথ্যা।
১২। সত্য।
১৩। মিথ্যা।
১৪। সত্য।
১৫। সত্য।

৫। অনন্ত দণ্ড বহন করে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনন্ত বিচ্ছেদ।

৬। মিথ্যা। (ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে স্বেচ্ছায় তাঁর সাথে সহভাগিতাকে বেছে নেবার অধিকার দেওয়া।)

৭। সত্য।

৮। সত্য।

৯। সত্য।

১০। মিথ্যা (সে ঈশ্বরের কাজ নকল করে)।

১১। সত্য।

১২। সত্য।

৮ম পাঠ

১। ক ৩) মৌখিকভাবে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত কাহিনী।

খ ৬) আলোকিত করা।

গ ২) অটোগ্রাফ বা স্বহস্ত লেখ্য।

ঘ ৫) অনুপ্রেরণা।

ঙ ৭) আত্ম প্রকাশ।

চ ১) প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য।

ছ ৪) ক্যানন বা মানদণ্ড।

২। মিথ্যা।

৩। সত্য।

৪। মিথ্যা।

৫। সত্য।

৬। সত্য।

৭। সত্য।

৯ম পাঠ

১। ক) এমন এক দল লোক যারা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

২। গ) মণ্ডলী এমন লোকদের নিয়ে গঠিত, খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক হেতু যারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ।

৩। খ) কোন একটি বিশেষ স্থানে বিশ্বাসীবর্গ, যারা যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসের সহভাগিতা করেন এবং যারা উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হবে।

৪। ঘ) একত্রে ভোগ ও সহভাগিতা করা।

৫। গ) পঞ্চাশত্তমীর দিন।

৬। ক) বিশ্বাসীদের একতা এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা।

৭। ক) তিনি অন্য লোকদের ভালবাসেন।

৮। খ) মণ্ডলীতে,— একে গেঁথে তোলবার জন্য, এবং বিশ্বাসীরা যখন পরস্পরের পরিচর্যা করেন তখন তাদের মাধ্যমে এগুলি কাজ করে।

৯। গ) এর মস্তকের কাছ থেকে।

১০। ক) মণ্ডলী প্রশংসা, শ্রদ্ধা নিবেদন, সম্মান বাধ্যতার মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করে।

খ) মণ্ডলী নিজেকে গেঁথে তোলে শক্তিশালী করে, গড়ে তোলে, শাসন করে, শিক্ষা দান করে এবং এর সভ্য-সভ্যাদের যত্ন লয়)।

গ) মণ্ডলী জগতের কাছে সুসমাচারের বাণী বয়ে নিয়ে যায় (জগতে সুসমাচার প্রচার করে)।

১০ম পাঠ

১। মিথ্যা।
২। সত্য।
৩। মিথ্যা।
৪। সত্য।
৫। সত্য।
৬। সত্য।
৭। মিথ্যা।
৮। সত্য।
৯। সত্য।
১০। সত্য।
১১। মিথ্যা।
১২। মিথ্যা।
১৩। মিথ্যা।
১৪। সত্য।
১৫। সত্য।

সত্যের ভিত্তিমূল

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম

ছাত্র রিপোর্ট—প্রশ্ন পত্র

ইণ্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট

CS 3131-B11

নির্দ্দেশাবলী

প্রতি খণ্ডের অধ্যয়ন শেষে সেই খণ্ডের ছাত্র রিপোর্টের উত্তর পত্র পূরণ করুন। উত্তর পত্রের নির্দ্দেশ অনুসরণ করেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। আপনার মনোনীত উত্তরটি কিভাবে কালো করবেন উত্তর পত্রের উদাহরণগুলি থেকে তা দেখে নিন।

একবারে শুধুমাত্র এক খণ্ডের কাজ করুন। প্রতিটি উত্তর পত্র পূরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তা আপনার এলাকার আই. সি. আই. শিক্ষক অথবা আপনার এলাকার আই. সি. আই. অফিসে পাঠিয়ে দিন। এই পুস্তিকাটি পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

CORNERSTONES OF TRUTH
• 1986 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

আই. সি. আই. অফিসের ঠিকানা :
ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউট
পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-২।

১ম খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

১ম খণ্ডের উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিন। উত্তর পত্র থেকে উত্তর চিহ্নিত করবার উদাহরণগুলি দেখে নিন।

১ম অংশ ঃ ১ম খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **হ্যাঁ** হয়, তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আপনার উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি প্রথম খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে পড়েছেন ?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল সেগুলির উপর কি আবার ও পড়াশুনা করেছেন ?

৫। পরিভাষা থেকে নতুন ও কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

২য় অংশ ঃ সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। ঈশ্বর এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা।

৭। ঈশ্বর অদৃশ্য, অশরীরী এবং তাঁর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই।

৮। ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে তাঁর প্রজ্ঞা এবং সার্বভৌমত্ব।

৯। ঈশ্বরের যত্ন ও দূরদর্শিতার মানে এই যে, খ্রীষ্টিয়ানেরা যতদিন তাঁর প্রতি বাধ্য থাকে ততদিন তিনি তাদের কোন কষ্টভোগ করতে দেবেন না।

১০। অবতার কথাটি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মিলনের প্রতি ইংগিত করে।

১১। যে সকল ঐশ্বরিক গুণাবলী পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলি পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১২। পবিত্র আত্মার পরিচর্যা বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৬ষ্ঠ পাঠ

১। খ) মানুষ ঈশ্বরের এক অসাধারণ সৃষ্টি, সে অন্য সকল জীবদের উপরে, এবং সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

২। গ) তার ব্যক্তিত্ব নৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা এবং শাসন করবার ক্ষমতা ঈশ্বরের মত।

৩। ক) বস্তু ও অবস্তু এই উভয় উপাদানে।

৪। খ) প্রাণ।

৫। খ) অবস্তু সত্তা বুঝাতে।

৬। ক, খ, গ এবং ঘ সব গুলিই সত্য।

৭। গ) আবেগ কোন ব্যক্তিকে এক পথে বা অন্য পথে কাজ করতে অনুরোধ করে।

৮। ক) আলোচ্য বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তথ্যাবলী বুঝতে হবে।

৯। খ) কোন ব্যক্তির আচার আচরণের মান দণ্ডের ভিত্তিতে তার কাজ বিচার করে।

১০। গ) ঈশ্বরের অনুগ্রহ, যা পরিত্রাণ আনে ও ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার ক্ষমতা দেয়।

১১। গ) মানুষের দেহের মৃত্যু হবে ; বিশ্বাসীর প্রাণ/আত্মা অবিলম্বে প্রভুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং দ্বিতীয় আগমণ কালে সে এক পুনরুত্থিত গৌরবময় দেহ লাভ করবে। অবিশ্বাসী পাতালে অথবা নরকে অনন্ত যাতনা ভোগ করবে।

৭ম পাঠ

১। আদম ও হবার।

২। শয়তান ও তার দূতগণের।

৩। বাইবেলে প্রদত্ত বিভিন্ন নিদর্শন এবং সমাজে শাসন বা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা।

৪। পাপের জন্য অনুতাপ, পাপ পরিত্যাগ, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রদত্ত ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ, এবং আলোতে চলা।

৩য় অংশ—বাছাই-প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, অবিভাজ্যতা এবং সংখ্যাগত একত্ব বলতে আমরা বুঝি যে তিনি—

ক) বহু অংশ নিয়ে গঠিত। গ) এক ঈশ্বর।
খ) তাঁর সৃষ্ট জীবদেরই মত। ঘ) একজন ব্যক্তি সত্তা।

১৪। নীচের কোন্‌টি ঈশ্বরের একটি বৈশিষ্ট **নয়?**

ক) অনন্তজীবী। গ) অপরিবর্তনীয়।
খ) নশ্বর। ঘ) সর্বশক্তিমান।

১৫। সর্বজ্ঞ মানে—

ক) সর্বক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী।
খ) সব জায়গায় উপস্থিত থাকা।
গ) অপরিবর্তনীয়।
ঘ) সব কিছু জানেন।

১৬। ঈশ্বরের দ্বারা মহাবিশ্ব রক্ষা করা (ধরে রাখা) মানে তিনি—

ক) সক্রিয়ভাবে তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করেন।
খ) পাপ ও অধার্মিকতার উপরে কোন সীমা আরোপ করেন না।
গ) মানুষের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন।
ঘ) অনেক সময় প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন বাতিল করেন।

১৭। মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐকমত্য মানে—

ক) তিনি কখন ও মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারে বাধা দেন না।
খ) ঈশ্বর মানুষকে যে সকল স্বাভাবিক ক্ষমতা দেন তার ফল হিসেবেই মানুষ বিভিন্ন কাজ করে।
গ) তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন কিছুই সাধিত হতে পারে না।
ঘ) তিনি মানুষের কাজ করবার স্বাধীনতাকে সব কিছুর উপরে স্থান দেন।

১৮। যে আনুষ্ঠানিক বিধি বলে যে, কোন একজন ইস্রায়েলীয় একটি মরা ইঁদুর স্পর্শ করলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অশুচি থাকবে, সেটি ঈশ্বরের—

ক) পবিত্রতার একটি উদাহরণ।
খ) দ্বারা মহাবিশ্ব রক্ষার একটি উদাহরণ।
গ) অসীম ভালবাসার উদাহরণ।
ঘ) ন্যায় বিচারের উদাহরণ।

১৯। নীচের কোন্‌টি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের একটি উদাহরণ?

ক) তিনি পাপ ক্ষমা করেছেন।
খ) তিনি মানসিক ভাবে, দৈহিক ভাবে, সামাজিক ভাবে এবং আত্মিক ভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছেন।
গ) তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।
ঘ) তাঁকে যিহোশূয় নামের গ্রীক রূপ অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে।

২০। অবতার সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমরা এই ইংগিত পাই যে যীশু—

ক) প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত মানব ছিলেন না।
খ) পুনরুত্থানের পূর্বে প্রকৃত মানব এবং পুনরুত্থানের পরে প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন।
গ) ঈশ্বর এবং মানব এই উভয়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন।
ঘ) তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের সঙ্গে মানব স্বভাব যোগ করেছিলেন।

২১। ঈশ্বরের মানব দেহ ধারণ বা অবতারের প্রয়োজন হয়েছিল যেন তিনি—

ক) ব্যক্তিগত ভাবে পাপ ও প্রলোভনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন।
খ) আমাদের পাপের পাওনা পরিশোধের জন্য বলি হতে পারেন।
গ) আমাদের আরাধনার লক্ষ্য বস্তু হতে পারেন।
ঘ) পুত্রকে উচ্চীকৃত করতে পারেন।

২২। নীচে কোন্‌টি পবিত্র আত্মার একটি বৈশিষ্ট নয়?

ক) তিনি পবিত্র ত্রিত্বের অপর ব্যক্তিদের সাথে এক।
খ) তাঁর বিভিন্ন ঐশ্বরিক নাম আছে।

গ) তিনি এক আত্মিক সত্তা।

ঘ) তিনি ঐশ্বরিক কার্যাবলী সম্পাদন করেন।

২৩। নীচের কোন্‌টি পবিত্র আত্মার একটি পরিচর্যা নয় ?

ক) আমাদের মহাযাজকরূপে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসে তাঁর কাছে অনুরোধ করেন।

খ) তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবিশ্বাসীদের মাধ্যমে কাজ করেন।

গ) পাপ, ধার্মিকতা (নির্দোষিতা) এবং বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেন।

গ) সঙ্গতিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের সামর্থ্য দেন।

২৪। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মধ্যে ফল উৎপন্ন করেন যা 'এই' নামেও পরিচিত—

ক) আত্মিক বরদান।

খ) খ্রীষ্টের সদৃশ চরিত্র।

গ) পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম।

ঘ) সাক্ষ্যদানের ক্ষমতা।

প্রথম খণ্ডের প্রয়োজন সমাপ্ত। পর পর উত্তর পত্রের অবশিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসারে কাজ করুন ও কাজ শেষে তা আপনার শিক্ষকের কাছে বা আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। তার পর ২য় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করুন।

২য় খণ্ডের ছাত্র রিপোর্ট

২য় খণ্ডের উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিন। উত্তর পত্র থেকে উত্তর চিহ্নিত করবার উদাহরণগুলি দেখে নিন।

১ম অংশ—২য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **হ্যাঁ** হয়, তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আপনার উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি ২য় খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন ?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন তো ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল সেগুলির উপরে কি আবার ও পড়াশুনা করেছেন ?

৫। পরিভাষা থেকে নতুন ও কঠিন শব্দগুলির অর্থ কি জেনে নিয়েছেন ?

২য় অংশ ঃ সত্য-মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে দূতগণের মধ্যে কতককে ভাল করে এবং কতককে মন্দ করে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৭। দূতগণ আত্মিক এবং ব্যক্তি সম্পন্ন সত্তা, কিন্তু তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়।

৮। বাইবেলে আমরা এই ইংগিত পাই যে দূতগণ সুসংগঠিত এবং কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে উচ্চ পদে আসীন।

৯। অন্যান্য সৃষ্টির মত একই পথে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঃ ঈশ্বরের বাক্য বলেছেন আর তা সম্পন্ন হয়েছে।

১০। মানুষের স্বভাবে বস্তুগত ও অবস্তুগত এই উভয় দিক রয়েছে, বাইবেলে এদের দেহ, প্রাণ ও আত্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। প্রথম পাপটি ঘটেছিল এদোন উদ্যানে, যখন আদম-হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন।

১২। যা কিছু ঈশ্বরের আইন বা ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা-ই পাপ।

৩য় অংশ ঃ বাছাই-প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। ঈশ্বরের দ্বারা আদম-হবাকে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করবার প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ—

ক) তারা সব কিছু বুঝুক তা তিনি চাননি।
খ) ঐ গাছের ফল ছিল মন্দ।
গ) স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছার পক্ষে বা বিপক্ষে মনোনয়ন করবার দ্বারাই তারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি অনুশীলন করতে পারতেন।
ঘ) তিনি চেয়েছেন যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে তার দয়ার পাত্র, পছন্দ অপছন্দ করবার কোন স্বাধীনতা তাদের নেই।

১৪। মন্দ দূতগণ তাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিদ্রোহে স্থির বা অটল। এর মানে তারা—

ক) এক পরীক্ষা কালের মধ্যে আছে, যার পরে তারা মন পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।
খ) এখন যেমন সেই ভাবেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাদের পরিবর্তন সম্ভব নয়।
গ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মনোনয়ন স্থির করেছে এবং অনন্ত শাস্তি লাভ করেছে।
ঘ) কি হবে সে বিষয়ে তাদের কোন পছন্দ-অপছন্দ ছিল না।

১৫। পবিত্র দূতগণের নেতার 'এই' উপাধি—

ক) করূব
খ) প্রধান দূত
গ) প্রহরী
ঘ) সরাফ

১৬। বাইবেলে উদাহরণ আছে পবিত্র দূতগণ 'এর' সাথে জড়িত—

ক) আত্মিক ও প্রাকৃতিক জগতের আইন-কানুন বাতিল করা।
খ) মানুষের মনকে প্রভাবিত করা।
গ) ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য অনুরোধ করা।
ঘ) ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

১৭। নীচের কোন্‌টি শয়তানের বেলায় সত্য নয়? সে—

ক) মিথ্যা বলে।
খ) প্রতারণার জন্য নিজেকে অপর লোক বলে পরিচয় দেয় (বা ভূমিকার অভিনয় করে)।
গ) রোগ-যন্ত্রণা দেয়।
ঘ) সর্বত্র বিদ্যমান।

১৮। মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য তা হল, মানুষ—

ক) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে (বা সাদৃশ্যে) সৃষ্ট।

খ) নশ্বর।

গ) পছন্দ-অপছন্দ করতে সক্ষম।

ঘ) কথা বলতে সক্ষম।

১৯। বাইবেলে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানব দেহ—

ক) আমাদের অনন্ত পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত।

খ) পরিশেষে এর অস্তিত্ব হারাবে।

গ) মানুষের অশরীরী দিকটির চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ) মন্দ।

২০। নীচের কোন্‌টি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবনের একটি উপাদান নয় ?

ক) বুদ্ধি।

খ) আবেগ-অনুভূতি।

গ) নিঃশ্বাস বায়ু।

ঘ) বিবেক।

২১। বিবেক সম্বন্ধে নীচের কোন্‌টি সত্য **নয়** ?

ক) তা দূষিত বা অশুচি হতে পারে।

খ) আমাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতার সাথে সাথে তা বিকশিত হয়।

গ) তা অভ্রান্ত।

ঘ) অন্যায় কাজের বিপদ সম্পর্কে আমাদের হুশিয়ার করবার জন্য একে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

২২। পাপের উৎপত্তি হয়েছিল—

ক) ঈশ্বরের মধ্যে।

খ) শয়তানের মধ্যে।

গ) আদমের মধ্যে।

ঘ) হবার মধ্যে।

২৩। পাপ সম্পর্কে **অনধিকার প্রবেশ** মানে—

ক) ঈশ্বর-নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ সীমা-রেখা লংঘন বা অতিক্রম করা।

খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে না পারা।

গ) নিজের খুশীমত চলতে চাওয়া।

ঘ) শুচি করা প্রয়োজন।

২৪। আত্মিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তা—

ক) আমাদের পার্থিব দেহকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
খ) পাপের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত সমস্যা দূর করে।
গ) আমাদের পুরাতন স্বভাবকে ধ্বংস করে।
ঘ) আমাদের পুনরায় ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতায় ফিরিয়ে আনে।

২য় খণ্ডের প্রয়োজন সমাপ্ত। এখন উত্তর পত্রের অবশিষ্ট নির্দেশ অনুসারে কাজ করুন এবং কাজ শেষে তা আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন। তারপর ৩য় খণ্ডের অধ্যয়ন আরম্ভ করুন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

৩য় খণ্ডের উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিন। উত্তর পত্র থেকে উত্তর চিহ্নিত করবার উদাহরণগুলি দেখে নিন।

১ম অংশ ঃ ৩য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

এই প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **হ্যাঁ** হয়, তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আপনার উত্তর **না** হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আপনি কি তৃতীয় খণ্ডের সবগুলি পাঠ যত্নের সঙ্গে পড়েছেন?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন?

৩। আপনি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন তো?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল হয়েছিল সেগুলির উপরে আবার পড়েছেন তো?

৫। পরিভাষা থেকে নূতন ও কঠিন শব্দগুলির অর্থ কি জেনে নিয়েছেন?

২য় অংশ ঃ সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তিগুলি **সত্য** অথবা **মিথ্যা**। উক্তিটি যদি—

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আর যদি
মিথ্যা হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

৬। পবিত্র শাস্ত্র লিখবার অনুপ্রেরণা হচ্ছে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় যারা শাস্ত্র লিখেছিলেন তাদের উপরে এক বিশেষ অভিষেক।

৭। "মণ্ডলী" কথাটির বাইবেলগত অর্থ হচ্ছে "যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনায় মিলিত হয়।"

৮। মৌখিক ভাবে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত কাহিনী থেকেই শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে।

৯। মণ্ডলীতে ঈশ্বরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে বিশ্বাসীদের সম্পর্ক বিদ্যমান।

১০। খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি এবং মণ্ডলীকে আকাশে (স্বর্গে) তুলে নেওয়া (র‍্যাপচার) একই ঘটনা।

১১। ঈশ্বরের প্রতি কোন ব্যক্তির ভালবাসার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে ঃ "সে কি সত্য সত্যই অপর লোকদের ভালবাসে ?

১২। দানিয়েল ৯ অধ্যায়ে ইস্রায়েল জাতিকে কেন্দ্র করে শেষ কালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে দানিয়েলের দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।

৩য় অংশ ঃ বাছাই-প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পত্রে উপযুক্ত গোলকটি কালো করুন।

১৩। যীশু যে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র অনুমোদন করেছেন এবং এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা—

ক) মৌখিকভাবে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কাহিনীর মূল্য সমর্থন করে।

খ) সমর্থন করে যে শাস্ত্র ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট।

গ) এই মত সমর্থন করে যে, বাইবেল সাধারণ লোকদের দ্বারা সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে লেখা হয়েছিল।

ঘ) শাস্ত্র হিসেবে পুরাতন নিয়ম এক চেটিয়া,—এই ধারণা সমর্থন করে।

১৪। সমগ্র বাইবেলে যে প্রসঙ্গটির উপরে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল—

ক) শয়তানের উপরে ঈশ্বরের বিজয়।

খ) খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন।

গ) মানুষের উদ্ধার সাধন।

ঘ) মণ্ডলীর প্রয়োজনীয়তা।

১৫। বাইবেল অনুসারে **মণ্ডলী** হচ্ছে—

ক) ঈশ্বরের প্রজাদের সমাজ।

খ) একটি ধর্মীয় সংগঠন।

গ) একটি গৃহ বা দালান।

ঘ) যে কোন খ্রীষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়।

১৬। নীচের কোন্‌টি মণ্ডলীর তিনটি মৌলিক কাজের একটি **নয়** ?

ক) অবিশ্বাসীদের কাছে সুসমাচার বাক্য বলা।

খ) ঈশ্বরের আরাধনা করা।

গ) বিশ্বাসীদের আত্মিক জীবনে গড়ে তোলা।

ঘ) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৭। **এপোক্রিফা** হচ্ছে—

ক) পুরাতন নিয়মের প্রামাণ্য শাস্ত্র।

খ) শাস্ত্রের আলোকিত করণ।

গ) মণ্ডলীর সেই আদি পিতাগণ যারা শাস্ত্রীয় মানদণ্ড সম্বন্ধে একমত হয়েছিলেন।

ঘ) এক প্রকার প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য যা হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ দান করে।

১৮। শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত ও দীর্ঘকাল ধরে সেগুলি রক্ষায়—

ক) বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে বড় ধরণের মতবাদগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়েছে।

খ) পাণ্ডুলিপি গুলিকে নির্ভরযোগ্য রাখবার জন্য ঈশ্বরের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ দৃষ্ট হয়েছে।

গ) বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির বিবরণগুলির মধ্যে কোন পার্থক্যই দৃষ্ট হয়নি।

ঘ) বহু অনির্ভরযোগ্য বিবরণ দৃষ্ট হয়েছে যা বাইবেলের মূল্যকে দুর্বল করেছে।

১৯। ঈশ্বর যে **সমাজের** মধ্যে বিশ্বাসীদের সঙ্গে আচরণ করেন শাস্ত্রে এই ধারণাটির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ পাওয়া যায় এই বর্ণনার মধ্যে—

ক) কোন এক ব্যক্তির একাকী পথে গমন করার দ্বারা।

খ) জলের বাপ্তিস্ম।

গ) যে পথে দেহের বিভিন্ন অংশগুলি সমগ্র দেহের মঙ্গলার্থে কাজ করে।

ঘ) একত্রে খেলারত শিশুরা।

২০। বাইবেলের নিদর্শন থেকে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, মণ্ডলীর শুরু হয়েছে—

ক) যে দিন খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছে সে দিন।

খ) খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন।

গ) যখন খ্রীষ্ট তাঁর প্রকাশ্য পরিচর্যা আরম্ভ করেছেন।

ঘ) যখন বাপ্তাইজকারী যোহন মশীহের আগমন প্রচার করতে শুরু করেছিলেন।

২১। বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে—

ক) এক নির্দিষ্ট দিনের এক নির্দিষ্ট ক্ষণে।

খ) খ্রীষ্টারি প্রকাশিত হবার ঠিক পরেই।

গ) সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারিত হবার পরেই।

ঘ) মহাক্লেশ কালের মাঝামাঝি সময়ে।

২২। নীচের বর্ণনাগুলির মধ্যে কোনটি র‍্যাপচারের পরে বিশ্বাসীদের রূপান্তরিত দেহের বর্ণনা **নয়?**

ক) নশ্বর।

খ) অবিনশ্বর।

গ) মহিমান্বিত।

ঘ) ধ্বংসাতীত বা চিরস্থায়ী।

২৩। **খ্রীষ্টের বিচার আসন** হচ্ছে।

ক) "বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণের স্থান" যেখানে তাদের কাজের গুণ-মান অনুসারে বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত করা হবে।

খ) সেই স্থান, যেখানে শয়তান ও পাপিষ্ঠ মৃত লোকদের বিচার হবে।

গ) হরমাগিদোন।

ঘ) যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ প্রাপ্তি।

২৪। "অভিষিক্ত ব্যক্তি," যিনি হরমাগিদোনে একত্রিত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করবেন, তিনি হলেন—

ক) ভাববাণীর সেই "আগামী নায়ক (শাসক)।"

খ) দানিয়েলের দর্শনের সেই স্বর্গদূত।

গ) মনোনীত ইস্রায়েল জাতি।

ঘ) রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু, যীশু।

৩য় খণ্ডের প্রয়োজন সমাপ্ত। এখন উত্তর পত্রের নির্দেশ মত কাজ করুন। কাজ শেষে উত্তর পত্র আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। এর ফলে আপনার এই কোর্স অধ্যয়ন শেষ হোল। শিক্ষককে আপনার জন্য আর একখানি পাঠ্য বিষয়ের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ জানান।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ
উত্তর পত্র—১

কোর্সের নাম ....

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

এই বইয়ের প্রথম ভাগ শেষ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম ....

ডাকঘর ....

উপজেলা .... জিলা ....

বয়স .... পেশা ....

আপনি কি বিবাহিত .... আপনার পরিবারে সদস্য কত ? ....

....

আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন ? ....

আপনি কি কোন মণ্ডলীর সদস্য ? ....

যদি সদস্য হন, তবে কোন মণ্ডলীর ? ....

মণ্ডলীতে আপনার দায়িত্ব কি ? ....

....

কিভাবে কোর্সটি পাঠ করছেন ঃ একাকী ? ....

দলগত ? .... আই, সি, আই,-এর অন্য কোন্ কোন্ কোর্স আপনি পাঠ করেছেন ? ....

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছেঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● ⓚ ⓖ ⓖ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ ⓚ ● ⓖ ⓖ

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ১ম ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ উত্তর পত্র—১

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১	ক	খ	গ	ঘ	৯	ক	খ	গ	ঘ	১৭	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ	১০	ক	খ	গ	ঘ	১৮	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ	১১	ক	খ	গ	ঘ	১৯	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ	১২	ক	খ	গ	ঘ	২০	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ	১৩	ক	খ	গ	ঘ	২১	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ	১৪	ক	খ	গ	ঘ	২২	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ	১৫	ক	খ	গ	ঘ	২৩	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ	১৬	ক	খ	গ	ঘ	২৪	ক	খ	গ	ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

খ) আকর্ষণীয়।

গ) সামান্য আকর্ষণীয়।

ঘ) আকর্ষণীয় নয়।

ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।

খ) সামান্য কিছু।

গ) বেশী কিছু নয়।

ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।

খ) মূল্যবান।

গ) মূল্যবান নয়।

ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।

খ) কঠিন।

গ) সহজ।

ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।

খ) ভাল।

গ) মন্দ নয়।

ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটি সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই. সি. আই.-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.. নম্বর..

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ
উত্তর পত্র—২

কোর্সের নাম...

(পরিস্কারভাবে লিখুন)

আশা করি পাঠ্য বইয়ের ২য় ভাগটি আপনার ভাল লেগেছে। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম.................................ডাকঘর.................................

উপজেলা.................................. জিলা ....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓚ Ⓖ Ⓗ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ Ⓚ ● Ⓖ Ⓗ

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ২য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ উত্তর পত্র—২

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১	ক	খ	গ	ঘ	৯	ক	খ	গ	ঘ	১৭	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ	১০	ক	খ	গ	ঘ	১৮	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ	১১	ক	খ	গ	ঘ	১৯	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ	১২	ক	খ	গ	ঘ	২০	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ	১৩	ক	খ	গ	ঘ	২১	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ	১৪	ক	খ	গ	ঘ	২২	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ	১৫	ক	খ	গ	ঘ	২৩	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ	১৬	ক	খ	গ	ঘ	২৪	ক	খ	গ	ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

খ) আকর্ষণীয়।

গ) সামান্য আকর্ষণীয়।

ঘ) আকর্ষণীয় নয়।

ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।

খ) সামান্য কিছু।

গ) বেশী কিছু নয়।

ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।

খ) মূল্যবান।

গ) মূল্যবান নয়।

ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।

খ) কঠিন।

গ) সহজ।

ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।

খ) ভাল।

গ) মন্দ নয়।

ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটির দ্বারা আপনি কতটুকুন উপকৃত হয়েছেন? ....

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই, সি, আই,-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.............................. নম্বর..............................

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—৩য় ভাগ
উত্তর পত্র—৩

কোর্সের নাম ....

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অধ্যায়গুলি আশা করি আপনি সমাপ্ত করেছেন।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম .... ডাকঘর ....

উপজেলা .... জিলা ....

অনুসন্ধান

আই, সি, আই, অফিস অন্যান্য কোর্স এবং সেগুলির মূল্য সম্পর্কে আপনাকে জানাতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন**।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● (খ) (গ) (ঘ)

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ৩য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—৩য় ভাগ উত্তর পত্র—৩

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১ Ⓚ Ⓚ Ⓖ Ⓖ	৯ ক খ গ ঘ	১৭ ক খ গ ঘ
২ ক খ গ ঘ	১০ ক খ গ ঘ	১৮ ক খ গ ঘ
৩ ক খ গ ঘ	১১ ক খ গ ঘ	১৯ ক খ গ ঘ
৪ ক খ গ ঘ	১২ ক খ গ ঘ	২০ ক খ গ ঘ
৫ ক খ গ ঘ	১৩ ক খ গ ঘ	২১ ক খ গ ঘ
৬ ক খ গ ঘ	১৪ ক খ গ ঘ	২২ ক খ গ ঘ
৭ ক খ গ ঘ	১৫ ক খ গ ঘ	২৩ ক খ গ ঘ
৮ ক খ গ ঘ	১৬ ক খ গ ঘ	২৪ ক খ গ ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

- ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
- খ) আকর্ষণীয়।
- গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
- ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
- ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

- ক) অনেক কিছু।
- খ) সামান্য কিছু।
- গ) বেশী কিছু নয়।
- ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

- ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
- খ) মূল্যবান।
- গ) মূল্যবান নয়।
- ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

- ক) অত্যন্ত কঠিন।
- খ) কঠিন।
- গ) সহজ।
- ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

- ক) চমৎকার।
- খ) ভাল।
- গ) মন্দ নয়।
- ঘ) ভাল নয়।

৬। আপনি কি এই ধরণের আর একটি কোর্স চান? ....

ক) অবশ্যই চাই।

খ) সম্ভবতঃ চাই।

গ) সম্ভবতঃ না।

ঘ) নিশ্চয়ই না।

৭। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন। ....

....

....

অভিনন্দন

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রমের এই কোর্সটি আপনি শেষ করেছেন। ছাত্র হিসাবে আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আই, সি, আই,-এর আরো কোর্স পড়তে আপনি আগ্রহী। ছাত্র রিপোর্টের উত্তর পত্রটি নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে আমরা সেটি পরীক্ষা করে নম্বর সহ আপনাকে সুন্দর একটি সার্টিফিকেট বা সীল পাঠিয়ে দেব।

সার্টিফিকেটে আপনার নাম যেভাবে লেখা দেখতে চান সেইভাবে নীচের খালি জায়গায় তা লিখুন।

নাম ....

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ .... নম্বর ....

ইণ্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রম

বা পাশের চিহ্নটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে কিভাবে আই, সি, আই-র খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের পাঠগুলি পর পর পড়তে হবে। এই পাঠ্যক্রমে মোট ১৮টি পাঠ্য বিষয় (বই) আছে এবং এগুলিকে ছ'টি ছ'টি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

"সত্যের ভিত্তিমূল" বইখানি খ্রীষ্টিয় ধর্মতত্ত্বের উপর লেখা প্রথম ভাগের ৩ নম্বর পাঠ্য বিষয়। যদি পর পর সংখ্যানুযায়ী বইগুলি পড়তে পারে তাহলে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।

এই বইটি আপনাকে সাহায্য করবে—

- মানুষের উৎপত্তি, পতন ও মুক্তির বিষয়ে বাইবেল ভিত্তিক তত্ত্ব, ঈশ্বরীয় স্বভাব ও তাঁর উদ্দেশ্য এবং অনন্তকাল সম্পর্কে জানাতে—
- ঈশ্বর আপনার সঙ্গে যে একটি চিরস্থায়ী ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তা বুঝতে—
- বাইবেল ও তার শিক্ষাকে আপনার জীবন ও স্বভাবের মানদণ্ডরূপে ব্যবহার ইচ্ছুক হতে—
- সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রভুকে আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণে আহ্বান জানাতে—

আই, সি, আই-র খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের অন্য কতগুলি বই ঃ

খ্রীষ্টে নব জীবন

সাহায্যকারী শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক

খ্রীষ্টিয় জীবনে পূর্ণতা

এই বইগুলি বা এ ধরণের অন্যান্য বইগুলির জন্য ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্স্টিটিউট বা তার প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

S3131BN90